

গান্ধীজীর দিল্লী ডায়েরী

শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

আমেদাবাদ **নবজীবন ট্রাস্ট**-এর অনুমতিক্রমে

গান্ধীজীর

দিল্লী ডায়েরী

প্রার্থনা-ভাষণ

১০-৯-৪৭ হইতে ২৯-১-৪৮ পর্যন্ত

শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদিত

হরিজন প্রকাশন

হরিজন পত্রিকা কার্যালয়

কলিকাতা ৬

প্রকাশক : শ্রীসুধীরচন্দ্র লাহা
হরিজন প্রকাশন--হরিজন পত্রিকা কার্যালয়
২৭-৩ বি, হরি ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬

বুক ল্যাণ্ড লিমিটেড
১, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা ৬

প্রথম সংস্করণ
২রা অক্টোবর ১৯৪৮ : ২২০০ কপি
মূল্য ৪৲

মুদ্রাকর : শ্রীঅজিতকুমার বসু
শক্তি প্রেস, ২৭-৩ বি, হরি ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬

প্রকাশকের নিবেদন

গান্ধীজীর দিল্লী ডায়েরী প্রকাশিত হইল। অনুবাদে ইংরেজী মূল লেখার যতটা সম্ভব কাছে থাকিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

গান্ধীজী বলিয়াছেন, "প্রার্থনান্তিক ভাষণগুলি প্রার্থনারই অবিচ্ছেদ্য অংশ-হিসাবে শুনিতে ও বুঝিতে হইবে।" প্রকৃতপক্ষে প্রার্থনায় সত্যরূপী ভগবানের কাছে আত্মনিবেদন, আর ভাষণে কর্মের মধ্যে সেই ধর্মের সাধন—এই কর্মযোগের শিক্ষাই পরম ভাগবত গান্ধীজী আমাদের দিয়া গিয়াছেন। স্বাধীন ভারতের প্রতি ইহাই তাঁহার শেষ বাণী। ভারতবাসী যেন এই বাণী সার্থক করিতে পারে।

আচার্য শ্রীনন্দলাল বসু অনুগ্রহ করিয়া 'রামধুনরত গান্ধীজী' ছবিখানি ছাপিতে দিয়াছেন। বন্ধু শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচ্ছদপট আঁকিয়া দিয়াছেন।

স্নেহাস্পদ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ভড় যত্নসহকারে বিষয় সূচি তৈয়ারি করিয়া দিয়াছেন।

২রা অক্টোবর,
১৯৪৮

সুধীরচন্দ্র লাহা
প্রকাশক

গ্রন্থারম্ভে

মহাত্মা গান্ধীর জীবনের শেষ সাড়ে চার মাস কালের প্রার্থনান্তিক ভাষণ-গুলি এই বইখানিতে আছে। পুস্তকের নাম হইতেই বুঝা যাইবে যে, ইহা প্রকৃতপক্ষে ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ হইতে ৩০ শে জানুয়ারী ১৯৪৮ পর্যন্ত তাঁহার দিল্লীতে অবস্থানের ডায়েরী। যে সকল ঘটনার কারণে এত বেশি জীবননাশ, সম্পত্তিনাশ হইয়াছে এবং নীতি ও ধর্মবোধ—মানব জীবনকে যাহা উদার ও উন্নত করে—এত বেশি নষ্ট হইয়াছে, মহাত্মা গান্ধীকে সেই সকল ঘটনা বড়ই বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। এই পুস্তকের পৃষ্ঠায় তাঁহার সেই হৃদয়বেদনার কথা আছে, আর আমাদের জীবনে ও আচরণে মানবতার আদর্শের পুনরুদ্ধার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তিনি যে অতি-মানুষিক চেষ্টা করিতেছিলেন তাহার কথাও আছে। তাঁহার লেখায় ও ভাষণে সাধারণতঃ যাহা হয়, এখানেও সেইরূপ তিনি বহু ব্যাপক ব্যাপার লইয়াই কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সব চেয়ে বিস্ময়কর ও লক্ষ্যণীয় কথাগুলি তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিশেষতঃ হিন্দু, মুসলমান ও শিখগণের মধ্যে শান্তি ও সৌহার্দ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন।

আজ আমাদের জীবনযাত্রায় বড় দুঃখ ও বিড়ম্বনার কথা এই যে, তাঁহার কার্য্‌সিদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে তাঁহাকে প্রাণ দিতে হইয়াছে। এই পুস্তকের পৃষ্ঠায় এই কথাটাই স্পষ্ট করিয়া দেখা যায় যে, সাম্প্রদায়িক ঐক্য স্থাপিত না হইলে তিনি আর বাঁচিতে চান না—আর দেখা যায়, গভীর বিষাদের একটা অন্তঃপ্রবাহ, যাহা ৩০শে জানুয়ারী তারিখে দেশে যে মহা সর্বনাশ আপতিত হয় তাহার পূর্বাভাস। সত্য ও অহিংসার গতি ত সূক্ষ্ম, দুর্নিরীক্ষ্য পথে। হইতে পারে মহাত্মাজীর জীবদ্দশায় যে অলৌকিক ঘটনা ঘটিল না, তাঁহার মৃত্যুতেই তাহা সংঘটিত হইবে। যে শান্তি ও সৌহার্দ্য স্থাপনের জন্য তিনি কাজ করিয়া গিয়াছেন ও জীবন দিয়াছেন, এই বইখানি তাহা স্থাপন করিতে সহায় হইবে মনে হয়।

১৭-৩-৪৮ রাজেন্দ্র প্রসাদ

ভূমিকা

কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক মৈত্রী ফিরিয়া আসিয়াছে দেখিয়া ১৯৪৭ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে গান্ধীজী বেলেঘাটা হইতে দিল্লী যাত্রা করেন। দিল্লীতে সেই সময় বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলিতেছিল। ৩০শে জানুয়ারী ১৯৪৮, প্রার্থনা-সভায় যাইবার কালে আততায়ীর গুলিতে গান্ধীজীর দেহান্ত হয়। ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৭, হইতে মহাপ্রয়াণের পূর্ব দিবস পর্যন্ত প্রার্থনান্তিক ভাষণে প্রত্যহ হিন্দু-মুসলমান মৈত্রী, অহিংসা, দুর্নীতিদমন, কুটীর-শিল্প, বিকেন্দ্রীকৃত অর্থনৈতিক- ও সমাজশাসন-ব্যবস্থা এবং সর্বপ্রকার গঠনমূলক কাজের যে সমস্ত কথা গান্ধীজী বলিয়াছেন রতনদা এই পুস্তকে অনুপম ভাষায় তাহার অনুবাদ করিয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধীর সমস্ত কথাই অনুবাদেও এরূপ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে যে তাহা শুধু আমাদের বুদ্ধিকেই নয়—অন্তরকেও স্পর্শ করে।

স্বাধীন ভারতবর্ষে বহু বিচিত্র দুরূহ জটিল সমস্যা দেখা দিয়াছে। সত্যের পথে তাহার মীমাংসার ইঙ্গিত দিয়া জাতির জনক ভারতবাসীকে স্বরাজ-গঠনে আহ্বান করিয়াছেন। আজ যদিও আমরা এক নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে দিশাহারা হইয়া চলিয়াছি, তবুও ভরসা রাখি গান্ধীজীর এই বাণী আমাদের পথের নির্দেশ দিবে।

গান্ধী-জয়ন্তী
১৯৪৮

প্রফুল্লচন্দ্র সেন

বিষয় সূচি

(বর্ণানুক্রমিক)

খ

গ

হ



[আচার্য শ্রীনন্দলাল বসুর সৌজন্যে]

রামধুনরত গান্ধীজী

দিল্লী ডায়েরী

নয়া দিল্লী ১০-৯-৪৭

শ্মশানপুরী

সান্ধ্য আইন জারি ছিল। তাই প্রার্থনা-সভায় অল্প লোক আসিয়াছিল। কিন্তু গান্ধীজী দিল্লীর সকল লোকের উদ্দেশে কথা বলিলেন। তিনি বলিলেন, "শাহ্‌দ্‌রা স্টেসনে পৌঁছিয়া দেখিলাম আমার অভ্যর্থনার জন্য সর্দার পাটেল, রাজকুমারী ও আরও অনেকে আসিয়াছেন। কিন্তু সর্দারের মুখে সে হাসি নাই, সে চটুল পরিহাসও নাই। গাড়ী হইতে নামিয়া পুলিস ও লোকজন যাহাদের সহিত দেখা হইল, চারিদিকের বিষাদ তাহাদের মুখেও প্রতিফলিত দেখিলাম। রঙ্গময়ী দিল্লীনগরী কি সহসা শ্মশানপুরীতে পরিণত হইল? আশ্চর্য হইবার ব্যাপার আরও একটা ছিল—যে বস্তিতে থাকিতে আমি আনন্দ পাই, তথায় না লইয়া গিয়া আমাকে আনা হইল প্রাসাদোপম বিরলা ভবনে। ইহার কারণ বুঝিয়া আমার দুঃখ হইল। তবুও আগে যেখানে প্রায়ই থাকিয়াছি সেই বাড়িতে আসিয়া পড়ায় আমি খুশি হইলাম। 'বাল্মীকি'* ভাইদের মধ্যেই থাকি অথবা বিরলা ভবনে, আমি বিরলাদেরই অতিথি। ভাঙ্গি বস্তিতে তাঁহাদের লোকেরাই একনিষ্ঠ অনুরাগে আমার সেবা-যত্ন করিয়া থাকে। আবাস-পরিবর্তন সর্দারের কারণে ঘটে নাই। সর্দার দুর্বলচেতা নহেন। সে অপরাধ তাহার কখন হয় না। বাল্মীকি বস্তিতে আমার বিপদ ঘটিতে পারে এরূপ ভয় তিনি করেন না। ভাঙ্গিদের মাঝে থাকায় আমার আনন্দ, কিন্তু নয়া দিল্লী কমিটির দোষ ও অবহেলায় তাহারা যে সব বাড়িতে মাছের ঝাঁকের মত ঠাসাঠাসি করিয়া আছে, প্রকৃতপক্ষে সেখানে বাস করিতে আমি পারি না। ১

শরণার্থী-সমস্যা

"আবাস-পরিবর্তনের কারণ এই যে, আমি যেখানে থাকিতাম সেখানে শরণার্থীদের রাখা হইয়াছে। তাহাদের প্রয়োজন আমার চেয়ে অনন্ত গুণ বেশি। শরণার্থী-সমস্যা যে আদৌ উঠিল জাতিহিসাবে ইহা কি আমাদের কলঙ্ক নহে?

* এই অঞ্চলে ভাঙ্গিদের অপর নাম বাল্মীকি।

কায়েদে আজাম জিন্না, লিয়াকৎ সাহেব ও পাকিস্থানের অন্য নেতারা এবং পণ্ডিত নেহেরু ও সর্দার পাটেল একই ভাবে ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহাদের নিজ নিজ রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুগণ সংখ্যাগুরুদের মত সহৃদয় ব্যবহার পাইবে। তাঁহাদের প্রত্যেকেই যে এই কথা বলিলেন, তাহা কি পৃথিবীর লোককে মিষ্ট কথায় খুশী করিবার জন্য, অথবা দুনিয়াকে ইহাই দেখাইবার জন্য যে, আমরা যে-কথা বলিয়াছি কাজে তাহা করিতে চাই এবং তাহারই চেষ্টায় আমরা প্রাণ দিব। তাই যদি হয়, তবে জিজ্ঞাসা করি হিন্দু ও শিখগণ এবং বলদৃপ্ত আমিল ও ভাইবন্দগণ কেন পাকিস্থান হইতে বিতাড়িত হইল—পাকিস্থানই ত তাহাদের বাসভূমি? কোয়েটা, নবাবশাহ্ ও করাচিতে কি ব্যাপার ঘটিয়াছে? পশ্চিম পাকিস্থানের যে সকল ঘটনার কথা শোনা বা পড়া যাইতেছে, তাহা হৃদয়বিদারক। অসহায়তার অজুহাত দেওয়া অথবা এ সকলই গুণ্ডাদের কাজ এরূপ কথা বলা উভয় রাষ্ট্রের কাহারও সাজে না। প্রত্যেক ডমিনিয়নই নিজ অধিবাসীদের কার্যের পূর্ণ দায়িত্ব লইতে বাধ্য। 'আজ তাহাদের তর্ক করিলে চলিবে না, আপন কর্তব্য করিতে হইবে এবং তাহার জন্য মরিতে হইবে।' সাম্রাজ্যবাদের গুরুভারে পিষ্ট হইয়া ইচ্ছায় অনিচ্ছায় ত আর এখন তাহাদের কাজ করিতে হয় না। কিন্তু বিশ্বের দরবারে যদি তাহাদের মুখ তুলিয়া দাঁড়াইতে হয়, তবে ঐ গুরুভার অপসারণের এই অর্থ কখনই হয় না যে, অতঃপর তাহারা আর আইনের শাসন মানিয়া চলিবে না। দিল্লীর অধিবাসীরা এবং আশ্রয়প্রার্থীরা স্বেচ্ছায় খুশী মনে আইনের শাসন মানিবে না, এই কথা নির্লজ্জভাবে জগতের কাছে স্বীকার করিয়া ভারত যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রীগণকে কি নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে? আমি চাই, মাথা নত করার চেয়ে মন্ত্রীগণ বরং জনসাধারণকে উন্মত্ততার হাত হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টায় চূর্ণ হইয়া যান।" ভাষণের সময় গান্ধীজীর কণ্ঠ বরাবর ক্ষীণ ছিল। কিন্তু মৃতকল্প দিল্লীর ভিতর ঘুরিয়া তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন তাহার বিবরণ দিতে লাগিলেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলিলেন, "এমন কি যে-গৃহে আমি আছি সেখানেও ফল বা শাকসব্জী কিছুই আসে নাই। সব্জীমণ্ডিতে কয়েকজন মুসলমান কামান বা অপর কিছু হইতে গুলি চালাইয়াছে বলিয়া শাকসব্জী পাওয়া যাইতেছে না, ইহা কি লজ্জার কথা নহে? সহরে ঘুরিয়া বেড়াইবার সময় অভিযোগ শুনিলাম যে, আশ্রয়প্রার্থীরা আহার্য দ্রব্য পায় নাই। আর তাহাদিগকে যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহাও অখাদ্য। ইহার জন্য সরকার যদি দোষী হয়, তবে আশ্রয়প্রার্থীরাও সমান দোষী, কারণ তাহারা ত সরকারী কাজকর্মও অচল করিয়া দিয়াছে। এইরূপে যে তাহারা নিজেদেরই ক্ষতি করিতেছে, একথা বোঝে না কেন? গবর্মেণ্ট

তাহাদের ন্যায্য অভাব-অভিযোগের প্রতীকার করিবে এই বিশ্বাস যদি থাকে, আর তাহারা যদি আইন মানিয়া চলে, তবে তাহাদের অধিকাংশ অসুবিধার অবসান হইবে—একথা আমি জানি এবং তাহাদেরও জানা উচিত। ২

"আমি হুমায়ুন কবরের নিকট মিও শরণার্থীদের শিবির দেখিতে গিয়াছিলাম। তাহারা বলে, আলওয়ার ও ভরতপুর রাজ্য হইতে তাহাদের বিতাড়িত করা হইয়াছে। তাহারা আরও বলে, মুসলমান বন্ধুরা তাহাদের যে খাবার পাঠাইয়াছেন তাহা ছাড়া আর খাবার তাহার পায় না। আমি জানি মিওরা সহজে উত্তেজিত হয় এবং গোলযোগ ঘটাইতে পারে। কিন্তু ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়া তাহাদের পাকিস্থানে পাঠাইয়া দিলে নিশ্চয়ই ইহার প্রতীকার হইবে না। ভাবিতে হইবে, তাহারা আমাদেরই মত মানুষ, অন্য যে কোন রোগের ন্যায় তাহাদের এই মানসিক দুর্বলতার চিকিৎসা চাই। ৩

"তারপর আমি জামিয়া-মিলিয়ায় যাই। এই প্রতিষ্ঠানটির গঠনে আমার বিশেষ হাত ছিল। ডক্টর জাকির হোসেন আমার প্রিয় বন্ধু। তিনি আমার কাছে তাঁহার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন—সেই বর্ণনা দুঃখময় নিশ্চয়ই, কিন্তু তাহাতে তিক্ততা ছিল না। অল্প কয়দিন আগে তাঁহাকে জলন্ধর যাইতে হইয়াছিল। একজন শিখ সেনানায়ক এবং একজন হিন্দু রেল কর্মচারী ঠিক সময়ে তাঁহাকে সাহায্য না করিলে, শুধু মুসলমান এই অপরাধেই ক্রুদ্ধ শিখদের হাতে তাঁহার প্রাণনাশ হইত—সকৃতজ্ঞ অন্তরে তিনি আমাকে এই কথাটি বলিলেন। জামিয়া-মিলিয়া ত জাতীয় প্রতিষ্ঠান—অনেক হিন্দু এখানে শিক্ষালাভ করিয়াছে। ভাবিয়া দেখুন, এখানেও ক্রুদ্ধ শরণার্থীগণ ও তাহাদের দুষ্কৃতের সহচরেরা আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছিল। জামিয়া শিক্ষায়তনে একশতের অধিক শরণার্থী কোন প্রকারে রহিয়াছে দেখিলাম। আশ্রয়প্রার্থীগণের নানা অসুবিধার দুঃখময় কাহিনী শুনিতে শুনিতে লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হইল। আমি তারপর দিওয়ান হল শরণার্থী শিবির, ওয়েভেল কানটিন শিবির এবং কিংসওয়ে আশ্রয়কেন্দ্রে যাইলাম। সেখানে হিন্দু ও শিখ শরণার্থীদের সঙ্গে আমার দেখা হইল। পাঞ্জাবের সেবা আমি যেটুকু করিয়াছি তাহা তাহারা একেবারে ভুলিতে পারে নাই। কিন্তু সব শিবিরেই কিছু কিছু লোকের মুখে চোখে ক্রোধ দেখিলাম। এ ক্রোধ মার্জনীয়। তাহারা আমার এই দোষ দেয় যে, আমি হিন্দুদের প্রতি কঠোর—আমি তাহাদের মত দুঃখ পাই নাই, তাহাদের মত প্রিয়জন হারাই নাই, আর তাহাদের মত গৃহহীন ও সম্বলহীন হই নাই। ভারতের রাজধানীকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইবার জন্য আমার যাহা সাধ্য তাহা করিব, দিল্লীতে আমি সেই উদ্দেশ্যেই রহিয়াছি—এই কথা বলিয়া আমি কি প্রকারে তাহাদের সান্ত্বনা দিতে পারি? যাহারা মরিয়াছে তাহাদের ত আমি ফিরাইয়া আনিতে

পারি না। মৃত্যু ত মানুষ এবং মানুষেতর সর্বজীবের উপর সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদ। পার্থক্য কেবল কখন এবং কি প্রকারে মৃত্যু হয় তাহা লইয়া। জীবনে সত্য আচরণই হইল একমাত্র সত্য মার্গ—ইহা জীবনকে সুসহ এমন কি সুন্দর করিয়া তোলে।" ৪

প্রকৃত শিখ

"দিনের বেলা এক শিখ বন্ধু আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, শিখ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেও গ্রন্থসাহেবে শিখের যে বর্ণনা আছে তদনুযায়ী নিজেকে শিখ বলিয়া তিনি দাবি করিতে পারেন না। আমি তাঁহাকে বলিলাম, প্রকৃত শিখ নামের অধিকারী কাহাকেও তিনি জানেন কি না। তিনি ত সেরূপ কাহারও কথা মনে করিতে পারিলেন না। তখন আমি ধীরভাবে আমার দাবির কথা বলিলাম—গ্রন্থসাহেবের নির্দেশমত আমি প্রকৃত শিখের আচরণ করিতে সচেষ্ট। একদিন ছিল যখন নানকানা সাহেবে আমি শিখদের প্রকৃত বন্ধু বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলাম। গুরু নানক মুসলিম ও হিন্দুর মধ্যে কোন প্রভেদ করিতেন না। তাঁহার কাছে সমগ্র মানবজাতি এক ছিল। আমার সনাতন হিন্দু ধর্মও সেইরূপ। তাই আমি নিজেকে মুসলমান বলিয়াও মনে করি। ভগবান্ এক, তাঁহার শক্তি দিনরাত সর্বভাবে আমাদের রক্ষা করে, মুসলিমের এই মহান্ প্রার্থনা আমি আবৃত্তি করিয়া থাকি।" ৫

শরণার্থীদের সকলকে অনুরোধ করিয়া তিনি বলিলেন, "আপনারা সৎ এবং নির্ভীক জীবন যাপন করুন, কাহারও প্রতি ঈর্ষা বা ঘৃণা পোষণ করিবেন না। ক্রোধের বশে হঠকারিতা বা অবিবেচনার কাজ করিয়া আয়াসলব্ধ স্বাধীনতা আপনারা যেন নষ্ট করিয়া না বসেন।" ৬

নয়া দিল্লী, ১২-৯-৪৭

সীমান্ত প্রদেশের সংবাদ

সীমান্ত প্রদেশ হইতে যে সব অশান্তির সংবাদ আসিতেছে তজ্জন্য অশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়া গান্ধীজী আজ তাঁহার ভাষণ আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, "ঐ প্রদেশকে আমি ত ভাল করিয়াই জানি। সপ্তাহের পর সপ্তাহ আমি তথায় পরিভ্রমণ করিয়াছি এবং খান্ ভ্রাতৃদ্বয়ের গৃহে একান্ত নিরাপদে অবস্থান করিয়াছি। আজ আমাকে একখানা তার দেখান হইয়াছে। তাহাতে পূর্বতন মন্ত্রী শ্রীগিরধারীলাল পুরী বলিতেছেন যে, তাঁহার স্ত্রী ও তাঁহাকে যেন এখনই উদ্ধার করা হয়। ইঁহারা উভয়েই ভাল কর্মী। আমি এই সংবাদে নিরতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। এরূপ সংবাদে লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হইয়া যায়। যে গবর্মেণ্টের হাতে আজ ক্ষমতা, তাহাদের এবং কায়েদে আজাম

জিন্নার কর্তব্য হইল সমস্ত হিন্দু ও শিখ যাহাতে মুসলমানদের মত সেখানে নিরাপদে থাকে তাহার ব্যবস্থা করা।" ৭

ক্রোধ ত বাতুলতা

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে যে সকল শোচনীয় ঘটনা ঘটিয়াছে তাহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে করিতে গান্ধীজী শ্রোতৃবৃন্দের মনে এই কথাটি গাঁথিয়া দিলেন যে, ক্রোধে উন্মত্ত হইলে তাঁহাদের কোন লাভই হইবে না। তিনি বলিলেন, "ক্রোধ হইতে প্রতিহিংসার উৎপত্তি হয়। এই প্রতিহিংসার কারণেই তথায় এবং অন্য সর্বত্র বীভৎস ব্যাপার সকল ঘটিতেছে। দিল্লীতে যাহা ঘটিয়াছে তাহার প্রতিশোধ লইলে মুসলমানদের কি লাভ হইবে ? আর সীমান্ত ও পশ্চিম পাঞ্জাবে স্বধর্মীদের উপর যে নৃশংসতা আচরিত হইয়াছে তাহার প্রতিশোধ লইলে শিখ ও হিন্দুদিগেরই বা কি লাভ হইবে? কোন একজন বা একদল লোক উন্মাদ হইয়াছে বলিয়া কি সকলকেই উন্মাদ হইতে হইবে? হিন্দু ও শিখগণকে আমি সাবধান করিয়া দিতেছি। নরহত্যা, লুণ্ঠন ও গৃহদাহ করিয়া তাঁহারা নিজেদের ধর্মকেই বিনষ্ট করিতেছেন। আমি নিজেকে ধর্ম-শিক্ষার্থী বলিয়া মনে করি। আমি জানি কোন ধর্মই উন্মত্ততা শিখায় না। ইসলাম ইহার ব্যতিক্রম নহে। আমি আপনাদের এখনই এই উন্মত্ততা হইতে বিরত হইতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। ভবিষ্যৎ বংশীয়দের যেন এই কথা না বলিতে হয় যে, পরিপাক করিতে পারেন নাই বলিয়া স্বাধীনতার উপাদেয় ভোজ্য আপনারা খোয়াইয়া বসিয়াছেন। মনে রাখিবেন, এই ক্ষ্যাপামী বন্ধ করিতে না পারিলে জগতের চক্ষে ভারতবর্ষ ঘৃণিত হইয়া উঠিবে। ৮

অতীত ভুলিয়া যাও

"আমি জুম্মা মসজিদ দেখিতে গিয়াছিলাম—এই মসজিদ পৃথিবীর অন্য কোনও মসজিদ অপেক্ষা কম নয়। সেখানে মুসলমান স্ত্রী ও পুরুষদের অতীব দুর্দশাগ্রস্ত দেখিয়া আমি ব্যথিত হইয়াছি। মৃত্যু সকলেরই নিয়তি, এই কথা বলিয়া আমি তাহাদের সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিয়াছি। মৃতের জন্য শোক করিয়া কোন লাভ নাই। কাঁদিয়া ত তাহাদের ফিরাইয়া আনা যাইবে না। আমাদের প্রত্যেককেই এই মহান্ দেশের ভবিষ্যৎ রক্ষা করিতে হইবে। প্রতিদিন বহু মুসলমান বন্ধু আমার সহিত দেখা করিতে আসেন। তাঁহাদের অবস্থা খোলাখুলি ও পুরাপুরি জানাইতে আমি পরামর্শ দিই। দিল্লীতে অথবা ভারতের অন্য কোথাও মুসলমানদের জীবন বিপন্ন হয় ইহাতে আমি দুঃখিত। ব্যাপারটি অতিশয় দুঃখাবহ। বহু অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া আমার দীর্ঘ জীবন অতিক্রান্ত হইয়াছে। আপনাদিগকে এই বৃদ্ধের কথায় কান দিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। পাপের বদলে পাপ

করিলে তাহার শেষ নাই—এই কথা আমি একেবারে নিশ্চয় বুঝিয়াছি। উপকারের বিনিময়ে উপকার করিলেও এমন কিছু পুণ্য নাই। অন্যায়ের পরিবর্তে ন্যায় আচরণই হইল সত্য মার্গ। অনেক মুসলমান বন্ধু সাহায্য করিতে চান। কিন্তু দিল্লীর এখন যে অবস্থা তাহাতে তাঁহাদের কোন কার্যে আহ্বান করা অসম্ভব।" ৯

মর্মস্পর্শী ভাষায় গান্ধীজী শিখ, হিন্দু ও মুসলমানগণকে বলিলেন, "আপনারা অতীত ভুলিয়া যান, দুঃখবেদনার কথা আলোচনা না করিয়া পরস্পরের প্রতি সহানুভূতির হস্ত প্রসারিত করুন এবং সকলে একত্র শান্তিতে বাস করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করুন। মুসলমানগণ নিজেদের ভারতের অধিবাসী বলিয়া গর্ব অনুভব করুন, ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকাকে অভিবাদন করুন। তাঁহারা যদি নিজধর্মে অনুরক্ত থাকেন, তবে কোন হিন্দুই তাঁহাদের শত্রু হইতে পারে না। তেমনই হিন্দু ও শিখগণ নিজেদের মাঝে শান্তিপ্রিয় মুসলমানদের সাদরে গ্রহণ করুন। শুনিয়াছি এখানকার মুসলমানদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র আছে। এই সব অস্ত্র তাঁহারা যেন অবিলম্বে সরকারকে দিয়া দেন, আর সরকার এক্ষেত্রে যেন তাঁহাদের বিরুদ্ধে মামলা না করে। আর হিন্দু ও শিখগণও যেন অনুরূপ কার্য করেন। আমাকে একথাও বলা হইয়াছে যে, পশ্চিম পাঞ্জাব সরকার মুসলমানদের অস্ত্রসস্ত্রে সুসজ্জিত করিতেছে। ইহা যদি সত্য হয় তবে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্যায়। ইহার জন্য শেষ পর্যন্ত নিজেরাই ধ্বংস হইবে। অবিলম্বে এই কার্য বন্ধ হওয়া উচিত। কাহারও কোথাও বে-আইনী অস্ত্র রাখা উচিত নয়। ১০

"আপনাদের সকলকে অনুনয় করিয়া বলিতেছি, আপনারা সত্বর দিল্লীতে শান্তি স্থাপিত করুন। তাহা হইলে আমি পূর্ব ও পশ্চিম উভয় পাঞ্জাব প্রদেশেই যাইতে পারিব। আমার জীবনব্রত একটিমাত্র এবং আমার বাণী সকলের কাছে একই। লোকে যেন দিল্লীবাসীদের সম্বন্ধে এই কথাই বলে যে, তাহারা সাময়িকভাবে উন্মত্ত হইয়াছিল, এখন তাহাদের সদ্‌বুদ্ধি ফিরিয়াছে। আপনাদের প্রধান মন্ত্রী এবং সহকারী প্রধান মন্ত্রীকে আবার আপনারা মাথা তুলিতে দিন—কারণ দুঃখ ও লজ্জার ভারে তাঁহারা আজ অবনত হইয়া আছেন। আপনাদের উত্তরাধিকার ত অমূল্য। এই উত্তরাধিকার যৌথভাবে হিন্দুমুসলমান সকলের—এই কথা যেন আপনাদের স্মরণ থাকে। সতর্ক থাকিয়া ইহাকে রক্ষা করা ও অকলঙ্ক রাখা আপনাদের কর্তব্য।" ১১

রাষ্ট্রীয় সেবা-সংঘ

উপসংহারে গান্ধীজী রাষ্ট্রীয় সেবা-সঙ্ঘের গুরুর সহিত তাঁহার ও ডাক্তার দিনশা মেহ্‌তার যে কথা হইয়াছিল তাহার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন,

"আমি শুনিয়াছি এই প্রতিষ্ঠানের হাতও রক্তরঞ্জিত। কিন্তু গুরুজী আমাকে নিশ্চয় করিয়া বলিয়াছেন যে একথা ঠিক নহে। তাঁহাদের সংস্থা কাহারও শত্রু নহে। মুসলমান-হত্যা ইহার উদ্দেশ্য নহে। ইহার একমাত্র কাম্য যথাশক্তি হিন্দুধর্মকে রক্ষা করা। এই সঙ্ঘ শান্তি চায় একথা তিনি আমাকে প্রচার করিয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছেন।" ১২

নয়া দিল্লী ১৩-৯-৪৭

গবর্মেণ্টে বিশ্বাস রাখ

১৯১৫ সালে গান্ধীজী স্বর্গত অধ্যক্ষ রুদ্রের গৃহে বাস করিয়াছিলেন। ভাষণ আরম্ভে সেই দিনের কথার উল্লেখ করিয়া তিনি বলিলেন, "খৃষ্টান হিসাবে যেমন, ভারতের সন্তান হিসাবেও তেমনই তিনি খাঁটি মানুষ ছিলেন। তিনিই আমাকে হাকিম সাহেব ও ডাক্তার আন্সারীর সংস্পর্শে আনেন। ইঁহারা উভয়েই হিন্দু, মুসলমান ও অন্যান্য ভারতীয়কে তুল্য প্রীতি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। আমি জানি, হাকিম সাহেবের নিকট হাজার হাজার হিন্দু বিনা পয়সায় চিকিৎসা পাইয়াছেন। হাকিম সাহেব নিঃসন্দেহে সারা দিল্লীর সর্বপ্রিয় সর্দার ছিলেন। এমন মানুষদেরও কি আজ অযোগ্য বলিয়া গণ্য করিতে হইবে? ডাক্তার আনসারীর কন্যা জোহ্রা এবং তাঁহার স্বামী ডাক্তার সৌকতউল্লা খান্‌কে হিন্দু ও শিখগণের ভয়ে নিজেদের ঘর ছাড়িয়া হোটেলে গিয়া বাস করিতে হইয়াছে ইহা বড় লজ্জার কথা। মুসলমানদের মধ্যে এমন সব শ্রেষ্ঠ মানুষ জন্মিয়াছেন। সেই মুসলমানরা যদি ভারত যুক্তরাষ্ট্রে সম্পূর্ণ নিরাপদ হইয়া থাকিতে না পারে, তবে বলিতে হয় জীবনে আমার আর স্পৃহা থাকিবে না। আমাকে একথা বলা হইয়াছে যে, ইউনিয়নের মুসলমানরা সকলেই পঞ্চমবাহিনীভুক্ত অর্থাৎ দেশদ্রোহী। এইরূপে নির্বিচারে সকলকে দোষী করিলে আমি তাহা মানিতে পারি না। ভারত ইউনিয়নে সাড়ে চার কোটি মুসলমান আছে। তাহারা সকলেই যদি ঐরূপ মন্দ হয়, তবে তাহাদের হাতে ইসলাম ধ্বংস হইবে। ভারত ইউনিয়নের মুসলমানদের কায়েদে আজাম ইউনিয়নের আনুগত্য স্বীকার করিতে বলিয়াছেন। গবর্মেণ্ট বিশ্বাসঘাতকের দণ্ডবিধান করিবে লোকে এই বিশ্বাস রাখুক। তাহারা নিজেরাই যেন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হইয়া না বসে।" ১৩

ভগবান্ সর্বাশ্রয়

তারপর গান্ধীজী প্রার্থনা-সভায় সমাগত সকলকে বলিলেন, "আমি একটিমাত্র শরণার্থী শিবির দেখিতে যাইতে পারিয়াছি—ঐ শিবির পুরানো কেল্লায়। সেখানে অনেক মুসলমান শরণার্থী রহিয়াছে। গাড়ী যখন ভিড়ের ভিতর দিয়া যাইল, তখন মনে হইল আরও আশ্রয়প্রার্থী আসিতেছে। যদিও

জনতা বৃহৎ ছিল আর কেল্লার অধ্যক্ষ তখন উপস্থিত ছিলেন না, তথাপি আমি শরণার্থীগণকে উৎসাহসূচক কয়টা কথা বলিতে চাহিলাম। মুসলমান কর্মীগণ জনতাকে বসিয়া পড়িতে এবং স্থিরভাবে আমার কথা শুনিতে বলিল। তাহারা বসিয়া পড়িল—কেবল প্রান্তদেশে যাহারা ছিল তাহারা দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাদের মুখচোখে ক্রোধের চিহ্ন। যাহারা গোলমাল করিতেছিল মুসলমান স্বেচ্ছাসেবকরা তাহাদের বুঝাইয়া শান্ত করিল। আমার বেশি কিছু বলিবার ছিল না। দেওয়ান চমনলালের কাঁধে ভর দিয়া ক্ষীণকণ্ঠে আমি যে কয়টি কথা বলিলাম, চমনলালকে উচ্চ কণ্ঠে তাহার পুনাবৃত্তি করিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি সেইমত বলিলেন—'আপনারা স্থির থাকুন এবং ক্রোধ পরিহার করুন। যত বড়ই হউক না কেন, মানুষ কাহারও আশ্রয় নহে, ভগবানই সকলের আশ্রয়। মানুষ যাহা নষ্ট করিয়াছে ভগবান্ তাহা ঠিক করিয়া লইবেন। আমার দিক হইতে আমি এই প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে, উভয় সম্প্রদায়ের বহু লোক এইরূপে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবার পূর্বে দিল্লীতে যে শান্তি ছিল সেই শান্তি না ফিরিলে আমি নিরস্ত হইব না। ১৪

উভয় ডমিনিয়নের কর্তব্য

"দিনের বেলা বহু মুসলমান ও হিন্দু বন্ধুর সহিত আমার দেখা হইয়াছে। সকলের মুখে দুঃখের সেই একই করুণ কাহিনী—সে দুঃখী হিন্দু হউক বা মুসলমান হউক; উভয়ের পক্ষেই সে কাহিনী লজ্জার। আমি ত হিন্দু-মুসলমান সকলেরই সমান সেবক। আপনারা সকলে মিলিয়া ঠিক করিয়া বুঝুন যে, লোক-বিনিময় একটা মারাত্মক ফাঁদ। ইহাতে দুর্দশা বাড়িবে বই ত নয়। উভয়েই আপনাপন আদি বাসস্থানে শান্তি ও সদ্ভাবে থাকিলে সমস্যার সমাধান হইবে। বর্তমান অপ্রীতির ভাবকে চির শত্রুতায় পরিণত করা উন্মাদের কাণ্ড হইবে। সংখ্যালঘুগণকে পূর্ণ নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেওয়া উভয় ডমিনিয়নের অবশ্য কর্তব্য। উভয়েই ভাবিয়া বুঝিয়া নিজেদের মধ্যে প্রশ্নটির মীমাংসা করিয়া লউক। অথবা যুদ্ধ করিয়া ইহার শেষ করুক, আর তাহা দেখিয়া পৃথিবীর লোক হাসুক। ১৫

"ভারতীয় ইউনিয়ন ছাড়িয়া যে সকল মুসলমান চলিয়া যাইতেছে কায়েদে আজাম তাহাদের জন্য অর্থসংগ্রহের যে আবেগপূর্ণ আবেদন বাহির করিয়াছেন তাহাতে পাকিস্থানের মুসলমানদের দুষ্কর্মের কোন উল্লেখ নাই। আমি চাই উভয় রাষ্ট্রই নিজ নিজ সংখ্যাগরিষ্ঠগণের দুষ্কৃত খোলাখুলি এবং স্পষ্ট স্বীকার করুন। ১৬

আসফ আলি সাহেব

"পরিশেষে আমি আমাদের আমেরিকাস্থ রাষ্ট্রদূত আসফ আলি সাহেব

সম্বন্ধে যে অস্পষ্ট ইঙ্গিত করা হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিতে চাই। আমি তাঁহাকে যত দিন জানি তিনি তত দিন কংগ্রেসের লোক। তিনি স্বর্গত হাকিম সাহেব ও ডাক্তার আনসারীর বন্ধু ছিলেন—আর মৌলানা সাহেবেরও তিনি বন্ধু। মৌলানা সাহেব ত বহু বৎসর কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন, আর তিনি বরাবর একজন খাঁটি স্বাদেশিক বলিয়াও বিদিত। আমি জানি, আসফ সাহেবকে আমেরিকা হইতে ফিরাইয়া আনা হয় নাই। তিনি কতকগুলি গুরু ব্যাপারে প্রধান মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিতে আসিয়াছিলেন। লজ্জার কথা এই যে, এমন মুসলমানগণেরও সকল হিন্দু ও শিখের সহিত সহজ সম্পর্ক থাকিতেছে না। নিজ রাজধানী দিল্লীতে একজন মুসলমান নাগরিকও যদি নিরাপত্তার অভাব অনুভব করে, তবে ব্যাপারটা অন্যায় হয়।" ১৭

নয়া দিল্লী ১৪-৯-৪৭

আমাদের অধঃপতন

গান্ধীজী বলিলেন, "আমি দুইটি মুসলিম শরণার্থী শিবিরে গিয়াছিলাম, একটি ইদ্‌গায় এবং অপরটি তাহার সুমুখে। সেখানে কোন মুসলমানের মুখে ক্রোধের ভাব ছিল না। তাহাদের গরীব বলিয়া বোধ হইল। একটি খুব বৃদ্ধ লোক দেখিলাম—একেবারে অস্থিচর্মসার, প্রত্যেক পাঁজরটি দেখা যায়। তাহার দেহের নানা স্থানে ছুরিকাঘাত হইয়াছে। তাহার পার্শ্বে একজন স্ত্রীলোক, সেও তুল্যরূপে আহত। অত বৃদ্ধ না হইলেও তাহারও ভগ্নদশা। তাহাদের যখন দেখিলাম, তখন লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হইয়া গেল। আমার কাছে সকল নরনারীই সমান, ধর্ম তাহাদের যাহাই হউক। ১৮

শরণার্থী শিবিরে স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা

"শিবিরগুলির ভিতরের ব্যবস্থা অস্বাস্থ্যকর—সেখানকার অপরিচ্ছন্নতা বর্ণনার অতীত। ইদ্‌গার পুকুরটি শুকনো। শরণার্থীরা কোথা হইতে জল আনে তাহা জিজ্ঞাসা করি নাই। তাহারা যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগ করে—কোন ব্যবস্থা নাই। আমি যদি ঐ শিবিরের অধ্যক্ষ হইতাম, এবং মিলিটারী ও পুলিশ যদি আমার অধীন হইত, তাহা হইলে নিজের হাতে খন্তাকোদাল লইতাম, আর পুলিশ ও মিলিটারীকে খন্তা-কোদাল লইয়া আমাকে সাহায্য করিতে বলিতাম। তারপর শরণার্থীদেরও ঐরূপে আমাদের সাফাই কার্যে যোগ দিতে বলিতাম। এইরূপে শিবিরগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যরক্ষার যোগ্য হইয়া উঠিত। উপস্থিত যে অবস্থা তাহাতে সেখানকার জমিটাই ত আবর্জনাস্তূপ—তাহাকে একদম সাফ করিয়া না ফেলিলে কোন মানুষকেই সেখানে থাকিতে

বলা উচিত হয় না। এই কাজে পয়সা খরচের প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন একটু চিন্তার আর পরিচ্ছন্নতাবোধের—যাহাতে কিছুতেই অস্বাস্থ্যকর অবস্থা সহ্য করা চলিবে না। এই বিষয়ে হিন্দু শিবিরগুলির অবস্থাও কিছু ভাল নয়। নোংরা থাকাটা আমাদের জাতিগত দোষ, অথবা বলা যায় জাতিগত পাপ। স্বাধীন জাতি হিসাবে যত শীঘ্র ইহা পরিহার করা যায় ততই মঙ্গল।" ১৯

গবর্মেণ্ট ও লোকের কর্তব্য

তাঁহার চিন্তাধারা শিবিরের কথা হইতে বর্তমান বিপর্যয়ের কারণের দিকে ফিরিল। এই বিপুল বিপর্যয়ে দেশের অগ্রগতি রোধ হইয়াছে। তিনি বলিলেন "পশ্চিম পাকিস্থানের প্রদেশগুলি হইতে এত হিন্দু ও শিখ চলিয়া আসিতেছে কেন? হিন্দু অথবা শিখ হওয়া কি অপরাধ? অথবা তাহারা শুধু মূঢ় জিদের বশেই চলিয়া আসিতেছে? কিম্বা তাহাদের স্বধর্মীরা পূর্ব পাঞ্জাবে যাহা করিয়াছে ইহা তাহারই শাস্তি? তারপর ভারত ইউনিয়নের কথা। দিল্লীর মুসলিমগণ ভয়ে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে কেন? উভয় গবর্মেণ্টই কি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে? লোকে নিজের গবর্মেণ্টকে অস্বীকার করিতেছে কেন? মুসলমানদের কাছে বে-আইনী অস্ত্র আছে। সে সকল অস্ত্র যাহাতে উদ্ধার হয় তাহার জন্য ত গবর্মেণ্ট রহিয়াছে। গবর্মেণ্ট যদি অক্ষম হয় তবে যোগ্যতর লোককে তাহাদের স্থান ছাড়িয়া দিতে হইবে। লোকে যেমন গবর্মেণ্ট তৈয়ারি করিয়াছে গবর্মেণ্ট ত' তেমনি হইয়াছে। অতএব যে-কোন লোকে যদি আইন নিজ হাতে লয়, তবে কাজটা পুরাপুরি অন্যায় ও গণতন্ত্র-বিরোধী হয়। পাকিস্থানে অথবা ভারত ইউনিয়নে—যেখানেই এরূপ অরাজকতা প্রবল হউক, ভারতের পক্ষে ইহা শুভ লক্ষণ নহে। 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'—এই জন্যই আমি দিল্লীতে আছি। এই উন্মত্ত ভ্রাতৃহত্যা, সমগ্র জাতির এই আত্মহত্যা, নিজেদের গবর্মেণ্টের প্রতি এই বিশ্বাসঘাতকতা—এই সকল দেখিবার প্রবৃত্তি আমার নাই। ভগবান্ করুন, সকলে যেন তাহাদের নষ্ট সদ্‌বুদ্ধি ফিরিয়া পায়।" ২০

নয়া দিল্লী, ১৫-৯-৪৭

অন্তরে অনুসন্ধান

গত রাত্রে বৃষ্টি হইয়াছে। সঞ্জীবনী সেই বৃষ্টিধারার স্নিগ্ধ শব্দে কান জুড়াইত, কিন্তু আমার মন চলিয়া গেল সেই সহস্র সহস্র শরণার্থীদের দিকে—যাহারা দিল্লীর নানাস্থানে অনাবৃত শিবিরে পড়িয়া আছে। আমি ত ঘেরা বারান্দায় আরামে ঘুমাইতেছিলাম—আমার গায়ে বৃষ্টি লাগে নাই। মানুষ যদি তাহার ভাইকে নিষ্ঠুর হাতে আঘাত না করিত, তবে এই সব হাজার

হাজার নরনারী ও শিশু আজ আশ্রয়হীন এবং অনেকস্থলে অন্নহীন হইত না। কোন কোন শিবিরে হাঁটুজলে থাকা ছাড়া তাহাদের আর উপায় ছিল না। এ সকলই কি অনিবার্য হইয়াছিল ? অন্তর হইতে জবাব আসে—কিছুতেই নয়। আমাদের স্বাধীনতা ত একমাসের শিশু—স্বাধীনতার এই কি প্রথম ফল ? বিগত ২০ ঘণ্টা ধরিয়া এই চিন্তাগুলি একটানা আমার মাথায় ঘুরিতেছে। মৌন আমার আশীর্বাদ স্বরূপ হইয়াছে। ফলে আমি অন্তরে অনুসন্ধান করিতে পারিয়াছি। দিল্লীর নাগরিকগণ কি পাগল হইয়া গিয়াছে ? তাহাদের ভিতর মানবতার অবশেষ কি আর কিছু নাই ? দেশপ্রীতি ও স্বাধীনতা-প্রীতি কি তাহাদের অন্তরে সাড়া জাগায় না ? আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন—প্রথম দোষ আমি হিন্দু ও শিখদের উপর দিতেছি। এই বিদ্বেষ ও ঘৃণার স্রোতকে রোধ করিবার সাহস কি তাঁহাদের ছিল না ? দিল্লীর মুসলমানগণকে আমি সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি—আপনারা ভয় পরিহার করুন, ভগবানের উপর নির্ভর করুন। হিন্দু ও শিখগণ আপনাদের কাছে যে সকল অস্ত্র আছে বলিয়া ভয় করে সেই সব অস্ত্র বাহির করিয়া দিন। হিন্দু ও শিখগণের নিকটও যে এরূপ অস্ত্রাদি নাই তাহা নয়। তবে কাহারও কাছে কম এবং কাহারও কাছে বেশি, এই মাত্র। সংখ্যালঘুগণ হয় ভগবানের উপর নির্ভর করে ও ভগবানের জীব হিসাবে মানুষ ন্যায় আচরণ করিবে এই বিশ্বাস রাখে অথবা বিশ্বাস যাহাদের করিতে পারে না তাহাদের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য আগ্নেয়াস্ত্রের উপর নির্ভর করে। ২১

নিজের গবর্মেণ্টে বিশ্বাস রাখুন

"আমার পরামর্শ স্পষ্ট ও দৃঢ়। ইহার যৌক্তিকতা ও বিশুদ্ধতা ত পরিষ্কার। দুষ্কৃতকারীর হাতে যতই অস্ত্র থাকুক না কেন, আপনারা এই বিশ্বাস রাখুন যে, গবর্মেণ্ট প্রত্যেক নাগরিককে তাহাদের হাত হইতে রক্ষা করিবে। আর এই বিশ্বাসও আপনারা রাখুন যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যে সকল লোকের সম্পত্তি অন্যায়রূপে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকের জন্য গবর্মেণ্ট ক্ষতিপূরণ দাবি করিবে ও আদায় করিবে। কেবল জীবন যাহাদের গিয়াছে কোন গবর্মেণ্টই তাহাদের আর ফিরাইয়া আনিতে পারিবে না। দিল্লীর লোকের অন্যায়ের জন্য পাকিস্থান গবর্মেণ্টের নিকট হইতে কোন সুবিধার দাবী করা কঠিন হইবে। সুবিচার যাহারা চায় সুবিচার তাহাদের করিতে হয়—তাহাদের আচরণ নির্দোষ হওয়া চাই। হিন্দু ও শিখগণ ন্যায় পথ ধরুন এবং যে সকল মুসলমান তাহাদের গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়াছেন তাঁহাদের স্বগৃহে ফিরিয়া আসিতে বলুন। সকল দিক হইতে ইহাই শ্রেষ্ঠ পথ। সাহস করিয়া তাঁহারা যদি এই পথ অবলম্বন করিতে পারেন

তবে শরণার্থী-সমস্যা অবিলম্বে সরল হইয়া উঠিবে। পাকিস্থান, এমন কি পৃথিবীর লোকে তখন আপনাদের এই ব্যবহারের প্রকৃত মূল্য বুঝিবে। আপনারা এইরূপে দিল্লী ও ভারতবর্ষকে কলঙ্ক, অপমান ও ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন। লক্ষ লক্ষ হিন্দু ও শিখ এবং লক্ষ লক্ষ মুসলমান নিজ নিজ গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে আমার কাছে ইহা অভাবনীয়। ইহা অন্যায়। ২২

"লোক-বিনিময় হইবে না—দৃঢ়ভাবে এই ন্যায়পথ ধরিয়া থাকিলে পাকিস্থানের অন্যায় শান্ত হইবে। এই মত যদি আমার একারও হয়, তবুও আশা করি দৃঢ়ভাবে উহা ধরিয়া থাকিবার সাহস আমার হইবে। ২৩

গণেশ লাইন, দিল্লী ১৭-৯-৪৭

জোর করিয়া নহে

উক্ত মহল্লার প্রশস্ত প্রাঙ্গণে দিল্লী ক্লথ মিলস (কাপড়ের কল)-এর শ্রমিকগণ এবং বাহির হইতে অন্য অনেক লোক আসিয়া সমবেত হইয়াছিল। শ্রমিকদের অনুরোধে গান্ধীজী তথায় গিয়াছিলেন। বাল্মীকি উপনিবেশে তিনি যখনই থাকিতেন, এই শ্রমিকরা স্বেচ্ছাসেবক যোগাইত। সাড়ে ছয়টার সময় সেই স্থানে পৌঁছিয়া গান্ধীজী 'মাইক'-এ কথা বলিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু যন্ত্রটায় দোষ থাকায় আর একটা যন্ত্রে চেষ্টা করা হইল। তাহাতে কিছু কাজ হইল, কিন্তু সভার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সকলে শুনিতে পাইল না। তখন এক পাঞ্জাবী বন্ধু আসিয়া বলিলেন যে, গান্ধীজী যাহা বলিবেন তিনি উঁচু গলায় তাহার প্রত্যেকটি কথা পুনরাবৃত্তি করিবেন। এই উপায়ে কাজ হইল। গান্ধীজী বলিলেন, "গত সন্ধ্যায় যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাহার পর আমি স্থির করিয়াছি, কেহ বাদ না গিয়া শ্রোতাদের সকলেই প্রার্থনা না চাহিলে জনগণের মধ্যে আমি প্রার্থনা করিব না। আমি কখনও কাহারও উপর জোর করিয়া কিছু চাপাই নাই—প্রার্থনার মত উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিক ব্যাপার চাপাইবার ত কথাই নাই। প্রার্থনার জন্য মানুষের অন্তর হইতে সাড়া আসা চাই। আমাকে খুশী করিবার প্রশ্ন ইহাতে নাই। আমার প্রার্থনা-সভা নিশ্চয়ই জনপ্রিয় হইয়াছে এবং মনে হয় লক্ষ লক্ষ লোক প্রার্থনাসভায় যোগ দিয়া লাভবান হইয়াছে। দুঃখ যাঁহারা পাইয়াছেন এই মন-কষাকষির সময় তাঁহাদের মনের আক্রোশের কারণ আমি বুঝিতে পারি। কেবল প্রার্থনার কোন অংশ কাহারও কাছে আপত্তিকর মনে হইলে, আমি তাহা বাদ দিয়া দিব এরূপ আশা করা কাহারও উচিত হইবে না। হয় প্রার্থনাটি যেমন আছে অন্তরের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে, না হয় বাদ দিতে হবে। কোরাণ হইতে আবৃত্তি আমার প্রার্থনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।" ২৪

ক্রোধ সংবরণ কর

বর্তমানে যে সমস্যা লইয়া উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা চলিতেছে তাহার উল্লেখ করিয়া গান্ধীজী বলিলেন, "লোকের ক্রোধ এবং তজ্জনিত অধৈর্যের কথা বুঝিতে আমি প্রস্তুত। কিন্তু স্বাধীনতার যোগ্য হইতে হইলে আপনাদের ক্রোধ সংবরণ করিতে শিখিতে হইবে, আর বিশ্বাস রাখিতে হইবে যে, গবর্মেণ্ট যথাসাধ্য করিবেন। অহিংসার মার্গ আমি যেরূপে অনুসরণ করি, খুব ইচ্ছা থাকিলেও আমি আপনাদের কাছে তাহা ধরিতেছি না। আমি জানি, আমার সেই কথা আজ কেহ শুনিবে না। গণতান্ত্রিক জাতিগুলি যে পথ ধরিয়াছে আমি আপনাদিগকে সেই পথ অবলম্বন করিতে বলিতেছি। গণতন্ত্রে ব্যক্তির ইচ্ছা সমষ্টির অর্থাৎ সমাজের ইচ্ছা দ্বারা শাসিত হয়—আর এই সমষ্টির ইচ্ছাই হইল রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্র গণতন্ত্রের দ্বারা তাহারই কল্যাণের জন্য ব্যবস্থিত হয়। প্রত্যেকেই যদি নিজ হাতে আইন লয়, তবে রাষ্ট্র আর থাকে না। অরাজকতা উপস্থিত হয়। অরাজকতা অর্থে সমাজবিধি অর্থাৎ রাষ্ট্রের অভাব। ঐ পথে স্বাধীনতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অতএব আপনারা ক্রোধ সংবরণ করুন, আর সুবিচার পাইবার ভার সরকারের উপর দিন। আমার মতে আপনারা যদি রাষ্ট্রকে আপন কতব্য করিতে দেন, তবে নিঃসন্দেহে প্রত্যেক হিন্দু ও প্রত্যেক শিখ শরণার্থী সসম্মানে ও সমর্যাদায় আপন ঘরে ফিরিতে পারিবে। আমি সহজেই স্বীকার করিতেছি যে, পাকিস্থানে তাহারা অনেক দুঃখভোগ করিয়াছে, অনেক গৃহস্থালী ভাঙ্গিয়াছে, বহু জীবন-নাশ হইয়াছে, বহু বালিকা অপহৃতা হইয়াছে এবং মানুষকে জবরদস্তি ধর্মান্তর করা হইয়াছে। এখন আপনাদের যদি আত্মসংযম থাকে, ক্রোধ যদি আপনাদের বিচারবুদ্ধিকে পরাহত না করে, তবে বালিকারা আবার ফিরিবে, ধর্মান্তর সব নাকচ হইবে এবং যে যাহার সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবে। কিন্তু গবর্মেণ্টের ন্যায় ও শান্তি রক্ষার কাজে হস্তক্ষেপ করিয়া আপনারা যদি নিজেরই কাজ পণ্ড করিয়া বসেন, তবে উহা সম্ভব হইবে না। আপনারা যদি ভাবেন যে, মুসলিম ভাইবোনদের ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া চাই, তবে ঐ সব সুফলের আশা আপনারা আর করিতে পারেন না। এরূপ কোন প্রস্তাবকে আমি ভয়াবহ বলিয়া মনে করি। আপনারা নিজে অন্যায় করিবেন আর অন্যের নিকট ন্যায় বিচারের আশা করিবেন এরূপ হইতে পারে না। ২৫

"তাহা ছাড়া, একথা সত্য যে, পাকিস্থানে সংখ্যালঘুগণ অর্থাৎ হিন্দু ও শিখগণের উপর খারাপ ব্যবহার করা হইয়াছে। কিন্তু তাহার সহিত একথাও সমভাবে সত্য যে, পূর্ব পাঞ্জাবে সংখ্যালঘু মুসলিমগণও অনুরূপ ব্যবহার পাইয়াছে। সোনার সূক্ষ্ম ওজনে অপরাধের পরিমাপ হয় না। উভয়পক্ষে দোষ কি পরিমাণ

তাহা নিরূপণ করিবার মত তথ্য আমার নাই। তবে এইটুকু জানা নিশ্চয়ই যথেষ্ট যে উভয় পক্ষই অপরাধী। উভয় রাষ্ট্রই যদি আপন আপন দোষ খোলাখুলি ও পুরাপুরি স্বীকার করিয়া মিটমাট করিয়া লয়, আর তাহা না পারিলে যদি উভয়ে মীমাংসার ভার যথাবিধি সালিসীর উপর দেয়, তবে উভয়ের সম্পর্কের সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতে পারে—ইহাই হইল সর্বজনগ্রাহ্য পন্থা। অন্য এবং উগ্র পন্থা হইল যুদ্ধের। এই চিন্তা আমাকে প্রতিহত করে। কিন্তু মিটমাট বা সালিসী —এই দুই-এর কোনটিই যদি না হয়, তবে যুদ্ধের হাত হইতে নিস্তার নাই। আশা করি, ইতিমধ্যে সুবুদ্ধির উদয় হইবে এবং যে সকল মুসলিম স্বেচ্ছায় পাকিস্থান যাইতে চাহে না, প্রতিবেশীগণ তাহাদের নিরাপদ নিশ্চিন্ত মনে নিজ নিজ ঘরে ফিরিয়া আসিতে অনুরোধ করিবে। মিলিটারীর সাহায্যে ইহা হইতে পারে না। যাহারা বিবাদ করিয়াছে তাহাদের মধ্যে সদ্‌বুদ্ধির উদয় হইলেই ইহা হইতে পারে। আমার পথ ত আমি একেবারে স্থির করিয়া লইয়াছি। ভ্রাতৃবিরোধে ভারতবর্ষ ধ্বংস হইবে ইহা দেখিবার জন্য আমি বাঁচিতে চাই না। ভগবানের কাছে আমার অবিরত প্রার্থনা যে, আমাদের সুন্দর দেশে এই মহা সর্বনাশ আসিয়া পড়িবার পূর্বে তিনি যেন আমাকে পৃথিবী হইতে সরাইয়া লন। আপনারা সকলে আমার এই প্রার্থনায় যোগ দিন।" ২৬

শ্রমিকের স্থান

পরিশেষে হিন্দু ও মুসলমান শ্রমিক একত্র কাজ করিতেছে বলিয়া গান্ধীজী শ্রমিকগণকে অভিনন্দিত করিলেন। তিনি বলিলেন, "এমন যদি হয় যে, শ্রমিকগণ পূর্ণ ঐক্যে কাজ করিতেছেন, তবে বলিব তাঁহারা উচ্চ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। শ্রমিকগণের মধ্যে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক মনোভাব থাকা উচিত নয়। আমি কি একথা বলি নাই যে, নিজের শক্তি কতটা শ্রমিকগণ যদি তাহা জানিত এবং বিবেচনাপূর্বক গঠনপথে ঐ শক্তির ব্যবহার করিত, তবে আসল কর্তা তাহারাই হইত, আর মনিবরা তাহাদের কাজে-কর্মে ও প্রয়োজনে বন্ধু ও অছি হইয়া থাকিত। এই সুখের অবস্থার উদ্ভব তখনই হইবে যখন শ্রমিকগণ বুঝিতে পারিবে যে, শ্রমই হইল আসল মূলধন—এই মূলধন শ্রমিকরা ভূগর্ভ হইতে যে সোনারূপা বাহির করে তার চেয়ে সাচ্চা।" ২৭

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ১৮-৯-৪৭

প্রার্থনা অবিভাজ্য

দরিয়াগঞ্জ হইতে ফিরিয়া গান্ধীজী প্রার্থনা সভায় যান। প্রার্থনার আয়োজন বিরলা ভবনের প্রাঙ্গণে করা হইয়াছিল। সভায় অল্প লোক আসিয়াছিল।

সমবেত লোকদের গান্ধীজী বলেন, "কোরানের স্তোত্র আবৃত্তিতে যদি একজনও আপত্তি করে তবে প্রকাশ্যে আমি প্রার্থনা করিব না। প্রার্থনা ত কাহারও মনে আঘাত দেওয়ার জন্য নহে। আবার একথাও আপনাদের মনে রাখিতে হইবে যে, বুঝিয়া সুঝিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া যে সব স্তোত্র প্রার্থনায় যুক্ত করা হইয়াছে তাহার কোন অংশ আমি বাদ দিতে পারি না। এখন আমি প্রার্থনা করিব কিনা আপানারা হাত তুলিয়া জানান।" প্রার্থনার বিপক্ষে একটি হাতও উঠিল না। অতএব যথারীতি প্রার্থনা করা হইল। কেবল কোরান হইতে আবৃত্তি অন্য দিনের মত শেষের দিকে না করিয়া সর্বাগ্রে করা হইল। ২৮

গজেন্দ্র মোক্ষ

প্রার্থনান্তে গান্ধীজী বলিলেন, "খাদ্য যেমন দেহের পরিপোষক, প্রার্থনা তেমনি অন্তরের। আপনারা প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা বুঝেন দেখিয়া আমি খুশী হইয়াছি।" গজেন্দ্রমোক্ষ ভজনের আলোচনা করিয়া তিনি বলিলেন "বর্বরতার হাত হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতে হইবে। আমাদের পক্ষে ইহাই হইল রক্ষণীয় বস্তু। ভগবানের কৃপা ছাড়া ইহা হইবার নহে। ২৯

দিল্লীর পরে পাঞ্জাব

"দরিয়াগঞ্জে মুসলমানদের সহিত আমার কথাবার্তা হইয়াছে। ভারত ও পাকিস্থানের প্রত্যেক বিতাড়িত মুসলমান এবং হিন্দু ও শিখ যতদিন না স্ব স্ব বাসস্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে ততদিন আমার সোয়াস্তি নাই। দিল্লী অথবা ভারতে যদি কোন মুসলমান, আর পাকিস্থানে যদি কোন শিখ বাস করিতে না পায়, তাহা হইলে ভারতবর্ষে সর্ব বৃহৎ জুম্মা মস্‌জিদের, অথবা নানকানা সাহেব ও পাঞ্জা সাহেবের কি দশা হইবে? এই সব ধর্মস্থানগুলিকে কি অন্য কাজে লাগান হইবে? তাহা কখনই হইতে পারে না। (স্থানাভাবে এইরূপ আরও জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হইল না।) ৩০

"মুসলমানগণ পাঞ্জাবে যে অন্যায় করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ, তাহার প্রতিকার যাহাতে তাঁহারা করেন সেইজন্য আমি পাঞ্জাবে যাইতেছি। কিন্তু দিল্লীর মুসলমানদের প্রতি আমি যদি ন্যায় বিচার করাইতে না পারি তবে পাঞ্জাবে যাইয়া আমি সুফলের আশা করিতে পারি না। তাহারা (মুসলমানেরা) বংশানুক্রমে দিল্লীতে বসবাস করিতেছে। দিল্লীর হিন্দুমুসলমানরা যদি পূর্বের মত পুনরায় ভ্রাতৃভাবে থাকিতে আরম্ভ করে, তবেই আমি পাঞ্জাবে যাইব এবং পাকিস্থানে "করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে"—সাধনায় প্রবৃত্ত হইব। সেই সাধনায় সিদ্ধির সর্ত এই যে, ভারত যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীরা অন্যায় কিছু করিবে না। হিন্দুধর্ম মহাসাগর সদৃশ। মহাসাগর কখনও অপবিত্র

হয় না। ভারত যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধেও এই কথা সত্য হওয়া চাই। হিন্দু ও শিখরা অশেষ কষ্টভোগ করিয়াছে। অতএব তাহাদের পক্ষে ক্রুদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু অন্যায়ের প্রতিকারের ভার তাহাদের গবর্মেণ্টের উপরই দিতে হইবে। ৩১

মিলিটারী ও পুলিশের কর্তব্য

"সৈনিক ও পুলিসের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ হইয়াছে। অভিযোগ সত্য হইলে দুঃখের কথা। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভার যাহাদের উপর তাহারাই যদি পক্ষপাতিত্ব করে ও অন্যায় কর্মে যোগ দেয় তাহা হইলে আইন ও শৃঙ্খলা কি করিয়া রক্ষা হইতে পারে? সৈনিক ও পুলিসগণ পক্ষপাতশূন্য ও উৎকোচ গ্রহণে বিমুখ হউন। আপনাদিগকে জাতিধর্মনির্বিশেষে জনগণের বিশ্বস্ত সেবক হইতে হইবে।" ৩২

নয়া দিল্লী, ১৯-৯-৪৭

অতিশয়োক্তি পরিহার কর

গান্ধীজী বিকাল ৫টায় কুচা তারাচাঁদ নামক হিন্দু পল্লীতে যান। কুচা তারাচাঁদের পক্ষ হইতে যিনি গান্ধীজীর কাছে আসিয়াছিলেন, জনসভায় তিনি বলেন যে, ঐ স্থান চারিদিকে মুসলমান পরিবেষ্টিত। সেখানকার হিন্দুদের কষ্টের কথা অত্যন্ত অতিরঞ্জিত ভাষায় বর্ণনা করিয়া তিনি বলেন, ঐ অঞ্চলটা মুসলমানশূন্য করিতে হইবে, কারণ তাহাদের প্রায় সকলেই লীগের লোক এবং তাহারা হিন্দুদের বিরুদ্ধে উৎকট আন্দোলন করিতেছে। তাঁহার মতে পাকিস্থানে মুসলমানরা হিন্দুদের উপর যাহা করিতেছে, এখানে মুসলমানদের উপর ঠিক সেইরূপ করা চাই। ৩৩

সাহসী ও নির্ভীক হও

ইহার উত্তরে গান্ধীজী বলিলেন, "পাকিস্থানের মুসলিমগণ যেরূপ সমস্ত অমুসলমানদের তাড়াইয়া দিতেছে, ভারতও সেইরূপ মুসলমানদের বিতাড়িত করুক—এমন বিবাদের যুক্তি আমি সমর্থন করিতে পারি না। দুইটা অন্যায় হইতে একটা ন্যায়ের উৎপত্তি হয় না। অতএব আপনারা আমার পরামর্শ শুনুন, নির্ভয়ে সাহসের সহিত কাজ করুন এবং বহু মুসলমানের মধ্যে বাস করিয়া গর্ব অনুভব করুন।" ৩৪

গান্ধীজী তারপর পাতাউদি ভবনস্থিত অনাথালয়ে যাইলেন। যে সকল অনাথ বালককে ভয়ে সেখান হইতে সরাইয়া ফেলা হইয়াছিল, তাহাদের ফিরাইয়া আনিবার জন্য তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানের কর্তাদের পরামর্শ দিলেন। তাঁহাকে এই কথা বলা হইল যে, সংলগ্ন মুসলিম গৃহ হইতে গুলি বৃষ্টি হইয়া একটি শিশু নিহত হইয়াছে এবং অপর একটি আহত হইয়াছে। এই ঘটনা

৭ই সেপ্টেম্বর আন্দাজ ঘটে। মৌলানা আহ্‌মদ সৈদ এবং অন্য মুসলিম বন্ধুগণ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তাঁহারা বলিলেন ঐ অনাথালয়ের অধিবাসীদের কোন ক্ষতি না হয় প্রতিবেশী মুসলিমগণ তাহার ব্যবস্থা করিবেন। ইহার পরের জায়গাটি হইল শ্রীভার্গবের বাড়ীর নিকট। ভার্গব ঐ স্থানে একমাত্র হিন্দু— বহু মুসলমানের মাঝে তিনি বাস করিতেছেন। ঐ জায়গাটিতে মুসলমানরা ঠাসাঠাসি হইয়া রহিয়াছে। আমি আশা করি তাহারা আমার বার বৎসর বয়সের সেই স্বপ্ন সফল করিবে—আমি যে তখনই স্বপ্ন দেখিতাম হিন্দু, মুসলমান এবং অন্যান্য ভারতীয়গণ এই দেশে ভাইবন্ধুর মত একত্র বাস করিবে।" ৩৫

বিরলা ভবনের উদ্যানে অল্পসংখ্যক লোক প্রার্থনা-সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। গান্ধীজী তাঁহাদের সম্মুখে কুচা তারাচাঁদের উপরোক্ত ব্যাপারটি বিবৃত করিলেন। তারপর তাঁহাদের অনুরোধ করিয়া বলিলেন, "আপনারা আমার সঙ্গে এই প্রার্থনা করুন যে ভগবান যেন আমার সেই স্বপ্ন সার্থক করেন, না হয় আমাকে পৃথিবী হইতে সরাইয়া লন। কারণ আমি মরিলে, ভারতের এক অংশে মাত্র মুসলমান ও অপর অংশে মাত্র হিন্দু বাস করিতেছে এই ভয়ঙ্কর সর্বনাশ আমাকে দেখিতে হইবে না।" ৩৬

বিরলা-ভবন, নয়া দিল্লী ২০-৯-৪৭

ভগবান্ ভয়হারী

কোরান শরিফ হইতে স্তোত্র আবৃত্তিতে কেহ আপত্তি না করায় আজ সন্ধ্যায় যথারীতি প্রার্থনা চলিল। গান্ধীজী বলিলেন, "প্রার্থনায় যে গানটি হইল তাহাতে রচয়িতা বলিতেছেন, ভগবানে যাহারা বিশ্বাস করে তিনি তাহাদের অন্তর হইতে সর্ব ভয় দূর করিয়া দেন। ৩৭

"আজ দিল্লীর হিন্দু ও শিখগণ মুসলমানদের ভয় দেখাইতেছে। যাহারা নিজে ভয় হইতে মুক্ত হইতে চায়, তাহাদের অপরের হৃদয়ে ভয় সঞ্চার করা উচিত নয়। ৩৮

"বান্নু সীমান্ত প্রদেশের একটি সহর। সেখানে এক মুসলমান বন্ধুর গৃহে আমি বাস করিয়াছিলাম। বান্নু হইতে কয়েকজন আসিয়াছেন। তাঁহারা অভিযোগ করিয়াছেন যে, শীঘ্রই তাঁহাদের সেখান হইতে চলিয়া আসিবার ব্যবস্থা করিতে না পারিলে তাঁহারা হয়ত নিহত হইবেন এবং তাঁহাদের সর্বনাশ হইবে। সেখানকার সেই মুসলমান বন্ধুটি এখনও আগের মতই ঠিক আছেন, কিন্তু একা তিনি যত চেষ্টাই করুন, বিপন্নদের রক্ষা করিতে পারিবেন না। ঐ প্রদেশের বাহির অঞ্চল হইতেও মুসলমানগণ আসিতেছে, আর তাঁহারা ভয়ঙ্কর ভীত হইয়া পড়িতেছেন। সময় থাকিতে তাঁহাদের উদ্ধার করা হউক এই তাঁহাদের

অনুরোধ। আমি বলিলাম আমার সে শক্তি নাই। তাঁহাদের কাহিনী আমি পণ্ডিতজী ও সর্দারকে জানাইয়া দিব। তাঁহারা চান তাঁহাদের নিজের মিলিটারী আসিয়া সাহায্য করুক। আমি কিন্তু পূর্বে যে কথা কেবলই বলিয়াছি সেই কথাই তাঁহাদের বলিলাম—"ভগবান্ ছাড়া আর কেহ আপনাদের রক্ষা করিতে পারে না। মানুষকে রক্ষা করা মানুষের সাধ্য নহে।" আগামী কাল, এমন কি এক দণ্ড পরেও জীবন থাকিবে কি না আমাদের কেহই সে কথা বলিতে পারে না। একমাত্র ভগবানই অতীতে ছিলেন, বর্তমানে আছেন এবং চিরকাল থাকিবেন। অতএব ভগবানকে ডাকা এবং তাঁরই উপর নির্ভর করা তাঁহাদের কর্তব্য। কোন অবস্থায়ই তাঁহারা যেন অন্যায়ের পরিবর্তে অন্যায় না করেন। ৩৯

সংখ্যালঘুদের রক্ষা

"পাকিস্থানে হিন্দু ও শিখগণ ভয়ার্ত হইয়া আছে, ইহা পাকিস্থান সরকারের পক্ষে নিন্দার কথা। স্বয়ং কায়েদে আজাম সংখ্যালঘুগণকে রক্ষা করিবার যে আশ্বাস দিয়াছিলেন ইহা তাহার বিপরীত। পাকিস্থানের তথা ভারত ইউনিয়নের সংখ্যাগুরুগণের অবশ্য কর্তব্য হইল নিজ নিজ রাষ্ট্রের সংখ্যালঘুগণকে রক্ষা করা—তাহাদের ধন মান সম্পত্তি ত তাঁহাদেরই হাতে। ৪০

ভাই ভাই-এর শত্রু হইতেছে ?

"ভাই-এর মত যাহারা বাস করিয়াছে, জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকাণ্ডে যাহাদের রক্ত একত্র মিশিয়াছে, তাহারা আজ কি করিয়া পরস্পরের শত্রু হয় তাহা আমি ভাবিয়া পাই না। যতক্ষণ আমার এই দেহে নিঃশ্বাস বহিবে ততক্ষণ আমি বলিব ইহা উচিত নয়। নিদারুণ অন্তর্দাহে আমি প্রতিদিন অনুক্ষণ ভগবানের নিকট কাঁদিয়া বলিতেছি—শান্তি দাও ভগবান্। আর শান্তি যদি না আসে, তবে এই প্রার্থনা করি আমাকে ডাকিয়া লও। ৪১

শরণার্থীগণ

"আজ যখন বৃষ্টি হইতেছিল, তখন আমি দিল্লীর এবং পূব ও পশ্চিম পাঞ্জাবের শরণার্থীদের কথা ভাবিতেছিলাম। তাহারা গৃহহীন, আশ্রয়হীন হইয়াছে। কাহার পাপে তাহাদের এই দশা হইল ? শুনিয়াছি সারিবদ্ধ হিন্দু ও শিখ আশ্রয়প্রার্থীরা সৈনিক-রক্ষিত হইয়া দলে দলে পশ্চিম পাঞ্জাব হইতে পূর্ব পাঞ্জাবে আসিয়া পড়িতেছে। তাহারা ৫৭ মাইল দীর্ঘ পথ জুড়িয়া চলিতেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ ঘটনা কখনও ঘটে নাই। ইহাতে লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হইয়াছে, আর আপনাদের সকলেরও মাথা হেঁট

হইবার কথা। অন্যায় কে বেশি আর কে কম করিয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা করিবার সময় এখন নয়। এই উন্মত্ততা যাহাতে শান্ত হয় এখন তাহাই করিতে হইবে। ৪২

মুসলমানের পক্ষে আনুগত্য চাই-ই

"কেহ কেহ বলেন, ভারত যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেক মুসলমানের আনুগত্য পাকিস্থানের প্রতি, ভারতের প্রতি নহে। আমি এই অভিযোগ অস্বীকার করি। মুসলমানগণ একের পর এক আসিয়া আমাকে ইহার উল্টা কথাই বলিয়াছেন। যাহাই ঘটুক, সংখ্যাধিকগণকে এখানে সংখ্যালঘুদের ভয় করিতে হইবে না। সাড়ে চার কোটি মুসলমান ত সারা ভারতের দিকে দিকে ছড়াইয়া আছে। গ্রামের মুসলমানরা নিরীহ এবং গরীব—যেমন সেবাগ্রামে। পাকিস্থানের ব্যাপারে তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই। তাহাদের তাড়ান হইবে কেন? আর বিশ্বাসঘাতকদের কথা বলিতে হইলে, বিশ্বাসঘাতক যদি কেহ থাকে, তবে আইন অনুযায়ী তাহার শাস্তি হইবে। বিশ্বাসঘাতককে ত গুলি করিয়া মারা হয়, মিষ্টার আমেরির ছেলেকে যেমন করা হইয়াছিল। তবে গুলি করা আমার নীতি নহে একথা স্বীকার্য। অন্য অনেকে বলেন যে, এখানে কতকগুলি মুসলমান উচ্চ রাজকর্মচারী রাখা হইতেছে। উদ্দেশ্য এই যে, তাহারা ভারতের সকল মুসলমানকে পাকিস্থানের প্রতি অনুরক্ত করিয়া রাখিবে। কেহ বলেন, মুসলমানরা সকল হিন্দুকেই কাফের মনে করে। বিদ্বান্ মুসলমানগণ আমাকে বলিয়াছেন, একথা সর্বৈব ভুল। মুসলমান, খৃষ্টান ও ইয়ুদীদের মত হিন্দুরাও ত আপ্ত বাক্যে বিশ্বাস করে। সে যাহাই হউক, হিন্দু ও শিখগণকে আবেদন করিয়া আমি বলিতেছি, আপনারা অন্তর হইতে মুসলিম-ভীতি দূর করিয়া দিন, তাহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করুন তাহাদের নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিতে আহ্বান করুন এবং কোন ভয় নাই এই নিশ্চয়তা তাহাদের দিন। আমি নিশ্চয় বলিতেছি—এই উপায়েই আপনারা পাকিস্থানের মুসলমানগণের, এমন কি সীমান্ত প্রদেশের বাহিরের উপজাতিদেরও নিকট হইতে ঠিক সাড়াটি পাইবেন। এই পথেই ভারত শান্তি পাইবে ও বাঁচিবে। ভারত হইতে প্রত্যেক মুসলমানকে এবং পাকিস্থান হইতে প্রত্যেক হিন্দু ও শিখকে বিতাড়িত করিতে যাইলে যুদ্ধ বাধিবে এবং ভারত চিরতরে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। উভয় রাষ্ট্রেই যদি এইরূপ আত্মঘাতী নীতি অনুসৃত হয়, তবে পাকিস্থানে ইসলাম এবং ভারত যুক্তরাষ্ট্রে হিন্দুধর্ম বিনষ্ট হইবে। মঙ্গল হইতেই মঙ্গলের উৎপত্তি হয়, আর প্রেম হইতে প্রেমের। আর প্রতিহিংসার কথা বলিতে হইলে, মানুষের উচিত দোষীর বিচারের ভার ভগবানের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া। আমি ত আর অন্ত পথ জানি না।" ৪৩

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ২১-৯-৪৭

আপত্তিকারীর মান

বিরলা ভবন-প্রাঙ্গণে প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হইল না, কারণ শ্রোতৃবর্গের একজন আল ফাতেহা আবৃত্তিতে আপত্তি করিল। কিন্তু গান্ধীজী ভাষণ দিলেন। তিনি বলিলেন, "আপত্তিকারীর সহিত আমি তর্ক করিব না। লোকের মন আজ ক্রোধে উন্মত্ত তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি। মানসিক পরিবেশ অতিরিক্ত উত্তেজনায় এত অস্থির হইয়াছে যে, আপত্তিকারী একজন হইলেও তাহার কথার মূল্য দেওয়া উচিত মনে করি। কিন্তু আমার কথার অর্থ এই নয় যে, আপন অন্তরে আমি ভগবানের আশ্রয় ও তাঁহার উপাসনা ত্যাগ করিয়াছি। প্রার্থনার জন্য চাই বিশুদ্ধ মানসিক পরিবেশ। এই প্রকার আপত্তি হইতে সকলেরই একমাত্র এই শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত যে, সেবায় যাহাদের আগ্রহ তাহাদের অসীম ধৈর্য ও উদারতা থাকা চাই। কেহ যেন অপরের উপর নিজের মত চাপাইবার চেষ্টা কখন না করে। ৪৪

ফল না ধরিলে গাছ শুকাইয়া যায়

"ইন্দিরা গান্ধীর সহিত আমি এক জায়গায় গিয়াছিলাম। সেখানে অনেক হিন্দু ও অনেক মুসলমান পাশাপাশি বাস করিতেছে। হিন্দুরা আমাকে 'মহাত্মা গান্ধীকী জয়' বলিয়া অভিবাদন করিল। কিন্তু একথা তাহারা ত জানে না যে, আজ আমার জয় হইতে পারে না। তাহারা একথাও জানে না যে, হিন্দু, মুসলমান ও শিখগণ সকলে যদি একত্রে স্বচ্ছন্দ শান্তিতে বাস করিতে না পারে তবে আমার আর বাঁচিবার ইচ্ছা থাকিবে না। ঐক্যেই আমাদের শক্তি আর অনৈক্যে দুর্বলতা, এই সত্যটি সকলের অন্তরে প্রবেশ করাইবার প্রাণপণ চেষ্টা আমি করিতেছি। যে গাছে ফল ধরে না তাহা যেমন শুকাইয়া যায়, তেমনি আমার জনসেবার প্রত্যাশিত ফল যদি না ফলে, তবে আর আমার দেহধারণের প্রয়োজন থাকিবে না। একথা যেমন একদিকে সত্য, তেমনি অপরদিকে ইহাও তুল্যরূপে সত্য যে মানুষকে ফলাসক্তি ত্যাগ করিয়া কাজ করিতেই হইবে। আসক্তি অপেক্ষা অনাসক্তির উপযোগিতা অধিক। ঘটনাবলি যে-নিয়মের আশ্রয়ে ঘটে আমি শুধু তাহারই ব্যাখ্যা করিতেছি। যে দেহের প্রয়োজন ফুরাইয়াছে তাহার অবসান ঘটিবে—আবার নূতন দেহ আসিবে। আত্মা অবিনশ্বর—সেবাকর্মের ভিতর দিয়া মুক্তিলাভ করিবার জন্য মানবাত্মা নব নব দেহ পরিগ্রহ করিয়া থাকে। ৪৫

নিজ গৃহেই থাকিয়া যাও

"ঐ অঞ্চলের মুসলমানগণের সহিত আমার দেখা হইয়াছিল।

আমি তাঁহাদিগকে বলিয়াছি—হিন্দু প্রতিবেশীরা যদি আপনাদের কষ্ট দিয়া মারিয়াও ফেলে তথাপি আপনারা নিজ নিজ ঘরে থাকিয়া যান। আর সে জ্ঞান ও সুবিবেচনা যদি আপনাদের না জাগে ত মরণ এড়াইবার জন্য আপনারা স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতে পারেন। তবে আমার পরামর্শ অনুযায়ী চলিলে আপনারা ইসলাম ও ভারত উভয়েরই কল্যাণ সাধন করিবেন। হিন্দু ও শিখদের মধ্যে যাহারা আপনাদের অকারণ কষ্ট দিবে তাহারা নিজ নিজ ধর্মে কলঙ্ক লেপন ও ভারতবর্ষের অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করিবে। সাড়ে চার কোটি মুসলমানকে নিশ্চিহ্ন অথবা পাকিস্থানে নির্বাসিত করা যায় এইরূপ ভাবা নিছক পাগলামি। কেহ কেহ ইঙ্গিত করিয়াছেন যে আমি তাহাই চাই। পুলিশ ও মিলিটারীর সাহায্যে মুসলমান শরণার্থীদের নিজের ঘরে পুনরায় বসাইতে আমি কখন চাই না। আমি যাহা মনে করি তাহা হইল এই যে, হিন্দু ও শিখদের ক্রোধ যখন শান্ত হইয়া যাইবে তখন তাহারা নিজেরাই মুসলমান শরণার্থীদের সসম্মানে ঘরে ফিরাইয়া আনিবে। আর গবর্মেণ্ট মুসলমানদের খালি বাড়িগুলি যথাযথভাবে এবং ন্যস্ত সম্পত্তি হিসাবে রক্ষা করিবে এই আশা আমি করিব। ৪৬

মন্ত্রীসভা কখন পদত্যাগ করিবে

গবর্মেণ্টের যদি ঠিক কাজ করিবার ক্ষমতা না থাকে অর্থাৎ লোকে যদি গবর্মেণ্টকে ঠিক কাজ করিতে না দেয়, তবে আমি মন্ত্রীদের পদত্যাগ করিতে পরামর্শ দিব, আর যাঁহারা সমস্ত মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন বা নির্বাসিত করিবার উন্মত্ত পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে চান তাঁহারা সেই স্থলে মন্ত্রী হইয়া বসিবেন। কোন সংবাদপত্রে আবার গম্ভীরভাবে এই প্রস্তাব করা হইয়াছে আমি দেখিয়াছি। ইহা ত জাতির আত্মহত্যা এবং হিন্দু ধর্মের মূলোচ্ছেদের মন্ত্রণা। আশ্চর্য হইয়া ভাবি, স্বাধীন ভারতবর্ষে এমন সংবাদপত্র থাকা চলে কি। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কি লোকের মনকে বিষাক্ত করিয়া তুলিবার স্বৈরাচারে দাঁড়াইবে? যাঁহারা চান গবর্মেণ্ট ঐ মতলব লইয়া কাজ করুক, তাঁহারা মন্ত্রীদের পদত্যাগ করিতে বলুন। পৃথিবী অদ্যাবধি ভারতবর্ষের মুখ চাহিয়া আছে—তখন আর নিশ্চয়ই চাহিবে না। যাহাই ঘটুক, আমার দেহে যতক্ষণ প্রাণ থাকিবে ততক্ষণ আমি দেশকে এই নিছক পাগলামির পথে যাইতে বারণ করিতে থাকিব।” ৪৭

বিরলা ভবন, নয়া, দিল্লী, ২২-৯-৪৭

আপত্তিকারীদের কর্তব্য

“মাত্র একজন আপত্তিকারীর কথাতেই প্রার্থনা বন্ধ করিয়া দিয়া, আমি

বিবেচনার কাজ করিয়াছি বলিয়া মনে করি। তবু ব্যাপারটি আরও একটু ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখা অন্যায় হইবে না। প্রার্থনায় যোগ দিতে এক জনেরও বাধা নাই, মাত্র এই অর্থেই আমার প্রার্থনা সর্বজনের। আর সে প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয় কোন লোকের বাড়ীর সীমানার মধ্যে। ভব্যতার রীতি এই যে, যাহারা কোরান আবৃত্তি সহ সমগ্র প্রার্থনায় সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করে শুধু তাহারাই প্রার্থনা-স্থলে উপস্থিত হইবে। প্রার্থনা প্রকাশ্যে হইলেও ত ঐ রীতি খাটিবে। প্রার্থনা-সভা ত তর্কসভা নহে। একই জমির উপর বহু ধর্মসম্প্রদায়ের প্রার্থনা-সভা বসিবে একথা ভাবা ত সম্ভব। যাহারা কোন বিশেষ প্রার্থনার বিরোধী হইবে, তাহারা সেই প্রার্থনা-সভায় উপস্থিত থাকিবে না—ইহাই ভদ্ররীতি। ইহার বিপরীত আচরণ করিলে বিনা গোলমালে কোন সভার অনুষ্ঠান হওয়া অসম্ভব হইবে। এইরূপ বাধা দেওয়াই যদি রীতি হইয়া উঠে, তবে অবাধ পূজা-প্রার্থনার, এমন কি প্রকাশ্যে বক্তৃতা করিবার স্বাধীনতাও প্রহসনে পরিণত হইবে। সভ্য সমাজে ইহা হইল ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রাথমিক অধিকার। এই অধিকার অনুযায়ী কাজ করিতে পাইবার জন্য বন্দুকের পাহারার প্রয়োজন যেন না হয়। সর্বজনের এই অধিকার স্বীকার করা উচিত। ৪৮

বলিষ্ঠ উদারতা

"কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন যখন হইত তখন প্রদর্শনীর মাঠে একটি ব্যাপার আমি খুব আনন্দের সহিত লক্ষ্য করিয়াছি। বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায় বা রাজনৈতিক দল সেখানে আপন আপন সভা করিয়াছে—ঐ সকল সভায় নানা মত এবং অনেক সময় সম্পূর্ণ বিপরীত মত প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু সেজন্য কাহাকেও পীড়ন সহিতে হয় নাই, আর পুলিশের সাহায্যেরও প্রয়োজন হয় নাই। এই মূল বিধি যখন লঙ্ঘিত হইয়াছে তখনই জনগণ তাহার নিন্দা করিয়াছে। সেই বলিষ্ঠ উদার ভাব আজ কোথায় গেল? রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিয়া অপব্যবহারের দ্বারা আমরা কি ঐ স্বাধীনতার যাচাই করিতেছি? তাই কি এরূপ হইল? জাতীয় জীবনে এই অবস্থা যেন অচিরে কাটিয়া যায়। আমাকে প্রায়ই বলা হইয়াছে যে, এই সকলই মুসলিম লীগের অপকর্মের ফল। একথা পুনরায় যেন আমাকে বলা না হয়। আর ঐ কথা সত্য বলিয়া ধরিলেও বলিতে হয়, আমাদের উদারতা কি এমনই ক্ষণভঙ্গুর যে একটু অতিরিক্ত চাপে ভাঙ্গিয়া পড়িবে? অতি ভীষণ চাপেও যদি ভব্যতা ও উদারতা অক্ষুণ্ণ থাকে তবেই ত তাহার দাম। অন্যথায় ভারতবর্ষের অকল্যাণ। সমালোচক আমাদের অনেক আছে। আমরা স্বাধীনতার যোগ্য নহি এই কথা বলিবার সুযোগ তাহারা পায় এমন আচরণ

যেন আমরা না করি। এই সকল সমালোচকের কথার জবাবে অনেক যুক্তিই আমার মনে আসে। কিন্তু তাহাতে আমি স্বস্তি পাই না। অগণিত জনগণের এই ভারতবর্ষকে আমি ভালবাসি। আমাদের সর্বজনের এই উদার সম্মিলিত সংস্কৃতি যদি লোকচক্ষে আপনি ফুটিয়া না উঠে তবে আমার গর্বে আঘাত লাগে। ৪৯

ভারত যদি ব্যর্থ হয়

"ভারত যদি ব্যর্থকাম হয় তবে এসিয়া মরিয়া যাইবে। ভারতবর্ষ বহু সভ্যতা ও সংস্কৃতির মিলনভূমি—ভারতকে এই আখ্যা দেওয়া যথার্থ হইয়াছে। ভারতবর্ষ এশিয়া, আফ্রিকা অথবা পৃথিবীর অন্য যে কোন প্রান্তের শোষিত জাতিসমূহের আশাস্থল হইয়া থাকুক। ৫০

বে-আইনী অস্ত্র

"এই প্রসঙ্গে বে-আইনী গুপ্ত অস্ত্রের ত্রাসের কথা আসিয়া পড়িতেছে। এরূপ অস্ত্র কিছু ধরা পড়িয়াছে সন্দেহ নাই। লোকে আমার কাছেও স্বেচ্ছায় দুই একটা করিয়া দিতেছে। সর্বপ্রকারে ঐ সব অস্ত্র খুঁজিয়া বাহির করা হউক। আমি যতটা জানি, আজ পর্যন্ত যে পরিমাণ অস্ত্র ধরা পড়িয়াছে দিল্লীর পক্ষে তাহা বেশি কিছু নয়। ইংরেজের আমলেও লোকের কাছে গুপ্ত অস্ত্র থাকিত। তাহাতে ত কাহারও অস্বস্তিবোধ হইত না। নিঃসন্দেহে যখন বুঝিবেন যে, কোন বিশেষ স্থানে গুপ্ত অস্ত্রসকল রহিয়াছে, তখন সর্বপ্রকার চেষ্টায় সেই অস্ত্রাগার বাহির করিয়া দিবেন। এই ব্যাপার লইয়া বার বার যেন বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া না হয়। এখন আমরা স্বাধীন বলিয়া পরিচয় দিতেছি। ইংরেজের বেলায় আমরা যে বিধি প্রয়োগ করিতে চাহিয়াছি এখন নিজেদের বেলায় তাহা হইতে ভিন্ন বিধি চালাইব, এমন যেন না হয়। জব্দ করিবার মতলবে আমরা যেন কাহারও বদনাম না দিই। আমরা যাহাই বলি আর যাহাই করি, ষাট বৎসরের চেষ্টায় যে-স্বাধীনতা আমরা অর্জন করিয়াছি তাহার যোগ্য হইতে হইলে, বাধাবিপত্তি যত কঠিনই হউক না কেন, সাহস করিয়া আমাদের সেই সকলের সম্মুখীন হইতে হইবে। সেই কাজ নির্ভয়ে করিতে পারিলে আমাদের যোগ্যতা ও উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাইবে। ৫১

সংখ্যাগুরুদের কর্তব্য

"সংখ্যালঘুরা বিশ্বাসঘাতকতা করিবে এই ভয়ে যদি সংখ্যাগুরুরা তাহাদের মারিয়া ফেলে বা তাড়াইয়া দেয়, তবে সে ত নিশ্চয়ই কাপুরুষের কাজ হইবে। সংখ্যালঘুগণের অধিকার নিখুঁতভাবে রক্ষা করাই সংখ্যাগুরুদের

ঠিক যোগ্য কাজ। অন্যথা তাঁহারা উপহাসাস্পদ হইবেন। বলিষ্ঠ আত্মবিশ্বাস এবং প্রকৃত বা তথাকথিত শত্রুর প্রতি বীরোচিত বিশ্বাস—ইহাই হইল রক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। অতএব দিল্লীর হিন্দু, শিখ ও মুসলমানগণ, আপনাদের নিকট আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, আপনারা সকলে বন্ধুত্বের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া একত্র হউন এবং সমস্ত ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর কাছে মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন। ভারতের অন্যত্র লোকে কি করিতেছে বা করিয়াছে দিল্লীর লোক তাহা ভুলিয়া যান। তাহা হইলেই আপনারা ব্যক্তিগত হিংসা-প্রতিহিংসার পাপচক্র ভেদ করিতে পারিবেন, সে গৌরবে অধিকার তখন আপনাদের হইবে। প্রতিশোধ লইবার অধিকার যদি একান্তই কাহারও থাকে তবে সে রাষ্ট্রের—স্বতন্ত্রভাবে নাগরিকগণের কখনও নহে।" ৫২

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ২৩-৯-৪৭

প্রকাশ্যে দোষ স্বীকার

প্রার্থনার পর গান্ধীজী বলিলেলেন, "মনু গান্ধী ও আভা গান্ধী ত কাল লিখিতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছে। রবিবার অপরাহ্নে প্রার্থনাকালে ভজন গাহিবার সময় তাহাদের গলা বেসুরা হইয়া যায়! ফলে তাহারা হাসি চাপিতে পারে নাই। এজন্য আমি অতিশয় ব্যথিত হইয়াছিলাম। বালিকারা যে প্রার্থনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে নাই ইহাতেই তাহা বোঝা যায়। পরে তাহারা আমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে। ক্ষমা চাহিবার প্রয়োজন অবশ্য ছিল না কারণ আমি ত উহাদের উপর রাগ করি নাই। রাগ করিয়াছিলাম নিজেরই উপর। কারণ আমার কাছে থাকিয়া মানুষ হইলেও আমি উহাদের এই শিক্ষা দিতে পারি নাই যে, প্রার্থনাকালে তদ্গত হইয়া নিজেদের ভগবানে সমর্পণ করিয়া দিতে হয়। মেয়ে দু'টি অনুতাপ প্রকাশ করায় আমি কতকটা স্বস্তি বোধ করিলাম। বলিলাম, সকলের সামনে তোমরা দোষ স্বীকার কর। তাহারা সানন্দে আমার কথা মানিয়া লইল। আমি বিশ্বাস করি যে, কেহ যদি সকলের সম্মুখে অকপটে আত্মদোষ স্বীকার করে, তবে তাহার মন গ্লানিমুক্ত হয় এবং ভবিষ্যতে সেইরূপ অন্যায় আচরণ হইতে সে রক্ষা পায়।" ৫৩

জ্ঞানের মণিমুক্তা

কোরান হইতে আবৃত্তিতে আপত্তি হইয়াছিল। সেই কথার উল্লেখ করিয়া গান্ধীজী বলিলেন, "পাকিস্থানে হিন্দু ও শিখগণের উপর যে অন্যায় করা হইতেছে তাহার জন্য আপনারা রুষ্ট হইতে পারেন, কিন্তু তাই বলিয়া কোরান হইতে আবৃত্তিতে রাগ করা আপনাদের চলে না। গীতা, কোরান

বাইবেল, গ্রন্থসাহেব, জেন্দ্ আবেস্তা—এ সকল ত জ্ঞানের মণি-মঞ্জুষা—তবে অনুগামিগণ হয়ত আপন জীবনে সে সব শিক্ষা ব্যর্থ করিতে পারে। ৫৪

নির্ভয়ে মৃত্যুবরণের কৌশল

"রাওয়ালপিণ্ডি হইতে হিন্দু ও শিখের প্রতিনিধিদল আজ আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ডেরা গাজি খান হইতে আগত প্রতিনিধিদলও আসেন। রাওয়ালপিণ্ডির যে শ্রীসমৃদ্ধি সে ত হিন্দু ও শিখদের সৃষ্টি। তাহাদের সকলের অবস্থা সেখানে বেশ ভাল ছিল। আজ তাহারা আশ্রয়হীন দুঃখীর দল। ইহাতে আমি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি। আজিকার লাহোর নগরী হিন্দু ও শিখ ছাড়া আর কাহার হাতে গড়িয়া উঠিয়াছে? আজ তাহারা নিজ বাসভূমি হইতে নির্বাসিত। সেইরূপ দিল্লী সহর গঠনে মুসলমান ত বড় কম করে নাই। সুতরাং গত ১৫ই আগষ্ট তারিখে যে ভারতকে আমরা পাইয়াছি তাহা সকল সম্প্রদায়ের একযোগে তৈয়ারি। পাকিস্থানে নানা জায়গায় এখনও যে সকল হিন্দু ও শিখ আছে, পাকিস্থানের শাসনকর্তারা সর্বত্র তাহাদের পূর্ণ নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিবেন—ইহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। সংখ্যালঘু-গণের রক্ষণের দাবি করা সমভাবে উভয় গবর্মেণ্টেরই কর্তব্য। আমাকে বলা হইয়াছে যে, রাওয়ালপিণ্ডিতে এখনও ১৮,০০০ এবং ওয়াহ্ আশ্রয়কেন্দ্রে ৩০,০০০ হিন্দু ও শিখ আছে। আমি পুনরায় বলিতেছি, ঘরবাড়ি ছাড়িয়া আসা অপেক্ষা নিজের ঘরে থাকিয়া শেষ মানুষটি পর্যন্ত মরিতে প্রস্তুত হওয়া ভাল। সসম্মানে নির্ভীকভাবে মরিবার কৌশল আয়ত্ত করিবার জন্য কোন বিশেষ দক্ষতা শিক্ষার প্রয়োজন নাই—প্রয়োজন কেবল ভগবানে জলন্ত বিশ্বাসের। মরণকে এইরূপে বরণ করিতে পারিলে নারীহরণ এবং জবরদস্তি ধর্মান্তর আর ঘটিবে না। আমি জানি, আপনাদের একান্ত ইচ্ছা আমি যতশীঘ্র সম্ভব পাঞ্জাব যাই। আমারও সেই ইচ্ছা। কিন্তু দিল্লীতে আমি যদি অকৃতকার্য হই তবে পাকিস্থানে কৃতকার্য হওয়া অসম্ভব। কারণ আমি ত বিনা পাহারায় একমাত্র ভগবানে ভরসা রাখিয়া পাকিস্থানের সকল প্রদেশে ও সকল অংশে যাইতে চাই। যেমন অন্য সকলের তেমনি মুসলমানদের বন্ধু হিসাবেই আমি তথায় যাইব। আমার জীবন তাহাদেরই হাতে থাকিবে। যে আমার জীবন লইতে চাহিবে তাহার হাতে সানন্দে মরিতে পারিব·এই আশা আমি রাখি। তাহা হইলেই অপরকে যাহা করিতে বলি, আমারও তাহা করা হইবে। ৫৫

শরণার্থীদের জন্য গৃহ

শরণার্থীগণ আমাকে ঘরের জন্যও বলিয়াছেন। আমি ত নীচে ভূমি

এবং মাথার উপর আকাশের চাঁদোয়া দেখাইয়া দিয়াছি। মুসলমানরা যে-সব ঘর জবরদস্তিতে ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে, সেখানে থাকার চেয়ে ঐরূপ স্থানে থাকাই ভাল। সকলে মিলিয়া কাজ করিলে একদিনেই তাঁহারা প্রয়োজনমত আশ্রয় তৈয়ারি করিয়া লইতে পারেন। তাহারও অধিক, তাঁহারা ঐ উপায়ে শরণার্থীদের ক্রোধ শান্ত করিয়া আমার পাঞ্জাব যাইবার মত আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে পারেন।" ৫৬

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ২৪-৯-৪৭

ভারতের জীর্ণ তরী

প্রার্থনায় যে ভজন গান করা হইয়াছিল তাহা লইয়াই গান্ধীজী ভাষণ দিলেন। তিনি বলিলেন, "ভজনের ধুয়ায় ভারতের বর্তমান অবস্থার যথার্থ বর্ণনা রহিয়াছে। এই গানে কবি ভগবানকে ডাকিয়া বলিতেছেন, ভগবান যেন তাঁর জীর্ণ তরী মহাসমুদ্রের পারে লইয়া যান। ৫৭

গবমের্ণ্টকে সুযোগ দাও

"আজ দেশের হাওয়া প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসার ভাবে পূর্ণ। দিল্লীর হিন্দু ও শিখগণ চান না যে মুসলমানরা এখানে থাকেন। তাঁহারা বলেন পাকিস্থান হইতে যখন তাঁহারা বিতাড়িত হইয়াছেন, তখন ভারত যুক্তরাষ্ট্রে অন্ততঃ দিল্লীতেই বা মুসলমানদের স্থান হইবে কেন? মুসলিম লীগই ত দ্বন্দ্বে আহ্বান করিয়াছে। 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্থান' ধ্বনি তুলিয়া মুসলিম লীগ অন্যায় করিয়াছে একথা আমি স্বীকার করি। এরূপ ঘটনা ঘটিতে পারে আমি কখনও বিশ্বাস করি নাই। প্রকৃতপক্ষে বলপ্রয়োগের দ্বারা তাহারা দেশ বিভাগ করিয়া লইতে পারিত না। কংগ্রেস ও বৃটিশরা সম্মত না হইলে আজ পাকিস্থান হইত না। দেশবিভাগে সম্মতি দিয়া এখন আর তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। পাকিস্থানের মুসলিমদের উহা এখন প্রাপ্য। তাঁহারা কি করিয়া স্বাধীনতা পাইলেন একবার তাহা লক্ষ্য করুন। স্বাধীনতা সংগ্রামে কংগ্রেসই ছিল প্রধান যোদ্ধা। অস্ত্র ছিল নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ। বৃটিশরা ভারতের এই অস্ত্রের কাছে নত হইয়া সরিয়া গিয়াছে। জোর করিয়া পাকিস্থান নাকচ করিলে স্বরাজও নাকচ করা হইবে। ভারতে দুইটি গবর্মেণ্ট রহিয়াছে। নাগরিকগণের উচিত দ্বন্দ্বকলহের ব্যাপার এই দুই গবর্মেণ্টের উপর ছাড়িয়া দেওয়া। তাহারা লড়িয়া বুঝিয়া ইহার মীমাংসা করুক। কারণ প্রতিদিনের জীবনহানি দ্বারা যে সাংঘাতিক সামাজিক অপচয় হইতেছে, তাহাতে কাহারও কোন কল্যাণ নাই, সকলেরই অশেষ অকল্যাণ। ৫৮

লোকে যদি আইন না মানে আর নিজেদের মধ্যে লড়াই করে, তবে তাহারা ইহাই প্রমাণ করিবে যে, স্বাধীনতা হজম করিবার শক্তি তাহাদের নাই। একটি ডমিনিয়ন যদি এক্ষেত্রে সর্বত্র নির্দোষ আচরণ করে, তবে অপরকে অনুরূপ আচরণ করিতে সে বাধ্য করিবে। তখন সে সমস্ত পৃথিবীর সমর্থন লাভ করিবে। ভারত ইউনিয়ন হিন্দু রাষ্ট্র, অতএব এখানে অন্য ধর্মাবলম্বীদের স্থান নাই—কংগ্রেসের ইতিহাসকে মুছিয়া ফেলিয়া এইরূপে নূতন করিয়া লিখিতে ভারতীয়েরা নিশ্চয়ই চাহিবে না। আমি আশা করি, তাহারা নিজেদের কর্মপ্রচেষ্টাকে এইভাবে আহাম্মকির পথে অর্থহীন করিয়া দিবে না। ৫৯

জুনাগড়

"জুনাগড়ে কি ঘটিতেছে আপনারা ভাবিয়া দেখুন। একদিকে জুনাগড় আর অন্য দিকে কাথিওয়াড়ের প্রায় অপর সব দেশীয় রাজ্য—এই উভয় পক্ষ যুদ্ধে নামিবে না কি? অপর সকল রাজারা এবং প্রজাবৃন্দ যদি সত্যভাবে সম্মিলিত হন, তবে কাথিওয়াড়ের দেশীয় রাজ্যসমূহ হইতে জুনাগড় একা স্বতন্ত্র হইয়া থাকিবে না—ইহাতে সন্দেহ নাই। এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে আইন ও শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকা একান্ত প্রয়োজন।" ৬০

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ২৫-৯-৪৭

ইউনিয়ন গবর্মেণ্টের কর্তব্য

"প্রার্থনা আরম্ভের পূর্বে কেহ আমাকে এক টুকরা কাগজে লিখিয়া জানাইয়াছেন যে, পাকিস্থান গবর্মেণ্ট ত হিন্দু ও শিখদের তাড়াইয়া দিতেছে। আর আমি ভারত যুক্তরাষ্ট্রকে পরামর্শ দিতেছি, মুসলমানদের অন্য সকল প্রজার তুল্য অধিকার দিয়া ভারত ইউনিয়নে থাকিতে দেওয়া হউক। ইউনিয়ন গবর্মেণ্ট উভয় দিকের এই দ্বিগুণ বোঝা কিরূপে বহন করিবে? ৬১

"এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলি—পাকিস্থানে হিন্দু ও শিখগণের উপর যে অন্যায় আচরণ করা হইয়াছে, ইউনিয়ন গবর্মেণ্ট তাহা উপেক্ষা করুন একথা আমি বলি নাই। তাহাদের রক্ষা করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা গবর্মেণ্টের একান্ত কর্তব্য। কিন্তু প্রশ্নটির জবাব নিঃসন্দেহেই ইহা নয় যে, মুসলমানগণকে বিতাড়িত করিয়া পাকিস্থানের কুখ্যাত নীতির অনুসরণ করিতে হইবে। যাহারা স্বেচ্ছায় পাকিস্থান যাইতে চায় তাহাদের নিরাপদে সীমান্ত পর্যন্ত পঁহুছিয়া দেওয়া উচিত। পাকিস্থানের হিন্দু ও শিখগণ যাহাতে নিরাপদ হইতে পারে তাহা দেখা ইউনিয়ন গবর্মেণ্টের কর্তব্য। কিন্তু তাহা করিতে হইলে গবর্মেণ্টকে নিজ ইচ্ছামত কাজ করিতে দিতে হইবে এবং প্রত্যেক ভারত-

বাসীকে গবর্মেণ্টের সহিত পূর্ণ আন্তরিক সহযোগিতা করিতে হইবে। নাগরিক যদি নিজ হাতেই আইন লয় তবে গবর্মেণ্টের সহিত সহযোগিতা করা হয় না। আমাদের স্বাধীনতা ত একমাস দশদিনের শিশু। প্রতিহিংসার উন্মত্ততা যদি চলিতে থাকে, তবে শৈশবেই এই শিশু বিনষ্ট হইবে। ৬২

ধর্মের জয়

"রামায়ণে দেখি পরাক্রান্ত রাবণ এবং নির্বাসিত রামের মধ্যে যে অসম যুদ্ধ ঘটে, একান্ত নিষ্ঠাভরে ধর্মের শাসন মানিয়া শ্রীরামচন্দ্র সেই যুদ্ধে জয়ী হন। উভয় পক্ষই যদি আইনবিগর্হিত কাজ করে তাহা হইলে কে আর কাহার দোষ দিতে পারে? অন্যায় কে বেশি করিয়াছে অথবা কে প্রথম আরম্ভ করিয়াছে তাহার বিচার করিয়া এই সব আচরণ সমর্থন করা যাইতে পারে না। ৬৩

বিশ্বাসঘাতকের দণ্ড

"আপনারা সাহসী। শক্তিশালী বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আপনারা খাড়া হইয়া লড়াই করিয়াছেন। আজ তবে আপনারা দুর্বল হইলেন কিরূপে? যাহারা বীর তাহারা ত ভগবান্ ছাড়া আর কাহাকেও ভয় করে না। মুসলমানরা যদি বিশ্বাসঘাতক হয়, তবে সেই বিশ্বাসঘাতকতার ফলে তাহারা মরিবে। রাষ্ট্রব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতাই সব চেয়ে বড় অপরাধ। কোন রাষ্ট্রই বিশ্বাসঘাতককে স্থান দিতে পারে না। কিন্তু সন্দেহবশে মানুষকে তাড়াইয়া দেওয়া কাহারও সাজে না। ৬৪

পুলিশ ও মিলিটারীর কর্তব্য

"শুনিতেছি পুলিশ ও মিলিটারী ভারত যুক্তরাষ্ট্রে হিন্দুর পক্ষ এবং পাকিস্থানে মুসলমানের পক্ষ লইতেছে। একথা শুনিতে হইল বলিয়া আমি বড় ব্যথিত হইয়াছি। বিদেশী প্রভুদের অধীনে তাহারা কতদূর কি করিতে পারিত আজ তাহা ভাবিয়া কোন লাভ নাই। আজ তাহারা এবং ইংরেজ অফিসরগণ সকলেই ত জাতির ভৃত্য। অতএব আজ তাহাদের দুর্নীতি ও পক্ষপাতিত্বের ঊর্ধ্বে অবস্থান করিতে হইবে। ৬৫

"আর লোকসাধারণের প্রতি আমার এই আবেদন যে, আপনারা পুলিশ ও মিলিটারীকে ভয় করিবেন না। যেমনই হউক, এই বিশাল দেশের লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর তুলনায় তাহারা কয় জনই বা। লক্ষ লক্ষ লোকের আচরণ যদি সঙ্গত হয়, তবে পুলিশ ও মিলিটারীর আচরণও সঙ্গত না হইয়া যায় না। ৬৬

অগ্নিনির্বাপণের উপায়

"দিনের বেলা আমার গবর্ণর জেনারলের সহিত সাক্ষাৎ হয়। পরে দিল্লীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান কর্মী ও নাগরিকগণ আমার সহিত দেখা করেন। তারপর আমি ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে যাই। সর্বত্র সেই একই সমস্যার আলোচনা: কি করিয়া এই ঘৃণা, বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার আগুন নিভান যায়। এই কার্যে শ্রেষ্ঠ প্রয়াস প্রয়োগ করা আজ মানুষের হাতে—তারপর সে নিশ্চিন্ত মনে ভগবানের হাতে ফলাফল ছাড়িয়া দিতে পারিবে। ভগবান ত উদ্যোগীর সহায়।" ৬৭

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ২৬-৯-৪৭

প্রার্থনা আরম্ভের পূর্বে গান্ধীজী অন্য দিনের মত কোরান আবৃত্তিতে কাহারও আপত্তি আছে কি না জিজ্ঞাসা করেন। এক যুবক প্রার্থনা হইতে কোরানের শ্লোক বাদ দিতে বলেন। গান্ধীজী বলেন "তাহা করা সম্ভব নহে। কিন্তু আমি সমস্ত প্রার্থনাটিই বাদ দিতে পারি।" শ্রোতৃগণ বলেন তাহা হইতে পারে না—তাঁহারা সমস্ত প্রার্থনাটি চান। তখন আপত্তিকারী চুপ করেন। ৬৮

গ্রন্থ সাহেব

গান্ধীজী বলিলেন, "আজ আমার কাছে কয়েকজন শিখ বন্ধু আসিয়াছিলেন। তাঁহারা বাবা খড়ক সিংএর অনুগামী। তাঁহারা বলেন, বর্তমানে যে হত্যাকাণ্ড চলিতেছে তাহা শিখধর্ম বিরুদ্ধ। প্রকৃত পক্ষে কোন ধর্মবিধানে উহার সমর্থন নাই। তাঁহাদের একজন গ্রন্থ সাহেব হইতে একটি খুব চমৎকার শ্লোক বলিলেন। তাহাতে গুরু নানক বলিতেছেন: ভগবানকে ত আল্লা, রহিম এবং আরও কত নামেই ডাকা যায়। কিন্তু হৃদয়ে তিনি অধিষ্ঠিত থাকিলে, নামে কি আসিয়া যায়? কবীরের মত গুরু নানকেরও চেষ্টা বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয় সাধনে নিয়োজিত হইয়াছিল। আমি একটি শ্লোক লিখাইয়া লইয়াছি। আপনাদের তাহা শুনাইতাম। কিন্তু আমি তাহা আনিতে ভুলিয়া গিয়াছি। কাল লইয়া আসিব। ৬৯

গান্ধীজীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা

"লাহোরের পণ্ডিত ঠাকুর দত্ত আসিয়াছেন। আমার কাছে তিনি তাঁহার দুঃখের কাহিনী বলিয়াছেন। দুঃখের কথা বলিতে বলিতে তিনি কাঁদিতে থাকেন। লাহোর ত্যাগে তিনি বাধ্য হইয়াছেন। তিনি বলেন, পাকিস্থানে নিজের ঘরে পড়িয়া থাকিয়া বরং মরিব, তবু ভয়ে ঘর ছাড়িয়া যাইব না, আমার এই কথায়

তিনি বিশ্বাসবান্। কিন্তু দুর্বলতাবশে তিনি আমার সেই যথার্থ উপদেশ অনুযায়ী কাজ করিতে পারেন নাই। এখন তিনি পাকিস্থানে ফিরিয়া যাইয়া মৃত্যু বরণ করিতে প্রস্তুত। আমি কিন্তু তাহা চাই না। আমি চাই, তিনি এবং অপর সকল হিন্দু ও শিখ বন্ধুরা দিল্লীতে প্রকৃত শান্তি ফিরাইয়া আনিবার কাজে আমাকে সাহায্য করুন। দিল্লীতে শান্তি ফিরিলে আমি নূতন শক্তি লইয়া পশ্চিম পাকিস্থানে যাইব। আমি পশ্চিম পাঞ্জাবের লাহোর, রাওয়ালপিণ্ডি শেখপুরা ও অন্যান্য স্থানে যাইব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধুতে যাইব। আমি সকলেরই সেবক এবং শুভার্থী। আমি যেখানেই যাই, নিশ্চয় জানি কেহ আমাকে কোন বাধা দিবে না। আর মিলিটারী পাহারা সঙ্গে লইয়া আমি যাইব না। আমার জীবন আমি জনগণের হাতে ছাড়িয়া দিব। পাকিস্থান হইতে যে সকল হিন্দু ও শিখ বিতাড়িত হইয়াছে তাহারা যতক্ষণ না সসম্মানে ও সমর্যাদায় আপন ঘরে ফিরিয়া আসে ততক্ষণ আমার বিশ্রাম নাই। ৭০

লজ্জার কথা

"পণ্ডিত ঠাকুর দত্ত একজন প্রসিদ্ধ বৈদ্য। তাঁহার অনেক মুসলমান বন্ধু ছিল, অনেক মুসলমান রোগী ছিল। তিনি তাহাদিগকে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করিতেন। তাঁহাকে লাহোর ছাড়িতে হইল ইহা লজ্জার কথা। সেইরূপ দিল্লীতে হাকিম আজমল খাঁ সমভাবে হিন্দু ও মুসলমানের সেবা করিয়া গিয়াছেন। আমি যে টিব্বিয়া কলেজের উদ্বোধন করিয়াছিলাম হাকিম সাহেবই তাহার প্রতিষ্ঠাতা। হাকিম সাহেবের বংশধরদের যদি দিল্লী এবং টিব্বিয়া কলেজ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হয় তবে তাহা লজ্জার বিষয় হইবে। সকল মুসলমানই ত আর দেশদ্রোহী হইতে পারে না। যাহারা বিশ্বাসঘাতক বলিয়া প্রমাণ হইবে, গবর্মেণ্ট তাহাদের কঠোর শাস্তি দিবেন। ৭১

অবিচার সহ্য করিতে নাই

"আমি বরাবর যুদ্ধের বিরোধী। কিন্তু পাকিস্থান হইতে সুবিচার পাইবার অন্য কোন উপায় যদি না থাকে, পাকিস্থান যদি তৎকৃত স্পষ্ট অন্যায়কে কিছু নয় বলিয়া ক্রমাগত অস্বীকার করে, তবে ভারত ইউনিয়নকে অগত্যা তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইবে। যুদ্ধ ত তামাসা নয়। যুদ্ধ কেহই চায় না। যুদ্ধ সর্বনাশের পথ। কিন্তু অবিচার সহ্য করিতে আমি কাহাকেও বলি না। ন্যায় রক্ষা করিবার জন্য সমস্ত হিন্দু যদি ধ্বংস হইয়া যায়, তবে আমি দুঃখ করিব না। যুদ্ধ যদি বাধে, তবে পাকিস্থানের হিন্দুরা পঞ্চমবাহিনী অর্থাৎ দেশদ্রোহী হইবে না—কেহই তাহা বরদাস্ত করিবে না। পাকিস্থানের প্রতি যদি তাহাদের আনুগত্য না থাকে, তবে তাহাদের পাকিস্থান ত্যাগ করা

উচিত। সেইরূপ, যে সকল মুসলমান পাকিস্থানের পক্ষপাতী তাহাদের ভারত ইউনিয়নে থাকা উচিত নহে। হিন্দু ও শিখদের প্রতি যাহাতে ন্যায় বিচার হয় তাহার ব্যবস্থা করা গবর্মেণ্টের কাজ। লোকে যাহা চাহে গবর্মেণ্টকে তাহা করিতে বাধ্য করিতে পারে। আমার কথা বলিতে হইলে, আমার পথ স্বতন্ত্র। আমি ভগবানের উপাসক—সত্য ও অহিংসাই সেই ভগবান্। ৭২

হিন্দুই হিন্দুধর্ম ধ্বংস করিতে পারে

"এক সময় ছিল যখন ভারতবর্ষ আমার কথা শুনিত। কিন্তু আজ ত আমি সেকেলে। লোকে বলে এই নূতন যুগে আমি অচল। তাহারা চায় কলকব্জা, নৌবহর, বিমানবাহিনী আরও কত কি। আমি তাহা কখন সমর্থন করিতে পারি না। যে উপায়ে স্বাধীনতা অর্জিত হইয়াছে সেই উপায়েই তাহারা উহা রক্ষা করিতে চায়—সাহস করিয়া এই কথা বলিতে পারিলে আমি তাহাদের সঙ্গে আছি। আমার শারীরিক অসামর্থ্য ও অবসাদ তখন মুহূর্তেই দূর হইয়া যাইবে। শুনা যায়, মুসলমানরা বলিতেছেন 'হাঁসকে লিয়া পাকিস্থান, লড়কে লেঙ্গে হিন্দুস্থান।' আমার কথামত যদি কাজ হয়, তবে অস্ত্রবলে মুসলমানদের কখনই উহা করিতে দিব না। কেহ কেহ সমস্ত ভারতবর্ষকে মুসলমান করিয়া লইবার স্বপ্ন দেখিতেছেন। যুদ্ধের দ্বারা তাহা কখন হইতে পারে না। প্যাকিস্থান কখন হিন্দুধর্মকে ধ্বংস করিতে পারিবে না। হিন্দুরাই হিন্দুকে ও হিন্দুধর্মকে ধ্বংস করিতে পারে। সেইরূপে ইসলাম যদি ধ্বংস হয় তবে পাকিস্থানের মুসলমানের হাতেই তাহা হইবে, হিন্দুস্থানের হিন্দুগণের দ্বারা নহে।" ৭৩

সত্যমেব জয়তে

গত কল্য প্রার্থনার পরে শ্রোতৃবর্গের একজন গান্ধীজীকে একটি প্রশ্ন করেন। গান্ধীজী তাহার উল্লেখ করিয়া বলিলেন "ঐ বন্ধুটি বলিয়াছেন, আমি যদি প্রকৃত মহাত্মা হই, তবে অলৌকিক ঘটনা ঘটাইয়া আমি যেন ভারতবর্ষ এবং হিন্দু ও শিখগণকে রক্ষা করি। কিন্তু আমি ত কখন নিজেকে মহাত্মা বলিয়া দাবি করি নাই। আমি আপনাদের যে কাহারও মত একজন সাধারণ লোক—তফাৎ এই যে আমি আরও বেশি দুর্বল। পার্থক্য হিসাবে আমার দিকে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, আমার ভগবানে বিশ্বাস আপনাদের অপেক্ষা অধিকতর দৃঢ়। সমস্ত ভারতীয়গণ—হিন্দু, শিখ, পার্শি, মুসলিম ও খৃষ্টান—সকলেই যদি ভারতবর্ষের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকে, তবে ভারতের কখনও বিপদ ঘটিবে না। আমি আপনাদের ঋষিবাক্য স্মরণে রাখিতে বলি—সত্যমেব জয়তে নানৃতম্। সত্যেরই জয়, মিথ্যার কখনও নয়।" ৭৪

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ২৭-৯-৪৭

রাম বৈদ্যরাজ

গান্ধীজী বলিলেন, -"আমার অসুস্থতার খবর সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছে। আমাকে না জানাইয়া এরূপ করা হইয়াছে। ইহাতে আমি দুঃখিত হইয়াছি। আমার অসুস্থতা এরূপ নহে যে কাজ বন্ধ করিতে হইয়াছে। আর আমি ত ইতিমধ্যেই ভাল বোধ করিতেছি। সুতরাং আমার অসুস্থতা লইয়া এতটা করা উচিত হয় নাই। সংবাদপত্রে ডাক্তার দিনশ মেহ্‌তাকে আমার নিজের চিকিৎসক বলা হইয়াছে। কিন্তু তাহা ভুল। তিনি আমাকে বলিয়াছেন যে, ঐ কথা তিনি বলেন নাই। আমার আহ্বানেই তিনি আসিয়াছেন, কিন্তু চিকিৎসকরূপে তিনি আমাকে দেখিতে আসেন নাই। তিনি আসিয়াছেন আধ্যাত্মিক প্রশ্নের তাড়নায়। ডাক্তার মেহ্‌তা স্বভাব-চিকিৎসক। তিনি আমার বন্ধু। অনেক সময় আমি তাঁহার সাহায্য পাইয়াছি। কিন্তু সে হিসাবেও তাঁহার সহায়তার প্রয়োজন এখন আমার ঘটে নাই। ৭৫

"ডাক্তার সুশীলা নয়্যর, ডাক্তার জীবরাজ মেহ্‌তা, ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, ডাক্তার গিলডার আমার চিকিৎসা করেন। স্বর্গগত ডাক্তার আনসারিও আমার চিকিৎসক ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই আমার কোন খবর আমাকে আগে না দেখাইয়া কখন সংবাদপত্রে দেন নাই। আজ ত রামই আমার একমাত্র চিকিৎসক—যেমন যে ভজনটি গান করা হইয়াছে তাহাতে আছে তিনিই আমাদের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাধির একমাত্র আরোগ্যদাতা। ডাক্তার মেহ্‌তার সহিত স্বভাব-চিকিৎসার ব্যাপার অনুধাবন করিবার সময় এই উপলব্ধি রূপ গ্রহণ করিয়া আমার কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। আমার মতে স্বভাব-চিকিৎসায় রামনামের স্থান সবার আগে। রামকে যিনি হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিয়াছেন তাঁহার আর অন্য কোন সহায়ে কাজ নাই। রাম যাহার প্রভু তাহার আর মৃত্তিকা- বা জল-চিকিৎসারও দরকার হয় না। যাহারা পরামর্শ চায় আমি তাহাদের এই পরামর্শই দিয়া থাকি—সুতরাং অন্য পথ লওয়া আমার সাজে না। ৭৬

"বড় বড় হাকিম, বৈদ্য ও ডাক্তাররা শুধু সেবার আনন্দেই মানবসেবা করিয়া গিয়াছেন। দিল্লীর খুব বড় ডাক্তার যোশী হিন্দু-মুসলমান, ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে সকলের সেবা করিয়া গিয়াছেন। গরীবদের তিনি বিনা পয়সায় দেখিতেন—এমন কি তাহাদের পথ্য ও ঘরে ফিরিবার ভাড়া দিয়া দিতেন। কিন্তু অত জ্ঞান অর্জন করিবার পরও তিনি ভগবানের উপরই নির্ভর করিতে চাহিতেন—অপর কোথাও নহে।" ৭৭

গ্রন্থ সাহেবের পুনরুল্লেখ

গত সন্ধ্যায় গান্ধীজী গ্রন্থসাহেবের যে শ্লোকের কথা বলিয়াছিলেন এখন তাহা পাঠ করিলেন। তিনি বলিলেন, "শ্লোকটি গুরু অর্জুনের রচনা। সাধুসন্তগণের শিষ্যেরা নিজে শ্লোক রচনা করিয়া প্রায়ই গুরুর নামে দিতেন। হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের অনেক ভজনই এইরূপ। শ্লোকটিতে দৃঢ়কণ্ঠে বলা হইয়াছে—মানুষ ভগবানকে রাম, খোদা ইত্যাদি নানা নামে ডাকে। কেহ তীর্থে যায়, পবিত্র নদীজলে স্নান করে, কেহ বা মক্কায় যায়। কেহ মন্দিরে তাঁহার পূজা করে, কেহ বা মসজিদে। আবার কেহ বা ভক্তিভরে শুধু মাথা নত করে। কেহ বেদ পাঠ করে, কেহ বা কোরান। কেহ নীল বস্ত্র পরিধান করে, কেহ বা সাদা। কেহ বলে আমি হিন্দু, কেহ বলে আমি মুসলমান। নানক বলেন, ভগবানের বিধান যিনি মানেন তিনিই তাঁর রহস্য উপলব্ধি করেন। হিন্দু ধর্মের ইহাই সর্বজনীন শিক্ষা। সুতরাং যে উন্মত্ততা সাড়ে চার কোটি মুসলমানকে ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া দিতে চায় তাহাকে বুঝিয়া উঠা দায়। ৭৮

ভুল হইয়াছে কি ?

"এক আর্য সমাজী বন্ধু একখানি চিঠি দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, কংগ্রেস ইতিমধ্যে ত তিনটি বড় বিষম ভুল করিয়াছে। এক্ষণে চতুর্থ ভুলটি করিতে চলিয়াছে—তাহা হইবে সব চেয়ে সাংঘাতিক। ভুলটি এই যে, তাহারা হিন্দুস্থানে হিন্দু ও শিখদের পাশাপাশি মুসলমানদের পুনরায় বসাইয়া দিতে চাহিতেছে। আমি অবশ্য কংগ্রেসের হইয়া কথা বলিতেছি না। কিন্তু একথা জোর করিয়াই বলিয়া দিতেছি যে, যাহাকে চরম ভুল বলিয়া পত্রলেখক উল্লেখ করিয়াছেন সেই ভুল করিবার জন্য আমি পুরাপুরি প্রস্তুত আছি। ধরুন, পাকিস্থানের যদি মাথা খারাপ হইয়া গিয়া থাকে, তবে আমাদেরও কি মাথা খারাপ হইতে হইবে ? তাহা যদি হয়, তবে সত্যই বিষম ভুল করা হইবে। তাহা প্রথম শ্রেণীর অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। আমি নিশ্চয় জানি, এই ক্ষ্যাপামি যখন শান্ত হইয়া যাইবে, তখন আপনারা বুঝিতে পারিবেন, আমার কথাই ঠিক এবং আপনাদের কথা ভুল। ৭৯

ভয়ঙ্কর অসহিষ্ণুতা ও বিঘ্নসৃষ্টি

"রাজকুমারী অমৃত কওরের নিকটে যাহা শুনিয়াছি, দুঃখের সহিত এখন সেই কথা বলিতেছি। কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের স্বাস্থ্য-বিভাগের ভার এখন তাঁহার উপর। তিনি খৃষ্টান, সেই কারণে তিনি দাবি করেন যে তিনি হিন্দু এবং শিখ উভয়ই। মুসলিম অথবা হিন্দু সকল আশ্রয়কেন্দ্রেরই সুবিধার ব্যবস্থা

করিবার চেষ্টা তিনি করেন। কতকগুলি খৃষ্টান মেয়ে ও পুরুষকে তিনি মুসলিম আশ্রয়কেন্দ্রের সেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন। এখন কতকগুলি রুষ্ট আহাম্মক লোক এই খৃষ্টান সেবকদের ভয় দেখাইতেছে। ফলে তাহাদের অনেকে নিজের ঘরবাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। ব্যাপারটি বড় ভীষণ! তবে রাজকুমারীর কাছে এই কথা শুনিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি যে, একটা অঞ্চলের হিন্দুরা ঐ নিরীহ খৃষ্টানদের রক্ষা করিবে বলিয়া নিশ্চয়তা দিয়াছে। আশা করি, এইবার খৃষ্টানরা সকলেই শান্তিতে নিজ নিজ ঘরে ফিরিতে পারিবে, আর নির্বিঘ্নে আর্ত ও পীড়িত মানবের সেবা করিবে—কেহ কোন বাধা বা উদ্বেগ সৃষ্টি করিবে না। ৮০

আমার বিশ্বাস কি শিথিল হইয়াছে?

"যুদ্ধ সম্বন্ধে আমার মন্তব্যগুলি সংবাদপত্রে এমন করিয়া সাজাইয়া প্রকাশ করা হইয়াছে যে, কলিকাতা হইতে কেহ কেহ জানিতে চাহিয়াছেন আমি কি প্রকৃতই যুদ্ধের সমর্থন করিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমি চিরকালই অহিংসার সাধক—যুদ্ধের সমর্থন আমি কখনও করিতে পারি না। আমি যদি কোন রাষ্ট্র পরিচালনা করি তবে সেখানে পুলিশ থাকিবে না, মিলিটারীও থাকিবে না। কিন্তু ভারত যুক্তরাষ্ট্রের গবর্মেণ্ট ত আমি চালাই না। কথা প্রসঙ্গে ভারত ইউনিয়ন ও পাকিস্থানের ব্যাপারে কত রকমের সম্ভাবনা আছে আমি কেবল তাহাই দেখাইয়া দিয়াছি। পরস্পর আলোচনা দ্বারা ভারত ও পাকিস্থান নিজেদের বিরোধ মিটাইয়া লউক, আর তাহা না পারিলে মীমাংসার ভার সালিসীর উপর দিক। কিন্তু এক পক্ষ যদি অন্যায় করিতেই থাকে এবং মীমাংসার জন্য উল্লিখিত পন্থা দুইটির কোনটিই গ্রহণ না করে, তাহা হইলে ত বাকি থাকে একমাত্র যুদ্ধের পথ। যে অবস্থার ফলে আমাকে ঐরূপ মন্তব্য করিতে হইয়াছে তাহা লোকের জানা উচিত। দিল্লীতে প্রার্থনা-সভার প্রায় সকল ভাষণগুলিতেই আমি লোককে বলিয়াছি যে, তাহারা যেন নিজ হাতে আইন না লয়, আর তাহাদের প্রতি সুবিচার যাহাতে হয় সে ভার যেন গবর্মেণ্টের উপর দেয়। যুক্তি-ও বিচারসম্মত যে উপায়গুলি পর পর অবলম্বন করা যাইতে পারে আমি ত তাহা সকলের কাছে বলিয়াছি—তাহার ভিতর আইন না মানিয়া নিজ হাতে দণ্ড দিবার বর্বর প্রথার কথা নাই। দণ্ড দিবার ভার নিজ হাতে লইলে সুষ্ঠু প্রণালীতে রাজ্যশাসন করা অসম্ভব হইবে। অহিংসায় বিশ্বাস আমার এতটুকুও শিথিল হইয়াছে, এমন কোনও কিছু আমার এই সব কথায় বোঝায় না।" ৮১

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ২৮-৯-৪৭

চার্চিল সাহেবের অবিবেচনা

আজ সন্ধ্যায় লোকসমাগম অন্য দিনের চেয়ে বেশি হইয়াছিল। গান্ধীজী বলিলেন, "পবিত্র কোরান হইতে যে বিশেষ শ্লোকগুলি প্রার্থনার সময় আবৃত্তি করা হয় তাহাতে কাহারও আপত্তি আছে কি?" শ্রোতৃগণের মধ্যে দুইজন আপত্তি জানাইয়া হাত তুলিলেন। গান্ধীজী বলিলেন, "শ্রোতৃগণের অবশিষ্ট সকলের খুব আশাভঙ্গ হইবে জানিয়াও আমি ঐ দুইজনের আপত্তি গ্রাহ্য করিতেছি। তবে আপত্তিকারীদের আমি এই কথা বলিতেছি যে, অহিংসায় দৃঢ় বিশ্বাসী বলিয়া আপনাদের আপত্তি গ্রাহ্য করা ছাড়া যদিও আমার অন্য উপায় নাই, তথাপি একথাও আমি না বলিয়া পারি না যে, এত অধিক সংখ্যক লোকের মতের বিরুদ্ধতা করা আপনাদের পক্ষে অত্যন্ত অসঙ্গত হইয়াছে। আমার পরবর্তী মন্তব্য হইতে আপনারা বুঝিবেন যে, আপত্তিকারীরা যে অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা একটা মানসিক ব্যাধিরই লক্ষণ। এই ব্যাধি দেশে দেখা দিয়াছে এবং ইহারই কারণে চার্চিল সাহেব অত্যন্ত কটু মন্তব্য করিতে পারিয়াছেন।" ৮২

চার্চিল সাহেবের মন্তব্যের সারাংশ রয়টার কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছে এবং সকাল বেলার খবরের কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে। গান্ধীজী এক্ষণে তাহা হিন্দুস্থানী করিয়া শুনাইয়া দিলেন:

রয়টার প্রেরিত চার্চিলের মন্তব্য

আজ রাতে এক বক্তৃতায় মিষ্টার চার্চিল ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে যে ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড চলিতেছে তাহাতে তিনি বিস্মিত হন নাই।

তিনি বলিয়াছেন 'আমরা যাহা দেখিতেছি তাহা ত বিভীষিকা ও হত্যাকাণ্ডের সূত্রপাত মাত্র। যে সকল জাতি শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতির বিকাশে সক্ষম এবং বহু পুরুষ ধরিয়া যাহারা ইংরেজ রাজ ও বৃটিশ পার্লামেন্টের উদার, সহিষ্ণু ও পক্ষপাতশূন্য শাসনের আশ্রয়ে পাশাপাশি বাস করিয়া আসিয়াছে তাহারাই নরখাদকের হিংস্রতায় মত্ত হইয়া পরস্পরের উপর এই ভয়ানক হত্যাকাণ্ড চালাইতেছে।

'গত ৬০ বা ৭০ বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর যে অংশ সব চেয়ে শান্তিপূর্ণ ছিল, ভবিষ্যতে তথায় সর্বত্র বহু লোকক্ষয় হইবে এবং সেই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে সভ্যতা পিছাইয়া যাইবে। উহা চিরকালের জন্য এশিয়া মহাদেশের ইতিহাসে সর্বনাশের এক অতি বেদনাময় কাহিনী হইয়া থাকিবে।' ৮৩

"আপনারা সকলেই জানেন চার্চিল সাহেব একজন বৃহৎ ব্যক্তি। ইংলণ্ডের অভিজাত বংশে তাঁহার জন্ম। মারলবোরো পরিবার ইংলণ্ডের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে ইংলণ্ড যখন সংকটে পড়িয়াছিল তখন

মিষ্টার চার্চিল দেশের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। আর বৃটিশ সাম্রাজ্য বলিতে তখন যাহা বুঝাইত, সংকট হইতে তিনি তাহা রক্ষা করেন ইহাতে সন্দেহ নাই। আমেরিকা ও অন্য মিত্রশক্তির সহায়তা না পাইলে ইংলণ্ড যুদ্ধজয় করিতে পারিত না, এরূপ তর্কবিতর্ক করা ভুল। তাঁহার সুসমর্থ রাজনৈতিক কর্মদক্ষতা ছাড়া অন্য আর কি কৌশলে বিভিন্ন মিত্রশক্তিসমূহ এক সঙ্গে মিলিতে পারিত। যে শক্তিমান্ জাতির ঐরূপ সমুজ্জল প্রতিনিধি-রূপে তিনি দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাহারা তাঁহার দেশসেবার যোগ্য সম্মান দিল, কিন্তু ধনে প্রাণে বিষম ক্ষতিগ্রস্ত বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের পুনর্গঠনের জন্য তাহারা তাঁহাকে বাদ দিয়া পুরা শ্রমিক গবর্মেণ্ট গঠন করিয়া লইতে দ্বিধা করিল না। বৃটিশ জাতি নূতন পরিবেশ বুঝিয়া প্রস্তুত হইল। এবং স্বেচ্ছায় সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহার স্থলে মানুষের শুভবুদ্ধি দ্বারা রচিত এবং পূর্বের চেয়ে গৌরবময় অদৃশ্য অপর এক সাম্রাজ্য স্থাপনের সিদ্ধান্ত করিল। দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যাইলেও, ভারতবর্ষ এই পথে স্বেচ্ছায় বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত হইল। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সহ সমগ্র বৃটিশ জাতি এই উদার পথ লইল। ৮৪

"এই কার্যে মিষ্টার চার্চিল ও তাঁহার দলও অংশীদার হইয়াছেন। এই পথ অবলম্বনের ফলে ভবিষ্যতে ভাল হইবে কি না, বর্তমান প্রসঙ্গে সে কথা অবান্তর। আমার উপস্থিত বক্তব্য এই যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের এই রূপান্তর ঘটাইবার কার্যে মিষ্টার চার্চিল যুক্ত ছিলেন। সুতরাং ইহার শুভ সম্ভাবনা ব্যাহত হইতে পারে এমন কিছু বলা বা করা তাঁহার উচিত নয়। সত্যই বৃটিশ জাতির ভারত-ত্যাগের তুল্য ঘটনা বর্তমান কালের ইতিহাসে আর ঘটে নাই। এই সূত্রে ধর্মাশোকের ত্যাগের কথা আমার মনে পড়িতেছে—তাঁহার দর্শন লাভ করাই ছিল লোকের মহাভাগ্য। অশোক ছিলেন অতুলনীয়—কিন্তু তিনি একালের নহেন। তাই রয়টার প্রেরিত মিষ্টার চার্চিলের বক্তৃতার সারাংশ পাঠ করিয়া আমি দুঃখিত হইয়াছি—অবশ্য আমি ধরিয়া লইয়াছি যে, ঐ প্রসিদ্ধ সংবাদদাতারা মিষ্টার চার্চিলের বক্তৃতার ভুল অর্থ করেন নাই। মিষ্টার চার্চিল এই বক্তৃতা দ্বারা বৃটিশ জাতির অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন। এই জাতিরই তিনি বড় সেবক। বৃটিশের অধীনতা হইতে মুক্ত হইবার পর ভারতবর্ষের এই দুর্দশা হইবে ইহা যদি তাহার জানাই ছিল, তবে এইকথা একবার তিনি ভাবিয়া দেখিলেন না কেন যে, ভারতের এই দুর্দশার জন্য দায়ী তাঁহারাই যাঁহারা এখানে সাম্রাজ্য ফাঁদিয়াছিলেন—আর 'যে সকল জাতি' তাঁহার মতে 'শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতির বিকাশে সক্ষম' ইহাতে তাহাদের দোষ ততটা নহে। আমি বলি, নির্বিচারে ভারতীয়

সকল জাতির এইরূপ নিন্দাবাদ প্রচার করিয়া মিষ্টার চার্চিল অত্যন্ত হঠকারিতার পরিচয় দিয়াছেন। ভারতে কোটি কোটি লোকের বাস—তার মধ্যে কয়েক লক্ষ মাত্র বর্বরতার পরিচয় দিয়াছে—সমগ্রের বিচারে তাহারা ধর্তব্য নহে। আমি মিষ্টার চার্চিলকে আহ্বান করিতেছি—তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া স্বয়ং সকল ব্যাপার বুঝিয়া দেখুন। দলীয় লোক যেমন না দেখিয়াই আগে হইতে সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়া আসে সেরূপে নহে, পরন্তু যে ইংরেজ দলের 'স্বার্থের চেয়ে ন্যায়ের মর্যাদা', বড় বলিয়া বিবেচনা করে এবং বৃটিশ কমনওয়েলথের রাজনৈতিক কারবারকে সফলতার গৌরবে মণ্ডিত করিতে যে উদ্যোগী, সেই অপক্ষপাত সৎ ইংরেজের দৃষ্টি দিয়া তিনি দেখুন। ফলাফল দেখিয়াই গ্রেট বৃটেনের এই অনন্যসাধারণ কার্যের বিচার হইবে।৮৫

"ভারতবর্ষকে যখন ভাগ করা হইল তখনই দুইটি ভাগ পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিবে এরূপ একটা ব্যবস্থা অজ্ঞাতে করিয়া দেওয়া হইল। দুইটি খণ্ডই বৃটিশের স্বতন্ত্র ডমিনিয়ন হিসাবে গণ্য হইয়া স্বাধীনতা পাওয়ায়, ইংরেজের এই স্বেচ্ছাদত্ত দান দোষদুষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইচ্ছা করিলেই ইহাদের যে কোনটি বৃটিশ কমনওয়েলথ হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারে একথা বলা নিরর্থক। কারণ ইহা বলা সহজ, করা সহজ নহে। তবে একথা আর বেশি করিয়া বলা ঠিক হইবে না। যাহা বলিয়াছি তাহাই যথেষ্ট—ইহাতেই বোঝা যাইবে মিষ্টার চার্চিলের আরও বেশি সাবধান হইয়া কথা বলা উচিত। অবস্থা নিজে না দেখিয়া না বুঝিয়া, তাঁহার অংশীদারদের তিনি নিন্দিত করিয়াছেন। আমার শ্রোতৃমণ্ডলীকে আমি বলিব যে, আপনারা অনেকে নিজ কর্মদোষে মিষ্টার চার্চিলকে এরূপ করিবার সুযোগ দিয়াছেন। এখনও সময় আছে—আপনারা এখনও আপনাদের ত্রুটি সংশোধন করিতে পারেন এবং মিষ্টার চার্চিলের অমঙ্গল আশঙ্কাকে অমূলক বলিয়া প্রমাণ করিতে পারেন। আমি জানি এ আমার অরণ্যে রোদন। তাহা যদি না হইত, স্বাধীনতার বিষয়ে আলোচনা সুরু হইবার আগে আমার কথার যে শক্তি ও প্রভাব ছিল তাহা যদি থাকিত, তাহা হইলে যে-বর্বরতার কথা মিষ্টার চার্চিল অত রস দিয়া অতিরঞ্জিত করিয়া বলিয়াছেন তাহার কিছুই ঘটিত না এবং আজ আমারা আমাদের অর্থনৈতিক এবং আভ্যন্তরীণ অন্যান্য অসুবিধার নিরাকরণের ব্যবস্থা করিতে কতকটা অগ্রসর হইতে পারিতাম।" ৮৬

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ২৯-৯-৪৭

ভ্রাতৃহত্যার ফল

"শুনিতেছি, ভারত ইউনিয়ন ও পাকিস্থান—এই দুইটি প্রতিবেশী

ডমিনিয়নের মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনার যে কথা আমি বলিয়াছি তাহাতে যেন পাশ্চাত্যে একটা ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে। আমি জানি না, সাংবাদিকরা আমার কথার কিরূপ বিবরণ বিদেশে পাঠাইয়াছেন। বক্তার বক্তব্য যথাযথ প্রতিবিম্বিত না করিতে পারিলে সার-সংক্ষেপে নিয়তই অনর্থ ঘটিয়া থাকে। ১৮৯৬ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে আমি একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলাম। উহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী বিকৃত আকারে প্রকাশ হওয়ার ফলে আমার প্রাণ সংশয় হইয়াছিল। উহা এমনই বিকৃত করা হইয়াছিল যে, আমাকে মারধর করিবার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই দক্ষিণ আফ্রিকার ইউরোপীয়ানরা বুঝিতে পারিল, বিনা অপরাধে একজন নির্দোষ লোকের উপর অত্যাচার করা হইয়াছে। তাহাদের ক্রোধ তখন অনুতাপে পরিণত হইল। যে ব্যাপারটির কথা বলিলাম তাহা হইতে এই শিক্ষা পাওয়া যায় যে, কোন মানুষ যে-কথা বলে নাই অথবা যে-কাজ করে নাই, তাহার জন্য তাহাকে দায়ী করা উচিত নহে। যুদ্ধ কথাটির উল্লেখ মাত্রই যদি নিষিদ্ধ না হয়, তবে ভাষণগুলিতে আমি যেখানে যুদ্ধের উল্লেখ করিয়াছি তাহার কোনখানেই পাকিস্থান ও ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে যুদ্ধের প্ররোচনা বা সমর্থন আছে এরূপ অর্থ করা যাইতে পারে না, ইহাই আমার ধারণা। আমাদের একটা কুসংস্কার আছে। আমরা মনে করি, কোন বাড়িতে কেহ, এমন কি ছোট ছেলেও যদি সাপের কথা উল্লেখ করে, তবে সেখানে নিশ্চয়ই সাপ বাহির হইবে। আশা করি যুদ্ধ সম্বন্ধে ভারতবর্ষে কাহারও এরূপ কুসংস্কার নাই। ৮৭

"আমি মনে করি, বর্তমান পরিস্থিতির বিচার করিয়া এবং কি অবস্থায় যুদ্ধ বাধিতে পারে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া আমি উভয় রাষ্ট্রেরই উপকার করিয়াছি। যুদ্ধ বাধাইবার জন্য নহে, পরন্তু যথাসম্ভব যুদ্ধকে রোধ করিবার জন্যই আমি ঐরূপ করিয়াছি। আমি ইহাও বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, এই সব মূঢ় নরহত্যা, লুণ্ঠন ও গৃহদাহ যদি চলিতে থাকে, তবে তাহা রাষ্ট্রকে যুদ্ধের পথে ঠেলিয়া দিবে। অনিবার্যরূপে পর পর কি করিতে হইতে পারে তৎপ্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা কি অন্যায়? ৮৮

"ভারতবর্ষ জানে, আর পৃথিবীর লোকেরও জানা উচিত যে, শেষ পরিণতি যাহার যুদ্ধবিগ্রহে সেই ভ্রাতৃহত্যা দৃঢ়ভাবে রোধ করিবার জন্যই আমার শক্তির প্রত্যেকটি কণা আমি প্রয়োগ করিয়াছি ও করিতেছি। অহিংসা মানব-ধর্ম—সেই অহিংসাকে যে-ব্যক্তি জীবনব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে তাহাকে যখন যুদ্ধের কথা তুলিতে হয় তখন সর্বপ্রকারে যুদ্ধ রোধ করিবার জন্যই সে সেই কথা বলে। আমার জীবনের আদি স্থিতি এইখানে—আশা করি, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমি কখনও ইহা হইতে বিচ্যুত হইব না।" ৮৯

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ৩০-৯-৪৭

গবর্মেণ্টের কর্তব্য

গান্ধীজী বলিলেন, "মিয়ানওয়ালীর কয়েকজন বন্ধু আসিয়া আজ আমার সঙ্গে দেখা করেন। তাঁহাদের যে সকল বন্ধু সেখানে পড়িয়া আছে তাহাদের জন্য তাঁহারা উদ্বিগ্ন। পাকিস্থানের নানা জায়গায় হাজারের পর হাজার লোক এখনও ঐ অবস্থায় রহিয়াছে। মিয়ানওয়ালীর বন্ধুরা আমাকে বলিলেন যে, তাঁহাদের ভয় হয়, ঐ সব বন্ধুদের জবরদস্তি ধর্মান্তর করা, হত্যা করা অথবা অনাহারে মারা হইবে এবং তাহাদের মেয়েরা অপহৃতা হইবে। উহাদের রক্ষা করা ইউনিয়ন গবর্মেণ্টের কর্তব্য কিনা, তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন। পাকিস্থানের অন্যান্য অংশ হইতেও অনুরূপ সংবাদ আসিতেছে এবং অনুরূপ প্রশ্ন করা হইতেছে। আমি স্বীকার করি, যাহারা গবর্মেণ্টের মুখ চাহিয়া আছে তাহাদের রক্ষা করা গবর্মেণ্টের কর্তব্য, নতুবা পদত্যাগ করা উচিত। আর লোকেরও কর্তব্য গবর্মেণ্টকে শক্তিশালী করিয়া তোলা। ৯০

"পাকিস্থানে সংখ্যালঘুগণকে রক্ষা করার দুইটি উপায় আছে। সর্বোত্তম উপায় হইল—কায়েদে আজাম জিন্না এবং তাহার মন্ত্রীবর্গ সংখ্যালঘুদের মনে এই বিশ্বাসের সঞ্চার করুন যে পাকিস্থানে তাহারা নিরাপদ। তাহা হইলে তাহাদের আর প্রতিবেশী ডমিনিয়নের মুখ চাহিতে হইবে না। গৃহত্যাগীদের পরিত্যক্ত গৃহাদি ন্যস্ত সম্পত্তি হিসাবে রক্ষা করা পাকিস্থান কর্তৃপক্ষের অবশ্য কর্তব্য। আর জবরদস্তি ধর্মান্তর ও নারীহরণ হওয়াই ত উচিত নয়। এমন কি একটি ছোট বালিকাও—সে মুসলিমই হউক আর হিন্দুই হউক, যেন ভারত ইউনিয়নে অথবা পাকিস্থানে সম্পূর্ণ নিরাপদ বোধ করে। এবং কাহারও ধর্মে যেন কেহ আঘাত না করে। গণতান্ত্রিক দেশে জনসাধারণই গবর্মেণ্টকে গঠন করে অথবা নষ্ট করে—তাহারাই গবর্মেণ্টকে শক্তিশালী বা শক্তিহীন করিতে পারে। কিন্তু নিয়ম ও শৃঙ্খলা না মানিলে তাহারা কিছুই সফল করিতে পারিবে না। ৯১

ব্যক্তির সামর্থ্য

"আপনারা বিরক্ত হইতে পারেন, কিন্তু আমার কথা বলিতে হইলে, আমি সেই কথাই পুনরায় বলিব যে, নিজের ধর্ম রক্ষা করা মানুষের নিজের হাতে। প্রত্যেক ছোট ছেলে ও মেয়েকে এই শিক্ষা দেওয়া উচিত যে, প্রয়োজন হইলে নিজের জীবন দিয়াও নিজের ধর্ম রক্ষা করিতে হইবে। আপনারা সকলেই প্রহ্লাদের উপাখ্যান জানেন। বার বৎসরের বালক প্রহ্লাদ নিজের পিতার বিরুদ্ধেই দাঁড়াইয়াছিল। সকল ধর্মই এরূপ বীরত্বের কাহিনীতে পূর্ণ।

আমার ছেলেদের আমি ঐ শিক্ষাই দিয়াছি। তাহাদের ধর্ম রক্ষার ভার আমার হাতে নয়। মেয়েদের অবলা বলা অন্যায়। যে স্ত্রীলোক নিজ ধর্মে অটল, তাহার সতীত্ব বা ধর্মনাশের ভয় নাই। গবর্মেণ্টের উচিত তাহাদের রক্ষা করা। কিন্তু গবর্মেণ্ট যদি তাহা না পারে, তবে তাহারা যেমন কাপড় বদলায় তেমনি কি ধর্ম বদল করিবে? ৯২

ভারতীয় মুসলমানগণ

"মুসলিমদের উপর নিষ্ঠুর আক্রমণ চলিতেছে। কিন্তু এই ভারতীয় মুসলমানগণ কাহারা? তাহাদের বহুল অংশ ত আর আরব দেশ হইতে আসে নাই। বাহির হইতে তাহাদের খুব অল্পই আসিয়াছে। কিন্তু তাহাদের কোটি কোটি ত হিন্দু হইতে মুসলমান হইয়াছে। কেহ যদি বুঝিয়া বিচার করিয়া ধর্মান্তর গ্রহণ করে, তবে আমার কিছু বলিবার নাই। কিন্তু তথাকথিত অস্পৃশ্য বা শূদ্রগণকে যুক্তি দিয়া বুঝাইয়া ত ধর্মান্তর করা হয় নাই। তাহাদের এই ভিন্ন ধর্ম গ্রহণের জন্য আমরাই দায়ী। হিন্দু ধর্মে অস্পৃশ্যতার স্থান দিয়া এবং তথাকথিত অস্পৃশ্যগণের উপর অত্যাচার করিয়া, আমরাই তাহাদের ইসলামের ক্রোড়ে ঠেলিয়া দিয়াছি। আজ সেই সব ভাইবোনদের হত্যা করা বা তাহাদের উপর অত্যাচার করা আমাদের সাজে না।" ৯৩

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ১-১০-৪৭

সেবা-ক্ষেত্র অসীম

প্রার্থনার পর গান্ধীজী বলিলেন, "গতকল্য সন্ধ্যায় এক ভগ্নী আমার হাতে এক চিঠি দিয়াছেন। চিঠিতে তিনি জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই সেবা-কার্য করিতে উৎসুক, কিন্তু কি করিতে হইবে তাহাদের কেহ কিছু বলিতেছেন না। এইরূপ অভিযোগ আরও কয়েকটি আমার কাছে আসিয়াছে। সকল অভিযোগেরই উত্তর আমার একই। সেবার ক্ষেত্র অসীম, কর্তৃত্বের ক্ষেত্র সেরূপ নহে। সেবার ক্ষেত্র ত সারা পৃথিবী ব্যাপিয়া। সেবাক্ষেত্রে অসংখ্য কর্মীর স্থান আছে। যেমন, দিল্লী নগরী কোন দিনই পরিচ্ছন্নতায় নিখুঁত ছিল না। শরণার্থীরা আসিয়া পড়ায় নগরের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা আরও খারাপ হইয়া গিয়াছে। বিভিন্ন শরণার্থী-শিবিরে স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা একবারে সন্তোষজনক নহে। স্বাস্থ্যবিধানের এই কাজ ত যে কেহ করিতে পারে। শরণার্থী-শিবিরেও যদি তাহারা যাইতে না পারে ত নিজেদের চারি পার্শ্বের স্থান ত পরিষ্কার রাখিতে পারে। তাহার ফলও সমস্ত নগরীর উপর নিশ্চয়ই ভাল হইবে। এই কার্যে কেহই অন্য কাহারও

নির্দেশের অপেক্ষায় থাকিবে না। আর বাহ্য পরিচ্ছন্নতার সহিত আমি মনের ও হৃদয়ের শুচিতার কথাও বলিতেছি। এই কাজ বৃহৎ এবং মহান্ সম্ভাবনায় পূর্ণ। ৯৪

শান্তির সর্ত

"বাবা বিচিত্র সিং দিল্লীর প্রধান অধিবাসীদের এক সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। সেই সভায় আমি গিয়াছিলাম,—পণ্ডিত নেহেরুর ঐ সভায় বক্তৃতা করিবার কথা ছিল। কিন্তু লিয়াকত আলি সাহেব তাঁহার সহিত আলোচনা করিতে আসিয়াছেন—আর তাহাকে ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনেও ৫টার সময় মন্ত্রীসভার অধিবেশনে যাইতে হইয়াছিল। সেইজন্য তিনি আসিতে অক্ষম হওয়ায় ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন। সুতরাং বাবা বিচিত্র সিং আমাকে আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের কিছু বলিতে বলেন। আমি তাঁহার কথায় সম্মত হই। তারপর আমি শ্রোতৃগণকে ছোট ছোট প্রশ্ন করিতে বলি। তখন এক বন্ধু দাঁড়াইয়া উঠেন এবং একটি বক্তৃতাই দিয়া দেন। তাঁহার কথার মর্ম এই যে, দিল্লীর নাগরিকগণ মুসলমানদের সহিত শান্তিতে থাকিতে প্রস্তুত, কিন্তু মুসলমানদের ভারতীয় ইউনিয়নের প্রতি আনুগত্য রাখিতে হইবে এবং তাহাদের কাছে যে সব বে-আইনী অস্ত্রাদি আছে তাহা সমস্তই দিয়া দিতে হইবে। ইউনিয়নে যাহারা থাকিতে চায় তাহারা যে ধর্মাবলম্বীই হউক না কেন, ইউনিয়নের প্রতিই তাহাদের আনুগত্য রাখিতে হইবে এবং তাহাদের হাতে যে সকল বে-আইনী অস্ত্রাদি আছে, না চাহিলেও তাহা গবর্মেণ্টের হাতে দিয়া দিতে হইবে—এই বিষয়ে দ্বিমত থাকিতে পারে না। আমি কিন্তু ঐ বন্ধুকে তাঁহার ঐ দুইটির উপর তৃতীয় একটি সর্ত জুড়িয়া দিতে বলি। তৃতীয় সর্তটি এই যে, তাঁহার প্রথম দুইটি সর্ত অনুযায়ী কাজ বুঝিয়া লইবার ভার গবর্মেণ্টের উপর দিতে হইবে। ৯৫

ব্যক্তিগত প্রতিশোধ প্রতিকার নহে

"পুরানা কিল্লায় প্রায় ৫০,০০০ এবং হুমায়ুন কবর স্থানে তাহারও কিছু অধিক মুসলমান শরণার্থী রহিয়াছে। তাহারা যে অবস্থায় দিনযাপন করিতেছে তাহা আদৌ সন্তোষজনক নহে। হিন্দু ও শিখ শরণার্থীগণ পাকিস্থানে, এমন কি ভারত ইউনিয়নেও দুঃখভোগ করিতেছে, অতএব মুসলমান শরণার্থীরা ত দুঃখভোগ করিবেই একথা বলা ভুল। হিন্দু ও শিখরা নিঃসন্দেহে দুঃখ ভোগ করিয়াছে—গুরু দুঃখভোগই তাহারা করিয়াছে। তাহাদের প্রতি যাহাতে সুবিচার হয় সে চেষ্টা ত ভারত যুক্তরাষ্ট্রেরই করা উচিত। লাহোর নানাবিধ শিক্ষায়তনের জন্য প্রসিদ্ধ। ঐ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বে-সরকারী লোকের

চেষ্টায় স্থাপিত হইয়াছে। পাঞ্জাবীরা পরিশ্রমী। তাহারা অর্থ উপার্জন করিতে জানে। আবার কল্যাণ-কর্মে সেই অর্থের সদ্ব্যয় করিতেও জানে। লাহোরে হিন্দু ও শিখগণ প্রথম শ্রেণীর আরোগ্যশালা নির্মাণ করিয়াছেন। ঐ সকল প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিগত সকল সম্পত্তি আসল মালিকদের ফিরাইয়া দিতে হইবে। কিন্তু ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে যাইলে উহা সম্ভব হইবে না। ৯৬

"পাকিস্থান গবর্মেণ্ট যাহাতে নিজের কর্তব্য করেন ভারত গবর্মেণ্ট তাহার ব্যবস্থা করিবেন, আর ভারত গবর্মেণ্ট যাহাতে ন্যায় বিচার করেন পাকিস্থান গবর্মেণ্টকেও তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। একে যদি অন্যের পাপাচরণ অনুকরণ করেন, তবে তাঁহাদের কেহ কাহারও নিকট হইতে সুবিচার পাইবেন না। ভ্রমণ কালে দুই ঘোড়-সওয়ারের একজন যদি পড়িয়া যায় তবে অপরকেও কি তাহার দেখাদেখি ভূমিসাৎ হইতে হইবে? তাহাতে ত উভয়েরই অস্থিপঞ্জর চূর্ণ হইবে মাত্র। ধরুন, মুসলমানরা যদি ইউনিয়নের প্রতি আনুগত্য না রাখে এবং তাহাদের গুপ্ত অস্ত্রাদি বাহির করিয়া না দেয়, তবে তাহার জবাবে আপনারা কি নিরীহ পুরুষ, নারী ও শিশুদের হত্যা করিতে থাকিবেন? বিশ্বাসঘাতকের সমুচিত শাস্তি দেওয়া ত গবর্মেণ্টের কাজ। ভারতবর্ষ জগতে সুনাম অর্জন করিয়াছিল। কিন্তু বর্বরতার আশ্রয় লইয়া উভয় রাষ্ট্রের জনগণ সে সুনামে কলঙ্ক দিয়াছে। এইরূপ অন্যায় করিয়া আপনারা দাসত্বের পথে যাইতেছেন এবং নিজেদের মহান্ ধর্মের বিনাশসাধন করিতেছেন। আপনারা খুশিমত ইহা করিতে পারেন। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করিবার জন্য আমি ত আমার জীবন পণ করিয়াছিলাম। সুতরাং, সেই স্বাধীনতা ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে আর আমি বাঁচিয়া থাকিয়া তাহা দেখিব—আমি তাহা পারিব না। প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাসে আমি ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, হয় এই অগ্নি নির্বাপন করিবার শক্তি আমাকে দিন, না হয় এই পৃথিবী হইতে আমাকে সরাইয়া লউন। ৯৭

বিদেশের মুসলিম বন্ধুগণের তার

"আম্মন ও মধ্য প্রাচ্যের অন্যান্য স্থান হইতে মুসলমান বন্ধুরা আমাকে তার করিয়াছেন। তাঁহারা আশা করেন, ভারতে এই ভ্রাতৃযুদ্ধ অচিরে কাটিয়া গিয়া ভারতবর্ষ শীঘ্রই আবার পূর্ব গৌরব ফিরিয়া পাইবে এবং হিন্দু ও মুসলমানগণ আবার ভাই-এর মত একত্র বসবাস করিবে। ৯৮

অত্যন্ত অমানুষিক ও কাপুরুষোচিত

"একটি দুঃখজনক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। নিকটবর্তী এক গ্রাম হইতে

একটা জনতা আসিয়া দিল্লীর কোন হাসপাতাল আক্রমণ করিয়াছে। ফলে চারটি রোগীর মৃত্যু হইয়াছে এবং আরও কয়েকজন আহত হইয়াছে। কাজটা অত্যন্ত কাপুরুষোচিত ও অমানুষিক হইয়াছে—এরূপ কার্যের কোন কৈফিয়তই চলে না। ৯৯

"আর একটি সংবাদ আসিয়াছে যে, নৈনি হইতে এলাহাবাদের পথে চলন্ত রেলগাড়ী হইতে কয়েকজন মুসলমান যাত্রীকে বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সকল অপকর্মের পশ্চাতে কি যুক্তি থাকিতে পারে তাহা বুঝিতে আমি ত হার মানিয়া গিয়াছি। ইহাতে প্রত্যেক ভারতীয়েরই লজ্জায় মাথা হেঁট হইয়া যাওয়া উচিত।" ১০০

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ২-১০-৪৭

শিখ গুরুদের বাণী

"বাবা সর্দার খরক সিংএর সেক্রেটারি সর্দার সন্তোষ সিংএর সহিত আজ দিনের বেলায় আমার কথাবার্তা হয়। এই বন্ধুটি বলেন, সেদিন গুরু অর্জুন দেবের যে ভজনের উল্লেখ আমি করিয়াছি, গুরু গোবিন্দ সিংও ঠিক সেই ভজনের মত কথাই বলিয়াছেন। অনেকে মনে করেন—আর এরূপ মনে করা সর্বৈব ভুল—যে গুরু গোবিন্দ সিং তাঁহার অনুচরদের মুসলমান-হত্যার শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। বহু শিখেরও এই বিষয়ে সম্পূর্ণ ভুল ধারণা আছে। দশম গুরুর ভজনটি আমি পড়িয়া শুনাইতেছি। তিনি বলিতেছেন, মানুষ ভগবানকে কোথায় কি নামে কি করিয়া পূজা করে তাহা বড় কথা নহে, কারণ তিনি ত সকলের কাছেই সমান। আর মানুষ সম্বন্ধে বড় কথা এই যে, সব মানুষই সমান, বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সকল মানুষই আদিতে এক। গুরু গোবিন্দ সিং বলিয়াছেন, মানবজাতিকে স্বতন্ত্রভাবে ভাগ করা যায় না। আকৃতি বা প্রকৃতিতে মানুষে মানুষে তফাৎ আছে, কিন্তু মূলে সকলেই এক ছাঁচে ঢালা। সকলেরই অনুভূতি একই রকমের, সকলেরই মৃত্যু হয়, সকলেই ধূলিতে মিশায়। বায়ু ও সূর্য সব মানুষের পক্ষেই সমান, সুখদা গঙ্গা মুসলমানকে তাঁর বারিদানে বঞ্চিত করেন না। মেঘ নির্বিশেষে সকলের উপরই বারিবর্ষণ করে। কেবল অজ্ঞান লোকেই নিজের ও অপরের মধ্যে তফাৎ করিয়া থাকে। অতএব, মহান্ শিখ গুরুগণের এবং অন্য ধর্মোপদেষ্টাদের বাণী যদি আমরা সত্য বলিয়া মানি, তবে ভারত যুক্তরাষ্ট্র খাঁটি হিন্দুরাষ্ট্র হইবে এবং তথায় হিন্দু ছাড়া আর কেহ থাকিবে না, একথা বলা সে সর্বৈব অন্যায়, আমাদের তাহা উপলব্ধি করিতে হইবে। ১০১

কৃপাণের যথার্থ ব্যবহার

"তবে আমার এই কথায় আপনারা যেন মনে করিবেন না যে, শিখরা অহিংসাব্রতী। অহিংসা তাহাদের ব্রত নহে। কিন্তু সর্দার আমাকে বলিয়াছেন যে, গুরুগোবিন্দের সময় মুসলমানরা নিজ ধর্মপথ ভুলিয়া বিপথে গিয়াছিল, তাই তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে তখন মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ করিতে আদেশ দেন। শিখরা যে কৃপাণ ধারণ করেন তাহা নিরপরাধ লোকদের রক্ষার জন্য। অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়িবার জন্যই কৃপাণ, নিরীহ স্ত্রীলোক শিশু বৃদ্ধ বা অসমর্থের হত্যার জন্য কদাপি নহে। এমন কি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হইলেও উভয় পক্ষেরই আহতদের শুশ্রূষা করা ছিল বিধি। কিন্তু আজ সম্পূর্ণ অসৎ উদ্দেশ্যেই প্রায় কৃপাণের ব্যবহার চলিতেছে। অপব্যবহার যাহারা করিতেছে তাহারা কৃপাণ ধারণের যোগ্য নয়। ১০২

জন্মদিনে অভিনন্দন

"আজ সারাদিন ধরিয়া বহুলোক আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বৈদেশিক রাষ্ট্র-প্রতিনিধিরা ও লেডী-মাউণ্টব্যাটেন ছিলেন। তাঁহারা সকলেই আমাকে অভিনন্দন জানাইতে আসিয়াছিলেন। দেশ বিদেশ হইতে অনেকগুলি তারও আমি পাইয়াছি। সেই সকলের প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র উত্তর দেওয়া অসম্ভব। আমি কিন্তু নিজেকে প্রশ্ন করিয়াছি —এই সকল অভিনন্দনের উপলক্ষ্য কোথায়? এইগুলিকে অভিনন্দন অপেক্ষা আমার দুঃখে সমবেদনা বলাই কি ঠিক নয়? শরণার্থীগণ ফুলও পাঠাইয়াছেন। অনেকে অর্থ উপহার দিয়াছেন, অনেকে সদিচ্ছা। কিন্তু আমার অন্তরে শুধু দুঃখের জ্বালা—তাহা ছাড়া আর কিছু নাই। একদিন ছিল যখন আমি যাহা বলিতাম, লোকে তাহা মানিত। কিন্তু আজ আমি একা—আমার কথা কেহ শুনে না। আর আমি তাহাদের কথা যাহা শুনি তাহা এই যে, ভারত যুক্তরাষ্ট্রে তাহারা মুসলমানদের থাকিতে দিবে না। আজ যদি মুসলমানদের বেলায় এই রব উঠিয়া থাকে, কাল তবে পার্শি, খৃষ্টান, ও ইউরোপীয়ানদের দশা কি হইবে? আমার বন্ধুদের অনেকে আশা করেন যে, আমি ১২৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত বাঁচিব। কিন্তু ১২৫ বৎসর ত দূরের কথা, আর বেশি দিন বাঁচিয়া থাকিতেই আমার সাধ নাই। আমার উপর যে সব অভিনন্দন বর্ষণ করা হইয়াছে তাহার একটিও আমি গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। নরহত্যা ও বিদ্বেষে দেশের হাওয়া বিষাক্ত হইতে থাকিলে আমি বাঁচিব না। আপনাদের একান্ত অনুনয়ে বলিতেছি, এই উন্মত্ততা আপনারা পরিহার করুন। পাকিস্থানে অমুসলমানদের প্রতি কি করা হইতেছে তাহা

ভাবিয়া লাভ নাই। এক পক্ষ যদি অন্যায়ের পথে নীচে নামিয়া থাকে ত সেই কারণে অপরপক্ষের আর সেরূপ হীন আচরণ করা চলিবে না। এই সকল অপকর্মের পরিণাম কি তাহা আপনারা একবার স্থির হইয়া বিবেচনা করিয়া দেখুন। আপনারা আপন আপন হৃদয় হইতে বিদ্বেষ বিষ দূর করিয়া দিন। গবর্মেণ্টের কাছে আপনাদের অভিযোগগুলি জানাইয়া তাহার প্রতিকার চাহিবার অধিকার ত আপনাদের আছে, আর তাহা আপনাদের কর্তব্যও বটে। কিন্তু গবর্মেণ্টকে না মানিয়া, আইন ও ব্যবস্থা নিজ হাতে গ্রহণ করা আপনাদের পক্ষে ঘোর অন্যায় হইবে। ঐ পথে সকলেরই সর্বনাশ হইবে।" ১০৩

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ৩-১০-৪৭

সকলেই তুল্যরূপে দোষী

"তার যোগে ক্রমাগত অভিনন্দন আসিতেছে। এ সকলের উত্তর দেওয়া ত আমার পক্ষে অসম্ভব। বন্ধুরা বলিতেছেন ইহার কয়েকটি প্রকাশ করিলে ভাল হয়। মুসলমান-বন্ধুরাও অনেকগুলি সুন্দর অভিনন্দন পাঠাইয়াছেন। কিন্তু ঐ গুলি প্রকাশ করিবার সময় এখন নয়—উহাতে সাধারণের কোন লাভ হইবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ লোকে আজকাল অহিংসা ও সত্যে বিশ্বাস করে না। অন্যায় যাহারা করে তাহারা যে-ই হউক সকলেই সমান দোষী। ১০৪

সত্যাগ্রহ ও দুরাগ্রহ

"আজ নানাস্থানে সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইবার সংবাদ পাইতেছি। আমি প্রায়ই অবাক হইয়া ভাবি, এই সব তথাকথিত সত্যাগ্রহ আসলে দুরাগ্রহ নয় ত। এই যে সব কল-কারখানায় বা রেলে অথবা ডাকঘরে ধর্মঘট কিম্বা কোন কোন দেশীয় রাজ্যে আন্দোলন চলিতেছে—মনে হয় এ সকলই যেন ক্ষমতা হস্তগত করিবার ব্যাপার। একটা উৎকট বিষ আজ সমাজে সঞ্চারিত হইয়া পড়িতেছে। সাধ্য ও সাধন, উদ্দেশ্য ও উপায় যে অভিন্ন এই কথা যাহারা একবারও ভাবিয়া দেখিবে না, তাহারা আজ নিজেদের মতলব হাঁসিল করিবার জন্য যে কোন সুযোগ দুষ্ট আগ্রহে গ্রহণ করিতেছে। ১০৫

কল্যাণ-কর্মেই ত আশীর্বাদ রহিয়াছে

"আমি চিঠিপত্রও পাইতেছি—লোকে তাদের কাজ সম্পর্কে অথবা আন্দোলন আরম্ভ করিবার জন্য আমার আশীর্বাদ চাহিতেছে। আমি বলি, আশীর্বাদ ত কল্যাণ-কর্মের ভিতরেই রহিয়াছে—উহা আমার বা অপর কাহারও সমর্থনের অপেক্ষা রাখে না। ভাল লোক, যিনি ভাল কাজ

করিতেছেন, আমার কাছে আসিলে তিনি আমার এই কথা তখনই বুঝিতে পারেন। সত্য ত সর্বদাই স্বপ্রকাশ—সর্বস্ব পণ করিয়া এই সত্য পালন করা মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য। কিন্তু সত্যাগ্রহ যাহারা অবলম্বন করে, নিজেদের অন্তর পরীক্ষা করিয়া তাহাদের বুঝিয়া দেখা উচিত, তাহারা প্রকৃতই সত্যের সন্ধান করিতেছে ত। তাহা যদি না হয়, তবে সত্যাগ্রহ ব্যঙ্গে পরিণত হয়। আমি দৃঢ়ভাবেই বলিতেছি যে, যে-বস্তুতে প্রকৃত অধিকার নাই তাহা পাইবার চেষ্টা যাহারা করে, অহিংসা পালন করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না, আর অহিংসা ব্যতীত সত্য লাভ করা যায় না। ১০৬

শরণার্থী-শিবিরে স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা

"এখানে অনেকগুলি আশ্রয়কেন্দ্র আছে—সে সকল স্থানের অবস্থা অস্বাস্থ্যকর। সহরের ভিতরের অবস্থাও তাই। সকলেই চায় অপরে তাহাদের আবর্জনা সাফ করিয়া দিক। আশ্রয়-শিবিরে যাঁহারা থাকেন না, তাঁহাদেরও উচিত নিজ নিজ গৃহের আশপাশ যাহাতে পরিষ্কার থাকে নিজেরাই তাহার ব্যবস্থা করা। অস্পৃশ্যতারূপ কলঙ্ক হিন্দু ধর্মের সুনাম মলিন করিতেছে। এই কলঙ্ক দূর করিবার একটা উপায় হইল প্রত্যেকেরই ভাঙ্গি হওয়া। ঝাড়ুদারের কাজ ত নোংরা কাজ নয়। পরিচ্ছন্নতা-সাধন এই কাজের দ্বারাই সম্ভব হয়। দিল্লীর অধিবাসীরা নিজে যদি সহরের স্বাস্থ্যবিধানের দিকে মনোযোগী হয়, তবে তাহারা যে শুধু দিল্লীকেই সুন্দর করিয়া তুলিবে তাহা নহে, তাহাদের এই দৃষ্টান্তের সুফল অনেক দূর পর্যন্ত যাইবে। শিবিরগুলির তত্ত্বাবধানের ভার যদি আমার উপর থাকিত, তাহা হইলে আশ্রয়প্রার্থীদের আপন হাতে সকল কাজ করিয়া লইতে আমি প্রবর্তিত করিতাম। কাজ না করিয়া বসিয়া বসিয়া খাইলে অথবা জুয়া বা তাস খেলায় সময় কাটাইলে মানুষের অধঃপতন হয়। সুতাকাটা, তাঁতবোনা, দরজীর কাজ, ছুতারের কাজ, কৃষিকাজ বা হাতের অন্যান্য কাজ রহিয়াছে—আপন রুচি অনুযায়ী ইহার যে কোনটি খুশি হইয়া গ্রহণ করা উচিত। আমি সুনিশ্চয়ে বলিতেছি যে, অপরের সেবার উপর নির্ভর না করিয়া তাহাদের নিজের পায়ে দাঁড়াইতে শেখা উচিত। কাজে ডুবিয়া যাইলে তাহারা নিশ্চয়ই নিজের দুঃখ অনেকটা ভুলিতে পারিবে। কত দুঃখ তাহাদের সহ্য করিতে হইয়াছে আমি তাহা জানি। আর এই গুরু দুঃখ যাহারা দিয়াছে তাহাদের অপরাধ না ধরিবার মত কথা আমি একবারও বলিতেছি না। কিন্তু বার বার দৃঢ়ভাবে এই কথা আমি বলিব যে, মন্দের বদলে ভাল করাই হইল ঠিক পথ। ১০৭

ফরাসী বন্ধুর পরামর্শ

"এক সহৃদয় ফরাসী আনন্দ জ্ঞাপন করিয়া আমাকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, আরব্ধ কার্য শেষ করিবার জন্য আমি যেন ১২৫ বৎসর বাঁচিবার ইচ্ছা রাখি। বন্ধুটি বলিতেছেন, আমি ত বহু কর্ম সম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছি। যাহা কিছু ঘটে শেষ পর্যন্ত ভগবানই যখন তাহা ঘটান, তখন তিনিই অমঙ্গল হইতে মঙ্গল আনয়ন করিবেন। আমি যেন দুঃখিত বা অবসন্ন না হই। কিন্তু বন্ধুর সহৃদয় কথা শুনিয়া আমি ত আত্মপ্রতারণা করিতে পারি না। মনে মনে বুঝিতেছি যে, অতীতে আমি যদি কিছু করিয়াও থাকি ত আজ আমাকে তাহা ভুলিতে হইবে। অতীত গৌরব লইয়া কেহ বাঁচিতে পারে না। যদি বুঝি লোকসেবা করিতে পারিব তবেই আমার বাঁচিতে ইচ্ছা হইবে। অর্থাৎ লোককে তাহা হইলে নিজের ভুল বুঝিয়া লইয়া আমার কথা শুনিতে হইবে। আমি ত ভগবানের হাতে যন্ত্রস্বরূপ। ভগবান যদি আমার কাছ থেকে আরও কাজ লইতে চান, তবে তিনি তাহা করাইয়া লইবেন। কিন্তু ইহা আমি নিশ্চয় বুঝিতেছি যে, আজ আমার কথার আর মূল্য নাই। লোকসেবা যদি আরও করিতে না পারি, তবে ভগবান আমাকে টানিয়া লউন—সেই আমার সব চেয়ে ভাল হইবে।" ১০৮

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ৪-১০-৪৭

কম্বলের জন্য আবেদন

প্রার্থনান্তিক ভাষণে গান্ধীজী প্রার্থনা-সভার সম্মুখভাগে উপবিষ্টা ডাক্তার সুশীলা নয়্যরকে দেখাইয়া বলিলেন, "ডাক্তার সুশীলা নয়্যর বর্তমানে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে আশ্রয়প্রার্থীদের চিকিৎসায় নিযুক্ত আছেন। পুরানা কিল্লার মুসলমান শরণার্থীদের চিকিৎসা-কার্যে তিনি প্রতিদিন চার ঘণ্টা সময় দিতেছেন। আগের দিন তিনি রেড ক্রশ কর্মীদের সহিত কুরুক্ষেত্র ক্যাম্প পরিদর্শন করেন। তাহার সঙ্গে 'রেড ক্রশ'-এর মাতৃ ও শিশু-মঙ্গল বিভাগের পরিচালক ডাক্তার পণ্ডিত এবং 'ফ্রেণ্ডস্ সারভিস্ ইউনিট'-এর হোরেস আলেকজাণ্ডার ও রিচার্ড সাইমণ্ডও ছিলেন। কুরুক্ষেত্র শিবিরে হিন্দু ও শিখ আশ্রয়প্রার্থী আছে। তাহাদের সংখ্যা অন্ততঃ ২৫,০০০, দিন দিন সংখ্যা বাড়িতেছে। আশ্রয়প্রার্থীদের বাসের জন্য তাঁবু খাটান হইয়াছে কিন্তু সকলকে আশ্রয় দিবার মত স্থান তাহাতে নাই। খাদ্য যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে অনাহারে মৃত্যু হইতে তাহারা রক্ষা পাইতে পারে, কিন্তু খাদ্য পূর্ণাঙ্গ না হওয়ায় পুষ্টির অভাবে তাহাদের রোগ প্রতিরোধ করিবার

শক্তি হ্রাস পাইয়াছে। আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, হিন্দু মুসলমানের একপক্ষও যদি মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে পারিত তবে মানুষের এই দুঃখ বহু পরিমাণে কম হইত। প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের স্পৃহা একটা পাপচক্র সৃষ্টি করিয়া ক্রমশঃ অধিকসংখ্যক লোকের দুঃখদুর্দশার কারণ হইয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান আজ যেন নিষ্ঠুরতার প্রতিযোগিতা চালাইয়াছে। এমন কি নারী, শিশু ও বৃদ্ধদেরও রেহাই দেওয়া হইতেছে না। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য আমি কঠোর পরিশ্রম করিয়াছি এবং ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করিয়াছি যে, তিনি যেন আমাকে ১২৫ বৎসর বাঁচাইয়া রাখেন, তাহা হইলে আমি ভারতবর্ষে রামরাজ্যের অর্থাৎ স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা দেখিয়া যাইতে পারিব। কিন্তু এরূপ কোনও সম্ভাবনা ত আজ আমি দেখিতে পাইতেছি না। জনসাধারণ আইন নিজের হাতে লইয়াছে। নিরুপায় সাক্ষীস্বরূপ হইয়া কি আমাকে এই দুঃখ দেখিতে হইবে? প্রার্থনা করি, ভগবান যেন আমাকে শক্তিদান করেন, আমার সেই শক্তির প্রভাবে যেন জনগণ তাহাদের ভ্রম দেখিতে ও তাহা সংশোধন করিয়া লইতে পারে। আর তাহা যদি না হয় তবে ভগবান যেন আমাকে সরাইয়া লন। এক সময় ছিল যখন আমার প্রতি প্রীতির বশে জনসাধারণ বিনা দ্বিধায় আমাকে অনুসরণ করিত। হয়ত তাহাদের সেই ভালবাসা একেবারে লোপ পায় নাই, কিন্তু মনে হয় তাহাদের মনবুদ্ধি আমার কথায় আর তেমন সাড়া দিতেছে না। তবে কি যতদিন গোলাম ছিল, ততদিন আমায় তাহাদের প্রয়োজন ছিল, স্বাধীন ভারতে এখন আর সে প্রয়োজন নাই? স্বাধীনতার অর্থ কি সভ্যতা ও মানবতাকে বিসর্জন দেওয়া? এতকাল ধরিয়া উচ্চকণ্ঠে যে বাণী আমি শুনাইয়াছি সেই বাণী ব্যতীত দিবার মত অন্য কিছু আমার নাই। ১০৯

"আজ সন্ধ্যায় আমি দিল্লী ও পাঞ্জাবের আসন্ন তীব্র শীতের কথা আপনাদের মনে করিতে বলিতেছি। যাঁহাদের দান করিবার সামর্থ্য আছে, তাঁহারা সকলেই কম্বল ও লেপ দিন। মোটা সূতি চাদরও দেওয়া যাইতে পারে। যদি ধোলাই বা সেলাই করিবার দরকার থাকে, তবে পাঠাইবার পূর্বেই তাহা করিয়া দেওয়া উচিত। হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই এই মানব-সেবা-কার্যে যোগ দেওয়া উচিত। আমার একান্ত ইচ্ছা, দাতারা যেন কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য তাঁহাদের দান নির্ধারিত করিয়া না দেন। তাঁহারা এই বিশ্বাস রাখুন যে, যোগ্য পাত্রেই উহা বণ্টন করা হইবে। আমি আশা করি আগামী কল্য হইতেই ভারে ভারে দানের দ্রব্য আসিতে আরম্ভ করিবে। গৃহহীন লক্ষ লক্ষ লোককে কম্বল

দান করা গবর্মেণ্টের পক্ষে সম্ভব নয়। দুর্দশাগ্রস্ত ভাইবোনদের রক্ষা করিবার জন্য আজ ভারতবর্ষের কোটি কোটি লোককে অগ্রসর হইয়া আসিতে হইবে।" ১১০

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ৫-১০-৪৭

আমার অসুস্থতা

প্রার্থনান্তিক ভাষণে গান্ধীজী বলিলেন "বড় দুঃখের কথা যে, সংবাদপত্রে আবার আমার পীড়ার সংবাদ প্রকাশ করা হইয়াছে। কে এই সংবাদ রটাইয়াছেন তাহা আমি জানি না। তবে একথা সত্য যে আমার কাসির সঙ্গে অল্প একটু জ্বরের ভাব রহিয়াছে। কিন্তু এই খবর প্রকাশের দ্বারা আমার নিজের বা অন্য কাহারও কোন উপকার হয় না। ইহাতে অনর্থক অনেকের মনে উদ্বেগ সৃষ্টি করা হয়। সেই জন্য বন্ধুবর্গকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা যেন আমার অসুস্থতার সংবাদ আর প্রচার না করেন। ১১১

কম্বল

"আগের দিন কম্বলের জন্য যে আবেদন জানাইয়াছিলাম তাহাতে দুইটি বন্ধু দুই খানা উৎকৃষ্ট কম্বল পাঠাইয়াছেন এবং অপর একজন আরও দশখানা পাঠাইয়াছেন। দাতাগণ নিশ্চয় জানিবেন যে যোগ্য লোকদেরই এইগুলি দান করা হইবে। ১১২

অদ্ভুত যুক্তি

"একখানি টেলিগ্রাম পাইয়াছি। তাহাতে বলা হইয়াছে যে হিন্দু ও শিখগণ যদি প্রতিশোধ গ্রহণ না করিত তবে হয়ত আমি আজ পর্যন্ত জীবিত থাকিতে পারিতাম না। এই ইঙ্গিত অতিশয় অসঙ্গত। যেমন সকলের জীবন, তেমনই আমার জীবনও ভগবানের হাতে। তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কেহ সে জীবন শেষ করিতে পারিবে না। আমার বা অন্য কাহারও জীবন রক্ষা করা ত মানুষের কাজ নয়। টেলিগ্রামে আরও বলা হইয়াছে যে, শতকরা ৯৮ জন মুসলমান বিশ্বাসঘাতক—একদিন বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাহারা ভারতকে পাকিস্থানের হাতে তুলিয়া দিবে। আমি একথা বিশ্বাস করি না। গ্রামের মুসলমান জনসাধারণ বিশ্বাসঘাতক হইতে পারে না। ধরুন, যদি তাহারা সত্যই বিশ্বাসঘাতক হয় তবে তাহারা ইস্‌লাম ধর্মেরই সর্বনাশ করিবে। আর এই অভিযোগ যদি প্রমাণ হয়, তবে গবর্মেণ্টই তাহার ব্যবস্থা করিবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, হিন্দু-মুসলমান যদি একে অপরের শত্রু হইয়া চলে তবে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী এবং তাহাতে উভয় রাষ্ট্রই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

যে ধর্মেরই হউক না কেন এবং যেখানেই থাকুক না কেন, নিরাপত্তার জন্য যদি কেহ গবর্মেণ্টের উপর নির্ভর করে, তবে গবর্মেণ্টের উচিত তাহার রক্ষার ব্যবস্থা করা। তবে শেষ পর্যন্ত নিজের ধর্মরক্ষার জন্য সকলকে নিজের উপরই নির্ভর করিতে হইবে। ১১৩

আবার মিষ্টার চার্চিল

"মিষ্টার চার্চিল তাঁহার দ্বিতীয় বক্তৃতায় শ্রমিক গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে এই বলিয়া অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন যে, তাহারা ভারতবর্ষের সর্বনাশ সাধন করিয়াছে। মিঃ চার্চিল বলিয়াছেন, শ্রমিক গবর্মেণ্ট সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া দিয়াছে এবং ভারতবর্ষের জনসাধারণকে দুঃখকষ্টের মধ্যে ফেলিয়াছে। তাঁহার আরও আশঙ্কা এই যে, ব্রহ্মদেশের অদৃষ্টেও এইরূপ দুর্দশা আছে। তাঁহার এইরূপ চিন্তা কি তাঁহার অনুরূপ ইচ্ছা হইতে জন্মলাভ করিয়াছে? মিঃ চার্চিল একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। আমার দুঃখ এই, মিঃ চার্চিল পুনরায় এরূপ কথা উচ্চারণ করিয়াছেন। তিনি দলকে জাতির উপরে স্থান দিয়াছেন। সাত লক্ষ গ্রাম লইয়া ভারতবর্ষ। এই সাত লক্ষ গ্রামই ত উন্মাদ হইয়া পড়ে নাই। আর তাহাই যদি হইয়া থাকে, তবে সেই যুক্তি দেখাইয়া কি ভারতবর্ষকে আবার দাসত্বের মধ্যে টানিয়া আনা উচিত হইবে? যাহারা ভাল, স্বাধীনতার অধিকার কি কেবলমাত্র তাহাদেরই জন্য? ইংরেজই আমাদের শিখাইয়াছে যে, মিতাচারী থাকিয়া পরাধীনতা বহন করা অপেক্ষা মাতলামি করিয়া স্বাধীনতার দায় ঘাড়ে করা যে-কোন সময়েই ভাল। আমাদের যথার্থই শিখান হইয়াছে যে, স্বায়ত্বশাসনের ভিতর কুশাসন করিবার অধিকারও আছে, পরন্তু যে-সুশাসন স্বায়ত্তশাসনের পরিবর্ত, তাহা কদাপি কাম্য নহে। ১১৪

সমাজতন্ত্রের নামে মিঃ চার্চিল আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়েন। শ্রমিক গবর্মেণ্ট সমাজতান্ত্রিক না হইয়া পারে না। সমাজতন্ত্র এক মহান্ মতবাদ, ইহার নিন্দা করা চলে না—বুদ্ধিসহকারে ইহাকে কাজে লাগান দরকার। সমাজতন্ত্রবাদীদের মধ্যে মন্দ লোক থাকিতে পারে, কিন্তু সমাজতন্ত্র মন্দ নয়। ইংলণ্ডে শ্রমিক দলের জয়ে সমাজতন্ত্রেরই জয় হইয়াছে। অনেককাল হইতেই আমি এই ধারণা পোষণ করিয়া আসিতেছি যে, শ্রমিক আপন মর্যাদা বুঝিতে পারিলেই অন্য সকল দলকে হীনপ্রভ করিয়া দিবে। সকল দলের সম্মতি লইয়াই লেবার পার্টি ভারতবর্ষ হইতে বৃটিশ শাসন সরাইয়া লইয়াছে। এই মহৎ কার্যের জন্য ঝগড়া করা মিঃ চার্চিলের শোভা পায় না। যদি ধরিয়া লওয়া যায়, আগামী নির্বাচনে মিষ্টার চার্চিল বিজয়ী হইবেন, তাহা হইলেও এই কল্পনা তিনি করেন না যে, এই মহৎ কার্যের অবসান ঘটাইয়া পুনরায় তিনি ভারতবর্ষকে দাসত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য করিবেন। তাঁহাকে বহু দুর্লঙ্ঘ্য বাধার

সম্মুখীন হইতে হইবে। মিঃ চার্চিল কখনও কি ভাবিয়া দেখিয়াছেন, ব্রহ্মদেশ অধিকার করার কার্যটি কিরূপ লজ্জাজনক হইয়াছিল? তাঁহার কি মনে পড়ে না, কি উপায়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা হরণ করা হইয়াছিল? সেই কলঙ্কময় অধ্যায় আমি আর খুলিয়া ধরিতে চাহি না। সে সম্বন্ধে যত কম কথা হয় ততই ভাল। আমার এই সব কথায় শ্রোতাগণ যেন আসল কথাটা ভুলিয়া না যান যে, তাঁহাদের আচরণ যদি মানুষের মত না হইয়া পশুর মত থাকিয়া যায়, তবে বহু কষ্টে অর্জিত আমাদের এই স্বাধীনতা জগতের প্রধান প্রধান শক্তির হাতে খোয়া যাইতে পারে। এরূপ বেদনাময় ঘটনা যদি ঘটে, তবে আমি তাহার দর্শক হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে চাহি না। ভারতবর্ষকে একা রক্ষা করা কি আমার কাজ? আমি চাই শ্রোতাগণ এমন কাজ করুন যাহাতে মিষ্টার চার্চিলের ভবিষ্যৎ আশঙ্কা মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। ১১৫

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ৬-১০-৪৭

খাদ্যসমস্যা

"খাদ্য বিষয়ে সবরকম তথ্য যাঁহাদের জানার কথা তাঁহারা সকলে এই গুরুতর খাদ্যসঙ্কটে পরামর্শ দিবার জন্য ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের আহ্বানে সমবেত হইয়াছেন। এই গুরুতর ব্যাপারে ভুলচুক হইলে লক্ষ লক্ষ লোকের অকারণে অনশনে প্রাণান্ত হইতে পারে। প্রাকৃতিক কারণে কিংবা মানুষের অব্যবস্থায় দুর্ভিক্ষ হইয়া, লক্ষ লক্ষ না হউক, হাজার হাজার লোক অনশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, ভারতবর্ষে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। আমি মনে করি, যে-কোন সুশৃঙ্খল সমাজে জলাভাব এবং শস্যাভাবের যথার্থ প্রতিকার হইতে পারে এরূপ ব্যবস্থা সর্বদাই থাকা দরকার। সুশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থা কিরূপ এবং কিরূপে সেই সমাজ এই সব ব্যাপারের সমাধান করিতে পারে তাহা বর্ণনা করিবার সময় এখন নয়। উপস্থিত আমাদের ভাবনার কথা এই যে, মোটামুটি সফলতার আশা করিয়া আমরা বর্তমান খাদ্যসমস্যার সমাধান করিতে পারি কি না। ১১৬

স্বাবলম্বন

"আমার মনে হয়, আমরা ইহা করিতে পারি। ইহার প্রথম পাঠ হিসাবে আমাদের স্বাবলম্বন ও আত্মনির্ভরতা শিখিতে হইবে। বিদেশের উপর নির্ভরতা সর্বনাশকর, তাহার পরিণাম নিঃস্বতা। এই শিক্ষা হইবামাত্র তাহা হইতে আমরা মুক্ত হইতে পারিব। অহঙ্কারের বশে একথা বলিতেছি না, ইহা বস্তুতই সত্য। খাদ্যদ্রব্যের জন্য বাহিরের মুখাপেক্ষী ছোট দেশ ত আমাদের নয়। আমাদের এ আধা-মহাদেশ—প্রায় ৪০ কোটি লোকের

এই জাতি। এদেশে বড় বড় নদী, বহুবিধ কৃষিক্ষেত্র, অফুরন্ত গোধন। এদেশের গরু যে আমাদের প্রয়োজনের চেয়ে অনেক কম দুধ দেয়, সে ত সম্পূর্ণ আমাদেরই দোষ। যে কোন সময়ে আমাদের প্রয়োজন মত পর্যাপ্ত দুধ দিবার শক্তি ইহাদের আছে। গত কয়েক শতাব্দী ধরিয়া যদি আমাদের দেশকে অবহেলা করা না হইত, তাহা হইলে এদেশে আজ যে শুধু পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হইত তাহা নহে, গত যুদ্ধের ফলে দুর্ভাগ্যক্রমে পৃথিবীর সর্বত্র খাদ্যভাব ঘটায়, আমাদের দেশ অপর সকল দেশে একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্য-দ্রব্যাদি যোগাইবার কাজও করিতে পারিত। অন্নাভাবের আক্রমণ হইতে ভারতবর্ষ বাদ পড়ে নাই। দুঃখকষ্ট বাড়িতেছে, কমিবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। অন্য কোন দেশ যদি স্বচ্ছন্দে আমাদের কিছু দিতে চায় তবে অকৃতজ্ঞচিত্তে তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে আমি বলি না। আমি যাহা বলিতে চাই তাহা এই যে, যাচ্ঞা করিতে আমরা নিশ্চয়ই যাইব না। ভিক্ষায় মানুষ হীন হয়। ইহার উপর আবার দেশের ভিতর একস্থান হইতে অপর স্থানে শস্য ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য দ্রুত প্রেরণের অসুবিধা আছে। তাহার উপরও আবার এই সকল খাদ্যশস্য যথাস্থানে পৌঁছিবার কালে অখাদ্যে পরিণত হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা সুদূর নহে। মানুষ লইয়া আমাদের কারবার, সেকথা আমাদের ভুলিলে চলিবে না। পৃথিবীর কুত্রাপি মানবপ্রকৃতি সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন নহে—এমন কি তাহার কাছাকাছিও নহে। ১১৭

বৈদেশিক সাহয্যের অর্থ

এইবার বিদেশ হইতে আমরা কত সাহায্য পাইতে পারি তাহার বিচার করা যাক্। শুনিয়াছি, এরূপ সাহায্য আমাদের বর্তমান প্রয়োজনের শতকরা তিনভাগের অধিক হইবে না। এই সংবাদ যদি ঠিক হয়—আমি কয়েকজন বিশেষজ্ঞের নিকট যাচাই করিয়াছি, তাহাদের বিচারে ইহা ঠিক বলিয়াই ধার্য হইয়াছে—তবে বাহিরের উপর নির্ভরতার কথা নিশ্চয়ই আর টিকে না। বিদেশের উপর সামান্য মাত্রও নির্ভর করিলে, স্বদেশে প্রতি অঙ্গুলিপরিমিত চাষের জমিতে পণ্যশস্য উৎপাদনের পরিবর্তে দৈনন্দিন ব্যবহারের খাদ্যশস্য উৎপাদনের যে বিপুল সম্ভাবনা আছে সে কথা মনে রাখিয়া আমরা আর সর্বপ্রযত্নে কাজ করিব না। যে সকল পতিত জমি এখনই চাষ করা চলে সে সকল উদ্ধার করিতেই হইবে। ১১৮

কেন্দ্রীকরণ অথবা বিকেন্দ্রীকরণ ?

"খাদ্যদ্রব্যের কেন্দ্রীকরণ মারাত্মক ব্যাপার বলিয়াই আমার আশঙ্কা হয়। খাদ্যদ্রব্য দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া থাকিলে চোরাকারবার সহজেই ধাক্কা খায়,

আর খাদ্যাদি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইতে হয় না বলিয়া সময় এবং অর্থও বাঁচে। তা ছাড়া ভারতে চাল ডাল প্রভৃতি খাদ্যশস্য গ্রামের লোকে উৎপন্ন করে, তাই ইঁদুর প্রভৃতির হাত হইতে উহা রক্ষা করিবার উপায় তাহারাই জানে। খাদ্যশস্য নানাস্থানে চালান হইতে থাকিলে ইঁদুরে খাইয়া ফেলিবার সম্ভাবনা হয়। এই প্রকারে দেশে বহু কোটি টাকা নষ্ট হয় এবং যে শস্যের প্রতিটি কণার আজ আমাদের এত প্রয়োজন, তাহার বহু টন পরিমাণ হইতেই দেশ বঞ্চিত হয়। যেখানেই উৎপাদন সম্ভব সেইখানেই শস্যোৎপাদনের প্রয়োজন—প্রত্যেক ভারতবাসী যদি এই কথাটি উপলব্ধি করে, তবে দেশে যে খাদ্যাভাব আছে খুব সম্ভব আমরা সে কথা ভুলিব। আরও ফসল ফলাও—এই ব্যাপারটির আলোচনায় মন খুব আকৃষ্ট হয় ও ডুবিয়া যায়। আমি তাহার বিশদ আলোচনা ত মোটেই করি নাই—কিন্তু যেটুকু করিয়াছি, মনে হয়, ঐ বিষয়ে আগ্রহ জাগাইবার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। উহাতেই বিবেচক লোকেরা কি করিয়া প্রত্যেক মানুষ এই সাধু কার্যে সহায় হইতে পারে সেই চিন্তা করিবেন। ১১৯

ঘাট্‌তি মিটাইবার উপায়

"বাহির হইতে আমরা শতকরা যে তিন ভাগ খাদ্যশস্য পাইতে পারি তাহা না লইয়া, কি করিয়া চালাইতে পারা যায় এইবার সেই কথা বলিতেছি। হিন্দুরা প্রতি পক্ষে একাদশীর দিন পূর্ণ বা অর্দ্ধ উপবাস করে। মুসলিম এবং অন্যান্য সকলের পক্ষেও এরূপ উপবাস নিষিদ্ধ নহে, বিশেষতঃ যখন তাহা লক্ষ লক্ষ অন্নহীনের মুখ চাহিয়া করা হয়। এই আংশিক ত্যাগ-স্বীকারে কত সৌন্দর্য সমস্ত জাতি যদি তাহা উপলব্ধি করিতে পারে, তাহা হইলে স্বেচ্ছায় বিদেশের ঐ সাহায্য ছাড়িয়া দিয়া দেশের সেই অভাবটুকু অনায়াসেই পূরণ করিয়া লইতে পারে। ১২০

আমার নিজের ধারণা এই যে, খাদ্যনিয়ন্ত্রণের কোন প্রয়োজন যদি থাকে তবে সে খুবই সীমাবদ্ধ। চাষীরা যদি নিজের ভাবে কাজ করিতে পায় তবে উৎপন্ন শস্য তাহারা বাজারে আনিবে, আর প্রত্যেকেই তখন উত্তম খাদ্যশস্য পাইবে—আজকাল ত তাহা বাজারে সহজে পাওয়া যায় না। ১২১

প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের পরামর্শ

"প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান আমেরিকানদের যে পরামর্শ দিয়াছেন তাহার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া খাদ্যসঙ্কট সম্বন্ধে এই দ্রুত ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করিব। ট্রুম্যান বলিয়াছেন, নিজেরা কম রুটি খাইয়া নিরন্ন ইউরোপকে দিবার জন্য আমেরিকানদের খাদ্যশস্য বাঁচান উচিত। তিনি আরও বলিয়াছেন

এই ত্যাগস্বীকারে আমেরিকানদের স্বাস্থ্যহানি হইবে না। এই মানব-হিতৈষণার জন্য প্রেসিডেন্ট টুম্যানকে অভিনন্দন জানাইতেছি। এই হিতৈষণার পিছনে আমেরিকানদের জন্য আর্থিক সুবিধা করিয়া লইবার একটা হীন অভিসন্ধি আছে এইরূপ অনুমান আমি সমর্থন করি না। কাজ দেখিয়াই মানুষের বিচার করিতে হয়, তাহার মতলব অনুমান করিয়া নয়। মানুষের মনের কথা একমাত্র ভগবানই জানেন। আমেরিকা যদি ক্ষুধার্ত ইউরোপের জন্য এই ত্যাগস্বীকার করে, তবে আমরা কি নিজেদের জন্য ততটুকু ত্যাগস্বীকার করিতে পারিব না? বহু লোককে যদি অনশনে প্রাণত্যাগ করিতেই হয়, তবে সেই বিপদেও অন্তত এইটুকু সুনাম যেন আমাদের বজায় থাকে যে স্বাবলম্বনের পথে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। ইহাই জাতিকে মহিমান্বিত করে। ১২২

"আশা করা যাক, ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ যে কমিটিকে ডাকিয়াছেন তাঁহারা দেশের খাদ্যসঙ্কটের একটা কাজচলা মত সমাধান না করিয়া সভা শেষ করিবেন না।" ১২৩

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ৭-১০-৪৭

আরও কম্বলের জন্য আবেদন

প্রার্থনার শেষে গান্ধীজী বলিলেন, "কাল সন্ধ্যার পর হইতে আমি আরও কয়েকখানি কম্বল পাইয়াছি। যাঁহারা কম্বল দিয়াছেন তাঁহাদের ধন্যবাদ জানাইতেছি। তবে এ কথাও আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, এই হারে সাহায্য আসিলে লক্ষ লক্ষ গৃহহারা আশ্রয়প্রার্থীকে কম্বল দেওয়া যাইবে না। সংগ্রহের ব্যবস্থা আপনাদের এরূপ হওয়া উচিত যাহাতে অল্প সময়ে বহুসংখ্যক কম্বলের যোগাড় হয়। ঠিকমত বণ্টনের জন্য তাঁহারা কম্বলগুলি আমার নিকট পাঠাইতে পারেন অথবা নিজেদের পছন্দমত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হাতে দিতে পারেন।" ১২৪

কংগ্রেসের আদর্শ মানিয়া চল

অতঃপর গান্ধীজী দেরাদুনে বা উহার কাছাকাছি যে খ্যাতনামা মুসলমান নিহত হইয়াছেন তাঁহার জন্য দুঃখপ্রকাশ করিয়া বলিলেন, "তাঁর একমাত্র অপরাধ এই যে তিনি মুসলমান। লক্ষ লক্ষ মুসলমান ভারতীয় ইউনিয়নে বসবাস করে। তাঁহাদের কি আমি ভারত ত্যাগ করিতে বলিব? কোথায় তাহারা যাইবে? রেলগাড়িতেও তাহারা নিরাপদ নয়। ইহা সত্য যে, হিন্দুরাও পাকিস্থানে অনুরূপ দুর্ভোগ ভুগিতেছে। পাল্টা অন্যায় পূর্বকৃত অন্যায়কে শোধন করে না, তাহাতে অন্যায়ই দুইটা হয়। ভারতীয় ইউনিয়নের মুসলমানদের উপর

প্রতিশোধ লইয়া পাকিস্থানের হিন্দু ও শিখদের সাহায্য করা যাইবে না। আমি অনুরোধ করি, আপনারা নিজেদের ধর্মের উপদেশ ও কংগ্রেসের আদর্শ মানিয়া চলুন। গত ষাট বৎসরে কংগ্রেস দেশের স্বার্থের হানি হয় এমন কিছু কি করিয়াছে? কংগ্রেসের উপর আপনাদের আস্থা যদি চলিয়া গিয়া থাকে, তবে আপনারা ইচ্ছা করিলে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের বরখাস্ত করিতে পরেন ও তাঁহাদের জায়গায় অন্য লোককে বসাইতে পারেন। কেবল আপনারা নিজের হাতে দণ্ডদানের ভার লইতে পারেন না। পরে অনুতাপ করিতে হইবে এমনভাবে যেন আপনারা কাজ না করেন।" ১২৫

খাদ্যনিয়ন্ত্রণ

খাদ্যনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে গতকল্য তিনি যে মন্তব্য করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করিয়া গান্ধীজী বলিলেন, "আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, আমার কথামত কাজ হইলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে খাদ্যসঙ্কটের প্রধান দিকটা দূর হইবে। বিশেষজ্ঞরা ইহা গ্রহণ করিবেন কি না সে কথা অবশ্য আলাদা।" ১২৬

মন্ত্রীরা সতর্ক হউন

"অনেক লোক আমার কাছে আসিয়া কথাবার্তা কহিয়াছেন ও কাগজপত্র রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের বক্তব্য এই যে, জনগণের নির্বাচিত মন্ত্রীগণ আগেকার ইংরেজ কর্মচারীদের মতই স্বেচ্ছাচার করিতেছেন। এই সম্পর্কে মন্ত্রীদের সঙ্গে আমার কোন কথাবার্তা হয় নাই। কিন্তু এই বিষয়ে আমি একবারে নিশ্চয় যে, যে-সকল দোষের জন্য ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের আমরা নিন্দা করিয়াছি, দায়িত্বশীল মন্ত্রীদের আমলে তাহার কোন কিছু ঘটা উচিত নয়। ইংরেজ আমলে বড়লাট আইন তৈয়ারির জন্য বা আইন কার্যত চালু করিবার জন্য অর্ডিনান্স জারি করিতে পারিতেন। বিচার-বিভাগ ও শাসন-বিভাগের কাজ এক কর্তৃত্বে চলার বিরুদ্ধে আমরা তখন তারস্বরে প্রতিবাদ করিয়াছি। তার পরে এমন কিছু ঘটে নাই যাহার ফলে আমাদের এই মতের পরিবর্তন সঙ্গত হইতে পারে। অর্ডিনান্স দ্বারা শাসন চালান উচিত নহে। কেবলমাত্র আইন-সভাগুলিরই আইন তৈয়ারি করা উচিত। জনগণ ইচ্ছা করিলেই মন্ত্রীদের রদবদল হইতে পারে। মন্ত্রীদের কাজকর্মের বিচার করিবার অধিকার আদালতের থাকা চাই। ন্যায়-বিচার যাহাতে সহজলভ্য, দ্রুত ও সকল রকম প্রভাব হইতে মুক্ত হয় তাহার জন্য মন্ত্রীদের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। সেই উদ্দেশ্যেই পঞ্চায়েতরাজের প্রস্তাব করা হইয়াছে। উচ্চ আদালতের পক্ষে লক্ষ লক্ষ লোকের কাছে পৌছান সম্ভব নয়। ১২৭

"বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতেই বিশেষ আইনের দরকার হয়। কার্যবিধি

থাকার দরুন আইনসভার কাজে কিছু দেরি হয় বটে, কিন্তু তথাপি আইন-সভাকে নস্যাৎ করিয়া চলা শাসন-বিভাগের উচিত নয়। আমি কোন বিশেষ ঘটনা মনে করিয়া এই কথা বলিতেছি না। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে যে সকল চিঠিপত্র আমি পাইয়াছি সেইগুলি অবলম্বন করিয়াই আমি এই সকল মন্তব্য করিতেছি। কাজেই এক দিকে আমি যেমন জনগণকে অনুরোধ করিতেছি যে, তাহারা যেন দণ্ডমুণ্ডের ভার নিজেদের হাতে না লয়, অপর দিকে সেইরূপ মন্ত্রীদের কাছেও অনুরোধ জানাইতেছি যে, তাঁহারা যে পুরানো ধারাকে এতদিন নিন্দা করিয়া আসিয়াছেন তাহার চক্রেই যেন গিয়া না পড়েন।" ১২৮

রামরাজ্যের রহস্য

দেশবাসী সকলকে পুনরায় আবেদন করিয়া গান্ধীজী বলিলেন "আপনারা গবর্মেণ্টের প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্য রাখুন এবং হয় মন্ত্রীদের শক্তি বাড়ান, নয়ত তাহাদের বরখাস্ত করুন। বরখাস্ত করিবার অধিকার আপনাদের আছে। জওহরলালজী খাঁটি জওহর (হীরক), হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠা করা কখন তাঁহার কাজ হইতে পারে না। সর্দারেরও তাহা হইতে পারে না। তিনি ত তাঁর অনেক মুসলমান বন্ধুর হইয়া লড়িয়াছেন। আমি নিজেকে সনাতনী হিন্দু বলি, কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার ইমাম সাহেব আমার সঙ্গে ভারতে আসেন এমং সবরমতী আশ্রমেই তিনি দেহত্যাগ করেন, এই কথা মনে করিয়া আমি গৌরব অনুভব করি। তাঁর কন্যা ও জামাতা এখনও সবরমতীতে আছেন। সর্দার কিংবা আমি কি তাঁহাদের পরিত্যাগ করিব? আমার হিন্দুধর্ম আমাকে সকল ধর্মে শ্রদ্ধা করিতে শিখাইয়াছে। রামরাজ্যের রহস্য সেইখানে। জওহরলাল, সর্দার ও তাঁহাদের মতাবলম্বী লোকদের প্রতি আপনারা যদি শ্রদ্ধা হারাইয়া থাকেন তবে তাঁহাদের বদল করিয়া, যে-দলের প্রতি আপনাদের আস্থা আছে তাহাদের উপর কাজের ভার দিন। কিন্তু আপনারা এ আশা করিতে পারেন না এবং আশা করা উচিতও নয় যে, জওহরলাল ও সর্দার প্রভৃতি বিবেকবিরুদ্ধ কাজ করিবেন এবং এই কথা মানিয়া লইবেন যে, ভারত কেবল হিন্দুদেরই দেশ। আমাদের ধ্বংস ঐ পথে।" ১২৯

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ৮-১০-৪৭

টাকা নয়, কম্বল

গান্ধীজী বলিলেন, "আরও কিছু কম্বল পাওয়া গিয়াছে। জনৈক বন্ধু বৈকালে আসিয়াছিলেন। তিনি কম্বল অথবা টাকা দিতে চাহিলেন। আমি তাঁহাকে কম্বল দিতে বলিয়াছি। প্রার্থনা-সভায় আসিবার সময় আর একজন

কম্বল ক্রয়ের জন্য পাঁচ শত টাকা দিয়াছেন। আমি তাহা লইয়াছি। কিন্তু আমি টাকার চেয়ে কম্বলই বেশি চাই।" ১৩০

বীরের অহিংসা

"দেরাদুন হইতে এক সৎলোক আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। রেলের যে কামরায় তিনি ছিলেন তাহাতে হিন্দু ও শিখ যাত্রীরা ছিল। নূতন এক আগন্তুককে দেখিয়া তাহাদের সন্দেহ হয়। প্রশ্ন করিলে সে বলে, সে চামার। কিন্তু লোকটির হাতে উল্কির দাগ ছিল। তাহাতে বোঝা যায় সে মুসলমান। তাহাই যথেষ্ট। লোকটিকে ছোরা মারিয়া যমুনায় ফেলিয়া দেওয়া হয়। এই দৃশ্য অসহ্য হওয়ায় ভদ্রলোকটি দৃষ্টি ফিরাইয়া নেন। প্রাণ দিয়াও মুসলমান ভাইটিকে বাঁচাইবার চেষ্টা করেন নাই বলিয়া আমি তাঁহার নিন্দা করি। চেষ্টা করিলে খুব সম্ভব মুসলমানটির প্রাণরক্ষা হইত, যদিও হয় ত ভদ্রলোকটির প্রাণ যাইত। তাহা হইলে বীরের অহিংসা দেখান হইত। এমনও হইতে পারিত যে, তাঁহার সাহস অপর যাত্রীদের মনে সাহস আনিয়া দিত এবং তাহারাও সেই কাজে বাধা দিত। ভদ্রলোকটি স্বীকার করিলেন যে, এরূপ কথা তাঁর মনে আসে নাই, যদিও আসা উচিত ছিল। ১৩১

"সকল যাত্রীরই ঐ অন্যায় কাজে সায় ছিল এ কথা মানিতে আমার ইচ্ছা হয় না। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও আমি ঐ এক পরামর্শই দিতাম। দেশবাসী ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চালাইয়াছিল তাহা বীরের অহিংসাকে অবলম্বন করিয়া হয় নাই, একথা আমি বুঝিয়াছি। তাহার ফল দেশবাসী ও আমি ভুগিতেছি। যদি পারি তবে জীবনের বাকি দিনগুলিতে আমি দেশবাসীকে বীরের অহিংসাই শিখাইবার চেষ্টা করিব। তাহাই আমার প্রধান কাজ হইবে। ইহা কঠিন কাজ। আমি স্বীকার করি, পাকিস্থানে যাহা ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে তাহা খারাপ, কিন্তু ভারতীয় ইউনিয়নে যাহা ঘটিতেছে তাহাও কম খারাপ নয়। কে আগে আরম্ভ করিয়াছে বা কে বেশি অন্যায় করিয়াছে তাহার সন্ধান করিয়া লাভ নাই। যদি উভয় সম্প্রদায় এখন বন্ধুভাবে বাস করিতে চায় তবে অতীতের কথা ভুলিতে হইবে। কথায় বা কাজে প্রতিশোধ লওয়া বন্ধ করিলে কালকার শত্রুও আজ বন্ধু হইয়া উঠিতে পারে। ১৩২

সংবাদপত্রের কর্তব্য

"খবরের কাগজের প্রভাব খুব বেশি। কাগজে মিথ্যা খবর কিংবা সাধারণের পক্ষে উত্তেজনামূলক হইতে পারে এমন খবর যাহাতে বাহির করা না হয় সেদিকে নজর রাখা সম্পাদকদের কর্তব্য। একখানি কাগজে খবর ছাপা হয় যে, রেওয়ারিতে মিওরা হিন্দুদের আক্রমণ করে। এই সংবাদ

আমাকে বিচলিত করে। কিন্তু পর দিন আমি কাগজে পড়িয়া খুশি হই যে, খবরটি মিথ্যা। এরূপ অনেক ঘটনার মধ্যে একটি মাত্র আমি উল্লেখ করিলাম। কি খবর দেওয়া হইল এবং কেমন করিয়া তাহা সাজান হইল, সম্পাদক ও তাঁহার সহকারীদের সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। স্বাধীন অবস্থায় গবর্মেণ্টের পক্ষে সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ করা কার্যত অসম্ভব। খবরের কাগজের উপর কড়া নজর রাখা ও সেগুলিকে ঠিক পথে সংযত রাখা জনসাধারণেরই কর্তব্য। যে কাগজ উত্তেজক বা অশ্লীল খবর দেয় তাহাকে উৎসাহ দিতে অস্বীকার করা শিক্ষিত জনসাধারণের কর্তব্য। ১৩৩

সেনাবাহিনী ও পুলিশের কর্তব্য

"খবরের কাগজ যেমন রাষ্ট্রের একটা শক্তি, সেনাবাহিনী এবং পুলিশও তাই। ইহারা কোন পক্ষ লইতে পারে না। সম্প্রদায় হিসাবে পুলিশ ও সেনাবাহিনী ভাগ হইয়াছে, ইহা দুঃখের বিষয়। কিন্তু তাহাদের মনে যদি সাম্প্রদায়িকতা ঢুকিয়া থাকে তবে তাহা সাংঘাতিক হইবে। ভারতীয় ইউনিয়নের সেনাবাহিনী ও পুলিশ প্রাণ দিয়াও সংখ্যালঘুদের রক্ষা করিতে বাধ্য। এক মুহূর্তের জন্যও এই প্রাথমিক কর্তব্য তাহারা অবহেলা করিতে পারে না। পাকিস্থানের সেনাবাহিনী ও পুলিশ সম্বন্ধে আমি অনুরূপ কথাই বলিব। তাহারাও সেখানকার সংখ্যালঘুদের রক্ষা করিতে বাধ্য। তাহারা আমার কথা শুনুক বা না শুনুক, ভারতীয় ইউনিয়নের সেনাবাহিনী ও পুলিশকে যদি আমি ঠিক কাজ করাইতে পারি, তবে আমার বিশ্বাস, পাকিস্থানকেও সেই মত কাজ করিতে হইবে। ১৩৪

"ভারত বিনা রক্তপাতে স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে—ইহাতে সমগ্র পৃথিবী বিস্মিত হইয়াছে। এখন সঙ্গত আচরণের দ্বারা আমাদিগকে সেই স্বাধীনতার যোগ্য হইতে হইবে। তা ছাড়া স্বাধীন দেশে সেনাবাহিনী ও পুলিশ হইবে সমস্ত রকম অন্যায় প্রভাবের অতীত। প্রত্যেক নাগরিক যদি তাহার রাষ্ট্রীয় কতব্য পালন না করে তবে স্বাধীন গবর্মেণ্ট চলিতে পারে না। আমি এখানে আপনাদের অহিংসা গ্রহণ করিতে বলিতেছি না। অহিংসার কথা রাখিয়া দিয়া আমি আপনাদের যথাযথ কর্তব্য পালন করিতে বলিতেছি মাত্র। আপনাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছি—এদিকে যদি আপনারা মন না দেন তবে পরে আপনাদের অনুতাপ করিতে হইবে।" ১৩৫

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ৯-১০-৪৭

শীঘ্র কম্বল দান করুন

গান্ধীজী ঘোষণা করিলেন, "আজ আমি কম পক্ষে ৩০ খানা কম্বল

পাইয়াছি। অক্টোবরের মাঝামাঝি হইতেই দিল্লীতে বেশ শীত পড়ে, সুতরাং যাঁহারা দান করিবেন তাঁহাদের নিকট আমার আবেদন, তাঁহারা যেন শীঘ্র দান করেন। ঠিক সময়ে দান না করিলে দানের মাহাত্ম্য কমিয়া যায়। ১৩৬

শুধু স্থিরভাবে শুনিলেই চলিবে না

"যাঁহারা ধৈর্যের সহিত আমার কথা শোনেন তাঁহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নয়। আমার কথা যদি শুনিবার মত মনে করেন তবে তদনুযায়ী কাজ করাও কর্তব্য। ১৩৭

পাকিস্থানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়

"পাকিস্থানের হিন্দু ও শিখগণ অতি সঙ্কটময় অবস্থায় রহিয়াছেন। লোক অপসারণ কঠিন কাজ, পথেই অনেক লোক মারা পড়িবে। ভারত ইউনিয়নে চলিয়া আসিলেও আশ্রয়প্রার্থী শিবিরে তাহাদের অবস্থা মোটেই সুবিধার নয়। কুরুক্ষেত্রে আশ্রয়শিবির রহিয়াছে। সেখানে সহস্র সহস্র লোককে খোলা আকাশের নীচে শয়ন করিতে হয়। চিকিৎসার ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়, পুষ্টিকর খাদ্যেরও অভাব। গবর্মেণ্টের দোষ দেওয়া নিরর্থক। জনসাধারণকে এখন আমি কি উপদেশ দিব ? আজ দিনের বেলা পশ্চিম পাকিস্থানের কয়েকজন বন্ধু আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, তাঁহারা আমাকে তাঁহাদের দুঃখকষ্টের কথা শুনাইয়াছেন এবং পাকিস্থানে এখনও যাহারা রহিয়া গিয়াছেন তাঁহাদিগকে অতি সত্বর উদ্ধার করিয়া আনিবার জন্য আবেদন জানাইয়াছেন। আমি ত গবর্মেণ্ট নই। এরূপ অস্বাভাবিক অবস্থার মাঝে কোন গবর্মেণ্টই যাহা করিতে চাহেন শত ইচ্ছা সত্ত্বেও সাফল্যের সহিত তাহা করিতে পারেন না। পূর্ববঙ্গ হইতে সংবাদ আসিয়াছে, সেখান হইতেও লোক পালাইতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহার কারণ আমি এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। আমার সহকর্মীবৃন্দ—সতীশ বাবু ও খাদি-প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য লোক, প্যারেলালজী, কানু গান্ধী, আমতুস সালাম বেন এবং সরদার জীবন সিংজী এখনও সেখানে রহিয়াছেন। আমি নিজে নোয়াখালি পরিভ্রমণ করিয়াছি এবং ভয় পরিত্যাগ করিবার কথা লোকদের ভাল করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। জনসাধারণ এবং গবর্মেণ্ট উভয়ের কর্তব্য সম্বন্ধে আমি এখন ভাবিতেছি। যাহারা এক ডমিনিয়ন হইতে অন্য ডমিনিয়নে পালাইয়া আসিতেছে, তাহাদের ধারণা নূতন স্থানে অবস্থা অনেক ভাল। তাহাদের এই ধারণা ভুল। পূর্ণ ইচ্ছা ও চেষ্টা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ এতগুলি আশ্রয়প্রার্থীর সুবন্দোবস্ত করিয়া উঠিতে পারিবেন না। তাঁহারা তাহাদিগকে পূর্বের হালে রাখিতে পারিবেন না। আমি সকলকে এই মাত্র পরামর্শ দিতে পারি, তাহারা যেখানে আছে সেই-

খানেই থাকুক। ভগবান ছাড়া রক্ষার জন্য যেন আর কাহারও উপর নির্ভর না করে। আর মরিতেই যদি হয় তবে নিজের ঘরে সাহসের সহিত মৃত্যু-বরণ করুক। ১৩৮

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার দাবি করা অপর গবর্মেণ্টের স্বভাবতই কর্তব্য। উভয় গবর্মেণ্টেরই কর্তব্য পরস্পরের সহযোগিতায় ঠিক প্রণালীতে কাজ করা। এই আকাঙ্ক্ষিত ব্যাপার যদি না ঘটে, তবে তাহার পরিণতি হইবে যুদ্ধ। আমি যুদ্ধ কখনও সমর্থন করি না, তবে একথা আমি বুঝি, যে-সকল গবর্মেণ্টের অস্ত্রশস্ত্র ও সৈনবাহিনী আছে তাহারা যুদ্ধ ছাড়া অন্য পথে চলিতে পারে না। আর এইভাবে চলিলে ত ধ্বংস অনিবার্য। লোকবিনিময়ের কালে যে লোকক্ষয় হইবে তাহাতে কাহারও লাভ নাই। লোকবিনিময় হইতে সাহায্য ও পুনর্বসতির ভীষণ সমস্যা দেখা দিবে।" ১৩৯

বিরলা ভবন, নয়া, দিল্লী, ১০-১০-৪৭

আরও কম্বল পাওয়া গিয়াছে

গান্ধীজী ঘোষণা করিলেন, "আরও কয়েকখানা কম্বল পাওয়া গিয়াছে। কম্বল ক্রয়ের জন্য কিছু অর্থ ও একটি সোনার আংটি দানস্বরূপ মিলিয়াছে। বরোদা হইতে তারে আমাকে জানান হইয়াছে যে, আটশত কম্বল পাঠাইবার ব্যবস্থা হইয়া আছে এবং আরও অনেক কম্বল পাঠাইবার ব্যবস্থা করা যায়, যদি রেল-বিভাগের ছাড়পত্র মেলে। আমার আশা আছে, এই হারে পাওয়া গেলে আশ্রয়প্রার্থীদের শীতের কষ্ট হইতে রক্ষার জন্য যথেষ্ট কম্বল সংগৃহীত হইবে।" ১৪০

খাদ্য ও বস্ত্রের ঘাটতি

অতঃপর গান্ধীজী দেশের খাদ্য ও বস্ত্রের ঘাটতির কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, "স্বাধীনতা-প্রাপ্তির সঙ্গে এই সমস্যা যেন পূর্বাপেক্ষা তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। আমি ইহার কারণ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। ইহা ত স্বাধীনতার লক্ষণ নয়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার মূল্য এত অধিক, কারণ এই স্বাধীনতা যে-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া লাভ করা হইয়াছে তাহা জগতের সর্বদেশের প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। ভারতবাসীদের স্বাধীনতা-সংগ্রামে রক্তপাত হয় নাই। তাই এই স্বাধীনতা সহায়ে পূর্বাপেক্ষা অল্প সময়ের মধ্যে তাহাদের সমস্যার সমাধান করা উচিত। ১৪১

"খাদ্য সম্পর্কে আমার মত এই যে, খাদ্যবরাদ্দ ও খাদ্যনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা

অস্বাভাবিক। অব্যবসায়ীর মত এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আমাদের দেশে যথেষ্ট উর্বরা জমি আছে, জলও যথেষ্ট, আর মানুষের ত অভাব নাই। এইরূপ অবস্থায় খাদ্যদ্রব্যের অভাব হইবে কেন? লোককে আত্মনির্ভর হইতে শিক্ষা দিতে হইবে। একবার যদি তাহারা বুঝিতে পারে যে, তাহাদের নিজের পায়ের উপরই দাঁড়াইতে হইবে, তবে সমস্ত আবহাওয়া যেন তড়িৎস্পর্শে চঞ্চল হইয়া উঠিবে। এ কথা সকলেই জানে যে, রোগের চেয়ে রোগের ভয়েই বেশি লোক মরে। লোকে যদি আত্মনির্ভরতার স্বাভাবিক পথ ধরিতে চায় তবে তাহারা বিপদের সকল ভয় ঝাড়িয়া ফেলুক। ইহাই আমি চাই। আমি নিশ্চয় জানি, খাদ্যনিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিলে দুর্ভিক্ষ হইবে না এবং লোকে অনাহারে মরিবে না। ১৪২

"সেইরূপ ভারতবর্ষে বস্ত্রের অভাব হইবারও কোন কারণ নাই। প্রয়োজনের অধিক তুলা ভারতবর্ষে উৎপন্ন হয়। লোকের উচিত নিজেরা সুতা কাটিয়া বস্ত্র বুনিয়া লওয়া। এইজন্যই আমি বস্ত্রনিয়ন্ত্রণও তুলিয়া দিবার পক্ষপাতী। ইহার ফলে মূল্য বৃদ্ধি পাইতে পারে। আমাকে বলা হইয়াছে এবং আমি এ কথা বিশ্বাসও করি যে, জনসাধারণ যদি খুব বেশি ত ছয় মাস বস্ত্র ক্রয় না করে, তবে বস্ত্রের মূল্য স্বভাবতঃ পড়িয়া যাইবেই। ইতিমধ্যে বস্ত্রের যদি প্রয়োজন হয় তবে সকলকে আপন আপন খাদি প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে—এই পরামর্শ আমি দিয়াছি। অপর সকল বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র খাদি ব্যবহারে আমার যে বিশ্বাস আছে, বর্তমান প্রসঙ্গে আমি তাহার উল্লেখ করিতেছি না। লোকে একবার তাহাদের অন্ন ও বস্ত্র উৎপন্ন করিতে সুরু করিলেই তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিবে। আজ তাহারা মাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে। আমার পরামর্শ অনুযায়ী চলিলে তাহারা অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও অর্জন করিবে এবং তাহার মর্ম সকল গ্রামবাসীই বুঝিতে পারিবে। তখন আর নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটির অবসর থাকিবে না, ইচ্ছাও থাকিবে না। মদ্যপান, জুয়াখেলা প্রভৃতি অন্যান্য পাপও তখন দূর হইবে। ভারতবর্ষের জনসাধারণ তখন সর্ব রকমে লাভবান হইবে। ভগবানও তাহাদের সহায় হইবেন, কারণ যাহারা নিজে চেষ্টা করে, ভগবান তাহাদের সহায় হন।" ১৪৩

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ১১-১০-৪৭

রেঁটিয়া জয়ন্তী

প্রার্থনার শেষে গান্ধীজী সকলকে স্মরণ করাইয়া বলিলেন, "আজ ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা দ্বাদশী। গুজরাট, কচ্ছ ও কাথিয়াওয়াড়ের লোকের নিকট এই দিবস

রেঁটিয়া বরস অর্থাৎ চরকা-জয়ন্তী দিবস বলিয়া পরিচিত। এইদিন সভাসমিতি করিয়া লোককে চরকা ও তৎসংশ্লিষ্ট কার্যাবলীর কথা বলা হয়। বর্তমান সময় ধুমধাম করিয়া চরকা-জয়ন্তী করার অনুকূল নয়। ব্যাপক অর্থে চরকাকে আমি অহিংসার প্রতীক বলিয়াছি। মনে হয়, সে প্রতীক আজ হারাইয়া গিয়াছে। তাহা যদি না হইত তবে ভ্রাতৃহত্যা এবং অনুরূপ হিংসার কাজ দেখিতে হইত না। এই সব কারণে চরকা-জয়ন্তী একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত কি না, এই প্রশ্ন আমার মনে জাগিতেছে। কিন্তু আমার মনে এই আশা রহিয়া গিয়াছে যে, এখানে ওখানে এখনও হয়ত কিছু লোক অন্ততঃ আছে, যাহারা চরকার বাণীর প্রতি নিষ্ঠাবান। তাহাদের জন্যই চরকা-জয়ন্তীর অনুষ্ঠান বজায় রাখা বাঞ্ছনীয়। ১৪৪

হরিজনদের জন্য পরিচয়-চিহ্ন

"গতকল্য এক বিবৃতিতে আমি দেখিয়াছি যে, মণ্ডল সাহেব এবং পাকিস্থানের আরও কয়েকজন সদস্য সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, পাকিস্থানের হরিজনদের এরূপ চিহ্ন ধারণ করিতে হইবে যাহাতে তাহাদের অস্পৃশ্য বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। ঐ পরিচয়-চিহ্নে চাঁদ ও তারকা অঙ্কিত রাখিতে হইবে। মতলব এই যে, ইহাতে অন্য হিন্দু হইতে হরিজনদের পৃথক করা যাইবে। আমি মনে করি, ইহার ফলে যেসকল হরিজন পাকিস্থানে বাস করিতেছে তাহাদের শেষ পর্যন্ত ইস্‌লাম গ্রহণ করিতে হইবে। আন্তরিক বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক প্রেরণার বশে ধর্মান্তর করিলে তাহার বিরুদ্ধে আমার কিছু বলিবার নাই। আমি স্বেচ্ছায় হরিজন হইয়াছি, হরিজনদের মন আমি বুঝি। আজকাল এমন একজনও হরিজন নাই যে স্বেচ্ছায় ধর্মত্যাগ করিবে। ইস্‌লাম সম্বন্ধে তাহারা কি জানে? আবার তাহারা কেন যে হিন্দু, তাহাও বোঝে না। অন্যধর্মাবলম্বী সকল লোকের সম্বন্ধে এই কথাই খাটে। তাহারা কোনও এক বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই তাহারা সেই ধর্মাবলম্বী। তাহারা যদি ধর্মপরিবর্তন করে তবে সে ভয়ে বা লোভে পড়িয়া। বর্তমান অবস্থায় স্বেচ্ছায় ধর্মপরিবর্তনও বৈধ বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত নয়। জীবনের চেয়ে ধর্ম প্রিয় হওয়া চাই। যিনি বহু হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন কিন্তু বিপদকালে যাঁহার ধর্মবিশ্বাস কোন কাজেই আসেনা, তাঁহার চেয়ে যাহারা এই সত্য পালন করে তাহারা অনেক ভাল হিন্দু।" ১৪৫

দশ্‌হেরা ও বকর্‌ঈদ্

গান্ধীজী ইহার পর আসন্ন দশ্‌হেরা ও বকরঈদ্ উৎসবের কথা তুলিয়া বলিলেন, "আমি হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নিকট আবেদন

জানাইতেছি, তাঁহারা যেন খুব সজাগ থাকিয়া বুঝিয়া চলেন এবং একে অপরের মনে আঘাত না দেন। এই দুইটি উৎসবের সময় কেহ যেন এমন কিছু না করেন যাহাতে কোনরূপ সাম্প্রদায়িক গোলমালের সৃষ্টি হইতে পারে।" ১৪৬

দক্ষিণ-আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ

পরদিন দক্ষিণ-আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ হইবে—সর্বশেষে তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলিলেন, "কিছু কাল ধরিয়া সত্যাগ্রহ চলিয়া আবার কিছু কালের জন্য স্থগিত ছিল। এই সময় সম্মিলিত-জাতি-সংঘের সম্মুখে ভারতের বিষয় বিবেচনার জন্য ছিল। দক্ষিণ-আফ্রিকা-প্রবাসী হিন্দু মুসলমান উভয়েই আগামীকাল পুনরায় সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদিগকে আমি এই পরামর্শ দিতে চাই যে, তাহারা যেন ভারত ও পাকিস্থান উভয় রাষ্ট্রের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। আর উভয় রাষ্ট্রেরও কর্তব্য দক্ষিণ-আফ্রিকা-নিবাসী ভারতীয়দের সকল প্রকার সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করা। উদ্দেশ্য ন্যায়সঙ্গত এবং উপায় যেন সম্পূর্ণ অহিংস হয়। ইহারই উপর সত্যাগ্রহের সাফল্য নির্ভর করে। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়গণ যদি এই নীতি অনুসরণ করিয়া চলে তবে তাহাদের সাফল্য সুনিশ্চিত।" ১৪৭

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ১২-১০-৪৭

আশ্রয়প্রার্থীদের প্রতি একটি কথা

গান্ধীজী বলিলেন, "আজ আমি আরও কম্বল পাইয়াছি এবং বালাপোষের প্রতিশ্রুতি পাইয়াছি। কয়েকটি কাপড়ের কলও আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য বালাপোষ প্রস্তুত করিতেছে। বালাপোষ কম্বলের মত নয়, ইহা শিশিরে ভিজিয়া উঠে। তবে একটা সহজ উপায় আছে—রাত্রে পুরানো খবরের কাগজ দিয়া ঢাকিয়া কাজ চলে। বালাপোষের সুবিধা এই যে, ইহার সেলাই খোলা যায়, কাপড় ধোওয়া যায় এবং হাত দিয়া ধুনিয়া তুলা পুনরায় ভরা যায়। ১৪৮

"যাহারা ভগবানের আশীর্বাদ প্রার্থনা করে তাহারা দুর্ভাগ্যকেও কল্যাণকর করিয়া তুলিতে পারে। আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে এমন অনেকে আছে যাহাদের মন দুঃখকষ্টে তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ক্রোধ করিয়া কিছু লাভ নাই। ইহারা অবস্থাপন্ন লোক ছিল, কিন্তু সর্বস্ব হারাইয়াছে। যতদিন ইহারা আপন গৃহে সম্মান ও মর্যাদার সহিত ফিরিয়া যাইতে না পারে এবং নিরাপত্তার নিশ্চয়তা না পায়, ততদিন আশ্রয়-শিবিরে যতটুকু যাহা ভালভাবে হওয়া সম্ভব তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। পূর্ব বাসস্থানে ফিরিয়া যাইবার যে কথা হইয়াছে তাহাতে বিলম্ব হইবে। এই সময় তাহারা কি করিবে? আমি শুনিয়াছি,

পাকিস্থান হইতে যাহারা চলিয়া আসিয়াছে তাহাদের শতকরা পঁচাত্তর জন ব্যবসায়ী। ইহারা সকলেই ভারত ইউনিয়নে ব্যবসায় সুরু করিবার আশা করিতে পারে না। তাহা হইলে ভারত ইউনিয়নের সমগ্র অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে বিপর্যয় দেখা দিবে। তাহাদের নিজ হাতে কাজ করিতে শিখিতে হইবে। যাহার কোন পেশা আছে—যেমন ডাক্তার, ধাত্রী প্রভৃতি, তাহাদের কাজ জোগাড় করিয়া দিতে বেগ পাইতে হইবে না। যাহারা মনে করে, পাকিস্থান হইতে বিতাড়িত হইয়াছে, তাহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, তাহারা কেবল পাঞ্জাব সীমান্ত প্রদেশ অথবা সিন্ধুর অধিবাসী নয়; তাহারা সমগ্র ভারতবর্ষের অধিবাসী। শুধু তাহারা যেখানেই যাইবে, চিনি যেমন জলের সঙ্গে মিশিয়া যায়, সেইভাবে সেখানকার অধিবাসীদের সহিত তাহাদের মিশিয়া যাইতে হইবে। তাহাদের পরিশ্রমী হইতে হইবে এবং ব্যবহারে সততার পরিচয় দিতে হইবে। তাহাদের বুঝিতে হইবে যে, তাহাদের জন্ম ভারতের সেবা করিবার জন্য, গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য, ভারতকে হীন করিবার জন্য নয়। জুয়াখেলা, মদ্যপান বা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ করিয়া সময় নষ্ট করিতে অস্বীকার করা চাই। মানুষের ভুল হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু ভুল হইতে শিক্ষালাভ করিবার এবং আবার ভুল না করিবার ক্ষমতাও তাহার আছে। আশ্রয়প্রার্থীরা যদি আমার কথা শুনিয়া চলে, তবে যেখানেই তাহারা যাইবে সেখানকার সম্পদ বলিয়া গণ্য হইবে এবং প্রত্যেক প্রদেশের লোকই তাহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিবে। ১৪৯

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ১৩-১০-৪৭

আশ্রয়প্রার্থীদের প্রতি

"গতকল্য আমি আশ্রয়প্রার্থীদের শিবির সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য করিয়াছিলাম। ইংরেজীতে আমার কথার যে সংক্ষিপ্ত মর্ম প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে সেইগুলি বাদ পড়িয়াছে। আজ সন্ধ্যায় আমি সেই কথাই বলিতে চাই, কারণ আমি ইহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করি। যদিও আমাদের দেশে ধর্মোৎসব ও অন্যান্য উপলক্ষে মেলা বসিয়া থাকে এবং আমাদের কংগ্রেস ও কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হয়, তবু শিবির-জীবন বলিতে ঠিক যাহা বুঝায় আমরা সকলে তাহাতে অভ্যস্ত নহি। আমি বহু কংগ্রেস-কন্‌ফারেন্সে গিয়াছি ও অন্যান্য ক্যাম্পে বাস করিয়াছি। ১৯১৫ সালে আমি হরিদ্বার কুম্ভমেলায় গিয়াছি এবং দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে প্রত্যাগত আমার সহকর্মীদের সহিত 'সারভেণ্টস্ অব্ ইণ্ডিয়া' ক্যাম্পে সেবাকার্য করিবার সুযোগ পাইয়াছি। ব্যক্তিগতভাবে আমরা খুবই সহৃদয় ব্যবহার পাইয়াছি—ইহা ছাড়া

আমার অন্য কিছু বলিবার নাই। কিন্তু আমি লক্ষ্য করিয়াছি আমাদের দেশের লোক ক্যাম্পে যে-ভাবে বাস করে তাহা মোটেই সন্তোষজনক নয়। সমষ্টির স্বাস্থ্য-রক্ষা সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণা নাই। ফলে ভয়ঙ্কর অস্বাস্থ্যকর অবস্থার সৃষ্টি হয়, নোংরা-আবর্জনা জমে আর তাহার সঙ্গে সংক্রামক রোগবিস্তারের দ্বারা বিপদের সম্ভাবনা থাকে। আমাদের মলমূত্র ত্যাগের ব্যবস্থা এত খারাপ যে বর্ণনা করা যায় না। ইহার কোন ব্যবস্থাই নাই বলিলেই বোধ হয় ঠিক বর্ণনা হয়। লোকে মনে করে, এ কাজ তাহারা যেখানে খুশি করিতে পারে, এমন কি পবিত্র নদীর তীরও বাদ যায় না যেখানে লোকজন অনবরত যাতায়াত করিয়া থাকে। প্রতিবেশীর স্বাস্থ্যসম্বন্ধে কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া যেখানে সেখানে থুথু ফেলা প্রায় যেন একটা অধিকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের রান্নাবান্নার ব্যবস্থাও ইহা অপেক্ষা ভাল কিছু নয়। মাছি সর্বত্র স্বাগত সাথীর মত ঘুরিতেছে। আমরা ভুলিয়া যাই যে, মাছি-গুলো হয়ত একটু আগে নোংরা কিছুর উপর বসিয়াছিল, তাই হয়ত সংক্রামক ব্যাধি বহন করিয়া আনিয়াছে। বাসস্থানের ব্যবস্থা কোন পরিকল্পনা মত করা হয় না। আমি অতিরঞ্জিত করিয়া কিছু বলিতেছি না। একথাও আমি বলিতে ছাড়িব না যে, এই সকল ক্যাম্পে লোকের বক্‌বকানির আওয়াজ সকলকে সহ্য করিতে হয়। ১৫০

"শৃঙ্খলা পরিকল্পনা ও নির্দোষ স্বাস্থ্যব্যবস্থা দেখিতে হইলে সামরিক ক্যাম্পে যাইতে হয়। মিলিটারীর প্রয়োজনীয়তা আমি কখনও স্বীকার করি নাই। কিন্তু তাহাতে একথা বুঝায় না যে, সৈন্যবিভাগ হইতে ভাল কিছু হইতে পারে না। নিয়মানুবর্তিতায়, সমষ্টিজীবন-যাত্রায়, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায়, সর্ব-প্রকার প্রয়োজনীয় কার্য-সম্পাদনের সময়ানুগত ব্যবস্থায় সৈন্যবিভাগ হইতে মূল্যবান্ শিক্ষালাভ করা যায়। এই সকল ক্যাম্পে মোটেই গোলমাল নাই। সৈন্যশিবির অল্প কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ক্যাম্বিসে নির্মিত একটি নগরী বিশেষ। আমাদের শরণার্থী শিবিরগুলি এই আদর্শমুখী হয় ইহা আমি চাই। আবার বৃষ্টি হউক না হউক ইহাতে কোনও অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। ১৫১

"আশ্রয়প্রার্থীরা যদি নির্মাণের সকল কাজ নিজেরা করে তবে এইরূপ ক্যাম্বিসের নগরীর খরচ অতি অল্পই হয়। আশ্রয়প্রার্থীরা নিজেরাই ঝাড়ু দিবে, রাস্তা তৈয়ারি করিবে, নর্দমা খুঁড়িবে, রাঁধুনী এবং ধোপার কাজ করিবে—কোন কাজই তাহাদের পক্ষে অপমানের নয়। ক্যাম্পের সকল কাজেই সমান মর্যাদা। সযত্ন ও অভিজ্ঞ তত্ত্বাবধানের দ্বারা সমাজ-জীবনে বাঞ্ছনীয় বিপ্লব আনা সম্ভব। সেরূপ হইলে ত উপস্থিত শাপে বর হইয়া উঠিবে। কোন আশ্রয়প্রার্থীই তখন কোথাও বোঝা বলিয়া বিবেচিত হইবে না। সে

তখন মাত্র নিজের কথা কখনও ভাবিবে না, তাহার মত ভুক্তভোগী সকলের কথাই ভাবিবে এবং তাহাদের সকলে যে-জিনিস পাইবে না সেই জিনিস সে নিজের জন্য কামনা করিবে না। শুধু বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিলে ইহা হইবে না, পরিচালক ও পরিদর্শকের অধীনে তৎপর কার্যদ্বারাই ইহা সম্ভব। ১৫২

"কম্বল ও বালাপোষ আরও আসিতেছে। আমি আশা করি শীঘ্রই একথা বলিতে পারা যাইবে যে আসন্ন শীত হইতে রক্ষার জন্য এই সকল দ্রব্যের অভাব হইবে না।" ১৫৩

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ১৪-১০-৪৭

উত্তম দৃষ্টান্ত

শ্রোতৃবর্গকে গান্ধীজী বলিলেন, "আমার কাছে আজ আরও কম্বল আসিয়া পৌছিয়াছে। আর্যসমাজ বালিকা বিদ্যালয়ের দুইজন শিক্ষয়িত্রী ও কতিপয় ছাত্রী আমাকে কিছু অর্থ ও কম্বল দিয়াছেন। খাদ্যনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আমি বলিয়াছিলাম যে, প্রতি পনর দিনে যদি একদিন উপবাস করা যায় তবে বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানি না হইলেও খাদ্যের অভাব হইবে না। ইহা শুনিয়া ঐ শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীগণ প্রত্যেক বৃহস্পতিবার উপবাস করিবেন স্থির করিয়াছেন। আমি দান পাইয়া যত না খুশি হইয়াছি, ইহাতে তাহা অপেক্ষা অধিক খুশি হইয়াছি। তাঁহারা আরও স্থির করিয়াছেন, তাঁহাদের বাগানে যতটা সম্ভব খাদ্যশস্য উৎপন্ন করিবেন। যদি সকলে এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তবে অল্প সময়ের মধ্যেই খাদ্যসমস্যা দূর হইতে পারে।" ইহার পর ইরাণ-রাষ্ট্রের প্রতিনিধি ও তাঁহার পত্নী বহু কম্বল লইয়া আসেন। গান্ধীজী কৃতজ্ঞতার সহিত তাহা গ্রহণ করেন। ১৫৪

শিখ বন্ধুদের সহিত আলোচনা

"আজ দিনের বেলা বহু শিখ বন্ধু আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। তাঁহারা দুই দলে আসেন, তাঁহাদের সহিত অনেকক্ষণ কথাবার্তা হয়। কথাবার্তার মর্ম এই যে, নিজেদের মধ্যে সংগ্রাম করিয়া তাঁহারা কোন চরম মীমাংসায় পৌছিতে পারিবেন না। যাহা কিছু করা সম্ভব তাহা উভয় গবর্মেণ্টের মারফৎ করিতে হইবে। ১৫৫

গবর্মেণ্টকে দুর্বল করিও না

"গবর্মেণ্ট কিছু লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। এই গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন হইতেছে। গবর্মেণ্টের এরূপ গ্রেপ্তার করিবার অধিকার আছে।

আমাদের গবর্মেণ্ট জানিয়া শুনিয়া নির্দোষ ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করিতে পারে না। মানুষের পক্ষে ভুল করা সম্ভব, হয়ত এই ভুলের জন্য কিছু নির্দোষ ব্যক্তিকে দুঃখভোগ করিতে হইতেছে। ভুল যদি হইয়া থাকে, গবর্মেণ্ট নিজেই সেই ভুল সংশোধন করিবে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জনসাধারণ সেই ভুলের প্রতি শুধু গবর্মেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে থাকিবে। তাহারা যদি ইচ্ছা করে, গবর্মেণ্টকে পাল্টাইতে পারে। কিন্তু গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইয়া তাহাদের কাজে অন্তরায় সৃষ্টি করা উচিত হয় না। আমাদের গবর্মেণ্ট বিদেশী নয়। বিদেশী গবর্মেণ্টের নির্ভর শক্তিশালী নৌ-বাহিনী ও সৈন্যবাহিনীর উপর, আমাদের গবর্মেণ্টের শক্তির আধার জনসাধারণ। ১৫৬

নিজের দোষ দেখ

"প্রকৃত শান্তি কি ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে? দিল্লীতে শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছে মনে করিয়া অনেকে খুশি হইতে পারেন। কিন্তু আমি এই সন্তোষের ভাগ লইতে পারি না। হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর পর হইয়া পড়িয়াছে। পূর্বেও তাঁহারা নিজেদের মধ্যে মারামারি করিত কিন্তু তাহা দু'চার দিনের জন্য। তার পরে সকলে তাহা ভুলিয়া যাইত। কিন্তু আজ তাহারা এরূপ বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়াছে যে, পরস্পরকে যেন চিরশত্রু বলিয়া ভাবিতেছে। এইরূপ মনোভাবকে আমি দুর্বলতা মনে করি। ইহা ঝাড়িয়া ফেলিতে হইবে। তবেই তাহারা শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হইতে পারিবে। সম্মুখে দুইটি পথ আছে। তাহারা একটি শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তি হইতে পারে। কিংবা আমার পন্থা গ্রহণ করিয়া শ্রেষ্ঠ অহিংস ও অপরাজেয় শক্তিতে পরিণত হইতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই, সর্বপ্রথমে সকল ভয় বিসর্জন দিতে হইবে। ১৫৭

"পরস্পরের নিকটে আসিবার একমাত্র পন্থা হইল অপর পক্ষের দোষ ভুলিয়া গিয়া আপন পক্ষের দোষ বড় করিয়া দেখা। আমি মুসলমানদের যেমন, হিন্দু ও শিখদেরও তেমনি খুব জোরের সহিতই একথা বলিতে চাই। অকপটে অপরাধ স্বীকার করিলে কালকার শত্রুও আজ মিত্র হইয়া উঠিতে পারে। প্রতিহিংসা-নীতি বন্ধুত্ব-স্থাপনে কার্যকর হয় না। সকলে যদি অন্তরের সহিত আমার কথা মানিয়া কাজ করে, তবে আমি দিল্লী ছাড়িয়া পাকিস্থানে গিয়া আমার ব্রতের অনুসরণ করিতে পারি।" ১৫৮

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ১৫-১০-৪৭

উৎকৃষ্ট কাজের সংবাদ সংগ্রহ কর

প্রার্থনা-প্রাঙ্গণে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা বিকল হওয়ায় লাউড্‌স্পীকার

কোন কাজে আসে নাই। সুতরাং যাহাতে ভাল শুনিতে পায় তাহার জন্য গান্ধীজী সকলকে নিকটে আসিতে বলেন। তিনি বলেন, "আমি আরও কম্বল এবং কম্বল ক্রয় করিবার জন্য আরও টাকা পাইয়াছি। এক ভগিনী দুই হাজার টাকার একটি চেক্ দিয়াছেন। দুইজন মুসলমান বন্ধু কম্বল পাঠাইয়াছেন এবং আরও কম্বল খরিদ করিবার জন্য টাকা পাঠাইয়াছেন। আমি তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি যে, তাঁহারা যেন কম্বল রাখিয়া দেন এবং নিজেরাই তাহা বিতরণ করেন। কিন্তু বন্ধু দুইটির একান্ত ইচ্ছা, আমি নিজেই হিন্দু ও শিখ আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে ইহা বণ্টন করি। তাঁহারা বলেন, এক সময় তাঁহারা আমার দোষ ধরিতেন, কিন্তু এখন তাঁহাদের বিশ্বাস হইয়াছে যে, আমি সকলের মিত্র, কাহারও শত্রু নয়। সর্বত্র এই পারস্পরিক অবিশ্বাস ও বিদ্বেষের হাওয়ার মধ্যে এরূপ কাজ লক্ষ্য করিবার মত। ইংরেজীতে 'বুক অব গোল্ডেন ডিড স্' নামে একখানি পুস্তক আছে। আমাদেরও ঐরূপ কিছু বই থাকা আবশ্যক। অপরের ভাল কাজে মন্দ অভিসন্ধি আরোপ করা ঠিক নয়। এই দুইটি মুসলমান বন্ধু নিজেদের নামও আমাকে জানিতে দেন নাই। বলা হয় যে, প্রত্যেক মুসলমান প্রত্যেক শিখকে এবং প্রত্যেক শিখ সেইরূপ প্রত্যেক মুসলমানকে শত্রু বলিয়া মনে করে। একথাও ঠিক যে, বহু মুসলমান বুদ্ধিবিবেচনা হারাইয়াছে, তেমনি বহু হিন্দুশিখও হারাইয়াছে। কিন্তু কতক লোকের দোষে—তাহাদের সংখ্যা যতই হউক না কেন, সকলকে নিন্দা করা একেবার অন্যায়। বহু হিন্দু ও শিখ বলিয়াছে যে মুসলমান বন্ধুদের সহায়তায় তাহাদের জীবন রক্ষা পাইয়াছে। ঠিক এরূপ কথা বহু মুসলমানও স্বীকার করিয়াছে। এই প্রকার সৎপ্রকৃতির হিন্দু শিখ ও মুসলমান প্রত্যেক প্রদেশেই আছে। আমার একান্ত ইচ্ছা যে, সংবাদপত্র সমূহ এই প্রকার সংবাদ প্রকাশ করেন, আর যে সব কুকার্য মানুষের প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসার বৃত্তি উত্তেজিত করিয়া তোলে, তাহার উল্লেখ না করেন। অবশ্য উত্তম ও উদার কার্যকেও অতিরঞ্জিত করা চলিবে না। ১৫৯

হিন্দী না হিন্দুস্থানী?

"আমি সংবাদপত্রের এক স্থানে দেখিয়াছি যে, এখন হইতে যুক্ত প্রদেশের সরকারী কাজকর্মে দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দী ভাষা চলিবে। ইহাতে আমি দুঃখিত হইয়াছি। ভারত ইউনিয়নে যত মুসলমান আছে তাহার প্রায় এক-চতুর্থাংশ সংযুক্ত প্রদেশে বাস করে। স্যর তেজবাহাদুর সাপ্রু প্রমুখ অনেক হিন্দু আছেন—ইঁহারা উর্দু ভাষায় সুপণ্ডিত। ইঁহাদেরও কি উর্দু লিপি ভুলিয়া যাইতে হইবে? উভয় অক্ষরই বজায় রাখিয়া সকল সরকারী কাজকর্মে উহা স্বীকার করিলে ঠিক কাজ করা হইবে। ফলে লোকে উভয় অক্ষর শিক্ষা করিতে বাধ্য হইবে। ১৬০

"এইরূপে ভাষা তখন নিজের পথ নিজেই করিয়া লইবে এবং হিন্দুস্থানী সমগ্র প্রদেশের ভাষা হইয়া উঠিবে। আর দুই প্রকার অক্ষরের জ্ঞান বিফল হইবে না। ইহাতে জনসাধারণ উন্নত হইবে এবং তাহাদের ভাষাও সমৃদ্ধ হইবে। এই ব্যবস্থার প্রবর্তনে তুচ্ছ আপত্তি তোলা উচিত হইবে না। ১৬১

"আপনারা মুসলমানদিগকে তুল্য নাগরিকরূপে গণ্য করিবেন। সমব্যবহার করিতে হইলে উর্দু অক্ষরকেও সম্মান দিতে হইবে। মুখে বলা হইবে যে, আপনারা মুসলমানদের চলিয়া যাইতে বলেন না অথচ এমন রাষ্ট্র গঠন করিবেন যেখানে তাহাদের মর্যাদার সহিত জীবনযাপন অসম্ভব—ইহা ঠিক নহে। সমব্যবহার ঠিকভাবে পাওয়া সত্ত্বেও যদি মুসলমানগণ পাকিস্থানে চলিয়া যাইতে চায়, তবে সে তাহারা বুঝিবে। কিন্তু আপনাদের ব্যবহারে এমন কিছু থাকা উচিত নয় যাহাতে তাহারা ভয় পাইয়া পালাইয়া যাইতে পারে। আপনাদের ব্যবহার যথাযথ হওয়া উচিত। তবেই আপনারা ভারতবর্ষের মঙ্গল ও হিন্দুধর্ম রক্ষা করিতে পারিবেন। মুসলমানদের হত্যা করিয়া বা তাহাদের তাড়াইয়া দিয়া কিম্বা কোনও দিক দিয়া তাহাদিগকে দাবাইয়া রাখিয়া ইহা করা চলে না। পাকিস্থানে যাহাই ঘটুক না কেন, আপনাদের ব্যবহার ঠিক ঠিক হওয়া চাই।" ১৬২

বিরলা ভবন, নয়া, দিল্লী ১৬-১০-৪৭

মহীশূরের দৃষ্টান্ত

প্রার্থনার শেষে গান্ধীজী মহীশূর রাজ্যে সত্যাগ্রহের সফল পরিণতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "মহীশূর ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দিয়াছে। সেখানকার লোকে কিছুদিন ধরিয়া দায়িত্বশীল গভর্মেণ্টের জন্য আন্দোলন চালাইতেছিল। সম্প্রতি তাহারা পুনরায় সত্যাগ্রহ সুরু করে। তাহারা আমাকে তারে জানায় যে, তাহারা সত্যাগ্রহের নিয়ম ঠিক ঠিক পালন করিয়া চলিবে, আমি যেন সে জন্য বিন্দুমাত্র উদ্বিগ্ন না হই। মহীশূরের প্রধান মন্ত্রী স্যর রামস্বামী মুদালিয়ার অনেক দেশ ঘুরিয়াছেন। তিনি স্টেট-কংগ্রেসের সঙ্গে সম্মানজনক একটা রফা করিয়াছেন। এই সন্তোষজনক মীমাংসায় উপনীত হওয়ার জন্য আমি মহারাজা, দেওয়ান ও স্টেট-কংগ্রেসকে অভিনন্দন জানাইতেছি। অন্য সকল দেশীয় রাজ্যকে আমি মহীশূরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে বলি। দেশীয় রাজ্যের রাজারা যেন ইংলণ্ডের রাজার মত নিয়মতান্ত্রিক হন। তাহা হইলে রাজা এবং প্রজা উভয়েই সুখী ও সন্তুষ্ট হইবে। ১৬৩

ভদ্র আচরণ

"আমি লোকের বাড়ির আঙ্গিনায় প্রার্থনা-সভা করিতেছি। বিরলা-

ভাইয়েরা ভদ্রতা করিয়া তাঁহাদের এখানে আমাদের আসিতে দিয়াছেন। এই সৌজন্যের মর্যাদা আপনাদের দেওয়া উচিত। আমি শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে, কোন কোন আগন্তুক বাগানের ক্ষতি করিয়াছে এবং মালির অনুমতি না লইয়া গাছ হইতে ফল পাড়িয়াছে। অনুমতি না লইয়া একটি পাতা ছেঁড়াও উচিত নয়। আপনারা অনেক দুঃখকষ্ট পাইয়াছেন। তাই বলিয়া ভদ্র আচরণের সাধারণ বিধি আপনাদের ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয়। ১৬৪

রাজকর্মচারীগণের নিকট কি চাই

"আমার কাছে অভিযোগ আসিয়াছে যে, অসামরিক রাজকর্মচারী, পুলিশ ও সেনাবাহিনী যে-প্রশংসা পাইবার যোগ্য নয়, আমি তাহাদের সেই প্রশংসা করিয়াছি। কিন্তু আমি তাহা করি নাই। জাতির এই সেবকদের নিকট আমি কি প্রত্যাশা করি, মাত্র তাহাই বলিয়াছিলাম। তাহার অর্থ এই নয় যে, আমার প্রত্যাশা মত কাজ হইয়াছে। অসামরিক কর্মচারীগণ, পুলিশ ও সেনাবাহিনী, আর যে সকল ইংরেজ উহার মধ্যে আছে তাহারাও, এখন ভারতীয় জনগণের সেবক হিসাবেই আছে। যে যুগে বিদেশী শাসকের পয়সা খাইয়া তাহারা মনিবগিরি করিত সে যুগ অতীত হইয়াছে। এখন তাহাদের পঞ্চায়েত-রাজের অনুগত ভৃত্য হইতে হইবে। মন্ত্রীদের হুকুম মত এখন তাহাদের চলিতে হইবে। তাহাদের এখন পক্ষপাতিত্ব এবং প্রলোভনের উর্ধে থাকিতে হইবে। অপর পক্ষে, আশা করা যায়, জনসাধারণও সরকারের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করিবে। রাজকর্মচারীরা যদি কর্তব্য পালন না করে, তবে তাহারা বিশ্বাসভঙ্গের দোষে দোষী হইবে এবং তাহার প্রতিকারের জন্য যথোচিত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। অসাধু কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও আন্দোলন করিবার সম্পূর্ণ অধিকার দেশবাসীর আছে।" ১৬৫

পূর্ব পাকিস্থানের সংখ্যাল্পগণ

পূর্ব পাকিস্থান হইতে কিছু লোক গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করিতে আসে। অনেক হিন্দু পূর্ববঙ্গ হইতে চলিয়া আসিতেছে। এই বিষয়ে বন্ধুরা গান্ধীজীর পরামর্শ চান। গান্ধীজী বলেন, "এ বিষয়ে আমি অনেকবার যাহা বলিয়াছি তাহাই আবার বলিতে পারি। সাহসী নরনারীর পক্ষে বাড়িঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হওয়া অপমানের বিষয়। এই অসম্মান বা আত্মঅপমান স্বীকার করা অপেক্ষা সেখানে থাকিয়া মৃত্যুবরণ করাও ভাল। ঈশ্বর ছাড়া তাহাদের আর কাহাকেও ভয় করা উচিত নয়। নিজ ধর্ম, নিজ সম্মান ও নিজ নাগরিক অধিকার জীবন দিয়াও তাহাদের রক্ষা করা উচিত। সে সাহস যদি তাহাদের না থাকে, অবশ্য তবে তাহাদের চলিয়া যাওয়া অনেক ভাল। যদি পূর্ব বাঙলা

হইতে চলিয়া আসাই ঠিক হয় তবে ডাক্তার, উকিল, ব্যবসায়ী প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের দেখা উচিত যেন গরিব হরিজনেরা ও অন্যান্য সকলে আগে আসিতে পারে। উচ্চ শ্রেণীরা আগে স্থানত্যাগ করিবেন না—তাঁহারা চলিয়া আসিবেন সকলের শেষে। আমি ত একই সময়ে সকল জায়গায় হাজির থাকিতে পারি না। তবে আমার কথা সকলের কাছে পৌছাইয়া দিতে পারি। ধর্ম ও সম্মান রক্ষাকল্পে ডাঃ আম্বেদকর যাহাতে হরিজনদের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে বলেন, সেই মর্মে তাঁহাকে অনুরোধ করিবার জন্য আমাকে বলা হইয়াছে। এই সভার মারফতে আমি সানন্দে সেই অনুরোধ জানাইতেছি। ১৬৬

"বন্ধুগণ আমাকে আরও অনুরোধ করিয়াছেন, আমি যেন সুরাবর্দি সাহেবকে বাঙলায় গিয়া খাজা সাহেবের কঠিন কাজে সাহায্য করিতে বলি। সুরাবর্দি সাহেব এখন দিল্লীতে নাই। ফিরিয়া তিনি নিঃসন্দেহ বাঙলায় যাইবেন। পূর্ব বাঙলায় মুসলমান নেতাদের এরূপ অবস্থা সৃষ্টি করিতে হইবে যাহাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে ভরসা আসিতে পারে। সকলের মঙ্গলের জন্যই শান্তিপ্রতিষ্ঠার কাজ করা দরকার। পাকিস্থান যদি কেবল মুসলমানদের রাষ্ট্র হয় এবং ভারতীয় ইউনিয়ন কেবল হিন্দু ও শিখদের রাষ্ট্র হয়, আর কোনখানেই যদি সংখ্যালঘুদের কোন অধিকার না থাকে, তবে তাহা উভয় রাষ্ট্রেরই ধ্বংস ডাকিয়া আনিবে। আমি আশা করি এবং প্রার্থনা করি যে, ভগবান উভয় পক্ষকেই এই বিপদ উত্তীর্ণ হইবার মত সুবুদ্ধি দিবেন।" ১৬৭

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ১৭-১০-৪৭

শ্রেষ্ঠ ঔষধ

কয়েকজন বন্ধু গান্ধীজীর সর্দি-কাসির জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া চিঠিপত্র লেখেন। প্রার্থনান্তিক ভাষণে গান্ধীজী সেই কথার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, "সন্ধ্যার সময় খোলা জায়গায় আমার কাসি বাড়ে। সেই জন্য বেতারে আমার কথার সঙ্গে কাসিও দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। গত চার দিন হইতে কাসি মোটের উপর একটু কম পড়িয়াছে। মনে হয় শীঘ্রই উহা একেবারে সারিয়া যাইবে। ডাক্তারি চিকিৎসা করিতে আমি রাজি হই নাই। সেই জন্য কাসি এত দিন ধরিয়া লাগিয়া আছে। গোড়াতেই ডাঃ সুশীলা নয়্যর বলিয়াছিলেন যে পেনিসিলিন লইলে তিন দিনে আমি সারিয়া উঠিব, নহিলে আমাকে তিন সপ্তাহ ভুগিতে হইবে। পেনিসিলিনের উপকারিতায় আমি সন্দেহ করি নাই। কিন্তু রামনামকে আমি সর্বরোগহর বলিয়া মনে করি। সুতরাং সকল ঔষধের উপরে ইহার স্থান। আমার চার দিকে যে আগুন ঘিরিয়াছে তাহার মাঝে ঈশ্বরে জলন্ত বিশ্বাসের প্রয়োজন আরও বেশি হইয়া পড়িয়াছে। ঈশ্বরই

কেবল মানুষকে এই আগুন নিভাইবার শক্তি দিতে পারেন। তিনি যদি আমার নিকট হইতে কাজ লইতে চান তবে আমাকে বাঁচাইয়া রাখিবেন, নহিলে আমাকে টানিয়া লইবেন। ১৬৮

"আপনারা এইমাত্র সেই ভজনটি শুনিলেন, কবি যাহাতে সকলকে রামনাম ধরিয়া থাকিতে বলিয়াছেন। রামই মানুষের একমাত্র আশ্রয়। সেই জন্য বর্তমান সঙ্কটে আমি নিজেকে একান্তভাবে ভগবানের কাছে ছাড়িয়া দিতে চাই এবং শারীরিক অসুস্থতার জন্য ডাক্তারি সাহায্য লইতে চাই না।" ১৬৯

কম্বল

যে হারে কম্বল ও লেপ আসিতেছে তাহাতে গান্ধীজী সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, সেগুলি শীঘ্রই দুঃস্থদের মধ্যে বিতরণ করা হইবে। ১৭০

নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দাও

গান্ধীজী বলেন, "ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ যে কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাহার কাজ শেষ হইয়াছে। কেবল খাদ্যবিষয়ে বিবেচনা করা তাহার কাজ ছিল। কিন্তু কিছুদিন আগে আমি বলিয়াছিলাম যে কালবিলম্ব না করিয়া খাদ্য ও বস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দেওয়া উচিত। যুদ্ধ ত শেষ হইয়াছে, কিন্তু জিনিষপত্রের দাম এখনও চড়িয়া যাইতেছে। দেশে অন্নও আছে, বস্ত্রও আছে। কিন্তু লোকে তাহা পায় না। ইহা দুঃখের বিষয়। গভর্মেণ্ট জনগণকে যেন ঝিনুকে করিয়া খাওয়াইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছে। তাহার পরিবর্তে লোকজনকে আত্মনির্ভরশীল হইতে দেওয়া উচিত। অসামরিক কর্মচারীরা অফিসে বসিয়া কাজ করিতে অভ্যস্ত। ফাইল লইয়া কেতাদুরস্ত কাজ করাই ছিল তাহাদের কারবার। চাষীদের সংস্পর্শে তাহারা কোন দিনই আসে নাই। চাষীদের তাহারা জানে না। জনগণের মধ্যে আজ যে পরিবর্তন আসিয়াছে তাহা যেন ঐ কর্মচারীরা নম্রচিত্তে মানিয়া লয়। জনগণের কর্মপ্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রণের ফাঁসে নষ্ট করা উচিত নয়। জনগণকে আত্মনির্ভরশীল হইতে দিতে হইবে। গণতান্ত্রিকতার ফলে জনগণ যেন অসহায় হইয়া না উঠে। সর্বনাশের আশঙ্কাই যদি সত্য হইয়া উঠে এবং নিয়ন্ত্রণ রদ করিলে অবস্থা যদি আরও খারাপই হয়, তবে নিয়ন্ত্রণ আবার চালু করিতে ত কোন বাধা হইবে না। আমার ব্যক্তিগত মত এই যে, নিয়ন্ত্রণ উঠিয়া গেলে অবস্থা অনেক সহজ হইয়া আসিবে। লোকে তখন নিজেরাই এই সকল সমস্যা-সমাধানে সচেষ্ট হইবে এবং নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করিবার সময় পাইবে না। ১৭১

দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ

"দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে আমি যে মন্তব্য করিয়াছিলাম তাহার

জন্য ধন্যবাদ জানাইয়া আমার কাছে টেলিগ্রাম আসিয়াছে। আমি যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি তাহাই কেবল বলিয়াছিলাম। সত্যাগ্রহে পরাজয় নাই, পিছন ফিরিবার কোন কথা নাই। ৺পণ্ডিত রামভুজ দত্ত চৌধুরীর কবিতার একটি চরণ মনে পড়িতেছে—'বরং মরিব তবু আমরা হার মানিব না'। কবি পাঞ্জাবে সামরিক শাসনের আমলে ঐ কবিতাটি লিখিয়াছিলেন। তখন লোকের উপর অশ্রুতপূর্ব অপমান ও অত্যাচার করা হইয়াছিল। কবিতাটি কিন্তু সকল সময়ের জন্যই সত্য। একটি মাত্র সর্ত এই যে সত্যাগ্রহীদের সাধ্য যাহা, তাহা সত্য এবং ন্যায়ানুগত হওয়া দরকার। ভারতের গৌরব ও মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য মুষ্টিমেয় সত্যাগ্রহীও যথেষ্ট। ১৭২

"আমি যেন অর্থের জন্য আবেদন করি একথাও তাঁহারা আমাকে বলিয়াছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় সমাজ গরীব নয়। তবে সেখানকার শান্ত প্রতিরোধকারীদের অভাবের কথা আমি বুঝি। ভারতে এখন আর্থিক সঙ্কট চলিতেছে। ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব এবং ব্যাপক লোকাপসরণের ফলে কোটি কোটি টাকা রাজস্বের হানি হইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় শান্ত প্রতিরোধকারীদের অর্থ সাহায্য দিবার জন্য ভারতীয়দের অনুরোধ করিতে আমি দ্বিধা বোধ করিতেছি। কিন্তু কেহ যদি আর্থিক সাহায্য করিতে প্রস্তুত থাকে তবে আমি খুশী হইব। বহুসংখ্যক ভারতীয় পূর্ব আফ্রিকা, মরিসিয়াস্ ও সমুদ্রপারের অন্যান্য জায়গায় বসবাস করে। তাহাদের বেশির ভাগ লোকেরই অবস্থা ভাল। হিন্দু-মুসলমান বিভেদও তাহাদের মধ্যে নাই। তাহারা সকলে ভারতীয়। কাজেই যে ভাইয়েরা দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের সম্মানরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতেছে তাহারা তাহাদের সাহায্য করিবে ইহাই আমি আশা করি। সত্যাগ্রহীরা বিলাস-ভোগ চায় না। জীবনযাত্রায় যাহা নিতান্ত প্রয়োজন তাহার জন্যই তাহারা অর্থ চায়। তাহাদের যথোচিত সাহায্য করা সমুদ্রপারের প্রবাসী ভারতীয়দের কর্তব্য।" ১৭৩

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ১৮-১০-৪৭

কম্বল কুরুক্ষেত্রে পাঠান হইল

প্রার্থনার শেষে গান্ধীজী বলেন, "আমি খুশী হইয়া জানাইতেছি যে আরও কম্বল এবং টাকা পাওয়া গিয়াছে। এই হারে কম্বল পাওয়া গেলে কোন আশ্রয়-প্রার্থীকেই কম্বল দিবার অসুবিধা হইবে না। জানিয়া খুশী হইলাম যে, সর্দার প্যাটেলও কম্বল ও টাকার জন্য আবেদন জানাইয়াছেন। ডাক্তার সুশীলা নয়্যার আশ্রয়প্রার্থীদের সুখসুবিধার জন্য কাজ করিতেছেন। তিনি আজ সকালে আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য অনেক কম্বল ও কাপড়-চোপড় লইয়া শ্রীমতী মাথাই,

শ্রীমতী আর শরণ, এবং শ্রীমতী কৃষ্ণাবাঈয়ের সঙ্গে কুরুক্ষেত্র যাত্রা করিয়াছেন। ১৭৪

রাষ্ট্রভাষা

"হিন্দুস্থানীকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করা আমার মত। এই সম্পর্কে আমি অনেক চিঠি পাইতেছি। ভারতীয়দের আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা হিসাবে হিন্দুস্থানীই যে সর্বোৎকৃষ্ট সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। ফার্সিবহুল উর্দু এবং সংস্কৃতবহুল হিন্দীর কোনটাই সাধারণ লোকে সহজে বুঝিতে পারে না। ব্রিটিশ রাজত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে রাজভাষা হিসাবে বা আদান-প্রদানের সাধারণ ভাষা হিসাবে ইংরেজীর আর স্থান নাই। এত দিন অন্যায় করিয়া ইংরেজী ভাষা ঐ স্থান দখল করিয়া ছিল। ইংরেজী ভাষা নিজের ক্ষেত্রে থাকিলে আমি ইহাকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু ইহা কখনই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা হইতে পারে না। এক জন বিশিষ্ট বন্ধু জানাইয়াছেন, ইংরেজী ভাষা ত শীঘ্রই তাহার অনধিকার-দখলের স্থান হইতে সরিয়া যাইবে। কিন্তু আমি যে বারংবার ঐ বিষয়ের উপর জোর দিতেছি তাহার ফলে লোকের ইংরেজী ভাষার উপর বিরাগ হয় ত শেষ পর্যন্ত ঐ ভাষাভাষী জাতির অর্থাৎ ইংরেজের উপর গিয়া বর্তাইবে। বন্ধু জানেন, এরূপ কোন দুর্ঘটনা যদি ঘটে তবে আমি এতই বেদনাবোধ করিব যে, সেই অপ্রত্যাশিত দুঃখে হয় ত পাগল হইয়া যাইব। এই সাবধানবাণী ঠিক সময় মতই আসিয়াছে। শ্রোতারা সকলেই জানেন যে, কর্ম ও কর্মীর মধ্যে আমি সর্বদাই তফাৎ করিয়া থাকি। কাজটা ঘৃণ্য হইতে পারে কিন্তু যে কাজ করে সে ঘৃণ্য নয়। আমাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, আমি ত জানি লোকে আমার এই কর্তা ও কর্মের মধ্যে পার্থক্য কদাচিৎ মনে করিয়া রাখে। লোকে সাধারণত কর্ম ও কর্তাকে এক করিয়া দেখে এবং নিন্দার বেলায় কাউকেই বাদ দেয় না। বন্ধুটি আমাকে আরও সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, গোয়ার অধিবাসী ও অন্যান্য যে সকল লোকের মাতৃভাষা ইংরেজী তাহাদের সম্বন্ধে আমি যেন বিবেচনা করি। হিন্দী বা হিন্দুস্থানী যাহাই শেষ পর্যন্ত আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা বলিয়া গৃহীত হউক না কেন, তাহা না জানার কারণে ঐ সকল লোক কি হঠাৎ চাকরী হইতে বরখাস্ত হইবে? বন্ধুটি জানেন, আমি কখনও এরূপ ধারণা পোষণ করি না। বন্ধুটির আশঙ্কার সঙ্গত কারণ আছে। তবুও আমি মনে করি, একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উহারা সকলেই কাজ-চালান হিন্দুস্থানী শিখিয়া লইতে পারিবে। কিন্তু সংখ্যাল্পরা, সংখ্যায় তাহারা যতই কম হউক না কেন, যেন উৎপীড়ন বোধ না করে। এই সকল প্রশ্নের সমাধান খুব ধীরে ধীরে ও বিশেষ বিবেচনার সঙ্গে করা দরকার। ১৭৫

"ঐ আগ্রহশীল বন্ধু আমাকে একথাও জানাইয়াছেন যে আমার দুই লিপির প্রতি জিদের জন্য দুই লিপিই শেষে পরিত্যক্ত হইবে এবং রোমান লিপির পথ প্রশস্ত হইবে। রোমান লিপির প্রতি বন্ধুটির পক্ষপাত আছে। আমার তাহা নাই। এ আশঙ্কাও আমি করি না যে, দুইটি লিপিকে হটাইয়া রোমান লিপি কখনও চালু হইবে। এই প্রশ্ন লইয়া আমি তর্ক করিতে চাই না। এই সম্পর্কে আমি শুধু ইহাই বলিতে চাই যে, আপনাদের দেশপ্রেম যদি দুইটি লিপি শিখিতেই পিছাইয়া যায় তবে তাহার দাম কি? দেশকে ভালবাসিলে দুইটি লিপি শেখা ত আপনাদের আনন্দের বিষয় হওয়া উচিত। উদাহরণস্বরূপ বলি, সেখ আবদুল্লা সাহেব আজ বৈকালে আমাকে জানাইয়াছেন যে, কাশ্মীর জেলখানায় সহজেই তিনি উর্দু ও নাগরী লিপি শিখিয়া লইয়াছেন। সেখ সাহেব যাহা পারিয়াছেন অন্যান্য জাতীয়তাবাদীরা তাহা নিশ্চয় সহজেই পারিবেন।" ১৭৬

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ১৯-১০-৪৭

প্রার্থনার শেষে গান্ধীজী জানাইয়া দেন যে, দিন ছোট হইতেছে বলিয়া সন্ধ্যা ছয়টায় প্রার্থনা-সভা আরম্ভ করায় লোকের ফিরিতে দেরি হইতেছে। সেই জন্য সোমবার হইতে সান্ধ্য প্রার্থনার সময় ছয়টার বদলে সাড়ে পাঁচটা করা হইল। ১৭৭

ইহা কি স্বরাজ?

সান্ধ্য ভজনটি সম্পর্কে গান্ধীজী বলেন, "ইহার সহিত মর্মস্পর্শী স্মৃতি জড়িত আছে। 'ভজনাবলী'র প্রায় সকল ভজনের এক একটা ইতিহাস আছে। আশ্রমবাসী পণ্ডিত খারে সঙ্গীতজ্ঞ ও ভক্ত ছিলেন। তিনি ভজনগুলি সংগ্রহ করেন। কাকাসাহেব তাঁহাকে সাহায্য করেন। আজিকার এই বিশেষ ভজনটি সবরমতি আশ্রমের ম্যানেজার ৺মগনলাল গান্ধী প্রায়ই গান করিতেন। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার সঙ্গে ছিলেন এবং জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার গলার স্বর ভাল ছিল, শরীরও শক্ত ছিল। ভারতে ফিরিবার পর তাঁহার সে শরীর খারাপ হইয়া যায়। তাঁহার ঘাড়ে যে কাজের বোঝা চাপিয়াছিল একজনের পক্ষে তাহা খুবই ভারি। সংগঠন ও স্বরাজের বাণী লক্ষ লক্ষ লোকের কাছে বহিয়া লইয়া যাওয়া সোজা কাজ নয়। মগনলাল প্রায়ই এই ভজনটি মর্মস্পর্শী আকুলতার সহিত গান করিতেন। ঈশ্বরকে মুখোমুখি দেখিতে না পাওয়ার যে বেদনা, কবি ভজনটিতে তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। প্রতীক্ষার রাত্রিটিকে কবির এক যুগ বলিয়া মনে হইতেছে। মগনলালের ঈশ্বর ছিলেন তাঁর ধ্যানের স্বরাজ অর্থাৎ ভগবানের রাজ-প্রতিষ্ঠা। মগনলালের ধ্যানের

স্বরাজ এখনও বহু দূরে। কেবলমাত্র সংগঠনের দ্বারাই তাহার পত্তন হইতে পারে। দেশের লোকের কাছে তখন সংগঠনের যে কার্যক্রম স্থাপন করা হইয়াছিল, তাহা যদি তাহারা পালন করিত তবে আজ যে সকল দৃশ্য দেখিতেছি তাহা আর দেখিতে হইত না। বলা হয়, গত ১৫ই আগষ্ট স্বরাজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আমি কিন্তু ইহাকে স্বরাজ বলিতে পারি না। স্বরাজ হইলে ভাই ভাইয়ের গলা কাটিতে পারিত না। স্বাধীন ভারত সকলের সঙ্গে বন্ধুভাবে থাকিতে আগ্রহান্বিত। স্বাধীন ভারত চাহিয়াছে দুনিয়ায় তাহার কেহ শত্রু থাকিবে না। কিন্তু হায়! আজ তাহার সন্তানেরা, একদিকে হিন্দু শিখ আর অন্যদিকে মুসলমান, পরস্পর পরস্পরের রক্তপানের জন্য লালায়িত হইয়াছে। ১৭৮

"আমি যে আজ এই সকল কথা বলিতেছি তাহার কারণ আপনাদের আজ আমি বুঝাইয়া দিতে চাই যে, ধ্যানের স্বরাজকে পাইতে হইলে ৺মগনলাল গান্ধীর মত স্বরাজের জন্য সর্বদা আপনাদের উন্মুখ হইয়া থাকিতে হইবে। ভগবান অরূপ, কিন্তু মানুষ তাঁহাকে নানা রূপে কল্পনা করিয়াছে। রামরাজ্যের রূপে ঈশ্বরকে দেখিতে হইলে প্রথম প্রয়োজন নিজের অন্তরে দৃষ্টিপাত করা। নিজের দোষকে হাজার গুণ বড় করিয়া দেখিতে হইবে, প্রতিবেশীর দোষের দিকে চাহিবে না। সত্যকার উন্নতির ইহাই একমাত্র পথ। আজ আমাদের পতন হইয়াছে। হিন্দু ও শিখকে মুসলমান শত্রু মনে করিতেছে, মুসলমানকেও হিন্দু ও শিখ শত্রু বলিয়া ভাবিতেছে। পরস্পরের ধর্মের প্রতি তাহাদের কাহারও শ্রদ্ধা নাই। মন্দির ধ্বংস করিয়া মসজিদে পরিণত করা হইতেছে, আবার মসজিদ ধ্বংস করিয়া মন্দিরে পরিণত করা হইতেছে। ব্যাপার শোচনীয়। ইহাতে উভয় ধর্মই বিনাশের দিকে না যাইয়া পারে না। ১৭৯

একমাত্র পথ

"কেমন করিয়া এই আগুন নিভান যায়? ইহার একমাত্র যে উপায় আছে তাহার কথা আমি বলিয়াছি। অন্যে কি করিতেছে বা না করিতেছে সে দিকে মন না দিয়া, আপনাদের আচরণ যাহাতে অনিন্দনীয় হয় তাহাই করুন। পাকিস্থানে হিন্দু ও শিখদের দুর্গতি সম্বন্ধে আমি অজ্ঞ নহি। কিন্তু তাহা জানিয়াও আমি সে দিকে দৃষ্টি রুদ্ধ করিয়া রাখিলাম। নহিলে আমি পাগল হইয়া যাইব, আমি আর ভারতের সেবা করিতে সমর্থ হইব না। ভারত ইউনিয়নের মুসলমানদের আপনারা নিজের ভাই বলিয়া মনে করুন। দিল্লীতে না কি শান্তি আছে। কিন্তু তাহাতে আমি বিন্দুমাত্র সান্ত্বনা পাইতেছি না। পুলিশ ও সেনাবাহিনী আছে বলিয়াই এই শান্তি রহিয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর পরস্পরকে দেখিতে পারে না। এখনও পরস্পরের হৃদয় পরস্পরের প্রতি বিমুখ হইয়া আছে। আমি জানি না আজিকার এই সভায় কোন মুসলমান হাজির

আছেন কি না। যদি কেহ থাকেন তবে তিনি নিশ্চিন্তচিত্তে আছেন কি না তাও আমি জানি না। আগের দিন সেখ আবদুল্লা সাহেব ও কয়েকজন মুসলমান বন্ধু প্রার্থনাসভায় উপস্থিত ছিলেন। কিদ্‌ওয়াই সাহেবের বিধবা ভ্রাতৃবধূও সভায় উপস্থিত ছিলেন। কিদ্‌ওয়াই সাহেবের ভাই বিনা দোষে এবং উত্তেজনার কোন কারণ না থাকা সত্ত্বেও মুশৌরিতে নিহত হইয়াছেন। প্রার্থনা-সভায় তাঁহারা উপস্থিত ছিলেন বলিয়া আমি উদ্বেগ বোধ করিতেছিলাম। উদ্বেগ আদৌ তাঁহাদের প্রাণের জন্য নয়। এটুকু বিশ্বাস আমার ছিল যে, আমার সামনে কেহ তাঁহাদের অনিষ্ট করিতে পারিবে না। কিন্তু কেহ তাঁহাদের অসম্মান করিবে কি না সে বিষয়ে আমি এতটা নিশ্চিন্ত ছিলাম না। কোন রকমে তাঁহাদের অসম্মান হইলে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাইত। মুসলমান ভাইদের জন্য এরূপ ভয় কেন হইবে? আপনারা এখানে যেমন নিরাপদ, আপনাদের মধ্যে তাঁহাদেরও সেইরূপ নিরাপদ বোধ করা উচিত। নিজেদের দোষ বড় করিয়া ও প্রতিবেশীদের দোষ ছোট করিয়া দেখিবার কৌশল না শিখিলে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে না। ভারতবর্ষ এশিয়া, আফ্রিকা ও এমন কি সারা দুনিয়ার আশাভরসাস্থল। সেইজন্য সকলেই ভারতের দিকে চাহিয়া আছে। ভারতকে যদি এই আশা সফল করিতে হয়, তবে এই ভ্রাতৃহত্যা বন্ধ করিতে হইবে। এবং সকল ভারতবাসীকে ভাইবন্ধুর মত বাস করিতে হইবে। এরূপ সুখশান্তি আনিতে হইলে সকলের আগে হৃদয় নির্মল হওয়া দরকার।" ১৮০

বিরলা ভবন,নয়া দিল্লী, ২০-১০-৪৭

ইহাই কি শেষ অপরাধ?

"প্রার্থনার পর গত কাল রাত্রে রাজকুমারী অমৃত কওর আমাকে সংবাদ দেন যে, একজন মুসলমান হেল্‌থ্‌ অফিসার নিজ কর্তব্য সম্পাদনকালে নিহত হইয়াছেন। তিনি ধর্মভীরু ভাল লোক ছিলেন। তাঁহার বিধবা স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা আছে। তাঁহার স্ত্রী দুঃখে পাগলের মত হইয়া বলিতেছিলেন 'আমাদের অভিভাবক ও অন্নদাতাই যখন নৃশংসভাবে নিহত হইলেন তখন তিনি যেভাবে নিহত হইয়াছেন আমাদেরও সেইভাবেই নিহত করা হউক।' ১৮১

"কাল সন্ধ্যায় আমি আপনাদিগকে বলিয়াছিলাম যে, বাহির হইতে শান্ত মনে হইলেও দিল্লীর অবস্থা বেশ ভাল নয়। বাহ্যতঃ দিল্লী স্থির মনে হইলেও যতদিন এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিতে থাকিবে ততদিন আমাদের আনন্দ করিবার কিছু নাই। ভারতবর্ষের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড আরউইন, অধুনা লর্ড হ্যালিফ্যাক্স,

তাঁহার কার্যকালে এইরূপ বাহ্য শান্তিকে একবার শ্মশানের শান্তি বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। এই শান্তি কি সেই শান্তিরই অনুরূপ? ১৮২

"রাজকুমারী একথাও আমাকে বলেন যে, কোরাণবিধি অনুযায়ী অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানের জন্য জন কয়েক মুসলমান বন্ধুকে একত্র করিতেও বেগ পাইতে হইয়াছিল। ১৮৩

"এই ঘটনার কথা শুনিয়া আমি নিতান্ত মর্মাহত হইয়াছি। অনুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই ইহাতে মর্মাহত হইবেন। দিল্লীর এইরূপই অবস্থা কি হইবে? সংখ্যালঘিষ্ঠরা যত শক্তিমানই হউক, তাহাদের ভয়ে ভীত হওয়া সংখ্যাগরিষ্ঠদের পক্ষে কাপুরুষতা ছাড়া আর কিছুই নহে। ১৮৪

"আশা করি পুলিশ হত্যাকারীদের ধরিয়া সমুচিত শাস্তিবিধান করিবে। এই ব্যাপার ত শোচনীয়। কিন্তু ইহা যদি পুনরায় ঘটে, তবে আমার আর বিশেষ কিছু বলিবার নাই। কিন্তু আমার মনে হয়, ইহা ঘটনার গতি নির্দেশ করিতেছে। ইহাতে যেন দিল্লীবাসীদের চৈতন্যের উদয় হয়। ১৮৫

আরও কম্বল পাওয়া গিয়াছে

"কম্বলের জন্য ক্রমাগত টাকা পাইতেছি। যাঁহারা টাকা দিতেছেন তাঁহাদের ধন্যবাদ জানাইতেছি। সম্প্রদায়বিশেষের লোককে কম্বল দিতে হইবে এরূপ সর্তে কোন দাতা কম্বল দান করেন নাই। ইহা শুভ লক্ষণ। ১৮৬

একখানা খোলা চিঠি

"দুঃখের সহিত আর একটি বিভীষিকার—অবশ্য উহা যদি বিভীষিকা হয়—কথা আপনাদিগকে আমি বলিতেছি। 'সংশ্লিষ্ট লোকদের প্রতি' শীর্ষক একখানা খোলা চিঠিতে জনৈক বৃটেনবাসী লিখিতেছেন ঃ

'বিপদসঙ্কুল কোন এলাকার এক নির্জন স্থানে আমরা কিছু লোক বাস করিতেছি। আমরা খাঁটি বৃটিশ। ব্যক্তিগত ক্ষতি স্বীকার করিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া আমরা এদেশের লোকের সেবায় নিযুক্ত আছি। ···দেখিতেছি সম্প্রতি গোপনে একটা কথা প্রচার করা হইয়াছে যে, আজও ভারতে যে সব ইংরেজ পড়িয়া আছে তাহাদের হত্যা করা হইবে। রাষ্ট্রের অনুগত সকল লোকের ধনপ্রাণ রক্ষা করা হইবে বলিয়া পণ্ডিত নেহেরু যে আশ্বাস দিয়াছেন সংবাদপত্রে তাহা আমি পড়িয়াছি। কিন্তু যে সব লোক কোন ক্ষুদ্র গ্রামে বাস করে তাহাদের রক্ষার কোন উপায় নাই বলিলেই হয়। আমাদের রক্ষার ত কোন পথই নাই। স্বভাবতই তাহা অসম্ভব'। ১৮৭

"চিঠিতে এমন আরও সব কথা আছে যাহা উদ্ধৃত করা যাইত। যতটুকু

উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা হইতেই আপনারা গুপ্ত বিপদের আভাস পাইতেছেন। হইতে পারে ইহা অহেতুক ভয় মাত্র, তাহার বেশি কিছু নয়। ইহাও হইতে পারে যে, গোপনে ঐরূপ কোন কথা প্রচার করা হয় নাই। কিন্তু বিপদের সম্ভাবনাকে উপেক্ষা না করাই বুদ্ধিমানের কাজ। ভরসা করি, লেখক যে ভয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা সর্বৈব অমূলক। ১৮৮

"নির্জন স্থানে যাহারা আছে, কর্তৃপক্ষের রক্ষার আশ্বাস তাহাদের পক্ষে বৃথা হইবে—লেখকের এই কথা আমি স্বীকার করি। সৈনিক ও পুলিশ-বাহিনী যতই কর্মতৎপর হউক, এরূপ অবস্থায় লোকের ধনপ্রাণ রক্ষা করা যাইতে পারে না। আর সৈনিক ও পুলিশবাহিনী যে বর্তমানে কর্মতৎপর নহে একথা স্বীকার করিতেই হইবে। রক্ষার শক্তি প্রথমতঃ অন্তর হইতে অর্থাৎ ভগবানে অচল বিশ্বাস হইতে আসা চাই। দ্বিতীয়তঃ ইহার জন্য প্রতিবেশীর শুভবুদ্ধিও থাকা চাই। ভগবান রক্ষা করিবেন, প্রতিবেশীর হাতে ধনপ্রাণ বিপন্ন হইবে না, এই বিশ্বাস যদি অন্তরে না থাকে তবে প্রতিকূল ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া যাওয়াই সবচেয়ে ভাল ও নিরাপদ। তবে ব্যাপার এত দূর গড়ায় নাই। ভারতের বিশ্বস্ত সেবক হিসাবে যে সকল ইংরেজ এখানে থাকিতে চাহে তাহাদের প্রতি আমাদের সবিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে। তাহাদের যেন আমরা কোনপ্রকারে অপমান বা হতাদর না করি। স্বাধীন ও আত্মসম্মান শীল জাতি হিসাবে পরিগণিত হইতে চাহিলে, সংবাদপত্র ও জন-প্রতিষ্ঠানগুলিকে এই বিষয়ে তথা অন্য বহু বিষয়ে খুব সাবধানতার সহিত চলিতে হইবে। সংখ্যায় ও প্রতিষ্ঠায় অতি নগণ্য প্রতিবেশীর প্রতিও যদি সম্মানজনক ব্যবহার না করি, তাহা হইলে আত্মসম্মানসম্পর্কে আমাদের এই দাবি ভূয়া প্রতিপন্ন হইবে।" ১৮৯

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ২১-১০-৪৭

আরও একটি অপরাধ

প্রার্থনান্তিক ভাষণে গান্ধীজী বলিলেন,

"আর একটি শোচনীয় ঘটনার কথা আমার কানে আসিয়াছে। হত্যাটী সাম্প্রদায়িক কারণে নহে। নিহত ব্যক্তি ছিলেন এক হিন্দু রাজকর্মচারী। নির্দেশমত কাজ করিতে অসম্মত হওয়ায় জনৈক সৈনিক তাঁহাকে গুলি করিয়া মারিয়াছে। অতি সামান্য অজুহাতে বন্দুক ব্যবহারের এই প্রবৃত্তি ভয়ানক অশুভ লক্ষণ। পৃথিবীতে এমন সব বর্বর লোক আছে, যাহাদের কাছে মনুষ্যজীবনের কোন মূল্যই নাই। পশুপক্ষী হত্যার মতই তাহারা মানুষ মারিয়া থাকে। স্বাধীন ভারত কি সেই পর্যায়ে পড়িবে? জীবনদানের শক্তি মানুষের নাই।

সুতরাং জীবননাশের অধিকারও তাহার নাই। তথাপি মুসলমানেরা হিন্দু ও শিখদের এবং হিন্দু ও শিখেরা মুসলমানদের হত্যা করিয়াছে। এই নৃশংস খেলার যখন শেষ হইবে, তখন এই রক্তলোলুপতার ফলে মুসলমান মুসলমানকেই এবং হিন্দু ও শিখ, হিন্দু ও শিখকেই হত্যা করিতে থাকিবে। আমি আশা করি আমাদের বর্বরতা ততদূর পৌছিবে না। কিন্তু সময় থাকিতে উভয় রাষ্ট্র একযোগে অন্যায় আচরণ বন্ধ না করিলে আমাদের সেই দশাই হইবে। ১৯০

আইনে হস্তক্ষেপ করা চলিবে না

"আর একটি কথা আপনাদের বলিতেছি। কোন কোন স্থানে দাঙ্গাহাঙ্গামায় লিপ্ত বলিয়া সরকার কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। পুরানো আমলে লোকে রাজপ্রতিনিধির কাছে জীবন ভিক্ষা করিত। আর রাজপ্রতিনিধি নির্দিষ্ট বিধি অনুসারে—সেই বিধি যতই ত্রুটিপূর্ণ হউক—আবেদন গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করিতেন। এখন লোকে মন্ত্রীদের কাছে আবেদন করিয়া থাকে। মন্ত্রীরা কি কেবল নিজেদের ইচ্ছামত কাজ করিতে পারে? আমি বলি সেই ক্ষমতা তাহাদের নাই। মন্ত্রীরা কখনই খেয়ালবশে কাজ করিতে পারে না। আইন নিজের পথ লইবে—মন্ত্রীরা সে পথ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য। সমুচিত সতর্কতা অবলম্বন করিয়া রাষ্ট্রকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে জীবন ভিক্ষা দিতে হয়। অভিযোগকারী যদি অভিযোগ প্রত্যাহার করিয়া আদালতে কয়েদীর মুক্তি চায় তবেই কেবল মামলা প্রত্যাহার করা যাইতে পারে। জঘন্য অপরাধে যাহারা অপরাধী তাহাদের এত সহজে অব্যাহতি দেওয়া যায় না। এই সব স্থলে অভিযোগকারী অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য না দিলেই যথেষ্ট হইবে না। অভিযুক্তকে নিজ অপরাধ স্বীকার করিয়া করুণা ভিক্ষা করিতে হইবে। আর অভিযোগকারী যদি অন্তরের সহিত তাহাতে সায় দেয়, তবেই কেবল মুক্তিদান করা সম্ভব হইতে পারে। আমি এই কথাই আপনাদের কাছে স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাই যে, নিকটতম আত্মীয়বন্ধুর জন্যও আদালতের কার্যবিধিতে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার কোন মন্ত্রীর নাই। লোকে যাহাতে অল্প খরচে ও দ্রুত ন্যায়বিচার পায় এবং শাসনকার্যে যাহাতে বিশুদ্ধি রক্ষিত হয়, গণতন্ত্রের সেই ব্যবস্থা করা উচিত। আদালতের কাজ যদি মন্ত্রীরা করে বা আদালতের রায় নিজ প্রভাব বলে রদবদল করিবার সাহস যদি তাহারা পায়, তবে বুঝিতে হইবে গণতন্ত্র ও আইনের অবসান হইয়াছে। ১৯১

"কোন বন্ধু আমাকে সাবধান করিয়া দিলেন যে, এখন আমার পনর মিনিটের বেশি বলা চলিবে না, কারণ আমার ভাষণ বেতার যন্ত্রে

ধৃত ও পরিবেশিত হইতেছে। আমাকে সতর্ক করিয়া দিয়া তিনি ঠিক কাজই করিয়াছেন। তাই আর কিছু আমি বলিব না এবং ভবিষ্যতে এই নিয়ম মানিয়া চলিব। ১৯২

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ২২-১০-৪৭

প্রার্থনার পর গান্ধীজী বলিলেন, "এখনও আমি কম্বল ও কম্বলের জন্য টাকা পাইতেছি। এই দানের মূলে যে উদারভাব আছে তাহা লক্ষ্য করিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। ১৯৩

উর্দু দৈনিক হইতে এক অনুচ্ছেদ

"বৈকালে এক বন্ধু একখানি উর্দু দৈনিক হইতে খানিকটা পড়িয়া শুনান। আমি কচিৎ কখনও উর্দু সংবাদপত্র পড়িয়াছি। উর্দু আমি জানি, কিন্তু ঠিক স্বচ্ছন্দে পড়িতে পারি না। বন্ধুরা সময় সময় উর্দু সংবাদপত্র হইতে অংশ-বিশেষ আমাকে পড়িয়া শুনান। আজ বৈকালে উর্দু সংবাদপত্র হইতে যে অংশ আমাকে পড়িয়া শুনান হইয়াছে, তাহাতে উক্ত পত্রের সম্পাদক অন্যান্য উত্তেজক মন্তব্যের মধ্যে এই কথাও বলিয়াছেন যে, ভারত যুক্তরাষ্ট্র হইতে হিন্দুরা মুসলমানদিগকে তাড়াইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। অতএব, হয় মুসলমানদের তথা হইতে সরিয়া পড়িতে হইবে, নয়ত জীবন দিতে হইবে। আমি আশা করি ইহাতে শুধু ঐ সম্পাদকের মতই প্রতিফলিত হইয়াছে। জন-সাধারণের বেশ একটা অংশ যদি এই মনোভাব পোষণ করে, তবে মহা লজ্জার কথা। এমন কি ভারতবর্ষের অস্তিত্ব সম্পর্কে তাহা দুশ্চিন্তার কারণ হইবে। গতকল্য আপনাদিগকে আমি এইরূপ মারাত্মক নীতির পরিণতির কথা বলিয়াছি। ইহার ফলে যে হিন্দু ও শিখেরা শেষ পর্যন্ত হিন্দু ও শিখদেরই হত্যা করিতে থাকিবে। এক বন্ধুর কাছে শুনিলাম, এরূপ কাণ্ড সুরু হইয়াছে। সংবাদপত্র আজকাল লোকের কাছে গীতা, বাইবেল ও কোরাণের স্থান অধিকার করিয়াছে। সংবাদপত্রে যাহা প্রকাশিত হয়, লোকে তাহা বেদবাক্য বলিয়া গ্রহণ করে। এইজন্য সংবাদপত্রের সম্পাদক ও সংবাদদাতাদের দায়িত্ব খুব বাড়িয়া গিয়াছে। আজ বিকালে যে ধরণের কথা আমাকে পড়িয়া শুনান হইয়াছে তাহা কখনই প্রকাশিত হইতে দেওয়া উচিত নয়। ঐরূপ সংবাদপত্র বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। ১৯৪

দেশীয় রাজন্যবর্গ কোন্ পথে ?

"দেশীয় রাজ্যসমূহে যে বিশৃঙ্খলা চলিতেছে সে কথা অপর এক বন্ধু আমাকে বলিয়াছেন। ঐ সকল রাজ্যের উপর ইংরেজ কতকটা কর্তৃত্ব করিত।

সার্বভৌমত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সেই কর্তৃত্বের অবসান ঘটিয়াছে। এখন সেই কর্তৃত্ব সর্দারের হাতে আসিয়াছে, কিন্তু বৃটিশ সঙ্গীনের শক্তি ত সর্দারের সহায় নয়। সত্য বটে অধিকাংশ দেশীয় রাজা ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা যে কেন্দ্রীয় সরকারের বাধ্য সেকথা মনে করেন না। তাঁহাদের অনেকে মনে করিতেছেন, বৃটিশ সার্বভৌমত্বের অবসান হওয়ায় প্রজাদের সহিত খুশিমত ব্যবহার করিবার অধিকতর সুবিধা তাঁহাদের হইয়াছে। আমি নিজে একটি দেশীয় রাজ্যের লোক। দেশীয় রাজন্যবর্গের আমি মিত্র। বন্ধুভাবে আমি তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছি—তাঁহাদের বাঁচিবার একমাত্র উপায় হইল প্রজাদের ন্যাসরক্ষক হইয়া থাকা। স্বেচ্ছাচারী শাসক হইলে তাঁহারা বাঁচিবেন না। আর প্রজাদের সমূলে উচ্ছেদ করাও তাঁহাদের সাধ্য নয়। ভারতবর্ষের ভাগ্যে যাহাই থাক্, দেশীয় রাজন্যবর্গের কেহ যদি স্বেচ্ছাচারী শাসক হইয়া থাকিবার স্বপ্ন দেখেন তবে তাঁহারা বড় ভুল করিবেন। প্রজার শুভেচ্ছা পাইলেই তাঁহারা বাঁচিতে পারেন। ভারতের অসংখ্য লোক প্রবল বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে লড়িয়াছে এবং স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে। কিন্তু আজ যেন তাহাদের মতিভ্রম ঘটিয়াছে। রাজন্যবর্গেরও যেন এই মতিভ্রম না ঘটে। স্বেচ্ছাচারিতা, লাম্পট্য ও পানাসক্তি তাঁহাদের নিশ্চিত সর্বনাশের পথে লইয়া যাইবে।" ১৯৫

দশ্‌হেরা ও বকর ইদ্

আসন্ন দশ্‌হেরা ও বকর ইদ পর্বের উল্লেখ করিয়া গান্ধীজী বলিলেন, "সকলেই উদ্বিগ্ন। ভারত যুক্তরাষ্ট্রে যদি গোলযোগ উপস্থিত হয়, তবে হিন্দুদের দ্বারাই তাহা সুরু হইবে। দশ্‌হেরা উৎসবের আদি কথা আমি আপনাদিগকে মনে করিতে বলি। রাম রাবণকে হারাইয়া বিজয়লাভ করিয়াছিলেন সেই কথাই এই উৎসবে আমরা স্মরণ করি। সর্বব্যাপিনী শক্তির আরাধনাই হইল দুর্গাপূজা। ঐ দশদিনের অন্তে রামের সহিত ভরতের মিলন হইয়াছিল। শিথিলতা নহে, আত্ম-সংযমই হইল এই উৎসবের তাৎপর্য। উৎসবের নয়দিন উপবাস ও প্রার্থনায় কাটাইতে হয়। আমার মা এই নয় দিন উপবাসে থাকিতেন। তাঁহার সন্তান আমরা—আমাদেরও যথাসাধ্য সংযম অভ্যাস করিতে শিখান হইত। এই পবিত্র পর্বের দিনে কি আমরা ভ্রাতৃবধ ও ভ্রাতৃ-নিপীড়ন করিব? যুক্তরাষ্ট্রের মুসল-মানেরা জানে না, কাল তাহাদের ভাগ্যে কি ঘটিবে। জাতীয়তাবাদী মুসলমান-দেরও ঐ অবস্থা। জবরদস্তি ধর্মান্তরের মূল্য দিয়া কি তাহাদের যুক্তরাষ্ট্রে বাঁচিতে হইবে? ইহা অপেক্ষা নিহত হওয়া বরং ভাল। হিন্দু ও শিখদের জবরদস্তি মুসলমান করার আমি নিন্দা করিয়াছি। ভয়ে ধর্মান্তর স্বীকার করা অপেক্ষা তাহাদের মরিয়া যাওয়া শ্রেয়। মুসলমানদের সম্বন্ধেও আমি সেই

কথাই বলি। বস্ত্র-পরিবর্তনের মতই যাহারা ধর্ম পরিবর্তন করিতে পারে, তেমন লোকে কাজ নাই। কোন ধর্মই এইরূপ লোকের দ্বারা লাভবান হয় না। এই তিন উপায়ের কোনটি দ্বারাই হিন্দুধর্ম রক্ষা করা যাইবে না। পরস্পর ভ্রাতৃভাবে থাকাই হইল যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদের পক্ষে একমাত্র সম্মানজনক পন্থা। এই সব পর্বের দিনে আপনারা সকল শত্রুতা, সকল বিদ্বেষ ভুলিয়া যান। তবেই নবোদ্দীপ্ত আত্ম-বিশ্বাস লইয়া আমি পাকিস্থানে যাইতে পারিব। প্রত্যেক হিন্দু ও শিখ তথা প্রত্যেক মুসলমান যতদিন না নিরাপদে স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া আসে ততদিন আমার মনে স্বস্তি নাই।" ১৯৬

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ২৩-১০-৪৭

বন্ধুগৃহবাসী শরণার্থীদের প্রতি

রাওলপিণ্ডি হইতে আগত দুইজন আশ্রয়প্রার্থী গান্ধীজীকে যে চিঠি দিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলিলেন, "তাহারা এই শহরে বন্ধু-গৃহে আছে। তাহারা সব কিছু হারাইয়াছে। তাহারা জানিতে চায় তাহাদের মত লোকের কম্বল বা লেপ পাইবার কোন উপায় আছে কিনা। আমি তাহাদের বলিলাম যে, আশ্রয়কেন্দ্রে যে সব প্রকৃত **নিঃস্ব** শরণার্থী আছে, কম্বল ও লেপ তাহাদের জন্যই। বন্ধুগৃহে যে সকল শরণার্থী আছে তাহাদের ব্যবস্থা বন্ধুদেরই করা কর্তব্য। কিন্তু কষ্টেস্বষ্টে যাহাদের দিন চলে তাহাদের অসুবিধা কত সেকথা আমি বেশ বুঝি। তাহাদের ঘরে যে সব শরণার্থী আছে তাহারা তাহাদের কম্বল দিতে পারে না। এরূপ আশ্রয়প্রার্থীদের যে সহায়তার ব্যবস্থা করা দরকার তাহা ত স্পষ্ট। তবে অসুবিধা এই যে, আসলে নিঃস্ব নহে এমন লোকও দানের কম্বল চাহিবে। যে কেহ চাহিলেই যদি কম্বল দিতে থাকি, তবে চাহিদা মিটান অসম্ভব হইবে। কয়েক জনকে আমি এই আশা করিয়া কম্বল দিয়াছি যে, তাহারা কেহ আমাকে ঠকায় নাই—কম্বল যাহারা চাহিয়াছে তাহাদের বাস্তবিকই অভাব আছে। ১৯৭

"'বিরলা মন্দির' আশ্রয়প্রার্থীতে ভর্তি হইয়া গিয়াছে। বিরলা ভাইরা যত লোককে পারিয়াছে সাহায্য দিবার চেষ্টা করিয়াছে। গোস্বামীজী আশ্রয়প্রার্থীদের সাহায্য করিবার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু সমস্যাটি এত বিপুল যে, তাহার সমুচিত সমাধান করা মুস্কিল। আমার কথা হইল, আসন্নপ্রায় শীতে কোন লোক কম্বল অভাবে কষ্ট না পায় ইহাই আমি চাই। ১৯৮

আরও একটী পাপকার্য

"আর একটি নরহত্যার কথা শুনিয়া আমি দুঃখিত হইয়াছি। গোলমাল

কাটিয়া গিয়াছে মনে করিয়া এক গরীব মুসলমান তাহার চসমার দোকান খুলিতে গিয়া নিহত হইয়াছে। এরূপ ব্যাপার কেন ঘটিবে? পুলিশ ও সৈনিক কোথায় ছিল? দোকানটি ত নির্জন স্থানে ছিল না। প্রতিবেশীদের কেহ ঐ কার্যে বাধা দেয় নাই কেন? একথা আমি বুঝিতে পারি যে, পাকিস্থানে হিন্দু ও শিখেরা যে নিপীড়ন ভোগ করিতেছে তাহার জ্বালায় এখানকার হিন্দু ও শিখেরা জ্বলিতেছে। কিন্তু প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা সংযত করিতে হইবে। ভারত যুক্তরাষ্ট্রের নির্দোষ মুসলমানদের উপর শোধ তুলিয়া তাহারা যেন নিজেদেরই হীন না করে। দিল্লী যেমন হিন্দু ও শিখদের, তেমনই মুসলমানদেরও বটে। ১৯৯

ওয়ার্ধায় কুষ্ঠ-সম্মেলন

"আজ সন্ধ্যায় কিন্তু আমি ভারতবর্ষের কুষ্ঠ-সমস্যার কথাই বলিব ভাবিয়াছি। ভারতবর্ষে বহু লক্ষ কুষ্ঠরোগী আছে। লোকে কুষ্ঠব্যাধি ও কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত লোকদের ঘৃণা করে। দেহের কুষ্ঠরোগে যাহারা ভুগিতেছে, তাহাদের অপেক্ষা মনে যে সব লোক কুচিন্তা পোষণ করে তাহারা হীনতর কুষ্ঠী। অন্য সব রোগে যখন কলঙ্ক নাই, তখন কুষ্ঠ রোগেই বা কলঙ্ক কেন? ২০০

"অতীতে কেবলমাত্র খৃষ্টান পাদ্রীরাই কুষ্ঠরোগীদের সেবা করিয়াছেন। সেবার গৌরব কমবেশি একমাত্র তাঁহাদেরই ছিল। পরে অল্প হইলেও জনকয়েক পরহিতৈষী ভারতবাসী এই সেবাকার্যে ব্রতী হইয়াছেন। কলিকাতায় এরূপ একটি সংস্থা আমি দেখিয়াছি। এরূপ আর একজন পরহিতৈষী ব্যক্তির কথা আমি জানি। তাঁহার নাম মনোহর দিওয়ান। তিনি শ্রীবিনোবার ছাত্র ছিলেন। তাঁহারই প্রেরণায় মনোহর দিওয়ান এই সেবাকার্যে ব্রতী হন। আমি বলি তিনিই যথার্থ মহাত্মা। তিনি ডাক্তার নহেন। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে পড়াশুনা করিয়াছেন। তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টায় ওয়ার্ধার সন্নিকটে একটি কুষ্ঠনিবাস সংস্থাপিত হইয়াছে। আর মহারোগীসেবা-মণ্ডল নামে একটি সংস্থা আছে। ঐ সংস্থা মধ্যপ্রদেশে কুষ্ঠরোগীদের সেবা ও সহায়তার বিধিব্যবস্থা করিয়া থাকে। মহারোগী-সেবা-মণ্ডলের উদ্যোগে এই মাসের ৩০শে ওয়ার্ধায় কুষ্ঠ-সেবকদের এক সম্মেলন আহূত হইয়াছে। স্বর্গত শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর ভক্ত শিষ্য শ্রীজগদীশনের মনে এইরূপ সম্মেলনের কথা প্রথম উদিত হয়। শ্রীজগদীশন নিজে এই রোগে ভুগিয়াছেন। তিনি তাঁহার এই প্রস্তাব কস্তুরবা ন্যাসের চিকিৎসা-উপদেষ্টা-সভার (মেডিকেল এডভিসরি বোর্ডের) নিকট উপস্থাপিত করেন। তাহার ফলেই এই সম্মেলনের আয়োজন করা হইয়াছে। এই সম্মেলন উপলক্ষে ডাক্তার সুশীলা নয়্যর ওয়ার্ধা যাইবেন। রাজকুমারী অমৃত কওর ও ডাক্তার

জীবরাজ মেহতারও যাইবার কথা ছিল, কিন্তু দেশের জরুরী কাজে আটক পড়িয়া তাঁহারা যাইতে পারিতেছেন না। দেশের নানা জরুরী সমস্যার ইহাও একটি। তাই এই সম্মেলনের কথা আপনাদের বলিতেছি। আজ জাতি-গঠনের কাজে আমাদের শক্তি একাগ্রভাবে নিয়োগ করিব না ভ্রাতৃ-হত্যায় সেই শক্তির অপচয় করিতে থাকিব? সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষই হইল জঘন্যতম কুষ্ঠ। এই কুষ্ঠের প্রতি লোকে ঘৃণা ও বিভীষিকায় মুখ ফিরাইয়া লউক। তবেই এই মারাত্মক ব্যাধির হাত হইতে তাহারা অব্যাহতি পাইবে।" ২০১

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ২৪-১০-৪৭

একমাত্র আগ্রহ

"আগামী ২৭শে তারিখে দিল্লীতে এশিয়া শ্রমিক-সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হইবে। কয়েক দিন আগে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, আমি ঐ সম্মেলনের উদ্বোধন করিব। জানি না এই সংবাদ সাংবাদিকদের কে দিল। আমি ইহার কিছুই জানি না। ইহার প্রতিবাদ করিবার জন্য একজন সাংবাদিককে আমি বলিয়াছিলাম। কিন্তু তাহা করা হয় নাই। এই কথাটি আমি বলিতে চাই যে, বর্তমানে আমার সকল শক্তি একটিমাত্র জরুরী সমস্যার সমাধানে নিয়োজিত। অন্য কোন বিষয়ে আমি মন দিতে পারি না। হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, খৃষ্টান ও অপর সকলেই ভারতমাতার একই সন্তান। সকলেই নাগরিকতার তুল্য অধিকারে অধিকারী। প্রথম যৌবন হইতে এই আদর্শ ধরিয়াই আমি চলিতেছি। স্বাধীনতালাভের সঙ্গে সঙ্গে সেই আদর্শ যেন অদৃশ্য হইতে বসিয়াছে। আপনারা এইমাত্র যে ভজন শুনিলেন তাহাতে বলা হইয়াছে—'গুণগান করুক বা দোষারোপ, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না, কারণ সব কিছুই ত ভগবানে অর্পণ করিতে হয়।' আমি এই ভাবেই চলিতে চেষ্টা করিতেছি। লোকের ভাল লাগুক বা না লাগুক, সত্য বলিয়া যাহা বুঝিব তাহা অনুক্ষণ বলিতে থাকিবই।" ২০২

বিশ্বাস জ্বলন্ত থাক

কাল যাহারা ধনী ছিল আজ তাহারা গৃহহীন, আশ্রয়হীন, বস্ত্রহীন, শরণাগত। দুঃখের সহিত এই কথার উল্লেখ করিয়া গান্ধীজী বলিলেন, "আপনাদের অন্তরে যদি জলন্ত বিশ্বাস থাকে, আপনারা যদি সৎপথে চলেন, তাহা হইলে অচিরে ভগবান আপনাদের দুঃখের অবসান করিবেন।" ২০৩

কুষ্ঠ-সমস্যা

তারপর কুষ্ঠ-সমস্যার উল্লেখ করিয়া গান্ধীজী বলিলেন—"গত কল্য আমি

এই সম্বন্ধে বলিয়াছি। শ্রীজগদীশন কুষ্ঠরোগীদের সেবার্থে অনেক কিছু করিতেছেন। তিনি নিজে এই রোগে ভুগিয়াছেন। এক্ষণে রোগমুক্ত হইয়া সুস্থ হইতেছেন। সাধারণতঃ তিনি মাদ্রাজে থাকেন। কুষ্ঠ-সম্মেলনের ব্যবস্থা করিবার জন্য দুই সপ্তাহ পূর্বে তিনি ওয়ার্ধায় আসিয়াছেন। তিনি আমাকে কিছু প্রবন্ধ ও চিঠিপত্র পাঠাইয়াছেন। মাত্র আজ সকালে আমি তাহা পড়িয়াছি। কুঠে বা কুষ্ঠী কথাটি অবজ্ঞা ও ঘৃণা-সূচক। তাই ঐ কথাটির ব্যবহার উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব তিনি করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত লোকদের কুঠে বা কুষ্ঠী না বলিয়া কুষ্ঠরোগী বলা হউক। খোসপাঁচড়া, কলেরা, প্লেগ, এমন কি সাধারণ সর্দি ইত্যাদি আরও অনেক সংক্রামক রোগ আছে। কুষ্ঠ সম্ভবতঃ এই সব রোগ অপেক্ষা অনেক কম ছোঁয়াচে। অন্য সব ছোঁয়াচে রোগে যদি কলঙ্ক না থাকে তবে কুষ্ঠ রোগে কলঙ্ক কেন? আমি ত আপনাদের বলিয়াছি যে, আসল কুষ্ঠ রহিয়াছে পাপ মনে। মানুষকে হেয় জ্ঞান করা, কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায়কে নিন্দা করা ত ব্যাধিগ্রস্ত মনের কাজ। দৈহিক কুষ্ঠ অপেক্ষা ইহা অনেক খারাপ। বস্তুত সমাজে ইহারাই প্রকৃত কুষ্ঠী। নাম বা সংজ্ঞার উপর আমি বিশেষ মূল্য আরোপ করি না। গোলাপ ফুলকে গোলাপ না বলিয়া অন্য কিছু বলিলে তার সুগন্ধ চলিয়া যায় না। ২০৪

"কাল বলিয়াছিলাম, দিল্লীতে জরুরী কাজের জন্য রাজকুমারী অমৃত কওর ও ডাক্তার জীবরাজ মেহতা সম্মেলনে উপস্থিত হইতে পারিবেন না। কিন্তু জানিয়া সুখী হইলাম যে, ডাক্তার জীবরাজ সম্মেলনে উপস্থিত হইতে পারিবেন।" ২০৫

উপসংহারে গান্ধীজী শ্রোতৃবর্গকে বলেন যে, পরের দিন প্রার্থনা জেলের ভিতর হইবে। অতএব শনিবারে তাঁহাদের সহিত তিনি (গান্ধীজী) প্রার্থনায় যুক্ত হইতে পারিবেন না। ২০৬

জেলা জেল, ফিরোজ শা কোটলা, নয়া দিল্লী, ২৫-১০-৪৭

দিল্লী জেলের বন্দীরা

কয়েদীদের জন্য দিল্লী জেলে প্রার্থনা হয়। যাহারা উপস্থিত ছিল তাহাদের সংখ্যা তিন সহস্রের কম নয়। প্রার্থনান্তে গান্ধীজী বলেন—"কয়েদীদের মধ্যে প্রার্থনার অনুষ্ঠান করিতে অনুরুদ্ধ হওয়ায় আমি খুব খুশী হইয়াছি। আমি নিজে ত একজন ঝুনো কয়েদী ছিলাম। দক্ষিণ আফ্রিকায় ও ভারতবর্ষে আমি বহুবার জেল খাটিয়াছি। দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতীয়েরা ছিল। তাহাদের তখন কুলি বলা হইত। আর ছিল কাফ্রি এবং ইউরোপীয়। জেলে ইহাদের

পৃথক পৃথক রাখা হইত। জেলে যখন সত্যাগ্রহী কয়েদীর দল আসিয়া পড়িতে লাগিল তখন ভারতবাসী ও কাফ্রিদের একই জায়গায় রাখা হইল। জেলের নিয়মকানুন খুব কড়া ছিল। রাজনৈতিক ও অপর বন্দীদের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। সকলকেই অপরাধী গণ্য করা হইত। এক হিসাবে তাহাই ঠিক ছিল। কারণ আইন যাহারা ভঙ্গ করে, আইনের দিক হইতে তাহারা সকলেই অপরাধ করে। ২০৭

কয়েদীর শ্রেণীবিভাগ অবাঞ্ছনীয়

"ভারতবর্ষে স্বাধীনতা-সংগ্রাম মহাশক্তিশালী হইয়াছিল। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা ঐ সংগ্রামে যোগ দিয়াছিলেন। ফলে রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক কয়েদীদের মধ্যে যে শুধু পার্থক্য হইয়াছিল তাহা নহে, রাজনৈতিক বন্দীদেরও ক, খ, গ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছিল। এইরূপ বিভাগে আমার আস্থা নাই। আমার বিশ্বাস ছোট বড় সকলেই অন্যায় করিয়া থাকে। তাহাদের কেহ বা ধরা পড়ে ও জেল খাটে, কেহ বা জেল এড়াইয়া যায়। ভারতবর্ষের কোন জেলখানার প্রধান জেলর আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার অধীনে যে সব কয়েদী ছিল তিনি নিজেকে তাহাদের অপেক্ষা বড় অপরাধী বলিয়া মনে করিতেন। আর, সব চেয়ে বড় যে-জেলর উপরে আছেন, তাঁহাকে ঠকাইবার সাধ্য অবশ্য কাহারও নাই। ২০৮

জেল—আরোগ্যশালা

"স্বাধীন ভারতের জেলগুলি কিরূপ হইবে? আমি বহুদিন যাবৎ এই মত পোষণ করি যে, অপরাধীদের রোগী মনে করিতে হইবে ও জেলকে হাসপাতাল ভাবিতে হইবে। তথায় ঐ শ্রেণীর রোগীদের চিকিৎসা ও আরোগ্যের জন্য আনিতে হইবে। সখ করিয়া কেহ অপরাধ করে না। অপরাধ রুগ্ন মনের পরিচায়ক। ব্যাধির নিদান নির্ণয় করিয়া তাহা দূর করিতে হইবে। জেলগুলি যখন আরোগ্যশালায় পরিণত হইবে তখন আর প্রাসাদতুল্য ইমারতের প্রয়োজন থাকিবে না। জেলের জন্য ইমারত তৈয়ার করা কোন দেশেরই পোষায় না, ভারতবর্ষের মত দরিদ্র দেশের ত নয়ই। কিন্তু জেল-কর্মচারীদের দৃষ্টিভঙ্গি হাসপাতালের ডাক্তার ও শুশ্রূষাকারিণীদের মত হওয়া চাই। কয়েদীদের বুঝিতে পারা চাই যে কর্মচারীরা তাহাদের বন্ধু। কয়েদীরা যাহাতে মানসিক স্বাস্থ্য ফিরিয়া পায় তাঁহারা সেইজন্যই আছেন—তাহাদের কোন প্রকার কষ্ট দিবার জন্য নহে। লোকায়ত্ত সরকার ইহার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিবেন। কিন্তু ইত্যবসরে জেল কর্মচারীরা নিজেরাই জেলের পরিচালন-ব্যবস্থা সৌহার্দ্যপূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য অনেক কিছু করিতে পারেন। কয়েদীদেরই বা কর্তব্য কি? ২০৯

কয়েদীদের কর্তব্য

"ভূতপূর্ব কয়েদী হিসাবে আমি আমার সহ-কয়েদীদের আদর্শ কয়েদীর মত আচরণ করিতে পরামর্শ দিতেছি। জেলের নিয়ম ভঙ্গ হয় এমন কোন কাজ আপনারা করিবেন না। আপনাদের যে কাজ করিতে দেওয়া হইবে তাহা মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়া করিবেন। উদাহরণ স্বরূপ বলি, কয়েদীরা নিজের রান্না নিজেরাই করিয়া থাকেন। চাউল, ডাল অথবা অন্য যে খাদ্যশস্যই তাঁহাদের দেওয়া হউক, তাহা এমন ভাবে ঝাড়িয়া বাছিয়া লইবেন যে, তাহাতে যেন কাঁকর বা পোকামাকড় না থাকে। কয়েদীদের যে সব অভিযোগ থাকে তাহা আপনারা শোভনভাবে কর্তৃপক্ষের গোচর করিবেন। আপন ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে আপনারা এরূপ ভাবে চলিবেন যে, জেলে প্রবেশের সময়ে আপনারা যেরূপ ছিলেন, জেল হইতে বাহির হইবার সময় তাহা অপেক্ষা ভাল হইয়া যাইবেন। ২১০

"শুনিলাম আপনাদের মধ্যে হিন্দু, শিখ ও মুসলমান আছে। সাম্প্রদায়িকতার বিষ যেন আপনাদের মধ্যে প্রবেশ না করে। ভাইবন্ধুর মত যেন আপনারা সকলে একত্র থাকেন। তাহা হইলে বাহিরে যখন যাইবেন তখন আপনারা বাহিরের উন্মত্ততা শান্ত করিতে পারিবেন। মুসলমান কয়েদীদের আমি ইদ্ মোবারক জ্ঞাপন করিতেছি। আশা করি অমুসলমান কয়েদীরাও মুসলমান কয়েদীদের প্রতি আমার মত ইদ্ মোবারক জানাইবেন।" ২১১

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ২৬-১০-৪৭

দশ্‌হেরার শিক্ষা

"শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কোন ব্যক্তি আমাকে পত্রে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, আমার অনুচরেরা দশ্‌হেরার দিনে বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া রাম রাবণের কুশপুত্তলিকা দাহ করিতেছেন—এই পর্বের অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন। ইহাতে ত প্রতিহিংসারই প্রোৎসাহন রহিয়াছে। এমতাবস্থায় প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসাকে অন্যায় বলার কোন অর্থ হয় কি? তাঁহার এই প্রশ্নে দুইটি ভুল আছে। আমি ত জানি না, আমি ছাড়া আমার আর অনুচর কে আছে। আর অনুষ্ঠানের ব্যাখ্যাও সম্পূর্ণ ভুল হইয়াছে। ইহাতে প্রতিহিংসায় উৎসাহ ত নাই-ই, পক্ষান্তরে এক মাত্র ভগবানই—হিন্দু ধর্মে যাঁহাকে রাম বলা হইয়াছে—যে প্রতিহিংসা লইতে পারেন, এই চিত্রে তাহা আঁকিয়া লোককে প্রতিহিংসা হইতে নিরস্ত করার প্রয়াস রহিয়াছে। একমাত্র ভগবানই লোকের মন নির্ভুল করিয়া বুঝিতে পারেন। অতএব রাবণ যে কে তাহা তিনিই জানেন। প্রত্যেক

লোকই যদি জোর করিয়া বলে আমিই রাম, তবে রাবণ ত কেহ থাকে না। অথচ মানুষ ত দোষত্রুটিতে পূর্ণ, সুতরাং তাহারই মত অসম্পূর্ণ অপর মানুষের বিচার করা তাহার সাজে না। হিন্দু মুসলমানকে, আর মুসলমান হিন্দুকে মারিবে, ইহা অমানুষের কাজ। ইহা অধর্ম। এই পথে হিন্দু ধর্ম ও ইসলাম ধ্বংস হইবে। অতএব সনাতনী হিন্দু হিসাবে আমি শুধু হিন্দুদের নহে, পরন্তু মুসলমান ও অপর ধর্মাবলম্বীদের পক্ষেও কথা বলিতে পাইয়া আনন্দবোধ করিতেছি। ২১২

কাশ্মীরের ঘটনাবলী

"কাশ্মীরের ঘটনা আমি জানি কি না এই প্রশ্ন আপনারা করিতে পারেন। সংবাদ পত্রে যাহা বাহির হইয়াছে তাহা ত আমি অবশ্যই জানি। সংবাদপত্রের খবর যদি সত্য হয় তবে কাশ্মীরে যাহা ঘটিয়াছে তাহা নিশ্চয়ই খারাপ। পাকিস্থান সরকার কাশ্মীরকে জোর করিয়া পাকিস্থানভুক্ত করিতে চাহে এই অভিযোগ করা হইতেছে। কাশ্মীর তথা হায়দরাবাদ, এমন কি ক্ষুদ্র জুনাগড় বা অন্য কোন দেশীয় রাজ্যকে কেহ জোর করিয়া ভারত যুক্তরাষ্ট্র বা পাকিস্থানের সহিত যুক্ত করিতে পারে না। তবে এই সমস্যার সমাধান কি? আমি সবিনয়ে রাজা মহারাজাদের বলি যে, তাঁহারা নিজ নিজ রাজ্যের প্রকৃত শাসক নহেন। বর্তমান রাজন্যবর্গ ত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি। সেই বৃটিশ রাজশক্তি ভারত ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। জনগণই এখন দেশীয় রাজ্যগুলির প্রকৃত শাসক। এখন তাহাদেরই ইচ্ছা প্রাধান্যলাভ করিবে। রাজা মহারাজারা কেবল তাহাদের অছি হইয়া থাকিবেন। কাশ্মীরের লোকেরাই স্থির করিবে তাহারা কোন ডমিনিয়নে যোগ দিতে চাহে—তাহাতে ভিতর বা বাহিরের কোন জবরদস্তি থাকিবে না। সকল রাজ্যের লোকের সম্বন্ধেই এই নিয়ম খাটিবে। ২১৩

কলিকাতায় শান্তি বজায় আছে

"কলিকাতা হইতে তারযোগে খবর পাইয়াছি যে তথায় দশহেরা ও ইদ খুব শান্তিতে সম্পন্ন হইয়াছে। আমার কলিকাতায় অবস্থানকালে একটি শান্তিসেনাদল গঠিত হইয়াছিল। তারের খবরে বলা হইয়াছে যে, শান্তি রক্ষার জন্য শান্তিসেনারা কঠোর পরিশ্রম করিতেছে। তাহাদের কিছু সংখ্যক সভ্য পূর্ব বঙ্গেও গিয়াছে। সেখানেও দশহেরা ও ইদ নির্বিঘ্নে নিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। দিল্লী ও অন্য স্থানের লোকেরা কলিকাতার অনুসরণ করিবে না কেন? আজ কয়েকজন মুসলমান আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। আমি সকলেরই বন্ধু। তাই সকল সম্প্রদায়ের লোকই আমার

কাছে আসে। এই সব মুসলমান বন্ধুদের আমি ইদ্ মোবারক জ্ঞাপন করি। কিন্তু অবিশ্বাসের আবহাওয়ায় আমার মন ভারাক্রান্ত। ২১৪

বা:হবা রত্লাম

"রত্লাম হরিজন-সেবক-সংঘের সম্পাদকের নিকট হইতে একটি তার পাইয়াছি। মহারাজা ঘোষণা করিয়াছেন, রত্লাম রাজ্যে লোকায়ত্ত শাসনের প্রবর্তন করা হইবে, অতঃপর মহারাজা প্রজাগণের অছি হইলেন, রাজ্যের সকল মন্দির হরিজনদের জন্য উন্মুক্ত করা হইল। হরিজন ও বর্ণ হিন্দুরা রাজার সহিত রাজ-মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছে। হিন্দু ধর্মকে যদি বাঁচিয়া থাকিতে হয় তবে হিন্দু মাত্রেরই মন হইতে অস্পৃশ্যতার শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত মুছিয়া ফেলিতে হইবে। অস্পৃশ্যতা-ব্যাধির সহিত সাম্প্রদায়িক অশান্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান। ভগবানের কাছে সব মানুষই সমান। ভিন্নধর্মাবলম্বী বলিয়া কোন লোককে ঘৃণা করিলে ভগবান ও মানুষের কাছে অপরাধী হইতে হয়। ইহাও এক প্রকারের অস্পৃশ্যতা।" ২১৫

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ২৭-১০-৪৭

চলিয়া যাইতে বাধ্য হইতেছে

"আমার কাছে বার বার এই অভিযোগ আসিতেছে যে, পূর্ব পুরুষের ভিটা ছাড়িয়া মুসলমানদের ভারত যুক্তরাষ্ট্র হইতে পাকিস্থানে চলিয়া যাইতে বাধ্য করা হইতেছে। যেমন বলা হইতেছে যে, তাহাদিগকে নানাভাবে বাড়িঘর ছাড়িয়া আশ্রয়কেন্দ্রে গিয়া থাকিতে বাধ্য করা হইতেছে—সেখানে তাহারা রেলগাড়ীতে এমন কি পদব্রজে পাকিস্থান যাইবার অপেক্ষায় থাকিবে। আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, মন্ত্রীদের অভিপ্রায় ইহা নহে। অভিযোগকারীদের একথা বলিলে তাহারা অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলে যে, হয় আমি ঠিক খবর জানি না, নয় ত রাজকর্মচারীরা গবর্মেণ্টের নীতি অনুসারে কাজ করে না। আমি জানি, আমি ঠিক খবরই পাইয়াছি। রাজকর্মচারীরা কি তবে সরকারী নীতির বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে? আশা করি সে কথা ঠিক নহে। তথাপি সকলের মুখে একই অভিযোগ শুনিতেছি। রাজকর্মচারীদের বিরুদ্ধে এই সব অভিযোগের সমর্থনে নানা কারণ দেখান হয়। সব চেয়ে যুক্তিযুক্ত কারণ বলিয়া যাহা প্রতিভাত হয় তাহা এই যে, সৈনিক ও পুলিশবাহিনী প্রধানতঃ সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই বিদ্বেষের আবহাওয়ায় অভিভূত হইয়া তাহারা নিজ কর্তব্য বিস্মৃত হইয়া যায়। আমার মত আমি ত ব্যক্ত করিয়াছি —আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব যাহাদের উপর ন্যস্ত তাহারাই যদি সাম্প্রদায়িক দোষে দুষ্ট হয়, তাহা হইলে সুব্যবস্থিত গবর্মেণ্টের অবসান হইয়া অব্যবস্থা

দেখা দিবে এবং অব্যবস্থা যদি বেশি দিন চলিতে থাকে তবে সমাজ ভাঙ্গিয়া যাইবে। উপরের কর্মচারীদিগকে সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে উঠিতে হইবে। তাহা হইলে তাহাদের বলিষ্ঠ মনোভাবের দ্বারা নিম্নতন কর্মচারীরা প্রভাবিত হইবে। ২১৬

নৈতিক বনাম দৈহিক বল

"লোকে বেশ একটু জোর দিয়া এই মন্তব্য করে যে, ভারতীয় কর্ম-চারীদের দাবাইয়া রাখিবার শক্তি ছিল বলিয়া বিদেশী শাসকবর্গ যে মর্যাদা লাভ করিয়াছিল দেশের লোকায়ত্ত সরকারের সে মর্যাদা নাই। কথাটা অংশতঃ সত্য। কারণ বিদেশী গবর্মেণ্ট প্রয়োজন হইলে দৈহিক বলের আশ্রয় লইতে পারে। কিন্তু লোকায়ত্ত সরকার যে নৈতিক শক্তি পরিচালনা করে তাহা ঐ দৈহিক বল অপেক্ষা অশেষ গুণে শ্রেয়। আর দেশীয় সরকার লোকমতের সমর্থনে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে বিশ্বাস ও বল লাভ করে তাহাই তাহার নৈতিক শক্তির আশ্রয়। সরকারের পশ্চাতে হয় ত সেই সমর্থন আজ নাই। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার পদত্যাগ ছাড়া তাহা পরখ করিবার উপায় নাই। কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থা কি, আজ সন্ধ্যায় তাহাই বিশেষ করিয়া আমাদের বিচার্য বিষয়। কেন্দ্রীয় সরকারের কখনও দুর্বল হইলে চলিবে না, ততোধিক, নিজেকে কখনও দুর্বল অনুভব করাও চলিবে না। নিজ শক্তিমত্তা সম্বন্ধে উহার সচেতন থাকা চাই। অতএব একথা যদি আদৌ সত্য হয় যে, কর্মচারীদের মধ্যে অতি সামান্য মাত্রও অবাধ্যতা আছে, তবে অবাধ্য কর্মচারীদের চলিয়া যাইতে হইবে অথবা মন্ত্রীমণ্ডলীকে বা সেই বিভাগীয় মন্ত্রীকে পদত্যাগ করিতে হইবে। তখন সেই স্থলে অন্য উপযুক্ত লোক আসিয়া রাজ-কর্মচারীদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দূর করিতে সক্ষম হইবে। যে সব অভিযোগ অনুক্ষণ আসিতেছে তাহার এরূপ প্রকাশ্য উল্লেখ আমি অবশ্য বিনা দ্বিধায় করিতেছি না। কিন্তু আমি এই আশা ধরিয়া থাকিব যে, ঐ সব অভিযোগ ভিত্তিহীন। আর ভিত্তিহীন যদি না হয় তবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ উহার বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। ২১৭

নাগরিকদের কর্তব্য

"ভারত যুক্তরাষ্ট্রের বিপন্ন নাগরিকদের কর্তব্য কি? একথা পরিষ্কার যে, এমন কোন আইন নাই যাহা কোন লোককে ভিটা ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য করিতে পারে। এই সম্পর্কে যে সব আদেশ দেওয়া হইয়াছে বলা হয়, তাহা জারি করিতে হইলে কর্তৃপক্ষকে বিশেষ ক্ষমতা গ্রহণ করিতে হইবে। আমি যতদূর জানি, এরূপ কোন লিখিত আদেশ কাহাকেও দেওয়া হয় নাই।

মৌখিক যে আদেশ বাহির হইয়াছে শুনা যাইতেছে, বর্তমানে তাহা হাজার হাজার লোকের উপর পড়িবে। উর্দিপরিহিত কোন লোক আদেশ দিলেই যাহারা ভীত হইয়া বশ মানে তাহাদের সাহায্য করিবার কোন উপায় নাই। তাহাদের সকলকেই আমি দৃঢ়ভাবে এই পরামর্শ দিতে পারি যে, তাহারা গবর্মেণ্টের লিখিত আদেশ চাহিবে। সন্দেহ হইলে, ঐ আদেশ সম্পর্কে সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে হইবে। তথায় প্রতিকার না পাইলে, আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আদেশের সত্যাসত্য নির্ণয় করিবে। ২১৮

"জনসাধারণ—এক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় (কথাটি কি জঘন্য) যেন নিজ হাতে আইন লইয়া লোকের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা না হয়। এরূপ কার্য হইতে তাহারা যেন কঠোরভাবে বিরত হয়। তাহা না হইলে, যে-শাখার উপর বসিয়া আছি তাহাই কাটিয়া ফেলা হইবে। তাহাতে যে-পতন ঘটিবে তাহা হইতে উত্থান কঠিন হইবে। সময় থাকিতে আপনাদের শুভবুদ্ধির উদয় হউক। বিশ্রী ঘটনার খবর যদি সত্যও হয় তবুও আপনারা বিচলিত হইবেন না। আপনাদের প্রতিনিধি মন্ত্রীদের উপর বিশ্বাস রাখুন—ন্যায়বিচারের জন্য তাঁহারা যথাবশ্যক করিবেন।" ২১৯

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ২৮-১০-৪৭

সাধু ব্যবহার

প্রার্থনার পরে গান্ধীজী বলিলেন, "শ্রোতৃগণের একজন আমাকে পত্র দ্বারা জানাইরাছেন যে, কোন মুসলমান দোকানদারের কাছ হইতে তিনি কতকগুলি পর্দা ও তাঁবু ভাড়া লইয়াছিলেন। সেই দোকানদার পাকিস্থানে চলিয়া গিয়াছে। পত্রলেখক জানিতে চাহিয়াছেন, দোকানদার নাই, কাহাকে তিনি ঐ পর্দা ও তাঁবুগুলি ফিরৎ দিবেন। আমি বলি, সর্দার কিংবা শ্রীযুক্ত নিয়োগীর কাছে এ বিষয়টি উপস্থিত করুন।" ২২০

আলিগড়ের ছাত্র

তারপর গান্ধীজী বলেন, "আলিগড় কলেজের একজন ছাত্র আমার আছে আসিয়াছিল। সে বলিল যে, পাকিস্থান হইতে অনেক ছাত্র আর আলিগড়ে ফিরে নাই। কিন্তু কলেজে যে সকল ছাত্র আছে তাহারা স্থির করিয়াছে, সাম্প্রদায়িক প্রীতি সংস্থাপনের জন্য তাহারা নীরবে নিজ নিজ শক্তিমত কাজ করিতে থাকিবে। আগন্তুক প্রস্তাব করে যে, তাহাদের কয়েকজন যদি হিন্দু ও শিখ আশ্রয়কেন্দ্রে যাইয়া শরণাগতদের মধ্যে কম্বল ইত্যাদি বিতরণ করে তবে সব চেয়ে ভাল হয়। আমি তাহাকে বলি যে, তাহাদের সেবার আগ্রহ প্রশংসার যোগ্য, কিন্তু বর্তমানে এরূপ সাহায্যের আর দরকার নাই—

সম্ভবতঃ তাহাতে শরণাগতদের মনে কোন রেখাপাত হইবে না। আমি তাহাদিগকে যাহা বলিলাম তাহা এই যে, তাহারা পাকিস্থানে যাইয়া মুসলমানদের জিজ্ঞাসা করুক, হিন্দু ও শিখেরা বাড়ি-ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল কেন, আর এই কাজ যাহারা করিতে চায় তাহাদিগকে তাহারা বলুক যে, শরণাগতদের কাছে যাও, তাহাদের নিজ ঘর-দ্বারে ফিরিয়া আসিতে বল। সেইরূপ হিন্দু ও শিখেরা মুষলমান আশ্রয়-প্রার্থীদের আপন ঘরে ফিরিয়া যাইতে বলুক। সাধারণতঃ বিনা কারণে কেহ বাড়ি-ঘর ত্যাগ করিতে চায় না। আমার মতে, গৃহচ্যুত হিন্দু, শিখ ও মুসলমান যতদিন না স্ব স্ব গৃহে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ততদিন উভয়ের মধ্যে শান্তি সম্ভব নহে।" ২২১

বিনা টিকিটে রেলযাত্রার কুফল

তারপর গান্ধীজী বলিলেন, "বিনা টিকিটে রেলে যাতায়াত একটা রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। লোকে যেন ধরিয়া লইয়াছে যে, স্বাধীনতা-লাভের পর তাহারা বিনা পয়সায় ট্রাম-বাস-ট্রেনে চড়িতে পারিবে। বিনা টিকিটে যাতায়াতের ফলে ইতিমধ্যেই গবর্ণমেণ্টের প্রায় ৮ কোটি টাকা লোকসান হইয়াছে। এই ক্ষতি বহন করিবে কে? তাহা ছাড়া লক্ষ লক্ষ শরণার্থীদের অন্ন ও বস্ত্র যোগানর সমস্যা ত আছেই। এই গুরুভার বহন করিতে পারে এত সম্পদ ভারতবর্ষের নাই। এইরূপ ব্যাপার যদি চলিতে থাকে তবে ভারতের ধ্বংস অনিবার্য। রেল হইতে কোটি কোটি টাকা আয় হয় বটে, কিন্তু রেল চালাইবার ব্যয়ও তার চেয়ে কম ভারি নয়। অতএব এবংবিধ ব্যাপার বেশিদিন চলিতে থাকিলে ভারতবর্ষ ধ্বংসের মুখে পড়িবে। শুনিয়াছি পাকিস্থানের ব্যাপার ইহার অপেক্ষা ভাল কিছু নহে। ২২২

"রেলগাড়িতে যাতায়াত কালে গাড়ির ভিতর যাহাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে সেই দিকে আমাদের দৃষ্টি রাখা দরকার। উদাহরণস্বরূপ গাড়িতে থুথু ফেলার কথা বলিতে পারি। আর রেলের নিয়ম না মানা, যেমন সঙ্গত কারণ ছাড়া খেয়াল-খুশিমত শিকল টানিয়া গাড়ি থামান, অত্যন্ত অন্যায়। ২২৩

"আমি যদি রেল-ব্যবস্থার কর্তা হইতাম তবে আমি রেল কর্তৃপক্ষকে বলিতাম, তাহারা যেন জনসাধারণকে বলিয়া দেয় যে, টিকিট না লইলে গাড়ি চলাচল বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে এবং লোকে যখন স্বেচ্ছায় পাওনা ভাড়া দিয়া দিবে, মাত্র তখনই পুনরায় রেল চালান হইবে।" ২২৪

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ২৯-১০-৪৭

দিলীপকুমার রায়

প্রার্থনান্তে গান্ধীজী শ্রীদিলীপকুমার রায়ের পরিচয় দেন। প্রার্থনার সময়ে দিলীপকুমার ভজন গান করিয়াছিলেন। গান্ধীজী বলেন, "সঙ্গীতকলা সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞান নাই। তাহা হইলেও আমার মনে হয়, গায়কের স্বর পূর্বাপেক্ষা অধিকতর মধুর ও সমৃদ্ধ হইয়াছে। সেস্থন হাসপাতালে আমার যখন এপেণ্ডিসাইটিসের জন্য অস্ত্রোপচার হয় তখন আমি প্রথম তাঁহার গান শুনি। রায়ের স্বভাবমধুর কণ্ঠের মত কণ্ঠ সম্ভবত পৃথিবীতে বেশী লোকের নাই। তিনি ঋষি অরবিন্দের পণ্ডিচেরি আশ্রমে থাকেন। আপনারা জানিবেন সেই আশ্রমে জাতিধর্মের কোন ভেদ-বিচার নাই। আমার মনে আছে, স্বর্গগত স্যর আকবর হায়দারী তথায় তীর্থযাত্রীর মত যাইতেন। আশ্রমের হাওয়া যেরূপ আশ্রমবাসীও সেইরূপ। শ্রীদিলীপের কোন কুসংস্কার নাই। এখানে আসার পূর্বে তিনি আমার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। তখন তিনি 'বন্দেমাতরম' ও ইক্‌বালের "সারে জেহান মেঁ আচ্ছা" গান দুইটি গাহিয়া আমাকে শুনান। আজিকার ভজনের শেষ পংক্তির তাৎপর্য এই— ধনীরা তাহাদের অজস্র ধন ব্যয় করে প্রাসাদ, অশ্ব ইত্যাদি বিলাসব্যসনে, কিন্তু ভক্ত তাহার সব কিছু সমর্পণ করে ভগবানে—যিনি মুরারি, যিনি রাম। এই শিক্ষা সকলেই যদি গ্রহণ করে তবে তাহাদের মন হইতে সকল কুসংস্কার অন্তর্হিত হইয়া যাইবে।" ২২৫

কাশ্মীরের বেদনা

কাশ্মীরের পরিস্থিতির উল্লেখ করিয়া গান্ধীজী বলিলেন—"বিপদে পড়িয়া কাশ্মীরের মহারাজা যখন ভারত যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিতে চাহিলেন, তখন বড়লাট তাঁহাকে বিমুখ করিতে পারেন নাই। বড়লাট ও তাঁহার মন্ত্রীমণ্ডলী বিমান-যোগে কাশ্মীরে সৈন্য প্রেরণ করিলেন, কিন্তু মহারাজাকে বলিলেন, ভারতরাষ্ট্রে কাশ্মীরের এই যোগদান চূড়ান্ত হইবে কিনা তাহা পরে পক্ষপাতশূন্য ধর্ম নিরপেক্ষ গণভোট দ্বারা নির্দ্ধারিত হইবে। মহারাজা সেখ আবদুল্লাকে মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে মন্ত্রীর সকল ক্ষমতা দিয়াছেন। ইহা বুদ্ধিমানের কাজ হইয়াছে। সেখ আবদুল্লা সময়োচিত যোগ্যতার পরিচয় দিয়া সাগ্রহে রাজার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন, সংবাদপত্রে এই খবর পড়িয়া আমি খুসী হইয়াছি। কাশ্মীরের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল? আফ্রিদি ও তদ্বিধ বিদ্রোহী বাহিনী দক্ষ সেনানায়কের পরিচালনায় শ্রীনগরের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। পথে তাহারা গ্রাম লুণ্ঠন করিয়াছে, পোড়াইয়াছে, এমন কি বিদ্যুত-উৎপাদন-কেন্দ্র পর্যন্ত তাহারা

নষ্ট করিয়া দিয়াছে। ফলে কাশ্মীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়াছে। বিদ্রোহীরা পাকিস্থান সরকারের কোন না কোন প্রকার প্রোৎসাহন ব্যতীত কাশ্মীরে প্রবেশ করিয়াছে, একথা বিশ্বাস করা কঠিন। এই কাজের ঔচিত্য বিচার করার মত যথেষ্ট তথ্য আমি পাই নাই। আর এই প্রসঙ্গে তাহার প্রয়োজনও নাই। কেবল এইটুকু জানি যে, মুষ্টিমেয় হইলেও শ্রীনগরে দ্রুত সৈন্য প্রেরণ করিয়া ভারত যুক্তরাষ্ট্র ঠিক কাজ করিয়াছে, ইহাতে কাশ্মীরবাসীরা এবং আদর করিয়া যাঁহাকে তাহারা 'শের-এ-কাশ্মীর' বা কাশ্মীর-কেশরী বলে, বিশেষ করিয়া সেই সেখ আবদুল্লা মনে শক্তি ও সাহস পাইবেন। কাশ্মীরের এইটুকু লাভ ত হইয়াছে। এখন ফলাফল ভগবানের হাতে। মানুষ কেবল চেষ্টা করিতে পারে, আর সেই চেষ্টায় প্রাণ বিসর্জন দিতে পারে। কাশ্মীর-রক্ষায় যদি এই ক্ষুদ্র ভারতীয় সেনাবাহিনী স্পার্টানদের মত বিলুপ্ত হইয়া যায় অথবা সেখ সাহেবের তথা তাঁহার মুসলমান-হিন্দু-শিখ সহকর্মী নরনারীর মৃত্যু ঘটে, তবে তাহার জন্য আমি একফোঁটা চোখের জল ফেলিব না। ভারতের অবশিষ্ট অংশের পক্ষে তাহা মহা গৌরবের দৃষ্টান্ত হইবে। আত্মরক্ষার এই বীরত্বপূর্ণ দৃষ্টান্তে সমস্ত ভারত উদ্বুদ্ধ হইবে এবং হিন্দুমুসলমান ও শিখ ভুলিয়া যাইবে যে, তাহারা এক সময়ে পরস্পরের শত্রুতা করিয়াছে। তখন আমরা বুঝিতে পারিব যে, সকল মুসলমান হিন্দু ও শিখই নরপিশাচ নহে। সকল ধর্মের ও সকল জাতির লোকের মধ্যেই ভাল নরনারী আছে। তাহাদের পুণ্যে দুনিয়া টিকিয়া আছে। বস্তুতঃ বিদ্রোহী সৈনিকবাহিনীরও যদি চৈতন্যের উদয় হয় তবে আমি আশ্চর্য হইব না। ভজনের ধুয়াটি যেন আমাদের সতত মনে থাকে—ভগবানকে যে নামে যে ভাবেই আমরা উপাসনা করি না কেন, সেই এক ভগবানেরই আমরা অংশ, সেই এক ভগবান হইতেই আমরা আসিয়াছি।" ২২৬

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ৩০-১০.৪৭

অহিংসার প্রয়োগ

অন্য দিনের মত এই দিন সন্ধ্যায়ও প্রার্থনা-সভা আরম্ভ হইবার পূর্বে শ্রোতৃমণ্ডলীকে জিজ্ঞাসা করা হয়, প্রার্থনার অংশরূপে কোরাণ হইতে আবৃত্তিতে কাহারও আপত্তি আছে কিনা। একজন লোক দাঁড়াইয়া আপত্তি করিতে লাগিল—নিরস্ত হইল না। গান্ধীজী পূর্বেই ইহা পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এরূপ কোন আপত্তি যদি উঠে তবে তিনি সম্মিলিত প্রার্থনা করিবেন না এবং প্রার্থনার শেষে চল্‌তি ঘটনা সম্বন্ধে বক্তৃতাও করিবেন না। তাই তিনি খবর পাঠাইলেন, জনসাধারণের সম্মুখে প্রার্থনাও হইবে না, বক্তৃতাও হইবে না। কিন্তু জনতা

তাঁহার দর্শন না পাইলে যাইতে চাহে না। সুতরাং বক্তৃতামঞ্চে যাইয়া তিনি প্রার্থনা-বন্ধের কারণ ও অহিংসার প্রয়োগ সম্বন্ধে নিজে যেরূপ বুঝিয়াছেন সংক্ষেপে বলিলেন। তিনি বলিলেন, "কোনও ব্যক্তির পক্ষে প্রার্থনাতে আপত্তি করা অশোভন, বিশেষতঃ যখন প্রার্থনা এক গৃহস্থের উদ্যানে অনুষ্ঠিত হইতেছে। তথাপি আপত্তিকারী একজন মাত্র ও বহুজনের ভয়ে তাহার চুপ করিয়া যাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। তাই আমার অহিংসা আমাকে সাবধান করিয়া দিতেছে যে, এরূপ ক্ষেত্রে আমি যেন সেই একজনের আপত্তিকে উপেক্ষা না করি। সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলী যদি আপত্তি জানাইত তবে ব্যাপারটি অন্যরূপ দাঁড়াইত। তখন আক্রান্ত হইবার বিপদ থাকা সত্ত্বেও প্রার্থনা করাই আমার কর্তব্য হইত। কিন্তু আর একটি ভাবিবার কথা আছে। একজনের আপত্তির জন্য সকলকে নিরাশ করা উচিত হয় না। ইহার প্রতিকার অতি সহজ। অধিকাংশ লোক যদি নিজেদের সংযত রাখে এবং আপত্তিকারী একজন হইলেও তাহার বিরুদ্ধে ক্রোধ বা মন্দ অভিসন্ধি পোষণ না করে, তবে আমার কর্তব্য হইবে প্রার্থনার অনুষ্ঠান করা। ইহাও সম্ভব যে শ্রোতৃগণ সকলে যদি সঙ্কল্পে ও কর্মে অহিংস থাকে তবে বিরোধকারী নিজেই সংযত হইবে। আমার ধারণা, অহিংসার ক্রিয়া এই ভাবেই হইয়া থাকে। আমার আরও ধারণা এই যে, সত্য ও অহিংসা কয়েকজন বিশেষজ্ঞের একচেটিয়া নহে। যে বিশ্বজনীন সদাচরণ-বিধিগুলিকে আমরা ভগবানের আদেশ বলিয়া থাকি, সরল ও সহজ বলিয়া তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না এবং সঙ্কল্প থাকিলে সহজে তাহা পালন করা যায়। কিন্তু মানব প্রকৃতির নিশ্চেষ্টতার জন্যই তাহা কষ্টসাধ্য বলিয়া মনে হয়। মানুষ ক্রমোন্নতিশীল জীব। প্রকৃতি-রাজ্যে কিছুই একস্থানে স্থির হইয়া থাকে না। ভগবানই কেবল স্থাণু ও অচল, কারণ তিনি গত কাল যেমন ছিলেন আজও তেমনই আছেন এবং আগামী কালও তেমনই থাকিবেন। আবার তিনিই চিরচঞ্চল। ভগবানের গুণাবলী লইয়া কিন্তু আমাদের মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। আমাদের শুধু অনুভব করিতে হইবে যে, আমরা ক্রমোন্নতিশীল। সেইজন্য আমি মনে করি, মানবজাতিকে যদি বাঁচিয়া থাকিতে হয়, তবে তাহাকে ক্রমশ সত্য ও অহিংসার আশ্রয় লইতে হইবে। এই দুই মূল আচরণ-বিধি পালন করিবার জন্যই আমাকে ও আমার শ্রোতৃবর্গকে বাঁচিতে ও কাজ করিতে হইবে।" ২২৭

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ৩১-১০-৪৭

আদর্শ আচরণ

প্রার্থনা-সভায় আবার দুই ব্যক্তি কোরাণ আবৃত্তিতে আপত্তি করিল। ইহাদের একজন পূর্ব সন্ধ্যার সেই আপত্তিকারী। তবে আপত্তি তাহারা সংযত



ভাবে করিয়াছিল। গান্ধীজী শ্রোতৃমণ্ডলীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কয়েকশত লোকের মধ্যে এক বা দুইজন আপত্তি তুলিলে প্রার্থনা বন্ধ করিয়া দিয়া অন্যান্য সকলকে নিরাশ করা কি সঙ্গত হইবে? ভদ্ররীতি এই যে, কোরাণ-আবৃত্তিতে যাহাদের আপত্তি আছে প্রার্থনা-সভায় তাহাদের উপস্থিত না থাকা উচিত। এই অচল অবস্থা এড়াইবার একমাত্র পন্থা আপত্তিকারীদের প্রতি ক্রুদ্ধ না হওয়া এবং কোনও রকমে তাহাদের উপর অত্যাচার না করা। এই পন্থার কথা আমি গতকল্য সন্ধ্যায় বলিয়াছিলাম। পুলিশের লোকদেরও আমি বলি, তাহারা যেন আপত্তিকারীদের বাধা না দেয়।" সকলেই তখন সমস্বরে বলিয়া উঠিল, তাহারা আপত্তিকারীদের কোন প্রকারে বাধা দিবে না। তারপর প্রার্থনা চলিতে লাগিল। সেদিনও শ্রীদিলীপকুমার রায় সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি একখানি ভজন গাহিলেন। ২২৮

প্রার্থনার শেষে গান্ধীজী আপত্তিকারীদের আদর্শ সংযম এবং শ্রোতাদের পরিপূর্ণ শান্তভাবের জন্য অভিনন্দন জানাইলেন। ২২৯

মনোমন্দির

তারপর শ্রীদিলীপকুমার রায়ের ভজনগান সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া গান্ধীজী বলিলেন, "ভজন-গানটির সুর সহজ কিন্তু গুণী গায়কের মার্জিত কণ্ঠস্বর সেই সরলতাকে একটি স্বকীয় মাধুর্যে মণ্ডিত করিয়াছে। ভজনটির ধুয়ায় ভক্তের মনকে পূজার মন্দিরের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। শুদ্ধ প্রেমের তাহা চিরবাসস্থান, অন্তরকে তাহা আলোকিত করে। অন্তর আলোকিত হইলে দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়। ইহাই অহিংস কর্মের গতি। যে-মন ভগবানে নিবদ্ধ নয়, সে-মন এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়ায়, সে-মন পূজা-মন্দির হয় না।" ২৩০

ধনী ও গরীব

আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে এখনও ধনীদরিদ্রের পার্থক্য রহিয়াছে। সেই সম্পর্কে গান্ধীজী বলিলেন, "নোয়াখালিতে থাকাকালীন এবং দিল্লীতেও আমি লক্ষ্য করিয়াছি, গরীবদের অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া ধনীরা গোলমালের জায়গা হইতে সরিয়া পড়ে। এরূপ হওয়া উচিত নয়। ধনী ও উপায়-কুশল লোকদের গরীবের প্রতি সহানুভূতি থাকা আবশ্যক, তাহাদের অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া চলিয়া আসা উচিত নয়। তাহাদের উচিত সকলে এক সঙ্গে বাঁচা, না হয় এক সঙ্গে মরা। দুর্দিনের মাঝে ধনীদরিদ্র, উচ্চনীচ সকল ভেদ যেন ঘুচিয়া যায়। তবেই আশ্রয়প্রার্থীদের আবাসগুলি আদর্শ পরিচ্ছন্নতা ও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার স্থান হইয়া উঠিবে।" ২৩১

জবরদস্তি ধর্মান্তরের নিন্দা

ইহার পর গান্ধীজী কয়েকজন মুসলমান বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎকারের কথা উল্লেখ করেন। ইহারা আসিয়া তাঁহার কাছে অভিযোগ করিয়াছেন যে, শত শত মুসলমানকে জবরদস্তি করিয়া হিন্দু ও শিখ হইতে বাধ্য করা হইয়াছে। এই-রূপ ধর্মান্তর করার নিন্দা করিয়া গান্ধীজী বলিলেন, "যে অনিচ্ছুক, তাহার উপর জোর করিয়া ধর্ম চাপাইয়া দেওয়া যায় না। এইরূপে যাহাদের হিন্দু বা শিখ ধর্মে আনা হইয়াছে তাহাদের প্রত্যেকেই যেন নিশ্চয় করিয়া অনুভব করে যে, এই ধর্মান্তর স্বীকার্য নহে, এইরূপে ধর্মান্তরিত প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার পূর্ব ধর্মবিশ্বাস মত চলিতে পারিবে। জোর করিয়া যাহাদের মুসলমান করা হইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। ইহার অন্যথা যদি হয়, তবে তাহার ফলে তিনটি ধর্মই মরিবে। সংখ্যাল্পরা যাহাতে সংখ্যাধিকদের ভয় না করিয়া থাকিতে পারে তাহা দেখা লোকের কর্তব্য। ভারত ইউনিয়ন হইতে যদি মুসলমানরা পাকিস্থানে যাইতে চায়, তবে তাহাদের যাইতে দেওয়া উচিত। কিন্তু যে-সকল মুসলমান ভারতে থাকিতে চায় তাহাদের রক্ষার যথাযথ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। অবস্থা যাহাই হউক না কেন, আমি সর্বদাই বলপ্রয়োগের বিরোধী। অতএব আমার একান্ত কাম্য এই যে, উভয় পক্ষের শরণার্থীরা সসম্মানে ও নিরাপত্তায় আপন আপন ঘরে ফিরিয়া যাক আমার নিজের কথা বলিতে হইলে, বর্তমানের অস্বাভাবিক অবস্থা যদি চলে তবে তাহা দেখিবার জন্য আমি আর বাঁচিতে চাই না।" ২৩২

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ১-১১-৪৭

ভগবন্নিবাস

গতকল্য গান্ধীজীর প্রার্থনা-সভায় যে ব্যক্তি আপত্তি তুলিয়াছিল সে আজও আসিয়াছিল। কোরাণ হইতে আবৃত্তিতে তাহার আপত্তি সে শুধু ভদ্রভাবে উথাপন করিয়াই ক্ষান্ত হইল বলিয়া গান্ধীজী আনন্দ প্রকাশ করেন। বৃহৎ শ্রোতৃমণ্ডলীর অবশিষ্টাংশ পুনরায় ঘোষণা করিল যে, আপত্তিকারীর বিরুদ্ধে তাহারা কোনও বিদ্বেষভাব পোষণ করিবে না ও তাহার কোনও ক্ষতিসাধন করিবে না। সুতরাং যথারীতি প্রার্থনা চলিতে লাগিল। শ্রীদিলীপকুমার রায় ভজন গান করিলেন। গান্ধীজী বলিলেন, "ভজনের প্রথম চরণের অর্থ, ভক্তগণ এমন দেশে বাস করেন যেখানে দুঃখকষ্ট নাই। আমার মনে হয় ইহার অর্থ দুই প্রকার। একটি অর্থ এই যে, আমরা এমন দেশে বাস করি যেখানে অর্থাৎ ভারতবর্ষে দুঃখকষ্ট নাই। ভারতবর্ষে দুঃখকষ্ট ছিল

না এমন কোন কাল আমি স্মরণ করিতে পারি না। সুতরাং এই অর্থের মধ্যে কবির আশা-আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাইতেছে। আর দ্বিতীয় অর্থটি আত্মা ও শরীর সম্পর্কে। এই শরীরে আত্মা অধিষ্ঠান করেন। গীতার ভাষায় যে-শরীরে আত্মা অধিষ্ঠান করেন তাহা সত্যধর্মের আবাসভূমি, ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রিয়বৃত্তির আবাসভূমি নহে। সাধনার সফলতার সর্ত এই যে, এই আবাসভূমির অর্থাৎ শরীরের মালিককে কাম, ক্রোধ, লোভ, মাৎসর্য প্রভৃতি পরিচিত ষড়রিপুর কবল হইতে মুক্ত থাকিতে হইবে। এই আনন্দময় অবস্থা লাভ করা সকলের পক্ষেই সম্ভব। বহু লোক যদি এই অবস্থা লাভ করিতে পারে, তবে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কবির স্বপ্ন অল্প কালের মধ্যেই সার্থক হইবে। কুরুক্ষেত্রের আশ্রয়প্রার্থীদের শিবির হইতে যে মেয়ে-ডাক্তার আসিয়াছেন তাঁহার সহিত আলাপ করিলে ভারতবর্ষের দুঃখকষ্টের বিষয় বোঝা যায়। সে এক মর্মান্তিক দৃশ্য। শিবিরের জন্য আরও চিকিৎসক, আরও ঔষধ পথ্য, আরও গরম বস্ত্রাদির প্রয়োজন। অনেকের এমন দ্বিতীয় বস্ত্র নাই যে বস্ত্র পরিবর্তন করিবে। শিশুদের শরীর গরম রাখিতে মাতাদের বিশেষ বেগ পাইতে হইতেছে। ২৩৩

সেখ আবদুল্লা

"এইবার আমি সকলকে কাশ্মীরের দিকে মন ফিরাইতে বলি এবং কল্পনায় সেখানের লোকের অবস্থার চিত্র আঁকিতে বলি। কাশ্মীরগামী বিমানপোতগুলির শব্দ যখন আমার কানে আসে তখন সে রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী সেখ আবদুল্লা ও তাঁহার লোকদিগের কথা মনে পড়ে। তিনি সকলের মিত্র, মানুষে মানুষে কোন প্রভেদ তিনি স্বীকার করেন না। তিনি মুসলমানদের যেমন, অমুসলমানদেরও তেমনই প্রতিনিধি। যাহারা ভয়ে কাশ্মীর পরিত্যাগ করিতেছে তাহাদের সেরূপ করা উচিত নয়। তাহাদের সাহসী ও নির্ভীক হইতে শিখিতে হইবে এবং নিজের ঘরবাড়ী রক্ষার জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত হইতে হইবে। বৃদ্ধ, যুবক, নারী ও শিশু সকলের পক্ষেই একথা প্রযোজ্য। কাশ্মীর রক্ষায় আপন কর্তব্য সাধনকালে যদি সমগ্র সৈন্যবাহিনী ও কাশ্মীরের অধিবাসীরা মৃত্যুবরণ করে তবে আমি দুঃখ করিব না। আফ্রিদি ও অন্যান্য লুণ্ঠনকারীরা শুভবুদ্ধিবশে কাশ্মীরকে রেহাই দিয়া চলিয়া যাইলে কত ভাল হয়!" ২৩৪

কুরুক্ষেত্রের আশ্রয়প্রার্থীগণ

সর্বশেষে গান্ধীজী বলিলেন, "কুরুক্ষেত্রের আশ্রয়প্রার্থীরা যদি অশেষ দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়া থাকে, তবে আমার মনে হয় যে পাকিস্থানে আশ্রয়প্রার্থীদের

দুঃখকষ্ট তাহার চেয়ে নিশ্চয়ই কম নয়। যে পাগলামি আজ দেশে চলিতেছে, এই নিরর্থক দুঃখভোগ তাহারই ভয়ঙ্কর পরিণাম—ইহা বুঝিয়া আমাদের নিরস্ত হওয়া উচিত। শ্রোতৃগণকে এই কথাটি আমি বহুমুল্যজ্ঞানে মনে রাখিতে বলি। বৈরত্যাগ করিয়া মুসলমান ও অন্যান্য সকলকে বন্ধু জ্ঞান করিতে পারিলে এই দুর্দশা হইতে মুক্তিলাভের সব চেয়ে বড় চেষ্টা করা হইবে।" ২৩৫

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ২-১১-৪৭

পূর্ণ সহযোগিতা প্রয়োজন

শ্রীবৃজকিষণ সংবাদ দিলেন, অন্য দিনের তুলনায় আজ জনসমাগম অনেক অধিক এবং কোরাণ-আবৃত্তিতে প্রায় দশজন লোক আপত্তি করিয়াছেন। আপত্তিকারীদের মধ্যে সেই পুরাতন বন্ধুটিও ছিলেন। কিন্তু আপত্তিকারীরা সম্পূর্ণ সংযত ও ভদ্রভাবে ছিল। গান্ধীজীকে একথাও জানান হইল যে, কিছু অধিক সংখ্যক লোকের মধ্যে একটা রুদ্ধ বিরুদ্ধতার ভাব রহিয়াছে। প্রার্থনা আরম্ভ করিবার পূর্বে গান্ধীজী সভাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "যাঁহাদের আপত্তি আছে তাঁহারা খোলাখুলি আপত্তি জানাইয়াছেন বলিয়া আমি খুশী হইয়াছি। কিন্তু ভগবানের পূজায় একত্র যুক্ত হইতে না আসিয়া, আমাকে মহাত্মা বলা হয় বলিয়া অথবা বহুকাল জাতির সেবা করিয়াছি বলিয়া লোকে আমাকে দেখিতে বা আমার কথা শুনিতে আসে—ইহা আমার ভাল লাগে না। এই প্রার্থনা ত সকলের জন্য। মানুষ বহু নামে ভগবানকে ডাকে। বিশ্লেষণ করিলে শেষ পর্যন্ত বুঝা যায়, যত মানুষ ভগবানের তত নাম। পশু, পক্ষী, প্রস্তর সকলেই ভগবানের গুণকীর্তন করে একথা ঠিকই বলা হইয়াছে। আশ্রম ভজনাবলীতে আপনারা এক মুসলমান সাধুরচিত একটি স্তোত্র পাইবেন। উহাতে বলা হইয়াছেঃ প্রাতে ও সন্ধ্যায় পাখীর কাকলিতে সৃষ্টিকর্তার স্তুতিগান করা হয়। প্রার্থনার অংশবিশেষ কোরাণ হইতে কিংবা অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ হইতে নির্বাচন করা হইয়াছে বলিয়া আপত্তি উত্থাপনের কোন অর্থ নাই। কয়েকজন মুসলমানের যাহাই ত্রুটি থাকুক না কেন—তাহাদের সংখ্যার কমবেশিতে কিছু আসে যায় না—তাহার জন্য সমগ্র সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলা যাইতে পারে না, পয়গম্বর ও তাঁহার বাণীর বিরুদ্ধে ত নয়ই। আমি সমুদয় কোরাণ পাঠ করিয়াছি। ইহাতে আমার লাভই হইয়াছে, কোন ক্ষতি হয় নাই। জগতের বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র পাঠ করিয়া আমার মনে হয় আমি আরও উন্নত হিন্দু হইয়াছি। আমি জানি, কোরাণের বিরোধী সমালোচক আছে। বোম্বাইর এক বন্ধু—ইহার অনেক মুসলমান মিত্রও আছে—আমার নিকট এক কূট প্রশ্ন করিয়াছেন।

কাফেরদের সম্পর্কে পয়গম্বরের নির্দেশ কি? কোরাণের দৃষ্টিতে হিন্দুরা কি কাফের নয়? আমি বহু পূর্বেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে হিন্দুরা কাফের নয়। তথাপি আমি এই বিষয়ে মুসলমান বন্ধুদের সহিত আলোচনা করিয়াছি। তাঁহারা জানিয়া বুঝিয়াই কথা বলিয়াছেন। তাঁহারা নিশ্চয় করিয়া বলেন, কোরাণে নাস্তিককে কাফের বলা হইয়াছে। তাঁহারা বলেন যে হিন্দুরা কাফের নয়, কারণ তাহারা এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী। বিরুদ্ধ সমালোচকদের কথা অনুসারে চলিলে কোরাণ ও পয়গম্বরের নিন্দা করিতে হয়—যেমন নিন্দা করিতে হয় সেই কৃষ্ণকে যোল শত গোপিনীর কারণে যিনি লম্পট বলিয়া অঙ্কিত হইয়াছেন। কিন্তু আমার কৃষ্ণ নিষ্কলঙ্ক এই কথা বলিয়া আমি সমালোচকদের চুপ করাইয়া দি। দুশ্চরিত্রের সম্মুখে ত আমি মাথা নত করি না। প্রতি সন্ধ্যায় যাঁহারা আমার সহিত ঈশ্বরের উপাসনা করে, তাহাদের সকলের মধ্যেই তিনি আছেন এবং তিনি সর্বশক্তিমান। সুতরাং আমাদের শত্রু কেহ থাকিতে পারে না এবং আমরা কাহাকেও ভয় করিতে পারি না, কারণ সকলের মধ্যে ও সান্নিধ্যে সকল সময়ই ভগবান সহায় হইয়া বিরাজ করিতেছেন। সম্মিলিত প্রার্থনার রীতিই এই। সুতরাং সকলে যদি বিনা দ্বিধায় সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনায় যোগ দিতে না পারে তবে সেইরূপ প্রার্থনা আমি চাহিব না। আর তাহা যদি পারে, তবে ইহাও বুঝিবে, যে-অন্ধকার আমাদের ঘিরিয়া রহিয়াছে তাহা দূর করিবার শক্তি তাহারা দিন দিন অর্জন করিতেছে।" ২৩৬

গান্ধীজী ইহার পরে উপস্থিত সকলকে নির্ভয়ে খোলাখুলিভাবে তাহাদের মতামত জানাইতে বলিলেন। তাহারা আগ্রহের সহিত জানাইল যে, তাহারা প্রার্থনা চাহে—কেহ যদি প্রার্থনায় বাধা প্রদান করে তবে তাহার বিরুদ্ধে ক্রোধ বা বিদ্বেষ পোষণ করিবে না। ইহার পর যথারীতি প্রার্থনা চলিতে থাকে। এই সন্ধ্যায় গুরুদেবের পৌত্রী নন্দিতা কৃষ্ণা কৃপালনী ভজন গান করেন। ২৩৭

কাল-পরিণাম

কাশ্মীরের গোলমালের কথা উল্লেখ করিয়া গান্ধীজী বলিলেন, "ভারত ইউনিয়ন আরও সৈন্য ও প্রয়োজনীয় সাহায্য পাঠাইতেছেন। গবর্মেণ্টের নিজস্ব বিমানপোত নাই। তবে শুনিয়া সুখী হইয়াছি যে, যে-সকল কোম্পানীর বিমানপোত আছে তাহারা গবর্মেণ্টের হাতে তাহা সমর্পণ করিয়াছে। কালে সুপরিচালিত সৈন্যবাহিনী ও সুনিয়ন্ত্রিত গবর্মেণ্টেরই সুবিধা হয় এবং লুণ্ঠনকারী অসুবিধায় পড়ে। ২৩৮

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অফিসারগণ

"স্বর্গত সুভাসচন্দ্রের যোগ্য নেতৃত্বে যে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ বীরত্বের সহিত সংগ্রাম করিয়াছে, সেই ফৌজের দুই জন পূর্বতন অফিসার কাশ্মীরে দস্যুদলকে পরিচালিত করিতেছে শুনিয়া আমি দুঃখিত হইয়াছি। সেই ফৌজ হিন্দু, মুসলমান, শিখ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোক লইয়া গঠিত হইয়াছিল। তাহারা নিজ নিজ ধর্ম বজায় রাখিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের ভিতর জাতির বা ধর্মের ভেদ ছিল না। তাহারা ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের বন্ধনে দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছিল। ভারতবাসী বলিয়া তাহারা গর্ব অনুভব করিত। আমি তাহাদের সহিত (যদি উহারা সেই দল হয়) দিল্লীর দুর্গের ভিতর এবং তাহাদের মুক্তির পর বাহিরে সাক্ষাৎ করিয়াছি। আমি বুঝিতে পারি না, কেন তাহারা এই দস্যুদলের নেতৃত্ব করিতেছে, গ্রামে গ্রামে আগুন লাগাইয়া লুঠতরাজ করিতেছে এবং নির্দোষ স্ত্রী-পুরুষকে হত্যা করিতেছে। অন্যায় কাজে প্ররোচনা দিয়া তাহারা আফ্রিদি ও অন্যান্য উপজাতীয় লোকদের ক্ষতি করিতেছে। আমি যদি তাহাদের স্থলে থাকিতাম, তবে উপজাতীয় লোকদের ভুল পথ হইতে ফিরাইয়া আনিতাম। তাহারা যদি মনে করে যে, শেখ্ আবদুল্লা সাহেব ইস্‌লাম বা ভারতবর্ষের অনিষ্ট করিতেছেন তবে তাঁহার সহিত ত তাহারা দেখা করিতে পারে। আমি আশা করি, আমার আবেদন ঐ সকল অফিসার ও উপজাতীয় লোকদের কাছে পৌঁছিবে এবং তাঁহারা ভ্রান্ত পথ পরিত্যাগ করিবেন। ২৩৯

পাকিস্থান কি উৎসাহ দিতেছে ?

"আমি এই সিদ্ধান্ত না করিয়া পারি না যে, পাকিস্থান গবর্মেণ্ট প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই আক্রমণে উৎসাহ দিতেছে। এইরূপ প্রকাশ যে, সীমান্ত প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী প্রকাশ্যভাবে এই উৎসাহ দিয়াছেন, এমন কি মুস্‌লিম জগতের কাছে তিনি সাহায্যের জন্য আবেদন জানাইয়াছেন। সংবাদপত্রে দেখিয়াছি—পণ্ডিত নেহরুর গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে এই বলিয়া প্রতারণার অভিযোগ আনা হইয়াছে যে, তাঁহারা কাশ্মীরে সাহায্য পাঠাইতেছেন এবং কিছুকাল ধরিয়া কাশ্মীরকে ভারতীয় গবর্মেণ্টের সহিত সংযুক্ত করিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন। প্রতিবেশী ডমিনিয়নের বিরুদ্ধে পাকিস্থানের একজন মন্ত্রী এইরূপ বেপরোয়া অভিযোগ আনিতে পারেন দেখিয়া আমি অবাক হইয়াছি। আমি কাশ্মীরের কথা তুলিয়াছি, কারণ বন্ধু-বান্ধবদের নিকট হইতে আমি যে সুসংবাদ পাইয়াছি শ্রোতৃবর্গকে উপস্থিত তাহা বলিতে চাই। কায়েদে আজম্ ঘোষণা করিয়াছেন যে, পাকিস্থানের এক শত্রু আছে। হয়ত ভারত ইউনিয়নকে লক্ষ্য করিয়াই তিনি একথা বলিয়াছেন। কিন্তু যে-সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহার সহিত

একথা মিলে না। করাচী হইতে একজন ও লাহোর হইতে একজন হিন্দু বন্ধু আমার সহিত দেখা করিয়াছেন। উভয়েই বলিয়াছেন, কয়েকদিন আগে যেরূপ ছিল তার চেয়ে এখন অবস্থা ভাল এবং ক্রমে আরও ভালর দিকে যাইতেছে। একজন আমাকে আরও জানাইয়াছেন যে, অন্ততঃ একটি মুসলমান পরিবার একজন শিখ বন্ধুকে আশ্রয় দিয়াছে এবং যথাবিহিত শ্রদ্ধার সহিত গ্রন্থসাহেবকে রাখিবার জন্য একটি কক্ষ ছাড়িয়া দিয়াছে, ইহা তিনি নিজে দেখিয়াছেন। আমাকে জানান হইয়াছে যে, হিন্দু ও শিখ মুসলমানকে রক্ষা করিয়াছে এবং মুসলমান হিন্দু ও শিখকে রক্ষা করিয়াছে, এইরূপ দৃষ্টান্ত আরও অনেক আছে। আবার কয়েকজন মুসলমান বন্ধু আসিয়া, লোক-বিনিময়ের পাপ কার্য ব্যাপকভাবে চলিতেছে বলিয়া আমারই মত খেদোক্তি করিয়াছেন। এই বন্ধুরা আমাকে বলেন, শিখ ও হিন্দু আশ্রয়প্রার্থীরা ভারত ইউনিয়নে যে দুঃখ পাইতেছে, পাকিস্থানে মুসলমান আশ্রয়প্রার্থীরা তাহা অপেক্ষা কম দুঃখ ভোগ করিতেছে না। এত বিপুল সংখ্যক লোক আপন ঘরবাড়ী হইতে উৎসাদিত হইয়া গবর্মেণ্টের কাঁধের উপর আসিয়া পড়িলে, কোন গবর্মেণ্টই তাহাদের তাল সামলাইয়া উঠিতে পারে না। এ যেন ভীষণ বন্যার জলস্রোত। সমাগত বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করেন, এই উন্মত্ত স্রোত কি রোধ করা যায় না? রোধ যে করা যায়, সেই বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। তবে তাহার জন্য এই পারস্পরিক সন্দেহ ও অভিযোগ (অকারণ মনে হয়) একবারে এবং অকপটে বন্ধ করিয়া দিত হইবে। আমি আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি, আপনারা আমার সহিত ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করুন যে তিনি যেন এই অভাগা দেশকে শুভবুদ্ধি দেন। আপত্তিকারীরা যে সংযত ভাব দেখাইয়াছেন এবং কোনরূপ বাধা না দিয়া শান্তভাবে প্রার্থনার কাজ চলিতে দিয়াছেন তাহার জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি।" ২৪০

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ৩-১১-৪৭

সাম্প্রদায়িকতার বিষ

"যদি দুই রকম বিষ খানিকটা মিশ্রিত হয়, তবে কে বলিতে পারে তাহার মধ্যে কোন্ বিষটা আগে ছিল। আর তাহাও যদি বলা সম্ভব হয়, তবে তাহাতেই বা লাভ কি? আমরা জানি যে, পাকিস্থানে এই সাংঘাতিক বিষ সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং ইহার বিষক্রিয়া সম্বন্ধে এখনও সেখানকার কর্তৃপক্ষ সচেতন হন নাই। ভারত ইউনিয়নে এখন পর্যন্ত এই বিষ একটা ক্ষুদ্র অংশে আবদ্ধ রহিয়াছে। ঈশ্বর করুন উহা যেন সীমার শৃঙ্খলে আটক থাকে।

তাহা হইলে খুবই আশা করা যাইবে যে, এই বিষ যথাসম্ভব শীঘ্রই দেশের উভয় অংশ হইতে দূরীভূত হইবে। ২৪১

খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দাও

"খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে সাহায্য ও পরামর্শ প্রদানের জন্য ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ তিনটি প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী বা তাঁহাদের প্রতিনিধি এবং আরও কয়েকজনকে এক বৈঠকে যোগদান করিতে আহ্বান করিয়াছেন। তাই আমার মনে হয়, আজিকার সন্ধ্যায় সেই গুরু ব্যাপার সম্পর্কে আলোচনা করা সঙ্গত হইবে। প্রথম হইতেই আমি বলিয়া আসিতেছি যে, যতশীঘ্র সম্ভব—এবং এখন হইতে ছয়মাসের অধিক বিলম্বে ত নয়ই—নিয়ন্ত্রণ রদ করা উচিত। আর গত কয়েকদিনের মধ্যে আমি এমন কিছু শুনি নাই যাহাতে আমার এই ধারণার বদল হইতে পারে। এমন দিন ত যায় না, যেদিন আমার কাছে নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিবার জন্য চিঠি ও তার না আসে। কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি জোর দিয়াই বলিতেছেন যে উভয়বিধ নিয়ন্ত্রণই তুলিয়া দেওয়া উচিত। আমি বস্ত্র-নিয়ন্ত্রণের কথা আপাততঃ বাদ দিতে চাই। ২৪২

নিয়ন্ত্রণ হইতে অনাচারের উৎপত্তি

"নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার ফলে জুয়াচুরির উদ্ভব হয়, সত্য চাপা পড়ে, চোরাবাজার জোর চলে এবং একটা কৃত্রিম অভাব লাগিয়াই থাকে। সর্বোপরি ইহা মানুষকে অমানুষ করে, তাহার উদ্যম নাশ করে এবং এক পুরুষ ধরিয়া তাহারা যে আত্মনির্ভরতা শিখিতেছে তাহা ভুলাইয়া দেয়। ইহার ফলে মানুষ দুগ্ধপোষ্য শিশুর মত অন্যনির্ভর হইয়া পড়ে। ব্যাপক ভ্রাতৃহত্যার হানাহানি ও উন্মত্ত লোক-বিনিময়ের ফলে নিরর্থক যে-সকল মৃত্যু ঘটিয়াছে এবং আসন্ন শীতের মুখে অন্ন-বস্ত্র ও আবাসস্থলের অভাবে লোকের যে মর্মান্তিক দুর্গতি হইতেছে, দেশে নিয়ন্ত্রণ-জনিত দুঃখ-বেদনা ততখানি না হইলেও প্রায় তাহার কাছাকাছি যায়। ভ্রাতৃহত্যা ও লোকবিনিময়ের ব্যাপারটা খুব বেশি করিয়াই আমাদের চোখে পড়ে। নিয়ন্ত্রণজনিত দুরবস্থাটা ততখানি স্পষ্ট নয়, তাই বলিয়া উহা ভুলিয়া থাকা চলে না। ২৪৩

"খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ গত মহাযুদ্ধের পাপের জের। নিয়ন্ত্রণ তখন হয়ত অনিবার্য ছিল। তখন বহু পরিমাণে খাদ্যবস্তু বাহিরে চালান করিতে হইত। এই অস্বাভাবিক রপ্তানির ফলে মানুষের হাতেই অবশ্যম্ভাবী খাদ্যাভাব সৃষ্ট হইয়াছিল। ফলে বহু দোষ আছে জানিয়াও রেশন-ব্যবস্থা চালু করা হইয়াছিল। কিন্তু এখন এমন কোন রপ্তানির ব্যাপার থাকা উচিত নয়, যাহা ইচ্ছা করিলে আমরা বন্ধ করিতে পারি না। যদি আমরা ভারতের জন্য বাহির হইতে খাদ্য-

সাহায্য না চাই, তবে তদ্দ্বারা পৃথিবীর অন্যান্য বুভুক্ষু অংশকে সাহায্য করা হইবে। ২৪৪

"দুই পুরুষব্যাপী আমার এই জীবদ্দশায় আমি ভগবানের সৃষ্ট কয়েকটি দুর্ভিক্ষ দেখিয়াছি। কিন্তু কোন সময়ই রেশন-ব্যবস্থার কথা কল্পনা করা হইয়াছে বলিয়া আমার মনে পড়ে না। ২৪৫

"ঈশ্বরের কৃপায় এবার বর্ষা আমাদের প্রতি বিরূপ হয় নাই। সুতরাং খাদ্যেরও প্রকৃত অভাব হইবে না। ভারতের পল্লী-অঞ্চলে প্রচুর খাদ্যশস্য, ডাল ও তৈলবীজ আছে। চাষীরা কৃত্রিম মূল্যনিয়ন্ত্রণের বিষয় বোঝে না, বুঝিতে পারেও না। সুতরাং তাহারা প্রকাশ্য বাজার দর অপেক্ষা কম মূল্যে তাহাদের মজুত মাল স্বেচ্ছায় ছাড়িতে রাজি হয় না। এই সত্য কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হয় না। অনটন ঘটিয়াছে ইহার প্রমাণের জন্য কোন তথ্য বা হিসাবের প্রয়োজন হয় না, দপ্তরে বসিয়া নথিপত্রের মধ্যে ডুবিয়া কেরাণীদের বিস্তৃত বিবরণী বা প্রবন্ধাদি লিখিতে হয় না। অতঃপর এই আশা করা যাক যে, জনসংখ্যা অতিবৃদ্ধির কথা তুলিয়া এই সম্পর্কে ইহারা কেহ আমাদের ভয় দেখাইবেন না। ২৪৬

অভিজ্ঞ লোকের উপদেশ

"আমাদের মন্ত্রীগণ জনসাধারণেরই লোক। দেশে এমন বহু অভিজ্ঞ ব্যক্তি রহিয়াছেন, যাঁহারা ঘটনাক্রমে মন্ত্রিত্বের গদীতে উপবিষ্ট নহেন, কিন্তু যাঁহারা দৃঢ়ভাবে এই মত পোষণ করেন যে, নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা যত শীঘ্র উঠিয়া যায় ততই ভাল। মন্ত্রীগণ যেন তাঁহাদের অপেক্ষা নিজেদের বেশি জ্ঞানী বলিয়া মনে না করেন। একজন চিকিৎসক লিখিয়াছেন যে, রেশনের খাদ্যের উপর যাহারা নির্ভর করে, নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার ফলে তাহাদের পক্ষে উপযুক্ত আহার্য সংগ্রহ করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং জনসাধারণ অপকৃষ্ট খাদ্যের কারণে অনর্থক নানা রোগে ভুগিতেছে। ২৪৭

গণতন্ত্র ও বিশ্বাস

"প্রকাশ্য বাজার হইতে ভাল খাদ্যশস্য কিনিয়া গবর্মেণ্ট সহজেই নিয়ন্ত্রিত খাদ্যের পরিবর্তে ঐ দোকানগুলিতে উহা বিক্রয় করিতে পারে। ইহার ফলে আপনা হইতেই মূল্যের হার ঠিক হইয়া যাইবে এবং যে সমস্ত খাদ্যশস্য, ডাল ও তৈলবীজ গুপ্তভাবে মজুত আছে তাহাও বাজারে বাহির হইয়া আসিবে। গবর্মেণ্ট কি শস্য-ব্যবসায়ী ও চাষীদের বিশ্বাস করিবে না? এত আঁচলে বাঁধাবাঁধির টানে ত গণতন্ত্র ভাঙ্গিয়া পড়িবে। কেবলমাত্র বিশ্বাসের উপরই গণতন্ত্র বাঁচিয়া থাকিতে পারে। লোকে যদি পরিশ্রম না করে অথবা পরস্পরকে প্রতারণা করে

এবং তাহার ফলে মরে, তবে সে-মরণ বাঞ্ছিত মুক্তি আনিবে। অবশিষ্ট সকলে তখন এই শিক্ষা লাভ করিবে যে, ঘোর স্বার্থপর ও অলস হইয়া পাপ করিতে থাকিলে আর চলিবে না।" ২৪৮

বিরলা ভবন নয়া দিল্লী ৪-১১-৪৭

ক্রোধসঞ্জাত

প্রার্থনা আরম্ভ করিবার পূর্বে গান্ধীজী বলিলেন, "সেই বিনয়ী পুরাতন বন্ধুটি কোরাণ-আবৃত্তিতে যথারীতি আপত্তি জানাইয়াছেন। তিনি ছাড়া অপর কেহ আপত্তি করেন নাই। তবে বহুদুঃখপীড়িত এক পাঞ্জাবী হিন্দু আশ্রয়-প্রার্থী আপত্তি জানাইয়া যে করুণ চিঠি দিয়াছেন, আমি তাহা লইয়া আলোচনা করিতে চাই। আমি জানি না, এই আপত্তিকারী সভায় উপস্থিত আছেন কি না। উপস্থিত থাকুন আর নাই থাকুন, আমি তাঁহার চিঠি উপেক্ষা করিতে পারি না এই কারণে অন্ততঃ যে, গভীর বেদনা হইতে তিনি এই চিঠি লিখিয়াছেন। চিঠিখানিতে যুক্তি মোটামুটি ভালই আছে, কিন্তু তাহা ক্রোধ-সঞ্জাত মোহে পূর্ণ। চিঠির প্রতি ছত্রে ক্রোধ। কার্যতঃ আমার সমস্ত সময়ই হিন্দু ও শিখ আশ্রয়প্রার্থীদের কিংবা স্থানীয় উৎপীড়িত মুসলমানদের দুঃখকষ্টের কাহিনী শুনিতেই যায়। উভয়ের দুঃখেই আমার অন্তরাত্মা ক্লিষ্ট ও ব্যথিত হইয়া উঠে। কিন্তু আমি যদি নিজেকে অবসন্ন হইতে দিই, তবে ত তাহাতে অহিংসার পরিচয় দেওয়া হইবে না। আমাকে তাহা হইলে সমস্ত দিনই কাঁদিতে হইবে, প্রার্থনা বা আহারনিদ্রার সময় থাকিবে না। কিন্তু প্রথম যৌবন হইতেই অহিংসার অনুশীলন করিয়া আমি দুঃখের দৃশ্যে না কাঁদিতে, পরন্তু দুঃখের সহিত লড়াই করিবার জন্য হৃদয়কে কঠিন করিয়া তুলিতেই অভ্যস্ত হইয়াছি। প্রাচীন ঋষিরা কি আমাদের বলেন নাই যে, যিনি অহিংসায় পূর্ণ তাঁহার হৃদয় কুসুম হইতেও কোমল, আবার পাষাণ হইতেও কঠিন? জীবনে আমি সেই উপদেশ অনুযায়ীই চলিতে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি। সেই জন্য চিঠিখানিতে যে সকল অভিযোগ করা হইয়াছে অথবা সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া লোকে আমার কাছে যে দুঃখ ও ক্রোধের কথা বলিতেছে, বর্তমানের সেই সকল সমস্যার সহিত লড়াই করিবার জন্য আমার হৃদয়কে আমি কঠিন করিয়া তুলিয়াছি। চিঠিখানি উর্দু হরফে লেখা। আমি শ্রীবৃজকৃষ্ণজীকে চিঠির প্রধান কথাগুলি লিখিয়া রাখিতে বলিয়াছি। ২৪৯

অর্ধসত্য বনাম অসত্য

"চিঠিতে প্রথম অভিযোগ এই যে, আমি আমার কথার খেলাফ করিয়াছি—আমি কি বলি নাই যে, একজন যদি আপত্তি তোলে তবে সেই আপত্তি

মানিয়া লইয়া সেই সন্ধ্যায় আমি সাধারণ প্রার্থনা স্থগিত রাখিব? এই অভিযোগ অর্ধসত্য, তাই পুরা মিথ্যা অপেক্ষা ভয়ঙ্কর। প্রথম যেদিন আমি প্রার্থনা-সভা বন্ধ রাখি, সেই দিনই আমি জানাইয়া দিই যে, বেশির ভাগ শ্রোতা পাছে আপত্তিকারীর প্রতি বিরক্ত হইয়া তাহাকে আঘাত করিয়া বসে, সেই আশঙ্কায় আমি প্রার্থনা বন্ধ রাখিলাম। ইহা কয়েক মাস পূর্বের কথা। তাহার পর হইতে শ্রোতৃমণ্ডলী আত্মসংযম শিখিয়াছে এবং তাহাদের নিকট হইতে যখন এই নিশ্চয়তা পাইয়াছি যে, তাহারা মনে কোনও প্রকার বিদ্বেষ বা ক্রোধ পোষণ করিবে না, তখনই আমি আবার সম্মিলিত প্রার্থনা পরিচালনা করিতে সম্মত হইয়াছি। আমি যতদূর জানি ইহার ফল ভালই হইয়াছে। আপত্তিকারীরা অতি নম্র ব্যবহার করিতেছেন এবং আপত্তি জানান ছাড়া আর কোনও রকমে প্রার্থনার কাজে বাধা দিতেছেন না। অতএব আমি আশা করি, পত্রলেখক এখন বুঝিতে পারিবেন যে, আমি যে শুধু কথার খেলাপ করি নাই তাহা নহে, আমার কার্যের ফলও এ পর্যন্ত ভালই হইয়াছে। শ্রোতৃবর্গকে আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, নিজে যতদূর জানি, আমার এই দীর্ঘকালের জনসেবায় আমি কখনও কথা দিয়া কথা ভঙ্গ করিবার দোষে দোষী হই নাই। ২৫০

"কোরাণ হইতে শ্লোক আবৃত্তি করা হইয়াছে অথচ জপজী ও বাইবেল হইতে করা হয় নাই বলিয়া পত্রলেখক আমার নিন্দা করিয়াছেন। এখানেও প্রার্থনার স্তোত্রসমষ্টি নির্বাচন সম্পর্কে আমি যাহা বলিয়াছি, সেই বিষয়ে তিনি অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, বাইবেল ও গ্রন্থসাহেব হইতেও প্রায়ই আবৃত্তি করা হয়। ২৫১

অবস্থাপন্ন আশ্রয়প্রার্থী

"পত্রলেখকের তৃতীয় অভিযোগ এই যে, পশ্চিম পাঞ্জাব অথবা পশ্চিম পাকিস্থানের অন্য স্থান হইতে নামজাদা কংগ্রেস নেতারা চলিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা আশ্রয়প্রার্থীদের সহিত দুঃখকষ্ট, বিপদঅসুবিধা ভোগ করিয়া তাঁহাদের মত থাকেন না। পাকিস্থানে তাঁহারা যেরূপ বাড়ীতে থাকিতেন এখানে আসিয়া তাহার চেয়ে অনেক ভাল অট্টালিকায় বাস করিতেছেন। আশ্রয়-প্রার্থীদের নিকট হইতে তাঁহারা একেবারে স্বতন্ত্র থাকেন অথচ আশ্রয়প্রার্থীদের প্রায়ই মাথা গুঁজিবার স্থান নাই, গরম কাপড় নাই, এমন কি বস্ত্র পরিবর্তনের জন্য দ্বিতীয় বস্ত্রও নাই, আর যথেষ্ট আহার্যও নাই। এই অভিযোগ যদি সত্য হয় তবে অবস্থা অত্যন্ত লজ্জাকর। গরীব আশ্রয়প্রার্থীদের সহিত একত্র দুঃখ-কষ্টের মধ্যে না থাকিয়া যে-সকল ধনী আশ্রয়ার্থী দূরে বাস করিতেছে, আমি

প্রার্থনাসভায় সাধারণভাবে তাহাদের এই কাজের নিন্দা করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করি নাই। ২৫২

দিল্লীতে কাজ

"তারপর, আমি পাকিস্থানে যাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম অথচ যাই নাই, ইহা লইয়া অভিযোগকারী বাঁকা কথায় আমাকে বিদ্রূপ করিয়াছেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, কেন আমি পাকিস্থানে দুর্দশাগ্রস্ত হিন্দু ও শিখদের সাহায্য করিতে না গিয়া মুসলমান বন্ধুদের সাহায্যার্থ এখানে থাকা ভাল বুঝিলাম? অভিযোগকারী ত আর জানেন না যে, দিল্লীতে আমার যে কর্তব্য আছে তাহা ফেলিয়া আমি যদি পাকিস্থান যাই, তবে হিন্দু ও শিখ ভাইদের দুঃখকষ্ট লাঘব করিবার কোন আশাই করিতে পারিব না। স্বীকার করি, আমি মুসলমান ও অন্যের বন্ধু, কারণ আমি যে তুল্যরূপে হিন্দু ও শিখেরও বন্ধু। অপরকে বাদ দিয়া মাত্র এক সম্প্রদায়ের সেবাকার্যে আমার বিশ্বাস নাই। আমি যখন কাহারও সেবা করি, তখন এই ভাবিয়া করি না যে, সে-ব্যক্তি ভারতবর্ষের লোক বা কোনও ধর্মবিশেষের লোক। সমগ্র মানবজাতির অংশ মনে করিয়াই আমি তাহার সেবা করি। দিল্লীর হিন্দু ও শিখদের, আশ্রয়প্রার্থীদের এবং অন্যান্য সকলের তথাকার মুসলমানদের প্রতি বন্ধুভাব পোষণ করিয়া এই কথা প্রমাণ করিতে হইবে যে, দিল্লীতে আমার অবস্থান নিষ্প্রয়োজন। তখনই আপনারা দেখিবেন আমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে না এই বিশ্বাস লইয়া আমি পাকিস্থানের দিকে ছুটিতেছি। ২৫৩

অভিযোগের উত্তর

"অভিযোগকারী কস্তুরবা ভাণ্ডারের কথার উল্লেখ করিতেও ছাড়েন নাই। তিনি জানিতে চাহিয়াছেন, কস্তুরবা তহবিলের দ্বারা কি করা হইতেছে? আশ্রয়প্রার্থীদের সাহায্যে তাহা লাগান হইবে না কেন? প্রথমতঃ, আমি তখনও কারাগারে ছিলাম যখন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া অর্থাৎ ভারতবর্ষের পল্লী-অঞ্চলের নারী ও শিশুদের সেবার জন্য এই তহবিলের টাকা তোলা হয়। এই ভাণ্ডারের ন্যাসরক্ষক-সমিতি (ট্রাস্ট বোর্ড) আছেন, সদা হুঁসিয়ার ঠক্কর বাবা ইহার সম্পাদক। এই ভাণ্ডারের ঠিক ঠিক হিসাব রাখা হয়। জনসাধারণ ঐ হিসাব দেখিতে পারে। সুতরাং পত্রলেখক যেরূপ বলিয়াছেন সেই রূপে এই তহবিল অন্য কাজে লাগান সম্ভব নয়। অন্য কাজে লাগাইবার কোন উপলক্ষ্যও নাই। আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য চাঁদার টাকা ভালই আসিতেছে, আর জনসাধারণ জানে, কম্বলের জন্য আমার ছোট্ট আবেদনে কত ভাল সাড়া

পাওয়া গিয়াছে। সর্দার প্যাটেলও এক বিশেষ আবেদন করিয়াছেন। সেই আবেদনেও ভাল সাড়া পাওয়া গিয়াছে এবং এখনও পাওয়া যাইতেছে। ২৫৪

শূকর-হত্যা

"সর্বশেষ অভিযোগ এই যে, পাকিস্থানে যখন শূকর-হত্যা নিষিদ্ধ হইয়াছে তখন ভারত ইউনিয়নে গো-হত্যা নিষিদ্ধ হইবে না কেন ? আমি জানি না পাকিস্থানে শূকর-হত্যা আইনতঃ নিষিদ্ধ কি না। এই সংবাদ যদি সত্য হয়, তবে দুঃখের বিষয়। আমি জানি মুসলমান শাস্ত্রে শূকরের মাংস আহার করা নিষিদ্ধ। তাহা হইলেও মুসলমান ব্যতীত অন্য লোকের শূকর-মাংসভক্ষণ আইন দ্বারা বন্ধ করা আমি উচিত বলিয়া মনে করি না। ২৫৫

পাকিস্থান কি শরিয়ৎশাসিত রাষ্ট্র ?

"কায়েদে আজম্ কি বলেন নাই যে, পাকিস্থান ধর্ম-রাষ্ট্র নয়, ইহা সম্পূর্ণরূপে পার্থিব রাষ্ট্র ? তবে দুর্ভাগ্যক্রমে একথা অতি সত্য যে তাঁহার এই উক্তি সকল সময় কার্যের দ্বারা সপ্রমাণ হয় নাই। আর ভারত ইউনিয়ন কিরূপ রাষ্ট্র হইবে ? হিন্দুধর্মের বিধান কি তথায় অ-হিন্দুদের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হইবে ? আমার আশা আছে এরূপ হইবে না। যদি হয়, তবে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র আর আশায় উজ্জল সেই ভুমি থাকিবে না, যাহার দিকে সমগ্র এশিয়া ও আফ্রিকার জাতিসমূহ, এমন কি সমগ্র পৃথিবী তাকাইয়া আছে। ভারত যুক্তরাষ্ট্রই হউক বা পাকিস্থানই হউক, ভারতবর্ষের নিকট জগৎ ক্ষুদ্রতা বা ধর্মান্ধতা আশা করে না, আশা করে সততা ও মহত্ব, যাহা হইতে অন্ধতমসাচ্ছন্ন বর্তমান জগৎ শিক্ষা ও আলোক পাইতে পারিবে। ২৫৬

গবাদি পশুর প্রতি ব্যবহার

"গোজাতির প্রতি আমার ভক্তি ও অনুরাগ কাহারও অপেক্ষা কম নয়, কিন্তু আইন দ্বারা সেই ভক্তি ও অনুরাগ কাহারও উপর চাপাইয়া দেওয়া যায় না। মুসলমান ও অন্যান্য অ-হিন্দুদের সহিত বন্ধুত্ব ও নির্দোষ আচরণ করিয়া সেই অনুরাগ সৃষ্টি করা সম্ভব। বলা হয়, গুজরাটী ও মাড়োয়ারীদের গো-রক্ষায় আগ্রহ সর্বাধিক। কিন্তু তাহারা হিন্দুধর্মের বিধান এতদূর ভুলিয়া গিয়াছে যে, অপরের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করিয়া তাহারা খুশী হয়, কিন্তু নিজেরা গোজাতির প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়া থাকে। ভারতবর্ষে গোজাতির প্রতি এত অবহেলা কেন ? কেন বলা হয় যে, জগতের মধ্যে ভারতের গরু সর্বাপেক্ষা কম দুগ্ধ দেয় বলিয়া জমির উপর বোঝা স্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে ? ভারবাহী পশুরূপেও তাহারা এত নির্দয় ব্যবহার পায় কেন ? ২৫৭

"পিঁজরাপোল যেগুলি আছে তাহা লইয়া গৌরব করা চলে না। এগুলিতে বহু অর্থ লাগান হইয়াছে, কিন্তু এখানে পশুদের প্রতি ব্যবহারে জ্ঞানবুদ্ধির পরিচয় ক্বচিৎ পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা কখনও ভারতের গো-জাতির উন্নতি-বিধান হইতে পারে না। গবাদি পশুর প্রতি যাহাতে সদয় ব্যবহার করা হয় তৎপ্রতি সজাগ থাকিলেই উহা সম্ভব। আইনের কোনরূপ সাহায্য না লইয়া, শুধু ভারতবর্ষের মুসলমানদের সহিত বন্ধুত্ব করিবার চেষ্টা করিতে পারিয়াছি বলিয়া, অন্য যে-কোন ব্যক্তি অপেক্ষা আমি কসাই-এর ছুরিকা হইতে অধিক সংখ্যক গরু রক্ষা করিয়াছি।" ২৫৮

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ৫-১১-৪৭

হরিজনদের কর্মপটুতা

যে ব্যক্তি নম্রভাবে প্রতিদিন প্রতিবাদ জানায় সে ছাড়া কোরাণপাঠে আর কেহ বাধা না দেওয়ায় আজ গান্ধীজী কোন মন্তব্য না করিয়াই প্রার্থনা আরম্ভ করেন। কিংসওয়ের হরিজন-নিবাসের জনৈক হরিজন ভজন গান করে। গান্ধীজী তাহার সুললিত কণ্ঠস্বরের প্রশংসা করিয়া বলেন, "সমান সুযোগ পাইলে ব্যক্তি-হিসাবে হরিজনেরাও যে-কোন বর্ণহিন্দু অথবা অপর ব্যক্তি অপেক্ষা কোন অংশে কম হয় না। এজন্য আমি আনন্দিত, আমার শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছেও নিশ্চয়ই ইহা আনন্দের বিষয়। আমি লক্ষ্য করিয়াছি, কয়েকটি বিষয়ে, যথা কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীতে অথবা কারিগরীতে হরিজনরা সাধারণতঃ অধিকতর কর্মপটুতার পরিচয় দেয়। অন্যান্য শ্রেণীর মানুষের মত হরিজনদেরও কুপ্রবৃত্তি নাই একথা আমি বলিতে চাহি না। কিন্তু একথা বলিতে চাহি যে, অস্পৃশ্যতার কারণে হরিজনদের নিদারুণ অসামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সমান সুযোগ-সুবিধা দিলেই তাহারা সমান উন্নতি করিতে পারে। অস্পৃশ্যতা তাহার অন্তরায় হইতে পারে না। আর একটি আনন্দের সংবাদ আছে—পান্ধারপুরের প্রাচীন ও সুবিখ্যাত মন্দিরটি অন্যান্য হিন্দুদের মত হরিজনদের জন্য খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই কার্যের প্রধান কৃতিত্ব সানে গুরুজীর। তিনি মন্দিরে হরিজনদের প্রবেশাধিকারের জন্য আমরণ অনশন আরম্ভ করিয়াছিলেন। যথার্থ কাজ করিয়াছেন বলিয়া আমি মন্দিরের ট্রাষ্টিদের এবং পান্ধারপুরের ও নিকটবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের অভিনন্দিত করিতেছি। আমি আশা করি, শীঘ্রই ভারতবর্ষে অস্পৃশ্যতার চিহ্নমাত্র আর থাকিবে না। ভারতের উভয় অংশ যে-সাম্প্রদায়িকতার বিষে জর্জরিত হইতেছে, অস্পৃশ্যতা দূর হইলে সেই বিষ দূর করিতেও তাহা যথেষ্ট সহায়ক হইবে।" ২৫৯

নিরামিষ আহারের প্রসার কিরূপে হয়

গান্ধীজী অতঃপর কয়েকটি প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা করেন। প্রশ্নগুলি ডাকে আসিয়াছে। এক মুসলমান বন্ধু অভিযোগ করিয়া লিখিয়াছেন যে, ভারতীয় ইউনিয়নের যে অংশে তিনি বাস করেন, তথাকার নিরামিষভোজী হিন্দুরা মুসলমানদিগকে মাছ ও ভেড়ার মাংস পর্যন্ত খাইতে নিষেধ করিতেছে। গান্ধীজী বলেন, "এই অসহিষ্ণুতা ও সঙ্কীর্ণতা অসহ্য। ধর্মের কারণে যাহারা নিরামিষভোজী, ভারতবর্ষে তাহাদের সংখ্যা অল্প। সমগ্র ভারতের বিপুল সংখ্যক হিন্দু সুযোগ পাইলেই মাছ, মুরগী অথবা ছাগভেড়ার মাংস খাইতে দ্বিধা করে না। সুতরাং মুসলমানদের উপর নিজেদের ধর্মরীতি চাপাইয়া দিবার কি-অধিকার নিরামিষ-ভোজীদের আছে? হিন্দু আমিষভোজীদের প্রতি এরূপ করিতে তাহারা সাহস পায় না। সমস্ত ব্যাপারটি আমার হাস্যকর বোধ হইতেছে। যুক্তির আশ্রয়ে নিরামিষ আহারের চমৎকারিত্ব বুঝাইয়া দিয়া নিজেদের জীবনে তাহা প্রকাশ করাই হইল উহা প্রচার করিবার যথার্থ পথ। অপরকে নিজের মতে আনিবার অন্য ভাল পন্থা আর নাই।" ২৬০

আপন গৃহে থাকিয়া যাও

একজন হিন্দু সমালোচক বলিয়াছেন যে, গান্ধীজী ও তাঁহার ন্যায় অন্যান্য ব্যক্তিরা মুসলমানদিগকে ক্রমাগত এই উপদেশ দিতেছেন যে, নিরাপদে অন্য-স্থানে চলিয়া যাওয়া সম্ভব হইলেও, সমস্ত অসুবিধা মাথায় করিয়া তাহাদের নিজেদের বাড়ীঘরে থাকাই কর্তব্য। তাহারা যদি নিজ নিজ বিচ্ছিন্ন অঞ্চলেই থাকিয়া যায়, তবে জীবিকা অর্জনের জন্য তাহারা বাহিরে যাইতে পারিবে না অথবা তাহাদের সাধু শ্রমে যে পণ্য উৎপন্ন হইবে বেশির ভাগ হিন্দু হয়ত তাহা ক্রয় করিবে না। এই সকল অসুবিধার কথা বিবেচনা করিয়া এবং চক্ষুর সম্মুখে অন্যকে নিহত হইতে এবং অপর অনেককে পাকিস্থানে চলিয়া যাইতে দেখিয়াও অবশিষ্ট মুসলমানরা নিজ নিজ বাড়ীঘরে থাকিয়া যাইবে, ইহা আশা করা যায় না। গান্ধীজী বলিলেন, "স্বীকার করি, এই সমালোচনার মধ্যে অনেকখানি সত্য আছে, কিন্তু ইহা ছাড়া দিবার মত আর কোন উপদেশ আমার নাই। আমি মনে করি, বাড়ীঘর ছাড়িয়া গেলে তাহাদিগকে আরও বেশি বিপদে পড়িতে হইবে। আমার সরল বিশ্বাস এই যে, যাঁহারা রহিয়া গিয়াছেন, সততা ও সাহসের সহিত দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়া যদি তাঁহারা থাকিয়াই যান, তবে হিন্দু প্রতিবেশীর কঠিন হৃদয় নিশ্চয়ই গলিবে। তাহার ফলে ভারতবর্ষের উভয় খণ্ডের অন্যান্য লোকেরও নিশ্চয়ই মুক্তি হইবে। বেশ কয়েকজন মুসলমান যদি

অহিংসাপ্রসূত অতুলনীয় সাহস এবং ত্রুটিহীন সততা দেখাইতে পারেন, তবে সমগ্র ভারতবর্ষ তাহা দ্বারা প্রভাবিত হইবেই। ২৬১

অহিংসায় দৃঢ়তা

"অপর একটি পত্রে আমাকে এই বলিয়া ভর্ৎসনা করা হইয়াছে যে, চার্চিল, হিটলার, মুসোলিনী ও জাপানীরা যখন সর্বস্ব হারাইতে বসিয়াছিল, তখন আমি তাঁহাদিগকে আমার অহিংসার পন্থা গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছিলাম। এরূপ উপদেশ দেওয়া তখন নিরাপদ ছিল। কিন্তু কংগ্রেস গবর্মেণ্টে আমার বন্ধুরাই যখন অহিংসার পথ পরিত্যাগ করিয়া কাশ্মীরে সশস্ত্র সৈন্য পর্যন্ত প্রেরণ করিল, তখন আমি তাঁহাদিগকে অহিংসার উপদেশ দিলাম না কেন? কাশ্মীরবাসীরা কি করিয়া অহিংসভাবে হানাদারদের প্রতিরোধ করিতে পারে, পত্রের শেষের দিকে আমাকে তাহার সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দিতে বলা হইয়াছে। ইহার উত্তরে বলি, পত্রলেখক যে অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে আমি দুঃখিত। এই সম্পর্কে ইউনিয়ন মন্ত্রীসভার বন্ধুদের উপর আমার কোনই প্রভাব নাই একথা আমি বার বার বলিয়াছি। শ্রোতৃমণ্ডলী তাহা স্মরণ করিতে পারিবেন। আমার অহিংসায় বিশ্বাস পূর্বের মতই দৃঢ়, কিন্তু মন্ত্রীসভায় যাঁহারা রহিয়াছেন তাঁহারা আমার শ্রেষ্ঠতম বন্ধু হইলেও তাঁহাদের উপর আমি আমার নিজের মত চাপাইয়া দিতে পারি না। তাঁহারা নিজ মত ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কাজ করিবেন, এরূপ আমি মনে করিতে পারি না। বন্ধুদের উপর পূর্বে আমার যে প্রভাব ছিল, এখন তাহা নাই একথা আমি স্বীকার করিতেছি। এখন আমার এই কথা বুঝিয়া সকলের মন স্থির করা উচিত। পত্রলেখকের প্রশ্ন খুব সঙ্গত হইয়াছে। আমার উত্তরও খুব সরল। ২৬২

কৃতিত্ব অস্বীকার করিয়া নহে

"হিংসায় বিশ্বাসী কাহারও যদি কৃতিত্ব প্রাপ্য হয়, তবে আমার অহিংসা সেই কৃতিত্ব অস্বীকার করিতে বলে না। যেমন সুভাষ বসুর হিংসায় বিশ্বাস ও তৎপরবর্তী কার্যকলাপ সমর্থন করিতে না পারিলেও আমি তাঁহার দেশপ্রেম, উপায়কুশলতা ও বীরত্বের অকুণ্ঠ প্রশংসা করিতে বিরত হই নাই। সেইরূপ কাশ্মীরের সাহায্যের জন্য ইউনিয়ন গবর্মেণ্টের অস্ত্রধারণ এবং শেখ আবদুল্লার অস্ত্রসজ্জার অনুমোদন করিতে না পারিলেও আমি তাহাদের উপায়কুশলতা ও সাহসিক আচরণের প্রশংসা না করিয়া পারি না, বিশেষতঃ যদি সাহায্যকারী সৈন্যদল ও কাশ্মীরী দেশরক্ষাবাহিনীর সকলকেই কাশ্মীররক্ষায় বীরের মত জীবন বিসর্জন দিতে হয়। আমি জানি, তাহারা যদি ঐরূপে জীবন বিসর্জন দিতে পারে, তবে সম্ভবতঃ ভারতের রূপ বদল হইয়া যাইবে। কিন্তু কাশ্মীররক্ষা যদি

অবিমিশ্র অহিংস উপায়ে ও উদ্দেশ্যে করা হইত তবে আর আমি 'সম্ভবতঃ' কথাটি ব্যবহার করিতাম না। ভারতবর্ষের রূপ পরিবর্তন সম্বন্ধে আমি তখন নিশ্চিন্ত হইতাম। কাশ্মীরের রক্ষীদল তখন ইউনিয়ন মন্ত্রিমণ্ডলীকে, এমন কি পাকিস্থান মন্ত্রিমণ্ডলীকেও অহিংসায় বিশ্বাসী করিতে পারিত। ২৬৩

"আমি যে অহিংস পদ্ধতির কথা বলিতেছি তাহাতে রক্ষীদের সশস্ত্র সহায়তা হইবে না। ইউনিয়ন গবর্মেণ্ট হইতে কোনরূপ কৃপণতা না করিয়া অহিংস সাহায্য পাঠাইতে পারা যায়। কিন্তু রক্ষীগণ এই সাহায্য পাইয়া অথবা না পাইয়াও হানাদারদের শক্তিকে উপেক্ষা করিতে পারে, এমন কি তাহারা যদি সংখ্যাবহুল সুসংবদ্ধ সৈন্যদল হয়, তাহা হইলেও পারে। কোনরূপ বিদ্বেষ বা ক্রোধ হৃদয়ে পোষণ না করিয়া, হানাদারদের বিরুদ্ধে কোন অস্ত্র এমন কি হাতটি পর্যন্ত না উঠাইয়া রক্ষীরা যদি নিজেদের কর্তব্য সাধনে জীবন বিসর্জন দেয়, তবে জগতের ইতিহাসে সেই বীরত্বের তুলনা মিলিবে না। কাশ্মীর তাহা হইলে পুণ্যতীর্থে পরিণত হইবে, ইহার সৌরভ শুধু ভারতে নহে জগতের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িবে। অহিংস আচরণ আমি বর্ণনা করিলাম। কিন্তু আমাকে আমার অক্ষমতা স্বীকার করিতে হইবে। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষের শ্লোকগুলিতে বিজিতাত্মা বা স্থিতপ্রজ্ঞের যে শক্তির কথা বলা হইয়াছে আমার কথায় সে শক্তি নাই। এই কার্যের জন্য যে তপশ্চর্যার প্রয়োজন তাহাও আমার নাই। আমি কেবল ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতে পারি ও আপনাদের সকলকে প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিতে পারি যে, তিনি যেন যে-গুণের কথা আমি এখন বলিলাম, সেই গুণ আমাকে প্রদান করেন।" ২৬৪

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ৬-১১-৪৭

বিকৃত ঘটনা

কোন বন্ধু সংবাদপত্র হইতে দুইটি কাটা-টুকরা গান্ধীজীকে পাঠাইয়াছেন। প্রার্থনাতে সেই কথার উল্লেখ করিয়া গান্ধীজী বলিলেন "লেখকের নাম আমি জানি, কিন্তু তাঁহার নাম ও টুকরা দুইটিতে যে খবর আছে তাহার বিবরণ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না। আমি শুধু এই কথা বলিতে চাই যে, হিন্দুধর্মের সেবার উদ্দেশ্যে উহা লেখা, তথাপি ইচ্ছা করিয়াই উহাকে অসত্যে ভরিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিবরণে কাল্পনিক ঘটনার কথা আছে, নয়ত প্রকৃত ঘটনাকে বিকৃত করা হইয়াছে। আমি ত স্পষ্ট করিয়াই বলিব যে, এই উপায়ে কোন কর্মসাধনই হয় না, ধর্মের সেবা ত দূরের কথা। ইহাতে যাহাদের আক্রমণ করা হইয়াছে তাহাদের কোন ক্ষতিই

হইবে না, কারণ এরূপ আক্রমণ প্রকৃত ঘটনার উপর নহে কাল্পনিক ঘটনার উপর নির্ভর করিয়াই করা হইয়াছে। সুতরাং লেখকগণ যতই সুপরিচিত হউন না কেন, সাধারণকে আমি সাবধান করিয়া দিতেছি, তাঁহারা যেন এইরূপ সংবাদপত্রকে আমল না দেন। ২৬৫

নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দাও

"আমার দ্বিতীয় কথা এই যে, বিভিন্ন প্রদেশের মন্ত্রীগণ অথবা তাঁহাদের প্রতিনিধিগণের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে। ইহারা খাদ্যমন্ত্রী ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের সহায়তা করিতে আসিয়াছেন। খাদ্যমন্ত্রী বে-সরকারী সদস্য-গণ লইয়া একটি কমিটি গঠন করিয়া দিয়াছিলেন। এই কমিটি নিজেদের সুপারিশসহ বিবরণী তাঁহার কাছে পেশ করিয়াছেন। সেই সকল বিবেচনা করিয়া ইহাদের সহায়তায় এক্ষণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে। সেইজন্য তাঁহাদের এই সাক্ষাৎকারের সংবাদ পাইয়া আমি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদকে অনুরোধ করি যে, তিনি যেন আমাকে তাঁহাদের সহিত কথা বলিবার একটা সুযোগ দেন। তাহা হইলে তাঁহাদের যদি কোন সন্দেহ থাকে তবে আমি তাহার নিরসন করিতে পারিব। কারণ খাদ্যসমস্যা সম্পর্কে আমি নিজের যুক্তিসহ যে মত প্রকাশ করিতেছি, সে সম্বন্ধে আমি একবারে নিশ্চয়। ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ তৎক্ষণাৎ আমার প্রস্তাবে সম্মত হন, আর আমিও পুরাতন বন্ধুদের সহিত মিলিত হইতে পারিয়া আনন্দিত হই। আমি ত এখন বলিয়া আসিতেছি যে, সাম্প্রদায়িক বিরোধ সম্বন্ধে লোকের কাছে উপস্থিত আমার মতের কোন মূল্য নাই, ইহা সেকেলে হইয়া গিয়াছে। কিন্তু খাদ্যসমস্যা লইয়া আমি যে মত ব্যক্ত করিতেছি সে সম্বন্ধে লোকের মনোভাব ঐরূপ নহে। এজন্য আমি আনন্দিত। মিষ্টার কেসি যখন বাঙলার শাসনকর্তা, তখন তাঁহার সহিত আমার কয়েক বার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ততদিন আগেই আমি এই মত ব্যক্ত করিয়াছি যে, খাদ্য বা বস্ত্রে নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত নয়। সেই সময় আমার ঐ কথার পশ্চাতে জনমতের সমর্থন ছিল কি না তাহা আমি জানিতাম না। কিন্তু সম্প্রতি ইহা লইয়া যে বিতর্ক চলিতেছে, তাহাতে দেখিতেছি জনসাধারণের ভিতর জ্ঞাত ও অজ্ঞাত অনেক বন্ধুরই আমার এই মতে ব্যাপক সমর্থন রহিয়াছে। ইহাতে আমি আনন্দ ও আশ্চর্য বোধ করিয়াছি। এই সম্পর্কে আমার এক রাশি চিঠিপত্র রহিয়াছে। পত্রলেখকদের মধ্যে একজনও আমার সহিত ভিন্নমত বলিয়া আমার স্মরণ হয় না। শ্রীঘনশ্যামদাস বিরলা এবং লালা শ্রীরামের মত ধুরন্ধর ব্যবসায়ীর এই বিষয়ে কি মত আমি তাহার কিছুই জানিতাম না, আর

সাম্যবাদী দলের মধ্য হইতে আমি কোন সমর্থন যে পাইতে পারি তাহাও আমার অজ্ঞাত ছিল। কেবল ডক্টর রামমনোহর লোহিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, এই বিতর্কে আমি যে যুক্তিধারা অবলম্বন করিয়াছি তাহা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করিয়া যান। বিনা দ্বিধায় আমি এই কথা বলি যে, বর্তমানে দেশ যে-অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে তাহাতে খাদ্যসমস্যা সম্পর্কে বিভাগীয় আমলাদের দ্বারা চালিত না হইয়া ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের উচিত তাঁহার নিযুক্ত কমিটির এক বা একাধিক সদস্যের পরামর্শমত চলা। ২৬৬

খাদি বনাম কলের কাপড়

"এই বার বস্ত্রনিয়ন্ত্রণের কথা। খাদ্যনিয়ন্ত্রণ অপেক্ষা এই বস্ত্রনিয়ন্ত্রণ রহিত করিবার ব্যাপারে আমি আরও দৃঢ়নিশ্চয়—অবশ্য তাহা যদি সম্ভব হয়। তথাপি যেন মনে হয়, আমার খাদ্যনিয়ন্ত্রণ রদ করিবার প্রস্তাবে জনমতের যতটা সমর্থন আছে, বস্ত্রনিয়ন্ত্রণ-রদের প্রস্তাবে তাহা নাই। আমি যে কথা বলিতে চাহিতেছি তাহা এত সোজা যে বিশ্বাসই হইবে না। কংগ্রেস আমার এই মত সহজেই সমর্থন করিয়াছে যে, দেশী বা বিদেশী যে কোন কলের কাপড়ের স্থানই খাদি পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারে। কংগ্রেস স্বর্গত যমুনালালজীর তত্ত্বাবধানে খাদি বোর্ড স্থাপন করিয়াছে। তারপর আমি যখন যারবেদা জেল হইতে বাহির হইয়া আসি, তখন এই খাদি বোর্ড প্রসারিত হইয়া নিখিল-ভারত-চরকা-সংঘে পরিণত হইয়াছে। ভারতবর্ষে ৪০ কোটি লোকের বাস। তার মধ্যে পাকিস্থানের ১০ কোটি যদি বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলেও ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা ৩০ কোটিরও বেশি হইবে। যে পরিমাণ তুলা আমাদের প্রয়োজন তাহার সবই আমাদের দেশে উৎপন্ন হয়। যথেষ্ট সংখ্যক কাটুনী আমাদের আছে—তাহারা এই তুলায় কাপড় বুনিবার উপযোগী সুতা কাটিতে পারে। আর সেই হাতে-কাটা সুতার কাপড় বুনিবার জন্য যত তাঁতির দরকার তার চেয়ে অধিক-সংখ্যক তাঁতি আমাদের আছে। খুব বেশি মূলধন না ফেলিয়াই তাহারা এই দেশে স্বচ্ছন্দে সমস্ত চরকা, তাঁত ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি তৈয়ারি করিয়া লইতে পারে। শুধু চাই নিজেদের উপর বলিষ্ঠ বিশ্বাস, আর চাই এই সঙ্কল্প যে, শুধু খাদিই ব্যবহার করিব—অন্য বস্ত্র নহে। যেমন ইচ্ছা মিহি খাদি পাওয়া যাইতে পারে, আর কলের চেয়ে ভাল নক্সার খাদি উৎপন্ন করা যায়—ইহা ত আমরা বুঝিয়াছি। আজ যখন ভারতবর্ষ বৈদেশিক শাসন হইতে মুক্ত হইয়াছে, তখন আর খাদিকে চারিদিকে বিদেশী শাসকগণের বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হইতে হইবে না। তাই ইহা পরম আশ্চর্য

বলিয়াই মনে হয় যে, আজ যখন দেশ আমাদের নিজের হইয়াছে তখন কেহই আর খাদির কথা বলে না। খাদির সম্ভাবনা সম্বন্ধে কাহারও আর বিশ্বাস আছে বলিয়া বোধ হয় না। ভারতবাসীর পরণে তাহারা শুধু কলের কাপড়ের কথা ছাড়া আর কিছু ভাবিতে পারে না। ভারতের পক্ষে একমাত্র খাদির অর্থনীতি যে সব চেয়ে সঙ্গত ও সুদৃঢ় এই বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নাই।" ২৬৭

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ৭-১১-৪৭

টেহার গ্রাম দর্শন

গান্ধীজী টেহার গ্রামের দুর্গত মুসলমানদের দেখিতে যান। সেখানে একটু বেশি সময় দিতে হয়। সেইজন্য সেখান হইতে ফিরিয়া তিনি সোজা প্রার্থনা-সভায় চলিয়া যান। নিয়মিত প্রার্থনার পর তিনি সখেদে ঐ গ্রামের উল্লেখ করিয়া বলেন,"টেহার ও নিকটবর্তী স্থানের মুসলমানরা অযথা দুর্ভোগ ভুগিতে বাধ্য হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন জমিদার। কিন্তু অত্যাচারের ভয়ে তাহারা জমি চাষ করিতে পারে নাই। তাহারা গরু, লাঙ্গল এবং অন্যান্য কিছু অস্থাবর জিনিস বিক্রয় করিয়াছে। তাহাদের সামরিক পাহারা ছিল। যে সকল দুর্গত আমার কাছে আসিয়া জড় হয় তাহাদের সংখ্যা ২০০০এর উপর হইয়া গিয়াছিল। নিজেদের প্রতিনিধি মারফৎ তাহারা আমাকে বলিল যে, তাহারা পাকিস্থানে যাইবার জন্য অস্থির হইয়াছে. কারণ ঐ গ্রামে জীবনযাপন তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। ইতিমধ্যেই তাহাদের অনেক আত্মীয়বন্ধু পাকিস্থানে চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং যতশীঘ্র সম্ভব তাহাদের লাহোর পাঠাইয়া দিলে তাহাদের প্রতি করুণা প্রকাশ করা হইবে। তাহারা বলিল যে, সামরিক পাহারার বিরুদ্ধে তাহাদের কোনও অভিযোগ নাই। যাহা হউক, তাহাদের সহিত এই সাক্ষাৎকারের পূর্ণ বিবরণ দিয়া আজিকার সন্ধ্যার সময়টা ক্ষেপ করিবার ইচ্ছা আমার নাই। আমি সেই মুসলিমগণকে বলিয়াছি যে, ঐ বিষয়ে যদিও আমার ক্ষমতা নাই, তবু তাঁহাদের কথা আমি প্রধান মন্ত্রী ও তাঁহার সহকারী আমাদের স্বরাষ্ট্র-সচিবের নিকট বহন করিয়া লইয়া যাইব। ২৬৮

একটি শিক্ষা

"শুনিতেছি দিল্লীর আশ্রয়প্রার্থীরা একটা সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। আমি সেই বিষয়েই কথা বলিব। আমাকে বলা হইয়াছে, অত্যাচারিত বলিয়া আশ্রয়-প্রার্থীরা মনে করিতেছে যে, কোন কোন বিষয়ে তাহাদের বিশেষ অধিকার জন্মিয়াছে। তাহারা যখন জিনিসপত্র কিনিতে দোকানে যায়, তখন আশা করে

যে, তাহারা যাহা চায় দোকানদার কখন কখন তাহা বিনামূল্যে দিবে, কখনও বা তাহার জন্য খুব কম মূল্য লইবে। তাহাদের এক একজনের দ্রব্যাদি ক্রয় কখন কখন কয়েক শত টাকারও হয়। কোন কোন আশ্রয়প্রার্থী আশা করে যে, টোঙ্গাওয়ালারা তাহাদের বিনা পয়সায় গাড়ীতে লইয়া যাইবে অথবা নির্দিষ্ট হারের কম ভাড়া লইবে। এই সব সংবাদ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বাধ্য হইয়া আমি এই মন্তব্য করিব যে, দুর্ভাগ্যের মাঝে সাধারণত যে-শিক্ষা লাভ হইয়া থাকে, এই দুর্গতগণ সেই শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে নাই। এইরূপে তাহারা নিজেদের ও দেশের ক্ষতিসাধন করিতেছে এবং যে ব্যাপারটা এখনই যথেষ্ট জটিল হইয়া উঠিয়াছে তাহাকে আরও জটিল করিয়া তুলিতেছে। তাহারা যদি এইরূপ আচরণ করিতে থাকে, তাহা হইলে দিল্লীর দোকানদারদের সহিত তাহাদের অসদ্ভাবের সৃষ্টি হইবে। ২৬৯

আশ্রয়প্রার্থীদের প্রতি পরামর্শ

"আর এ কথাও আমি বুঝিতে পারি না যে, যে-সকল আশ্রয়-প্রার্থী সর্বস্বান্ত হইাছে তাহারা কেমন করিয়া এত বেশি জিনিষপত্র ক্রয় করিতে পারে। আমি চাই, কদাচিৎ সঙ্গত উপলক্ষ্য ব্যতীত আশ্রয়প্রার্থীরা কোথাও যাওয়া-আসার জন্য বিধিদত্ত পা দু'খানা ছাড়া অপর কোন কিছু ব্যবহার না করে। আর একথাও আমি শুনিয়াছি যে, আশ্রয়প্রার্থীগণ হুড়মুড় করিযা আসিয়া পড়িবার পর মদের আবগারী আয় বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এই কথা সকলের বুঝা উচিত যে, কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সরকার যদি কংগ্রেস যাহা চায় তৎপ্রতি সত্যভাবে অবহিত হয়, তবে দুই ডমিনিয়নের কোনটিতেই মদ, আফিম, গাঁজা বা ঐরূপ কোন মাদকদ্রব্য মোটেই মিলিবে না। মাদকদ্রব্যের সম্পূর্ণ বর্জন ঘোষণা করিবার জন্য মুসলিম লীগ অবশ্য কংগ্রেসের কোন প্রস্তাবের অপেক্ষা করে না। আশ্রয়প্রার্থীরা ত অসাধারণ কষ্ট সহ্য করিয়াছে। তাহারা কি মদ ও অন্যান্য মাদকদ্রব্যের ব্যবহার এবং বিলাসব্যসন ছাড়িয়া থাকিবার অভ্যাস করিয়া লইতে পারিবে না? আমি আশা করি, পূর্বের প্রার্থনান্তিক ভাষণগুলিতে আমি যে সকল পরামর্শ দিয়াছি, আশ্রয়প্রার্থীরা তাহার অনুসরণ করিবে। চিনি যেরূপ দুধের সঙ্গে একেবারে মিশিয়া গিয়া তাহাকে মধুর করে, তাহারাও নিজেদের আচরণ সেইরূপ করিয়া তুলিবে, যাহাদের মধ্যে তাহারা বাস করিতেছে তাহাদের উপর ভারস্বরূপ হইয়া থাকিতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করিবে এবং ধনীদরিদ্র সকলেই এক স্থানে একই শিবিরে থাকিয়া পরস্পরের

সহযোগিতায় এরূপে কাজ চালাইবে যে, তাহার ফলে তাহারা নিজ নিজ ব্যয় নির্বাহে সক্ষম হইয়া আদর্শ নাগরিক হইয়া উঠিবে।" ২৭০

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ৮-১১-৪৭

সেই বিনয়ী বন্ধুটি ছাড়া আরও তিনজন কোরাণ হইতে আবৃত্তিতে আপত্তি করিয়াছিল। প্রার্থনা আরম্ভ করিবার আগে গান্ধীজী শ্রোতৃমণ্ডলীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহারা পূর্বের মত আপত্তিকারীদের বিরুদ্ধে কোনরূপ ক্রুদ্ধভাব পোষণ না করিয়া স্থিরধীরভাবে অখণ্ড মনোযোগের সহিত প্রার্থনা-সভার কার্য করিবেন কি না। শ্রোতৃগণ তৎক্ষণাৎ একবাক্যে বলিলেন যে তাঁহারা ঐ সর্ত মানিয়া চলিবেন। যতক্ষণ প্রার্থনা চলিল আপত্তিকারীগণ চুপ করিয়া রহিলেন। বিনা বাধায় প্রার্থনা-সভা চলিতে লাগিল। ফলে সভার শেষে গান্ধীজী তাঁহাদের অভিনন্দিত করিলেন। ২৭১

শিখ ধর্মগ্রন্থ হইতে আবৃত্তি

গান্ধীজী তারপর একখানি চিঠির উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "এক শিখ বন্ধুর নিকট হইতে আমি এই চিঠিখানি পাইয়াছি। এই বন্ধুটি প্রার্থনা-সভা ভালবাসেন—নিয়মিতভাবে এই সভায় তিনি আসেন। প্রার্থনায় যে উদার ভাব আছে পত্রপ্রেরক তাহা বুঝেন ও তাহার তারিফ করেন। প্রার্থনায় আমি গ্রন্থসাহেব, সুখমণি, জপজী প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের যে উল্লেখ করিয়া থাকি তিনি বিশেষ করিয়া তাহার সুখ্যাতি করেন। সমস্ত শিখ সম্প্রদায়ের কথা হিসাবে তিনি জানাইয়াছেন যে, আমি প্রাত্যহিক প্রার্থনায় যদি শিখ ধর্মগ্রন্থ হইতে কোন কোন অংশ আবৃত্তির জন্য গ্রহণ করি তবে তাঁহারা অত্যন্ত আনন্দিত হইবেন। তিনি আমার সম্মুখে ঐ সকল অংশ আবৃত্তি করিবার প্রস্তাব করেন। আমি তখনই তাঁহার কথায় সম্মত হই এবং তাঁহাকে বলি যে, তাঁহার মুখে আবৃত্তি শুনিবার পর আমি এই বিষয়ে স্থির করিব। সেই উদ্দেশ্যে আমি পত্রপ্রেরককে শ্রীবৃজকৃষ্ণজীর সহিত কথা বলিতে অনুরোধ করি।" ২৭২

তুলার জন্য আবেদন

গান্ধীজী তৎপরে বলিলেন, "আশ্রয়প্রার্থীদের পক্ষ হইয়া আমি তুলা, সূতার কাপড় ও সূচের জন্য আবেদন করিয়াছিলাম। বোম্বাই-এর তুলা ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে সেই আবেদনে সাড়া পাইয়াছি। ঐগুলি পাইলে আশ্রয়প্রার্থীরা নিজেদের ব্যবহারের জন্য রেজাই তৈয়ারি করিয়া লইতে পারিবে। তাহাতে

সম্ভবতঃ লক্ষ লক্ষ টাকা বাঁচিয়া যাইবে এবং আশ্রয়প্রার্থীরা বিনা অসুবিধায় প্রয়োজনীয় আচ্ছাদন-বস্ত্র পাইবে। এই পন্থায় কাজ করিলে শরণার্থীদের আত্মসম্মান বাড়িবে এবং বলিষ্ঠ সহযোগিতার প্রথম পাঠ তাহারা গ্রহণ করিতে পারিবে। আর দিল্লীতে ত কাপড়ের কলের অভাব নাই, সহরের ভিতরই কয়েকটা কল চলিতেছে। কিন্তু বোম্বাই হইতে যাঁহারা জিনিসপত্র পাঠাইবেন বলিয়াছেন, তাঁহাদের দানের প্রতিই আমার আগ্রহ। কেননা এখানে স্বেচ্ছায় যাঁহারা দান করিতেছেন তাঁহাদের উপর আর আমি অযথা চাপ দিতে ইচ্ছা করি না। দাতার সংখ্যা যত বেশি হয় দেশের পক্ষে ততই ভাল। সেইজন্য আমি আশা করি যে, তুলার ব্যবসাসীগণ যত শীঘ্র সম্ভব যত বেশি পারেন তুলার গাঁইট সবই পাঠাইয়া দিবেন। ধনী ব্যক্তিরা এইরূপে সহযোগিতা করিলে গবর্মেণ্টের কাজের বোঝা হাল্কা হইবে। দেশ ত এখন আমাদের হইয়াছে। নাগরিকের পুরা কর্তব্য যিনি এখন করিবেন, দেশশাসনে তাঁহারই স্বেচ্ছায় অংশ গ্রহণ করা হইবে। ২৭৩

খাদি উৎপাদন

"তুলার গাঁইটগুলি যখন আসিয়া পড়িবে, তখন আমি কলের মালিকদের রেজাই-এর খোলের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে কাপড় দিতে রাজি করাইতে পারিব, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। তুলার গাঁইটের উল্লেখ করিতে গিয়া আমি বস্ত্র-নিয়ন্ত্রণের প্রসঙ্গে আসিয়া পড়িতেছি। আমার ধারণা, ভারতের সমস্ত লোকের প্রয়োজন মিটাইবার মত যথেষ্ট পরিমাণ খাদিবস্ত্র হাতে তৈয়ারি করিয়া লওয়া অতিশয় সহজ—অবশ্য তাহার জন্য দেশে আবশ্যক পরিমাণ কাঁচা মাল অর্থাৎ তুলা পাওয়া চাই। ভারতে তুলার অভাব কখনও ঘটিয়াছে বলিয়া আমি জানি না। ইহার কারণ ত স্পষ্ট—দেশে যে-পরিমাণ তুলার দরকার তাহার চেয়ে বেশি তুলা উৎপন্ন করা হইয়া থাকে। হাজার হাজার গাঁইট তুলা দেশ হইতে রপ্তানি করা হয়, তথাপি দেশের কাপড়ের কলগুলির জন্য তুলার অভাব ত কখনও হয় নাই। তুলাধোনা, পাঁজকরা, সূতাকাটা ও কাপড়বোনা—এই সকলের জন্য যে যন্ত্রপাতি প্রয়োজন তাহার সকলই ভারতবর্ষে পাওয়া যায়, আর এ দেশের জনসংখ্যা ত বিপুল—এই সব কথা শ্রোতৃবৃন্দকে আগেই বলিয়াছি। সুতরাং এখন এই মাত্র বলিতে পারি যে, আমাদের দেশে বস্ত্রাভাব আছে এরূপ চিন্তা শুধু জড়তাপ্রসূত। বস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ এদেশে কেহ চায় নাই—কলের মালিক বা মজুর অথবা জনসাধারণ কেহই নয়। নিয়ন্ত্রণের দ্বারা দেশের সর্বনাশ সাধিত হইতেছে, অলস বেকারের সংখ্যা বাড়িতেছে, আর প্রয়োজনীয় কাজে নিযুক্ত না থাকায় সকল সময়েই তাহাদের দ্বারা দেশের ক্ষতি হইতেছে।" ২৭৪

স্বাবলম্বন ও সহযোগিতা

এই সম্পর্কে আশ্রয়প্রার্থী দুঃখীদের কথা পুনরায় উত্থাপন করিয়া গান্ধীজী বলিলেন, "দুঃখীগণ যদি প্রয়োজনীয় কাজে ব্যাপৃত হইবার সঙ্কল্প লয়, তবে প্রথমে তাহারা নিজেদের জন্য রেজাই তৈয়ার করিয়া লইবে, তারপর মেয়ে-পুরুষ সকলকেই প্রত্যেক মুহূর্তটি তুলাধোনা, পাজকরা, সূতাকাটা ও তাঁতবোনা প্রভৃতি কার্যে দিতে হইবে। এইরূপে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী দুঃখীর পরস্পর সহযোগিতায় যে শক্তির প্রকাশ হইবে, তাহাতে সমস্ত দেশ চমকিত হইয়া উঠিবে এবং প্রত্যেক অলস মুহূর্তটি আরও ফসল উৎপাদনে অথবা তাহাদের নিজ নিজ আবাসে খাদি তৈয়ারির কার্যে প্রযুক্ত হইবে। আর একথাও স্মরণ রাখা চাই যে, গাঁইটবন্দী না হইয়া তুলা যদি ক্ষেত হইতে সোজা নিকটবর্তী অঞ্চলের কাটুনীদের ঘরে যায়, তাহা হইলে খাদি-উৎপাদনের একটা দিকের পরিশ্রম বাঁচিবে, তুলা অক্ষত অবস্থায় থাকিবে, ধোনার কাজ সোজা হইবে, আর এই ব্যবস্থার ফলে তুলাবীজ গ্রামের মধ্যে ঘরে ঘরে থাকিয়া যাইবে। ২৭৫

সেবিকা

"লেডী মাউণ্টব্যাটেন আমার নিকট আসিয়াছিলেন। তিনি 'সেবিকা-সঙ্ঘ' (সিষ্টার অব্ মারসি)-ভুক্ত হইয়াছেন। উভয় ডমিনিয়নে তিনি ক্রমাগত ঘুরিতেছেন, বিভিন্ন শিবিরে দুঃখীদের কাছে যাইতেছেন, আর্ত ও পীড়িতের সংবাদ লইতেছেন। এইরূপে তিনি তাহাদের যতটুকু সম্ভব সান্ত্বনা দিতেছেন। তিনি যখন কুরুক্ষেত্র-শিবিরে যান তখন তথাকার শরণার্থীরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে, আমি কখন তাহাদের দেখিতে যাইব। তাহাদের একান্ত আগ্রহ লক্ষ্য করিয়া, তিনি আশা দিয়া বলেন যে, আমি তাহাদের শিবিরে যাইব। আমি তাঁহাকে নিশ্চয় করিয়াই বলি যে, শিবিরের দুঃখীদের ঐরূপ আশা দিয়া তিনি ঠিক কাজই করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে আমি পানিপথ যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছি—সেখানকার হিন্দু ও মুসলমানগণ আমাকে চান। সেই সময়ই আমি কুরুক্ষেত্র শিবিরে যাইব মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু বুঝিতেছি এক যাত্রায় কুরুক্ষেত্র যাওয়া ঘটিবে না। সেইজন্য নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির আসন্ন অধিবেশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত কুরুক্ষেত্র যাওয়া স্থগিত রাখা প্রয়োজন। তবে একটা কথা আমাকে বলা হইয়াছে যে, কুরুক্ষেত্রের মত বড় শিবিরে লাউড-স্পীকার-এর ব্যবস্থা করা হাঙ্গামা বটে, কিন্তু যদি প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বসান যায়, তবে দিল্লী হইতে বেতারযোগে তথাকার দুঃখীদিগের উদ্দেশে কথা বলিতে আমার কোনও অসুবিধা হইবে না। সে ক্ষেত্রে আমি মঙ্গল বা বুধবার তাহাদের উদ্দেশে বেতারে কথা বলিব, এবং কিছুদিন পরে

তাহাদের শিবিরে যাইব। ইতিমধ্যে পানিপথের কাজ শেষ করিতে পারিব আশা করি।" ২৭৬

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ৯-১১-৪৭

"আগামী কাল আমাকে পানিপথ যাইতে হইবে। সেইজন্য আজ আমাকে আগেই মৌন গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ইহার ফলে পানিপথ পৌঁছিয়াই আমি তথাকার হিন্দু ও মুসলমানদের সহিত কথা বলিতে পারিব। আশা করি প্রার্থনার সময়েই আমি দিল্লীতে ফিরিতে পারিব। সেই সময় আপনাদের কাছে কথা বলিব। সংবাদপত্রে ভুল খবর দেওয়া হইয়াছে যে, আমি আগামী কল্য কুরুক্ষেত্র যাইব। আমি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছি, কুরুক্ষেত্রে আমি যাইব কিন্তু নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন শেষ হইবার পূর্বে নয়। আগামী বুধবার আমি বেতারযোগে কুরুক্ষেত্র-শিবিরের দুঃখীদের সহিত কথা বলিব—সময়টা যথাকালে জানান হইবে। ২৭৭

দেওয়ালী উৎসব বন্ধ

"আর কয় দিনেই দেওয়ালী আসিয়া পড়িবে। এক ভগিনী লিখিয়াছেন :

আমরা দেওয়ালী উৎসব করিব কিনা সকলের মনেই আজ এই প্রশ্ন। তাই আমার হিন্দী যেমনই হউক এই প্রশ্ন সম্বন্ধে আমাদের কথা আপনাকে জানাইতেছি। আমি দুঃখী শরণার্থী, গুজরানওয়ালা হইতে আসিয়াছি। সেখানে আমার সর্বস্ব গিয়াছে। তথাপি স্বাধীনতা পাইয়াছি বলিয়া আমাদের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ। স্বাধীন ভারতে এই প্রথম দেওয়ালী উৎসব। আজ সকল দুঃখ ভুলিয়া সারা ভারতে আমরা আলোক উৎসব করিতে চাই। আমি জানি আমাদের দুঃখে আপনার হৃদয় জর্জর, আপনি সকলকে দেওয়ালী উৎসব বন্ধ রাখিতেই বলিবেন। তবুও অনুরোধ করিব, আপনি শরণার্থীগণকে ও ভারতের অপর সকলকেই এই উৎসবে যোগ দিতে বলুন। ধনীদের বলুন তাঁহারা যেন উৎসবের জন্য যেখানে প্রয়োজন টাকাকড়ি দেন। ঈশ্বর করুন, স্বাধীনতা লাভের পর দেশের সকল উৎসবেই যেন আমরা মাতিতে পারি। ২৭৮

"আমার এই বোনটির এবং যাহারা তাহারই মত তাহাদের আমি প্রশংসা করি। কিন্তু একথা না বলিয়া আমি পারি না যে, তাহারা ভুল করিতেছে। যে-পরিবারে বিপদপাত হয় তাহারা যথাসম্ভব উৎসব-আনন্দ বন্ধ রাখে, ইহা ত জানা কথা। ছোট আকারে ইহাই ত সমদর্শনের অর্থাৎ সকলের সহিত একাত্মভাবের উদাহরণ। সঙ্কীর্ণ পরিধিটুকু ভাঙ্গিয়া দিলেই বুঝা যায়, সারা ভারতে একটিমাত্র পরিবার রহিয়াছে। গণ্ডী যদি ভাঙ্গে, তবে সারা পৃথিবীই একটিমাত্র পরিবার হইয়া দাঁড়ায়—আর প্রকৃত কথাও ত তাহাই। এই গণ্ডী ভাঙ্গিতে না পারা, আর যে-সকল সূক্ষ্ম অনুভূতি লইয়া মানুষ গঠিত তাহাতে সাড়া না দেওয়া একই কথা। শুধু নিজেকে লইয়া আত্মকেন্দ্রিক

হইয়া থাকিলে অথবা মিথ্যা ভাবাকুল হইয়া বাস্তবকে অস্বীকার করিলে আমাদের চলিবে না। ব্যাপকভাবে বহু গুরুত্বপূর্ণ কথা ভাবিয়া আমি দেওয়ালী উৎসবে বিরত থাকিবার পরামর্শ দিয়াছি। দুঃখী শরণার্থীর সমস্যা রহিয়াছে—এই সমস্যা লক্ষ লক্ষ হিন্দু, মুসলমান ও শিখের সমস্যা। সর্বত্র অন্নবস্ত্রের এত অভাব (যদিও ইহা মানুষের সৃষ্ট)। গভীরে আবার অন্য সব কারণ রহিয়াছে, যেমন বহুলোকের অসাধুতা—এই সব লোকই আবার জনমতগঠনে সমর্থ—তাহা ছাড়া যাহারা দুঃখ পাইয়াছে দুঃখের শিক্ষা গ্রহণ করিতে তাহাদের বার বার অস্বীকার, আর মানুষের প্রতি মানুষের ব্যাপক অমানুষিক নিষ্ঠুরতা। এই দুঃখের ভিতর আনন্দের কারণ ত আমি কোথাও দেখি না। দৃঢ়ভাবে এবং বিবেচনা সহকারে এই সব উৎসবে যোগ দিতে অস্বীকার করিলে আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মশুদ্ধির কার্যে উৎসাহ আসিবে। এত দুঃখবিপদের মধ্য দিয়া যে শুভ আমরা লাভ করিলাম, অবিবেচনার বশে এমন কিছু যেন না করি যাহাতে উহা হারাইতে হয়। ২৭৯

বিদেশী অধিকৃত স্থানে স্বাধীনতা

"এইবার ফরাসী ভারত হইতে এই সপ্তাহে যে সকল বন্ধু আসিয়াছিলেন তাঁহাদের কথা বলিব। তাঁহারা অভিযোগ করিলেন যে, চন্দননগরে যাহাকে সত্যাগ্রহ বলিয়া দাবি করা হইয়াছিল সেই সম্পর্কে আমার মন্তব্যের অপব্যবহার করা হইতেছে। ফরাসী ভারতের লোকরা ফরাসী সংস্কৃতির সুপ্রভাব বজায় রাখিয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ভিতর স্বায়ত্ত-শাসনশীল হইয়া থাকিতে চায়। তাহাদের এই আকাঙ্ক্ষাকে দাবাইয়া রাখিবার চেষ্টা হইতেছে। তাঁহারা আমাকে একথাও বলিয়াছেন যে, বৃটিশ ভারতের মত ফরাসী ভারতেও পঞ্চম বাহিনী আছে, তাহারা নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ফরাসী সরকারের সহিত সহযোগিতা করিয়াছে। ফরাসী ভারতের লোকদের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাকে দাবাইয়া রাখিবার দিকেই এই সরকারের লক্ষ্য। ফরাসী ভারতের বন্ধুগণের এই কথা সত্য হইলে আমি দুঃখিত হইব। যাহা হউক, আমার মত খুব স্পষ্ট। ভারতের লক্ষ লক্ষ লোক ইংরেজ শাসন হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন হইয়াছে। ইহারই সম্মুখে বিদেশী অধিকৃত ছোট ছোট জায়গার লোকেরা পরাধীন হইয়া পড়িয়া থাকিবে ইহা সম্ভব নয়। চন্দননগর সম্বন্ধে আমি বন্ধুভাবে যে কথা বলিয়াছি তাহার বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া বলা হইয়াছে যে, আমি চাই ভারতবর্ষে বিদেশী অধিকৃত স্থানগুলির রাজনৈতিক মর্যাদা নিম্নস্তরের হউক। আমি ইহাতে আশ্চর্য হইয়াছি। তাই আমি আশা করি, এই সম্পর্কে আমি যে সংবাদ পাইয়াছি তাহা ভিত্তিহীন, এবং মহান্ ফরাসী জাতি ভারতে বা অন্যত্র

সাদাকালা কোন জাতিকেই দাবাইয়া রাখিবার কাজে কখনও লিপ্ত হইবেন না।" ২৮০

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ১০-১১-৪৭

ভগবানের সেবক হও

অপরাহ্ণের ভজনের উল্লেখ করিয়া গান্ধীজী বলিলেন, "আমরা মীরাবাঈ-এর মত যদি একমাত্র ভগবানেরই সেবক হই তবে আমাদের সকল দুঃখবিপদের অবসান হয়। আমার পরের কথা হইতে আপনারা ইহা বুঝিতে পারিবেন। জুনাগড়ের সকল সংবাদ আপনারা কাগজে পড়িয়াছেন। রাজকোট হইতে আমি দুইটি তার পাইয়াছি। তাহা দেখিয়া বুঝিলাম যে, সংবাদপত্রের খবর মোটামুটি ঠিক। তথাকার প্রধান মন্ত্রী ভুট্টো সাহেব এবং নবাব সাহেবও এখন করাচীতে। সহকারী প্রধান মন্ত্রী মেজর হার্ভি-জোন্স জুনাগড়ে আছেন। তাঁহারা সকলেই জুনাগড়ের ভারতীয় রাষ্ট্র ভুক্তিতে যুক্ত ছিলেন। কায়েদে আজমও এই ব্যাপারে যুক্ত ছিলেন এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবার অধিকার আপনাদের আছে। তাহা যদি সত্য হয়, তবে কাশ্মীর ও হায়দরাবাদের গোলমালেরও শীঘ্র অবসান হইবে এ সিদ্ধান্ত করাও ঠিক হইবে। আর একটু অগ্রসর হইয়া বলা যাইতে পারে যে, ঘটনাপ্রবাহের গতি এইবার ফিরিবে এবং দুইটি ডমিনিয়ন পরস্পরের বন্ধু হইয়া পরস্পরের সহযোগিতায় সকল কাজ করিবে। গভর্ণর জেনারেল কায়েদে আজমের কথা আমি ভাবিতেছি না, কারণ গভর্ণর জেনারেল হিসাবে পাকিস্থানের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার আইনতঃ কোন অধিকার তাঁহার নাই। তাঁহার স্থান লর্ড মাউন্ট-ব্যাটেনের মত—উভয়েই মাত্র আইনানুগ শাসনকর্তা। লর্ড মাউনব্যাটেন বিলাত যাইবেন তাঁহার পুত্রাধিকের বিবাহ উপলক্ষে, আবার সেই বিবাহ হইবে ইংলণ্ডের সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারিণীর সহিত। কিন্তু নিজ মন্ত্রীসভার অনুমতি লইয়া তাঁহাকে যাইতে হইতেছে এবং এই মাসের ২৪শে তারিখে তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হইবে। সুতরাং আমি বর্তমান মুসলিম লীগের গঠনকর্তা জিন্না সাহেবের কথাই বলিতেছি—তাঁহাকে না জানাইয়া ও তাঁহার সম্মতি না লইয়া পাকিস্থান সম্পর্কে কোন কিছুই করা যাইতে পারে না। এই কারণেই আমার মনে হইয়াছে যে, জুনাগড়ের ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের পশ্চাতে যদি জিন্না সাহেবের সমর্থন থাকে, তবে শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে। ২৮১

পানিপথ দর্শন

"আমি পানিপথ গিয়াছিলাম—সেই কথাই আপনাদের বলিতে চাই।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ আমার সঙ্গে ছিলেন। রাজকুমারীর যাইবার কথা ছিল, কিন্তু তিনি লাটভবনে ছিলেন। আমার ঘড়ির ১০-৩০ মিঃ পর আমি আর অপেক্ষা করিতে পারি নাই। পানিপথে গিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। সেখানে হাসপাতালে মুসলিম রোগিগণকে দেখিলাম। তাহাদের কয়েকজনের অঙ্গে অস্ত্রাঘাতের বিশ্রী ক্ষত রহিয়াছে। রাজকুমারী সেখানে চারজন ডাক্তার ও নার্স এবং ঔষধপত্রাদি পাঠাইয়াছেন। তাহাদের যতটা সম্ভব যত্ন করা হইতেছে। তারপর মুসলিম নেতৃগণ, স্থানীয় হিন্দুগণ ও শরণার্থীদের প্রতিনিধিগণেব সহিত আমাদের দেখা হইল। খবর পাইলাম শরণার্থীর সংখ্যা ২০,০০০এর উপর হইবে। জানা গেল যে, প্রতিদিনই আরও শরণার্থী আসিতেছে, সেজন্য ডেপুটি কমিশনর ও পুলিশের কর্তা ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আরও আনন্দের সহিত আপনাদের এই কথাটি বলিতেছি যে, তাঁহাদের দুই-জনের সম্বন্ধেই হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই খুব উচ্চ ধারণা—শরণার্থীদের ত কথাই নাই। ম্যুনিসিপাল ভবনের কাছে যে সকল দুঃখী আসিয়া একত্র হইয়াছে তাহাদের সহিত আমাদের দেখা হইয়াছে। পাকিস্থানে এবং পানিপথে এই সকল লোককে ভয়ঙ্কর দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়া যাইতে হইয়াছে—ঐ সকল স্থানে লোকের স্থির নিশ্চিন্ত জীবন কোথাও নাই। তাহাদের অনেকে ষ্টেশনের প্লাটফরমের উপর রহিয়াছে, অনেকে একদম অনাবৃত খোলা জায়গায় আছে, দেহেও যথেষ্ট আচ্ছাদন নাই। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোন বদমেজাজ দেখিলাম না। ইহাতে আমরা খুশী হইলাম। আমরা আসিয়াছি দেখিয়া তাহারাও খুশী হইল। ডেপুটি কমিশনর বা অন্য কাহাকেও খবর না দিয়াই শরণার্থীগণকে পানিপথে আনিয়া উপস্থিত করা হইয়াছে। ব্যাপারটি আমার কাছে নিষ্ঠুর বলিয়া মনে হইল। ট্রেণ যখন ষ্টেসনের প্লাটফরমে ঢুকিতেছে, মাত্র তখন তাঁহারা জানিতে পারেন ট্রেণে কত জন শরণার্থী আসিতেছে। এরূপ অব্যবস্থা হওয়া বড়ই দুঃখের বিষয়। দুঃখীগণের মধ্যে স্ত্রীলোক, শিশু এবং বৃদ্ধও আছে। সংবাদ পাইয়াছি তাহাদের মধ্যে কোন কোন স্ত্রীলোক ষ্টেসন-প্লাটফরমেই সন্তান প্রসব করিয়াছে। ২৮২

ডাক্তার গোপীচাঁদ

"এ সকলই পূর্ব পাঞ্জাবের ব্যাপার। ডাক্তার গোপীচাঁদ হইলেন সেখানকার প্রধানমন্ত্রী। ডাক্তার গোপীচাঁদ আমার একজন সুযোগ্য সহযোগী। বহু বৎসর ধরিয়া আমি তাঁহাকে একজন ভাল সংগঠনকারী বলিয়া জানি। পাঞ্জাবীদের উপর তাঁহার প্রভাব খুব বেশি। তিনি হরিজন-সেবকসংঘ, অখিল ভারত চরকাসংঘ এবং অখিল ভারত গ্রাম-উদ্‌যোগসংঘের কাজ করিয়াছেন।

আমি ত ভাবি নাই যে, পূর্ব পাঞ্জাবের কাজ তাঁহার ক্ষমতার অতিরিক্ত হইবে। কিন্তু পানিপথের ব্যাপার যদি তাঁহার কাজের নমুনা হয়, তবে ইহাতে তাঁহার গবর্মেণ্টের কর্মশক্তির শোচনীয় পরিচয়ই পাওয়া যাইতেছে। আগে হইতে সংবাদ না দিয়া শরণার্থীদের দল আনিয়া হাজির করা হইয়াছে কেন? তাহাদের জন্য ব্যবস্থা এত অপ্রচুর কেন? কাহারা আসিতেছে এবং কত লোক আসিতেছে অফিসাররা সে কথা আগে হইতে জানিতে পায় না কেন? ইহার উপর আগের দিন আবার সংবাদ পাইয়াছি যে, গুরগাঁও জেলার তিন লক্ষ মুসলমান ভয়ের তাড়নায় ঘরবাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। তাহারা রাস্তার ধারে খোলা জায়গায় আছে, আর ভাবিতেছে যে স্ত্রীপুত্র এবং গবাদি সমেত পাঞ্জাবের দারুণ শীতে তাহাদের ৩০০ শত মাইল দূরে চলিয়া যাইতে হইবে। এই কথায় আমার বিশ্বাস হয় নাই। আমি ভাবিয়াছিলাম বন্ধুরা আমাকে ইহার যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে কোথাও ভুল আছে। তাই তখনও আশা করিয়াছিলাম যে, তাহাদের কথা সম্পূর্ণ ভুল বা অতিরঞ্জিত। কিন্তু পানিপথে যাহা দেখিয়া আসিলাম, তাহাতে আমার সে ভুল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যাহা হউক, আমি আশা করি, ডাক্তার গোপীচাঁদ ও তাঁহার মন্ত্রীমণ্ডলী সময় থাকিতে সজাগ হইবেন এবং যতক্ষণ না সকল শরণার্থীর ভাল করিয়া তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করা হয়, ততক্ষণ স্থির হইবেন না। দূরদৃষ্টি এবং চরম সাবধানতা থাকিলেই এই কার্য সম্পন্ন করা সম্ভব হইবে।" ২৮৩

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ১১-১১-৪৭

জুনাগড়

আজ সন্ধ্যার প্রার্থনাসভায় গান্ধীজী বলিলেন, "গতকাল আমি সংবাদ দিয়াছিলাম যে, জুনাগড়ের প্রধানমন্ত্রী ও ডেপুটি প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধে 'প্রভিশনাল গবর্মেণ্ট' জুনাগড়ে প্রবেশ করিয়াছেন। কতক বিস্ময় ও কতক আনন্দে আমি সেই সংবাদ দিয়াছিলাম, কারণ জুনাগড়ের জনসাধারণের পক্ষ হইতে পরিচালিত আন্দোলনের যে শুভ পরিণতি দেখা যাইতেছে আমি তাহার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। আমার ভয় হয় যে, জুনাগড়ের কর্তৃপক্ষের এই অনুরোধ যদি কায়েদে আজম্ জিন্না সরকারীভাবে স্বীকার না করেন, তবে এই আনন্দ অকালে করা হইয়াছে বলিতে হইবে। প্রজাসাধারণের পক্ষ হইতে 'প্রভিশনাল গবর্মেণ্ট' কর্তৃক জুনাগড় অধিকারে পাকিস্থান গবর্মেণ্ট অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে আমি দুঃখিত ও বিস্মিত হইয়াছি। পাকিস্থান গবর্মেণ্ট দাবী জানাইয়াছেন যে 'রাজ্যের সীমানা

হইতে ভারতীয় সৈন্যদের সরাইয়া লইতে হইবে, আইনসিদ্ধ গবর্মেণ্টের হাতে রাজ্যের শাসনভার ছাড়িয়া দিতে হইবে এবং ভারত ইউনিয়নের লোকের দ্বারা রাজ্য আক্রমণ ও জোর জবরদস্তি বন্ধ করিতে হইবে।' তাঁহারা আরও বলিয়াছেন যে, নবাব বা দেওয়ান কাহারও ভারত ডমিনিয়নের সহিত স্থায়ী বা অস্থায়ী মীমাংসার জন্য আলোচনা চালাইবার আইনতঃ কোন অধিকার নাই, আর ভারত গবর্মেণ্ট যে কাজ করিয়াছেন তাহা দ্বারা 'পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত স্থানে বলপূর্বক প্রবেশ করা হইয়াছে এবং সর্বজাতিক আইন ভঙ্গ করা হইয়াছে।' ২৮৪

ভারত ইউনিয়নে যোগদান

"পূর্বের দিন সংবাদপত্রে যে সকল বিবৃতি দেখিয়াছি তাহাতে সর্বজাতিক আইন ভঙ্গ করা হইয়াছে বা ভারত ইউনিয়ন জুনাগড় দখল করিয়া লইয়াছে এরূপ মনে করিবার কোন কারণ দেখি না। জুনাগড়ের প্রজাসাধারণের পক্ষ হইতে 'প্রভিশনাল গবর্মেণ্ট' যাহা করিয়াছেন তাহাতে আইনবিরুদ্ধ কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। একথা ঠিক যে, সমগ্র কাথিওয়াড়ের নিরাপত্তার জন্য কাথিওয়াড়ের রাজন্যবর্গের অনুরোধে ভারত ইউনিয়ন গবর্মেণ্ট তথায় সৈন্য দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। সুতরাং সমস্ত ব্যাপারটিতে বে-আইনী কিছু আমি পাই না। আর অকস্মাৎ জুনাগড়ের প্রধানমন্ত্রীর মতের ওলটপালট হইল দেখা যাইতেছে—ইহারও কোন সঙ্গত কারণ পাওয়া যায় না। সমগ্র বিষয়টি আমি যে ভাবে দেখিতেছি তাহা এই : শুনিয়াছি জুনাগড়ে প্রজাসাধারণের শতকরা ৮৫ জন হিন্দু। প্রজাসাধারণের সম্মতি না লইয়া পাকিস্থানের সহিত যুক্ত হইবার কোনও অধিকার জুনাগড়ের নবাব সাহেবের নাই। গিরনারের পবিত্র পর্বত ও তদুপরি মন্দিরসমূহ জুনাগড়ের এক অংশে অবস্থিত। এই সকল মন্দিরের জন্য হিন্দুগণ বহু অর্থব্যয় করিয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রী এখানে আসিয়া থাকে। আজাদ হিন্দে ইহা প্রজাসাধারণের সম্পত্তি, ইহার কিছুই রাজন্যবর্গের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে। শুধু প্রজা-সাধারণের অছিরূপেই রাজন্যবর্গের দাবি বজায় থাকিতে পারে। সুতরাং প্রত্যেক কার্যের জন্য তাঁহাদিগকে প্রজাসাধারণের সম্মতির প্রমাণ দেখাইতে হইবে। রাজারা যে প্রজার প্রতিনিধি ইহা তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। আর প্রজসাধারণই যে যৌথভাবে রাজ্যসমূহের প্রকৃত মালিক, অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত এ সত্যও প্রজারা অনুভব করিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া আমি যে-মতের সূত্র নির্দেশ করিতেছি তাহার যুক্তি-যুক্ততা হ্রাস পায় না। সুতরাং দুই ডমিনিয়নের মধ্যে কোন্‌টির সহিত

মিলিত হইবে তাহা স্থির করিবার আইনসঙ্গত অধিকার যদি কাহারও থাকে তবে সে প্রজাসাধারণেরই। 'প্রভিশনাল গবর্মেণ্ট' যদি কোন একটা অবস্থায় জুনাগড়ের প্রজাদের প্রতিনিধি না থাকে, তবে উভয় ডমিনিয়নেরই কর্তব্য হইবে তাহাকে বে-আইনী দখলকার ঘোষণা করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া। কোনও রাজ্যের রাজা ব্যক্তিগতভাবে কোনও ডমিনিয়নের সহিত মিলিত হইলে, উভয় ডমিনিয়নের কোনটিই জগতের দরবারে তাহা সমর্থন করিতে পারে না। সেই অর্থে আমি বলিব যে, জুনাগড়ের নবাবের সিদ্ধান্ত প্রজাসাধারণ কর্তৃক সমর্থিত হইয়াছে ইহা প্রমাণ করিতে না পারিলে, তাঁহার কার্য প্রথম হইতেই আইনবিরুদ্ধ হইয়াছে। জুনাগড় শেষ পর্যন্ত কোন্ ডমিনিয়নের সহিত যুক্ত হইবে সে সম্বন্ধে যদি মতভেদ থাকে, তবে আঘাত বা ভীতিপ্রদর্শন না করিয়া যথাযথভাবে গণভোট লইয়া তাহা স্থির করিতে হইবে। পাকিস্থানের গবর্মেণ্ট এবং উপস্থিত জুনাগড়ের প্রধানমন্ত্রীও যেরূপ মনোভাব দেখাইতেছেন তাহাতে এক অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। এই সম্পর্কে পাকিস্থান ও ভারত ইউনিয়ন গবর্মেণ্টের মধ্যে কে ঠিক কাজ করিয়াছে আর কে অন্যায় করিয়াছে, তাহার বিচার কে করিবে? অস্ত্রের দ্বারা মীমাংসার কথা না ভাবাই ভাল। সালিশি দ্বারা যথারীতি বিবাদ মীমাংসার প্রাচীন পন্থাই হইল একমাত্র সম্মানের পন্থা। এই ভার বহন করিবার মত বহু পুরুষ ও নারী ভারতবর্ষে আছেন। উভয় পক্ষ যদি ভারতীয় লোক দ্বারা সালিশিতে রাজি হইতে না পারেন, তবে জগতের যে কোন দেশের নিরপেক্ষ লোক দ্বারা সালিশি করাইতে আমার আপত্তি নাই। ২৮৫

কাশ্মীর ও হায়দরাবাদ

"জুনাগড় সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহা কাশ্মীর ও হায়দরাবাদ সম্বন্ধেও সমভাবে প্রযোজ্য। জনসাধারণের প্রমাণিত সম্মতি ব্যতীত কে কোন্ ডমিনিয়নের সহিত যুক্ত হইবে তাহা স্থির করিবার অধিকার কাশ্মীরের মহারাজা সাহেবের কিম্বা মহামান্য নিজাম বাহাদুরের নাই। আমি যতদূর জানি, কাশ্মীরের বেলায় এই নীতি পরিষ্কার করিয়া জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মহারাজা একা যদি ভারতের সহিত সংযুক্ত হইতে চাহিতেন তবে আমি তাহা সমর্থন করিতাম না। ভারত ইউনিয়ন গবর্মেণ্ট সাময়িকভাবে এই সংযুক্তি স্বীকার করিয়াছেন, কারণ মহারাজা এবং কাশ্মীর ও জম্মুর জনসাধারণের পক্ষ হইতে শেখ আব্‌দুল্লা এইরূপ চাহিয়াছেন। কেবলমাত্র মুসলমানদের নয়, কাশ্মীর ও জম্মুর সমগ্র জনসাধারণের প্রতিনিধিরূপেই শেখ আব্‌দুল্লা এই ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন। ২৮৬

কাশ্মীর বিভাগ

"কানাঘুষায় শুনিতে পাইতেছি যে, কাশ্মীরকে দুই ভাগে ভাগ করা হইতে পারে—জম্মু হইবে হিন্দুদের আর কাশ্মীর হইবে মুসলমানদের। আনুগত্যের এইরূপ ভাগাভাগির এবং দেশীয় রাজ্যসমূহের খণ্ডীকরণের কথা আমি ভাবিতে পারি না। আমি আশা করি, সমগ্র ভারতে শুভবুদ্ধির উদয় হইবে এবং অন্ততঃ লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর সম্ভাব্য নিরুপায় নিঃসহায়তার কথা ভাবিয়া, তাহাদের মুখ চাহিয়া, অবিলম্বে এই অবাঞ্ছিত অবস্থা পরিহার করা হইবে।" ২৮৭

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ১২-১১-৪৭

দেওয়ালীর অভিনন্দন

"আজ দেওয়ালীর দিন। এই দিনে সকলকে অভিনন্দন জানান উচিত। বৎসরের ইহা এক বিশেষ দিন। বিক্রম-সম্বৎ অনুসারে বৃহস্পতিবার নূতন বৎসর আরম্ভ হইবে। কেন এই দিন সর্বত্র আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয় তাহা সকলের জানা উচিত। রামরাবণের যে ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই যুদ্ধে রাম ছিলেন কল্যাণ-শক্তির প্রতীক, আর রাবণ অকল্যাণশক্তির। কল্যাণশক্তি অকল্যাণশক্তিকে পরাজিত করে। এই বিজয়ের দ্বারা রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ২৮৮

প্রকৃত আলোক-সজ্জা

"কিন্তু হায়, ভারতবর্ষে আজ রামরাজ্য নাই, সুতরাং আমরা দেওয়ালীর উৎসব করিব কেমন করিয়া? যাঁহার অন্তরে রাম বিরাজ করেন তিনিই কেবল এই বিজয়োৎসব করিতে পারেন, কারণ একমাত্র ভগবানই সকলের হৃদয় আলোকিত করেন এবং সেই আলোকই প্রকৃত আলোক। ভজন-গানে কবির ঈশ্বরদর্শনের অভিলাষ প্রকাশ পাইয়াছে। দলে দলে লোকে মানুষের হাতের আলোকসজ্জা দেখিতে যায়, কিন্তু যে আলো আজ চাই তাহা ত আমাদের অন্তরের প্রেমের আলো। সেই আলো জ্বলিলেই আমরা অভিনন্দন পাইবার উপযুক্ত হইব। আজ হাজার হাজার লোক ভয়ঙ্কর দুঃখের মধ্যে পড়িয়া আছে। আজ শ্রোতৃগণের প্রত্যেকেই কি বুকে হাত দিয়া বলিতে পারে যে, হিন্দু হউক, মুসলমান হউক বা শিখই হউক, প্রত্যেক দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিই তাহার আপন ভাই বা বোনের মত। এইখানেই আপনাদের সকলের পরীক্ষা। পাপ ও পুণ্যের শক্তির মধ্যে অনন্তকাল ধরিয়া

ত সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে, রাম ও রাবণ তাহার প্রতীক। প্রকৃত আলো ত অন্তরের আলো।" ২৮৯

ক্ষতবিক্ষত কাশ্মীর

পণ্ডিত জওহরলাল কিরূপে ক্ষতবিক্ষত কাশ্মীর পরিদর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন গান্ধীজী অতঃপর তাহার বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "পণ্ডিতজী গতকল্য ও অদ্য অপরাহ্নে ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। বারমুলা হইতে তিনি আমার জন্য কিছু ফুল আনিয়াছেন। প্রকৃতির এই উপহার চিরসুন্দর। কিন্তু রক্তপাত ও লুণ্ঠনে সেই রমণীয় দেশের সৌন্দর্য নষ্ট হইয়াছে। জম্মুর অবস্থাও সুবিধার নহে। জওহরলাল সেখানেও গিয়াছিলেন। ২৯০

"সর্দারকে জুনাগড়ে যাইতে হইয়াছিল। কারণ শ্রীশ্যামলাল গান্ধী ও ধেবরভাই তাঁহার পরামর্শ ও পরিচালনা চান। জিন্না সাহেব ও ভুট্টোসাহেব উভয়েই ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, কারণ তাঁহারা মনে করেন, ভারত গবর্মেণ্ট তাঁহাদের সহিত চালাকি খেলিয়াছেন এবং জুনাগড়কে ইউনিয়নের সহিত যুক্ত হইতে বাধ্য করিতেছেন। ২৯১

ঘৃণা ও সন্দেহ বিসর্জন দাও

"দেশে শান্তি ও সদ্ভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যেকেরই কর্তব্য হৃদয় হইতে ঘৃণা ও সন্দেহ দূর করা। সকলে যদি হৃদয়ে ভগবানকে অনুভব করিতে না পারি এবং নিজেদের ছোটখাট ঝগড়া বিবাদ না ভুলি, তবে কাশ্মীর ও জুনাগড়ে বিজয়লাভ হইলেও কোন কাজেরই হইবে না। যে সকল মুসলমান ভয়ে ভারতবর্ষ হইতে পলাইয়া গিয়াছে তাহাদিগকে যতক্ষণ ফিরাইয়া আনিতে না পারি, ততক্ষণ দেওয়ালীর উৎসব কখনও ঠিকমত সম্পন্ন হইতে পারে না। আর হিন্দু ও শিখদের সম্বন্ধে অনুরূপ ব্যবস্থা করিতে না পারিলে পাকিস্থানও বাঁচিতে পারিবে না।" ২৯২

বেতারকেন্দ্র হইতে গান্ধীজী কুরুক্ষেত্রের আশ্রয়প্রার্থীদের উদ্দেশে যে বক্তৃতা করেন ইহার পর তিনি সেই কথার উল্লেখ করেন। ২৯৩

তারপর তিনি বলেন, "আগামী কাল ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন সম্বন্ধে যতটা সম্ভব বলিব। বৃহস্পতিবার নূতন বৎসর আরম্ভ হইবে। নববৎসর যেন ভারতের ও আপনাদের সকলের ভালভাবেই কাটে। ভগবান যেন সকলের হৃদয়ে আলো দেন। সেই আলোয় আপনারা সকলে যে শুধু

পরস্পরের ও ভারতবর্ষের সেবা করিবেন তাহা নয়, তাহাতে যেন সমগ্র পৃথিবীরও সেবা করিতে পারেন।" ২৯৪

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ১৩-১১-৪৭

বিক্রম সম্বৎ

প্রার্থনা-সভায় গান্ধীজী দেওয়ালীর উল্লেখ করেন, নববর্ষের কথাও বলেন। ২৯৫

তিনি শ্রোতৃমণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া বলেন, "চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী নববর্ষের দিনে সকলে এই পবিত্র সংকল্প গ্রহণ করিয়া থাকে যে, তাহারা যেন পূর্বাপেক্ষা ভাল কাজ করিতে পারে এবং তাহার ফলে আগামী বৎসরের দেওয়ালী উৎসবে তাহাদের যেন অধিকার হয়। সেই আনন্দোৎসবের অর্থ যেন এই হয় যে, এই বৎসরে যাহারা সংকল্প অনুযায়ী কার্য করিতে সমর্থ হইয়াছে পরবর্তী উৎসবে তাহারাই যোগদান করিবে।" ২৯৬

পাপের শক্তিকে পরাভূত কর

গান্ধীজী তারপর বলিলেন, "আমি আশা করি, আপনারা একটি শ্রেষ্ঠ সংকল্প গ্রহণ করিবেন। পাকিস্থানে ও ভারত ইউনিয়নে অন্যে যাহা করুক বা না করুক, আপনারা মুসলমানদের সহিত বন্ধুভাবে চলিবার সংকল্প কার্যে পরিণত করিবেন। ইহার অর্থ এই যে, সম্বৎসর ধরিয়া আপনারা নিজের মনের পাপ জয় করিবেন এবং মঙ্গলময় রামের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবেন। প্রতি বৎসর এই দিবস জাঁকজমকের সহিত আলোক-সজ্জা করা হয়। খবর পাইয়াছি, গতকল্য নামমাত্র আলোকসজ্জা করা হইয়াছে, কারণ তাহাদের এই কুসংস্কার আছে যে, যদি আলোকসজ্জা না হয় তবে সম্বৎসর ধরিয়া অকল্যাণ তাহাদের পিছনে লাগিয়া থাকিবে। আমি ইহাকে কুসংস্কার বলি, কারণ বাহিরের আলো যত উজ্জ্বলই হউক, ভিতরে যদি আলো না জ্বলে তবে কোন কাজেই আসে না।" ২৯৭

আর পিছন ফেরা নয়

ইহার পর গত সন্ধ্যার কথা অনুযায়ী তিনি যতটা সম্ভব কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির তিনটি বৈঠকের আলোচনার বিষয় ব্যক্ত করেন। তিনি আনন্দের সহিত বলিলেন, "যদিও নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির নিকট উপস্থিত করিবার জন্য ওয়ার্কিং কমিটি কোনও নির্দিষ্ট প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই, তথাপি সদস্য ও বিশেষভাবে আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সকলেই এই বিষয়ে এক মত যে, প্রতিষ্ঠার সময় হইতে ষাট বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক ঐক্য সমর্থন

করিয়া আসিয়াছে, বিষম বিঘ্ন উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেস সেই ঐক্যের প্রয়াস অক্ষুন্ন রাখিয়াছে, সে পথ হইতে ফিরিবার কোন কথা নাই। তাঁহারা পরিষ্কার বুঝেন যে, যদি বা কিছু সময়ের জন্য কংগ্রেসের সমর্থক অন্য দলের চেয়ে কম হইয়া যায়, তথাপি সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার কাছে হার না মানিয়া ভরসার সহিত সেই পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইবে। ২৯৮

ধর্মে জবরদস্তির স্থান নাই

"ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার না থাকিলে কংগ্রেসের নিকট স্বাধীনতালাভের কোন অর্থ নাই। অর্থাৎ কংগ্রেস ও কংগ্রেস-প্রতিনিধিদ্বারা গঠিত গবর্মেণ্ট লোকায়ত্ত ও গণতান্ত্রিক হইবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তাহার যে ধর্ম ভাল লাগিবে সেই ধর্ম অনুসরণ করিতে দিবে। রাষ্ট্র তাহাতে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিবে না। যাহারা একই রাষ্ট্রে, একই পতাকাতলে অখণ্ড আনুগত্য লইয়া বাস করে, তাহাদের জীবনযাত্রায় কত মিল রহিয়াছে। মানুষে মানুষে এত সাদৃশ্য রহিয়াছে যে, ধর্ম লইয়া সংঘর্ষ বাঁধিতে পারে ইহা আশ্চর্যের বিষয়। যে ধর্ম বা ধর্মবিশ্বাস অন্যকে বলপূর্বক একই আচার-অনুষ্ঠান পালন করিতে বাধ্য করে, তাহা নামে মাত্র ধর্ম, কারণ প্রকৃত ধর্মে জবরদস্তির স্থান নাই। জবরদস্তি দ্বারা যাহা করা হয় তাহা ক্ষণস্থায়ী হয়, তাহার বিনাশ হইবেই। চারি আনা দিয়া আমরা কংগ্রেসের সদস্য হই বা না হই, আমাদের সকলেরই ইহা গৌরবের কথা যে, এমন একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান আমাদের আছে, যাহা কোন বিশেষ ধর্মবিধির উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র হইতে চায় না এবং দৃঢ়তার সহিত এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, তাহাদের আকাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্র পার্থিব ও গণতান্ত্রিক হইবে, আর সেই রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের মধ্যে পূর্ণ সঙ্গতি রক্ষিত হইবে। আমি ভারত ইউনিয়নের মুসলমানদের কথা যখন ভাবি—কত স্থানেই না তাহাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হইয়াছে এবং কত মুসলমানই না দেশ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে—তখন মনে হয়, এরূপ অবস্থা যাহারা সৃষ্টি করিতেছে তাহারা কি কখনও কংগ্রেসের মর্যাদা বাড়াইতে পারিবে? সুতরাং এই আশা আমি করি যে, নূতন বৎসর সবেমাত্র সুরু হইয়াছে, এই বৎসর প্রত্যেক হিন্দু ও শিখ এরূপ আচরণ করিবে যাহাতে প্রত্যেক মুসলমান, বালক বালিকারা পর্যন্ত সকলে বুঝিবে যে, সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শিখ বা হিন্দুর মতই তাহারা এখানে নিরাপদ ও স্বাধীন। ২৯৯

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন

"আগামী শনিবার নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন হইবে। আমি

আশা করি যে, সদস্যগণ যে সব প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন, তাহা কংগ্রেসের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের অনুসারী হইবে, আর তাঁহারা কি ধনী কি দরিদ্র, কি রাজা, কি প্রজা, দেশের সমগ্র জনমণ্ডলীর মঙ্গলসাধনের চেষ্টা করিবেন। মাত্র তবেই কংগ্রেস ভারতবর্ষের মর্যাদা রাখিতে পারিবে। এই মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব কংগ্রেসই গ্রহণ করিয়াছে। এই মর্যাদাবলেই ভারতবর্ষ জগতের সকল নিপীড়িত জাতির অধিকার ও সম্মানের আশ্রয়স্থল হইয়া উঠিবে।" ৩০০

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ১৪-১১-৪৭

রামনাম সর্বোত্তম

গান্ধীজী অপরাহ্নের ভজনটি আলোচনা করিয়া ভাষণ দিলেন। তিনি বলিলেন, "আগা খাঁ প্রাসাদে আমি তখন অনশন করিতেছিলাম। সেই প্রাসাদকে কারাগারে পরিণত করিয়া তথায় দেবী সরোজিনী নায়ডু, মীরাবেন, মহাদেব ভাই ও আমাকে রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সেই সময় এই ভজনটি আমার মন পাইয়া বসিয়াছিল। অনশনের কারণ লইয়া আমি এখন আলোচনা করিব না। শুধু বলিব, একুশ দিন ব্যাপী ঐ অনশনের সময় কে আমাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল। ঐ সময় যে পরিমাণ জল আমি পান করিয়াছিলাম তাহা নহে, কয়েকদিন যে পরিমাণ কমলা লেবুর রস খাইয়াছিলাম তাহা নহে, চিকিৎসক প্রভৃতির নিকট যে অসাধারণ সেবা ও যত্ন পাইয়াছিলাম তাহাও নহে, পরন্তু আমার ভগবান রামকে যে হৃদয়ে রাখিয়াছিলাম তাহাই আমাকে রক্ষা করিয়াছিল। ভজনের চরণগুলি আমাকে অত্যন্ত মুগ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু তাহার কথাগুলি ভুলিয়া গিয়াছি। তাই কথাগুলি ঠিক কি তাহা জানিবার জন্য আমার সহকর্মীদের তার করিতে বলিয়াছিলাম। ফিরত তারে ভজনের কথাগুলি পাইয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। ভজনের ধূয়া হইল—রামনামই সব, তাহার কাছে অন্য দেবতা কেহ কিছু নয়। আমার জীবনের এই শিক্ষাপ্রদ কাহিনীটির উল্লেখ করিয়া শ্রোতৃবর্গকে এই কথাই আমি জোর দিয়া বুঝাইতে চাই যে, নয়া দিল্লীতে আগামী কাল নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির যে গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন হইবে, তাহাতে সদস্যগণ যেন ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাঁহাদের সকল আলোচনা চালাইতে পারেন। আর এই ভাবে ভাবিত হইয়া কাজ করিতে তাঁহারা বাধ্য, কারণ তাঁহারা কংগ্রেসের প্রতিনিধি—এবং কংগ্রেস-প্রতিনিধি হিসাবে তাঁহাদের কোন মূল্যই থাকিবে না যদি তাঁহাদের নেতারা ভগবানের পরিবর্তে সয়তানকে হৃদয়ে বসাইয়া কাজ করেন। ৩০১

শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তন

"নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে যে প্রস্তাবটি পেশ করা হইবে, ওয়ার্কিং কমিটি তাহা পুরা তিন ঘণ্টা ধরিয়া আলোচনা করিয়াছেন। সব চেয়ে ভাল কি উপায়ে দেশে নূতন হাওয়ার সৃষ্টি করিয়া হিন্দু ও শিখ শরণার্থীগণকে মর্যাদা ও নিরাপত্তা সহ পশ্চিম পাঞ্জাবে পাঠান যাইতে পারে তাঁহারা সেই প্রশ্নের বিচার করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, পাকিস্থানেই অন্যায় কার্য আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু একথাও তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, সেই অন্যায়ের অনুকরণে পূর্ব পাঞ্জাব ও সন্নিহিত স্থানে হিন্দু ও শিখগণ যে ব্যাপক ও ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ লইয়াছে, তাহাতে আগে কে অপকর্ম করিয়াছিল সে প্রশ্ন একবারে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি যদি দৃঢ়ভাবে বলিতে পারেন যে, ভারতীয় ইউনিয়নের কথা ধরিলে, তথায় সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার দিন আর নাই, এবং এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্র লোকে প্রকৃতিস্থ হইয়া আছে, তবে তাঁহারা পরিপূর্ণ বিশ্বাস লইয়া একথাও বলিতে পারিবেন যে, পাকিস্থান ডমিনিয়ন এইবার শরণার্থীগণকে মর্যাদাসহ পূর্ণ নিরাপত্তায় নিজ স্থানে ফিরিয়া আসিতে বলিতে বাধ্য হইবেন। আমার শ্রোতৃবর্গ এবং অপর হিন্দু ও শিখগণ যদি রাবণ অর্থাৎ সয়তানকে দূর করিয়া দিয়া নিজ হৃদয়ে ভগবান রামকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন, তাহা হইলেই সেই অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে। কারণ সয়তানকে দূরীভূত করিয়া বর্তমান উন্মত্ততা পরিহার করিতে পারিলে, প্রত্যেক মুসলিম শিশু তখন হিন্দু ও শিখ শিশুর ন্যায়ই নিরাপদে বিচরণ করিতে পারিবে। আমি নিঃসন্দেহে বলি, যে-সকল মুসলমান শরণার্থী অবস্থা-বৈগুণ্যে গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল তাহারা তখন খুশী মনে স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া আসিবে এবং হিন্দু ও শিখ শরণার্থীগণেরও স্বমর্যাদায় ও নিরাপত্তায় আপনাপন গৃহে ফিরিবার পথ মুক্ত হইবে। ৩০২

"আমার এই কথা যদি আপনাদের হৃদয়ে প্রতিধ্বনি জাগায় এবং নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি যদি ন্যায় ও ধর্মসঙ্গত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে তবে কতই ভাল হয়!" ৩০৩

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ১৫-১১-৪৭

দেশ-পিতা

"বৈকালে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে যাহা বলিয়াছি, মনে হইতেছে তাহার কিছু শুনিবার জন্য আপনারা স্বভাবতই উৎসুক। কিন্তু তাহার পুনরাবৃত্তি করিবার ইচ্ছা হইতেছে না। আমি এত দিন ধরিয়া যাহা বলিয়া

আসিতেছি, সেখানেও বস্তুত তাহাই বলিয়াছি। আমাকে দেশ-পিতা বলা হয়। আন্তরিক হইলে কথাটি এই অর্থেই সত্য যে, ১৯১৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে আমার ফিরিবার পর, কংগ্রেস যে-রূপ ধারণ করিয়াছে তাহার সৃষ্টিতে আমার হাত অনেকখানি ছিল। ইহাতে এ কথাই সূচিত হয় যে, দেশবাসী আমার প্রভাবে খুব প্রভাবিত হইয়াছিল। কিন্তু আজ আর আমার সেই প্রভাব নাই। এজন্য আমার দুশ্চিন্তা নাই, অন্ততঃ থাকা উচিত নয়। আমাদের ত শুধু কর্তব্য সাধন করিতে হইবে, ফলাফল ভগবানের হাতে। তাঁহার ইচ্ছা ছাড়া কিছুই ঘটে না। আমরা শুধু চেষ্টা করিতেই পারি। তাই কর্তব্যানুরোধেই আমি নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সভায় গিয়াছিলাম—উদ্দেশ্য ছিল, অনুমতি পাইলে সভার কার্যারম্ভের পূর্বে সত্য বলিয়া যাহা জানি তাহা বলিব। ৩০৪

নিয়ন্ত্রণ হানিকর

"আপনাদের আমি নিয়ন্ত্রণের সম্বন্ধেই বলিতে চাই। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সভায় নিয়ন্ত্রণের কথা মাত্র উত্থাপন করা ছাড়া আর কিছু করিতে পারি নাই। কারণ অন্য কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করিতে আমার অনেকটা সময় গিয়াছিল। ৩০৫

"নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাকে আমি ঘোরতর অন্যায় বলিয়া মনে করি। যুদ্ধের সময় হয়ত নিয়ন্ত্রণ ভাল হইতে পারে। সামরিক জাতির পক্ষেও হয়ত বা উহা ভাল। কিন্তু ভারতের পক্ষে উহা ক্ষতিকর। দেশে অন্নের অথবা বস্ত্রের অভাব নাই এ বিষয়ে আমি নিশ্চয়। দেশে অনাবৃষ্টিও হয় নাই। প্রচুর তুলা আমাদের দেশে জন্মে। চরকায় সূতা কাটিবার ও তাঁতে কাপড় বুনিবার লোকেরও অভাব নাই। তাহা ছাড়া কাপড়ের কলও আমাদের আছে। অতএব এই উভয় দ্রব্যের নিয়ন্ত্রণ ভাল নহে, ইহাই আমার অভিমত। পেট্রল, চিনি ইত্যাদি অপর কতকগুলি জিনিষের নিয়ন্ত্রণও রহিয়াছে। কিন্তু উহারও কোন সঙ্গত কারণ দেখিতে পাই না। নিয়ন্ত্রণের দরুণ লোকে আলস্যপরায়ণ ও পরবশ হইয়া থাকে। অলসতা ও পরবশতা সব সময়েই জাতির অহিতকর। নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে প্রত্যহ আমার কাছে অভিযোগ আসিতেছে। আমি আশা করি, দেশের প্রতিনিধিরা বিজ্ঞোচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন এবং যে-নিয়ন্ত্রণের ফলে ঘুষ, ভণ্ডামি ও চোরা কারবার প্রশ্রয় পাইতেছে তাহা তুলিয়া দিবার নির্দেশ দিবেন।" ৩০৬

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ১৬-১১-৪৭

ঈশ্বর-দর্শন

গান্ধীজী বলিলেন—"আজ সন্ধ্যার ভজনে বলিতেছে, মানুষের সর্বোত্তম

প্রয়াস ত ঈশ্বর লাভের সাধনায়। মানুষের হাতে গড়া মন্দিরে, মূর্তিতে বা পূজা-মণ্ডপে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। কৃচ্ছ্রসাধনেও তাঁহার দর্শন মিলে না। পার্থিব নহে, একমাত্র দিব্য প্রেমেই ভগবান মিলে। মীরাবাঈ-এর জীবনে এই প্রেম পরিস্ফুট হইয়াছিল। ঈশ্বরকে তিনি সর্বময় দেখিতেন। ঈশ্বরই তাঁহার সর্বস্ব ছিলেন।" ৩০৭

দেশীয় রাজ্য রামপুর—তখন ও এখন

দৈনন্দিন জীবনে ভজনের ধূয়ার প্রয়োগ করিয়া গান্ধীজী রামপুর দেশীয় রাজ্যের কথা তুলিলেন। তিনি বলিলেন, "রামপুরের রাজা মুসলমান, তাই বলিয়াই রামপুর মুসলমান রাজ্য একথা বলা চলে না। বহু বৎসর আগে আলি ভ্রাতৃদ্বয় আমাকে তথায় লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদের গৃহে আমি ছিলাম। নবাব সাহেবের সহিত পরিচয়ও আমার হইয়াছিল, কারণ প্রসিদ্ধ জাতীয়তা-বাদী মুসলমান স্বর্গীয় হাকিম সাহেব আজমল খাঁ ও ডাক্তার আন্সারির তিনি বন্ধু ছিলেন। হিন্দু মুসলমান তখন অপেক্ষাকৃত শান্তি ও সৌহার্দ্যে বাস করিত। কিন্তু গত রবিবার তথা হইতে যে সব হিন্দু বন্ধু আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন তাঁহারা আমাকে বিপরীত কথা বলিলেন। তাঁহারা বলিলেন, রামপুর রাজ্য ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যুক্ত হইলেও, তলে তলে মুসলিম লীগের ধূর্ত প্রভাব তথায় রহিয়াছে। বাধা যদি কেবল তাহাই হইত, তবে সহজেই তাহা আয়ত্তে আনা যাইত। কিন্তু সেখানে হিন্দু মহাসভা রহিয়াছে, আর তাহাদের সহায়তা করিতেছে ভারত যুক্তরাষ্ট্র হইতে মুসলমান-বিতাড়নে বদ্ধপরিকর রাষ্ট্রীয় সেবক-সংঘের লোকেরা। ৩০৮

সত্যাগ্রহ—দুর্জয় অস্ত্র

"যে সব কংগ্রেসসেবী কংগ্রেসের লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হয় নাই, এই অবস্থায় তাহাদের করণীয় কি? সত্যাগ্রহ করিলে সফলতার আশা আছে কি? নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি কংগ্রেসের লক্ষ্যে অটল আছেন এবং ভারতবর্ষকে শুধু হিন্দু রাজত্বে পরিণত করিবার কল্পনা করেন নাই ইহা আনন্দের বিষয়। কংগ্রেসের ব্যাপক আদর্শের মধ্যে সকলেরই স্থান আছে। ইহাতে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার স্থান নাই। রাজনৈতিক সংস্থার মধ্যে কংগ্রেস সর্বা-পেক্ষা প্রাচীন। লোকসেবাই ইহার ব্রত। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে যাহা যাহা ঘটিতেছে তাহাতে তাঁহারা (রামপুরের কংগ্রেসসেবীরা) সংগ্রামে সাহসী হইয়াছেন। তবুও তাঁহারা আমার নির্দেশ চাহেন। স্থানীয় অবস্থার সহিত আমার পরিচয় নাই। তাই আমার পক্ষে কোন নির্দেশ দেওয়া সম্ভব নহে। আর সেখানকার অবস্থা পর্যালোচনা করিবার অবসরও আমার নাই।

কিন্তু একথা আমি নিঃসন্দেহে বলিতেছি যে, পৃথিবীতে সত্যাগ্রহের শক্তিই সর্বাধিক। আগন্তুকগণ তাঁহাদের বিরুদ্ধে যে সকল শক্তি-সমাবেশের কথা বলিয়াছেন সত্যাগ্রহের সম্মুখে তাহারা বেশি দিন দাঁড়াইতে পারিবে না। ৩০৯

নিগূঢ়ার্থ

"সশস্ত্র বা নিরস্ত্র যে কোন প্রতিরোধ সম্পর্কে সত্যাগ্রহ কথাটির ব্যবহার এখন একটা ফ্যাসন্ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কথাটির এইরূপ যথেচ্ছ ব্যবহারে জাতির ক্ষতি ও সত্যাগ্রহের মর্যাদাহানি হইতেছে। অতএব সত্যাগ্রহের সম্যক্ নিগূঢ়ার্থ বুঝিলে এবং সত্য ও প্রেমময় ভগবান সত্যাগ্রহীর সহায় এই কথা জানিলে, সত্যাগ্রহ যে অপরাজেয় তাহা আপনারা বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করিতে পারিবেন। হিন্দু-মহাসভা ও রাষ্ট্রীয় সেবক-সংঘের সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছি তাহা দুঃখেই বলিয়াছি। আমার উক্তি ভুল প্রমাণিত হইলে আমি খুশী হইব। রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘের নেতার সহিত আমার দেখা হইয়াছে। আমি ঐ সংঘের এক সভায় গিয়াছিলাম। এইজন্য বহু লোকে আমাকে তিরস্কার করিতেছে এবং সংঘের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ আমার কাছে আসিয়াছে।" ৩১০

দক্ষিণ আফ্রিকা সম্পর্কে হিন্দুমুসলমানের একতা

অতঃপর গান্ধীজী বলিলেন, "নিজের দেশে হিন্দুমুসলমান বিরোধের আগুন নিভাইবার চেষ্টা আমরা সকলে করিতেছি। তাহা করিতেই হইবে। কিন্তু অন্য দেশে আমাদের দেশবাসী যাহারা আছে, তাহাদের কথা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। সম্মিলিত জাতি-সংঘে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিগণ একযোগে নির্ভীকতার সহিত ভারতের মামলা লড়িতেছেন। শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতকে আপনারা সকলেই চিনেন। পণ্ডিত জওহরলালের ভগ্নী বলিয়া যে তিনি সম্মিলিত জাতি-সংঘে গিয়াছেন, তাহা নহে। তাঁহার যোগ্যতা আছে এবং যোগ্যতার সহিত তিনি কার্য করিয়াছেন। তাহার সঙ্গে যাঁহারা আছেন তাঁহারাও উপযুক্ত লোক। তাঁহারা সকলে একস্থরে কথা কহিতেছেন। আজিকার সংবাদপত্রে প্রকাশিত ইস্পাহানী ও জফরুল্লা সাহেবের বক্তৃতা পড়িয়া আমি খুব বেশি আনন্দিত হইয়াছি। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীদের প্রতি কিরূপ ভেদমূলক ব্যবহার করা হয় ও তাহাদিগকে কিরূপে অস্পৃশ্য করিয়া রাখা হইয়াছে সে-কথা তাঁহারা সম্মিলিত জাতি-সংঘে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীরা নিঃস্ব বা অন্নহীন নহে। কিন্তু কেবল অন্নই মানব-জীবনের সব নহে। আর মানুষের অধিকারের তুলনায় অর্থই বা কি? দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্মেণ্ট তাহাদের সেই অধিকারে বঞ্চিত করিয়াছে। ভারতের বাহিরে যে সব ভারতবাসী আছে তাহাদের সম্পর্কে ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসল-

মানের মধ্যে কোন মতানৈক্য নাই। ইহাতে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, দুই জাতি-তত্ত্ব ভুল। ইহা হইতে আমি যে শিক্ষা পাইয়াছি এবং আমার কথা হইতে আপনাদেরও যে শিক্ষা গ্রহণ করিতে বলি তাহা এই যে, প্রেমের চেয়ে বড় কিছুই নাই। বিদেশে হিন্দু ও মুসলমান যদি একই সুরে কথা বলিতে পারে, তবে অন্তরে প্রেম থাকিলে দেশেও নিশ্চয় তাহারা সেই একই সুরে কথা বলিবে। মানুষে ভুল করে। আবার মানুষই সেই ভুল সংশোধন করে। ক্ষমা করা ও অতীত ভুলিয়া যাওয়া সব সময়েই সম্ভব। আজ যদি তাহারা সেরূপ করিতে পারে এবং বিদেশে যেমন, তেমনি দেশেও একই সুরে কথা বলে, তবে তাহাদের জয় সুনিশ্চিত। দক্ষিণ আফ্রিকা সম্পর্কে বলি—ভারতবর্ষের খ্যাতনামা হিন্দু ও মুসলমান এই বিষয়ে একই সুরে যাহা বলিতেছেন, আশা করি, দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্মেণ্ট ও শ্বেতাঙ্গরা তাহার যুক্তি মানিয়া চলিবেন। তাহাতে তাঁহাদের ভাল হইবে।" ৩১১

নয়াদিল্লী, ১৭-১১-৪৭

ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ আফ্রিকা

"গতকল্য রামপুর এবং দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দের সম্বন্ধে আমি বলিয়াছি। আজ মনে হইতেছে যে, দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের সম্পর্কে আরও কিছু বলা দরকার। ১৮৯৩ হইতে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত বিশ বৎসর কাল আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় বাস করিয়াছি—সম্ভবতঃ এক বৎসর মাঝে বাদ পড়িয়াছে। এই দক্ষিণ আফ্রিকা আয়তনে আমাদের দেশের মত। ইহাকে মহাদেশ বলিলেও চলে। এই দীর্ঘ সময়ে, আমার জীবন গঠিত হইয়া উঠিবার এই উপযুক্ত কালে আমি ঐ দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর ভারতীয় ও শ্বেতকায় অধিবাসীদের অতি নিকট সান্নিধ্যে আসিয়াছি। সেই সময় হইতে বর্তমান সময়ের মধ্যে দক্ষিণ-আফ্রিকার যেমন অভ্যুত্থান হইয়াছে, ভারতবর্ষও তেমনই প্রবল শক্তিবেগে দ্রুত অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। কিছুদিন আগে দেশে যাহা অসম্ভব বলিয়া মনে হইত আজ তাহা সম্ভব হইয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধানের এখন প্রয়োজন নাই। তবে আসল ঘটনাটি এই যে, ভারতবর্ষ আজ বৃটিশ কমনওয়েলথের সহিত যুক্ত হইয়াছে। ফলে দক্ষিণ-আফ্রিকা ও ভারতবর্ষ আজ সমমর্যাদাসম্পন্ন। এক ডমিনিয়নের অধিবাসী কি আজ অন্য এক ডমিনিয়নে ক্রীতদাসের মত থাকিবে? বৃটিশ কমনওয়েলথের ইতিহাসে সকল সদস্যের স্বেচ্ছাসম্মতিক্রমে এশিয়া মহাদেশের একটি জাতি এই প্রথম কমনওয়েলথে প্রবেশলাভ করিল। ৩১২

কমনওয়েলথে ভারতবর্ষ

"ভারতবর্ষ কমনওয়েলথে প্রবেশ করিবার পাঁচদিন পরে ওরানজিয়া-র শাসনকর্তা ডাঃ এস্, পি, বার্ণার্ড ডারবানের নাটাল ভারতীয় কংগ্রেসের নিকট নিম্নোক্ত যে বাণী প্রেরণ করেন তাহা লক্ষ্য করুন ঃ

আপনারা নূতন ডমিনিয়নের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি উপলক্ষে উৎসব করিতেছেন। এই দিনকে আপনারা ভারতীয় ইতিহাসে মহাদিন বলিয়া মনে করেন। আমি আশা করি, দক্ষিণ আফ্রিকায় যে সকল ভারতীয় আছেন তাঁহারা এখন স্বেচ্ছায় নূতন ডমিনিয়নদ্বয়ে চলিয়া যাইবেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁহারা যে সত্য সমাচার লাভ করিয়াছেন, ভারতবর্ষে তাহা প্রচার করিবেন। সেই সত্য সমাচার এই কথাই বলে যে, ভারতবর্ষে যে-সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় শত শত লোক মরিতেছে তাহা বন্ধ করিয়া শান্তি ও শৃঙ্খলায় জীবন যাপন কর। ৩১৩

বর্ণ-বিদ্বেষ

"ভারতবর্ষের কমনওয়েলথে প্রবেশের দিন সত্যই মহাদিন কি না সে সম্বন্ধে ডাঃ বার্ণাডএর স্পষ্ট সন্দেহ আছে, ইহা লক্ষণীয়। তিনি নাতাল ভারতীয় কংগ্রেসকে অযাচিত উপদেশ দিয়াছেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয়গণ দক্ষিণ আফ্রিকায় যে সত্যশিক্ষা লাভ করিয়াছে অর্থাৎ শান্তি-শৃঙ্খলায় বাস করা ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা না করা—ভারতবর্ষে চলিয়া গিয়া সেই সত্য প্রচার করা তাহাদের কর্তব্য। আমার আশঙ্কা হয় যে, এই উপদেশ-বাণী দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী সাধারণ শ্বেতকায় লোকদের অন্তরের কথারই প্রতিধ্বনি। এই জন্যই দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয়দের উপর বহু অসুবিধার বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে। কারণ তাহাদের অপরাধ তাহারা এশিয়াবাসী এবং তাহাদের গায়ের রং সাদা নয়। দক্ষিণ আফ্রিকার উন্নতমনা পাশ্চাত্যবাসীদের নিকট আমার এই আবেদন যে, তাঁহারা এশিয়াবিরোধী ও বর্ণবিদ্বেষপূর্ণ এই মনোভাব পরিবর্তন করুন। যে আফ্রিকাবাসীর মধ্যে তাঁহারা বাস করিতেছেন সংখ্যাধিক্যে তাহারা বিপুল। অনেক ব্যাপারে তাহাদের সঙ্গে এশিয়াবাসীদের অপেক্ষাও নিকৃষ্ট ব্যবহার করা হয়। যে সকল ইউরোপীয় সেখানে বসবাস করিয়াছেন তাঁহাদিগকে আমি কালের ইঙ্গিত বুঝিয়া লইতে পরামর্শ দিতেছি। বর্ণবিদ্বেষের এই কুসংস্কার হয় সকল দিক হইতে নিন্দনীয়, না হয় বৃটিশ জনসাধারণ ও কমনওয়েলথের অন্যান্য সদস্যগণ এশিয়ার কোন দেশকে কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত করিয়া অমার্জনীয় ভ্রম করিয়াছেন। ব্রহ্মদেশ স্বাধীন হইতে চলিয়াছে, সিংহলও শীঘ্রই কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত হইবে। কিন্তু ইহার তাৎপর্য কি? আমাকে বলা হইয়াছে, কমনওয়েলথ-ভুক্তি যদি পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নাও হয়, অন্ততঃ তাহার সমতুল্য। এই সকল স্বাধীন রাষ্ট্রের দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন লোকদিগকে ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিতে হইবে, স্বাধীনতা লইয়া তাঁহারা কি করিতে চাহেন?

স্বাধীন রাষ্ট্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার এই সব আন্দোলন প্রশংসনীয় ও কল্যাণপ্রদ হইলেও গত দুই মহাযুদ্ধ অপেক্ষা হয়ত আরও ভয়ঙ্কর যুদ্ধে ইহার পরিণতি ঘটিবে না ত? অথবা ইহার ফলে সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব বিকাশলাভ করিবে? ভ্রাতৃত্ব বিকাশ লাভ করাই চাই। ৩১৪

চিন্তায় মানুষ গঠন করে

"উপনিষদের একটি মন্ত্রে বলা হইয়াছে, 'মানুষ যেমন চিন্তা করে সেইরূপ হয়। বিজ্ঞ লোকের অভিজ্ঞতা এই বাক্যের সত্যতা প্রমাণ করে। জগতের জ্ঞানীজন যেরূপ চিন্তা করিবে জগৎ তদনুরূপ হইবে। বৃথা চিন্তা চিন্তাই নয়। আর চিন্তাহীন জনতা যেরূপ কার্য করিবে জগৎ সেইরূপ হইবে, ইহা মনে করা ভয়ঙ্কর ভুল। তাহারা ত চিন্তা করিয়া দেখিবে না। স্বাধীনতার অর্থ হওয়া উচিত গণতন্ত্র। গণতন্ত্রে সকল লোক জ্ঞানলাভের সুযোগ পাইবে। ইহাই গণতন্ত্রের দাবী। এই জ্ঞান নানা বিষয়ের তথ্য জানা হইতে স্বতন্ত্র। দক্ষিণ আফ্রিকায় এমন বহু বিজ্ঞ পুরুষ ও নারী আছেন, বহু যোগ্য সৈনিক আছেন যাঁহারা তুল্য-রূপে যোগ্য চাষীও বটেন। শ্বেতজাতীয় প্রাধান্য লইয়া তাঁহাদের দেশে জটিল সমস্যা দেখা দিয়াছে। এই কারণে তথায় চিত্তদৌর্বল্যকর কু-পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছে। এই পরিবেশের ঊর্ধ্বে উঠিয়া যদি তাঁহারা প্রকৃত পথ প্রদর্শন করিতে না পারেন, তবে তাহা জগতের পক্ষে মারাত্মক হইয়া উঠিতে পারে। শ্বেতজাতির প্রাধান্যের খেলা কি এখনও শেষ হইয়া যায় নাই? ৩১৫

জনগণের বক্তব্য

"বহুবিতর্কিত নিয়ন্ত্রণ-প্রশ্নের প্রতি আমি একবার সকলকে অবহিত করিতে চাই। নিয়ন্ত্রণের গুণ সম্বন্ধে পণ্ডিতরা ত নিজেদের সর্বজ্ঞ বলিয়া দাবী করেন। তাঁহাদের গোলমালে কি জনগণের বক্তব্য চাপা পড়িয়া যাইবে? আমাদের মন্ত্রিগণ জনসাধারণের লোক, জনগণের মধ্য হইতেই তাঁহারা আসিয়াছেন। তাঁহারা দপ্তরের বড় আমলাদের কথা না শুনিয়া জনগণের কথা শুনিলে কত ভাল হইত। কংগ্রেস যখন বিতাড়িত, এই আমলারা তখন দেশের কি অশেষ ক্ষতিসাধন করিয়াছেন তাহা ত মন্ত্রীদের জানা আছে। এই পণ্ডিতরা ত তখন সাধ মিটাইয়া শাসন করিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা কি এখনও তাহা করিতে থাকিবেন? জনসাধারণ কি ভুল করিবার এবং ভুল করিয়া শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ পাইবে না? আমি নমুনাস্বরূপ কতকগুলি নিয়ন্ত্রিত দ্রব্যের তালিকা দিতেছি। এই তালিকা কোনমতে সম্পূর্ণ নহে। এই সকল দ্রব্যের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লইলে যদি দেখা যায় তাহাতে জনসাধারণের ক্ষতি হইতেছে, তবে প্রয়োজনমত

নিয়ন্ত্রণ-প্রথা পুনরায় চালু করিবার ক্ষমতা ত মন্ত্রিবর্গের আছে। তাঁহারা কি সে কথা জানেন না? আমার সম্মুখে যে তালিকা রহিয়াছে তাহা আমার সাদা মনকে বিভ্রান্ত করিয়াছে। ইহার মধ্যে কোন কোনও দ্রব্যের নিয়ন্ত্রণে যুক্তি থাকিতে পারে। আমি শুধু ইহাই বলিতে চাই যে, নিয়ন্ত্রণ-প্রথা যদি সত্যই বিজ্ঞানসম্মত হয়, তবে সেই বিজ্ঞান অনুযায়ী সব কিছু নিরাগ্রহ বুদ্ধিতে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে এবং তৎপরে সাধারণ নিয়ন্ত্রণ-নীতি কিংবা বিশেষ নিয়ন্ত্রণ-নীতির রহস্য সম্বন্ধে জনসাধারণকে শিক্ষা দিতে হইবে। নিয়ন্ত্রণের জন্য দ্রব্যের যে তালিকা আমার কাছে উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহার দোষগুণ বিচার না করিয়া কয়েকটি নমুনা আমি দিতেছি: "মুদ্রা-বিনিময়, অর্থের নিয়োগ, মূলধন নিয়োগ, ব্যাঙ্কের শাখা স্থাপন ও অর্থ নিয়োগ, জীবনবীমায় অর্থ নিয়োগ, সর্ব্বপ্রকার আমদানি রপ্তানি, খাদ্যশস্য, চিনি, গুড়, ইক্ষু, সিরাপ, বনস্পতি, পশমসহ বস্ত্রশিল্প, যন্ত্রপরিচালনের এ্যালকোহল, পেট্রল. কেরোসিন, কাগজ, সিমেণ্ট, ইস্পাত, অভ্র, ম্যানগানিজ, কয়লা, যানবাহন, কলকারখানা স্থাপন, কোন কোন প্রদেশে মোটর গাড়ীর বরাদ্দ এবং চা বাগানের উৎপাদন।" ৩১৬

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ১৮-১১-৪৭

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাব

আজ সন্ধ্যার প্রার্থনা-সভায় গান্ধীজী নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে গৃহীত প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। তিনি বলিলেন, "বেশির ভাগ প্রস্তাবে এই আশা করা হইয়াছে যে, কতকগুলি কর্তব্য জনসাধারণ সম্পন্ন করিবে, আর কতকগুলি করিবে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ। ৩১৭

হিন্দুমুসলমানের সম্পর্ক

"প্রধান প্রস্তাবের দ্বারা এই আশা প্রকাশ করা হইয়াছে যে, প্রত্যেক অমুসলমান নাগরিক প্রত্যেক মুসলমান নাগরিকের প্রতি ন্যায় ব্যবহার করিবে, যাহাতে সে বুঝিতে পারে ভারতবর্ষের সর্বত্র তাহার ধনপ্রাণ সম্পূর্ণ নিরাপদ। প্রস্তাবের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের কাছে এই দাবী করা হইয়াছে যে, গবর্ণমেণ্ট যেন যথাশক্তি এইরূপ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন। প্রস্তাবে এরূপ আশাও পোষণ করা হইয়াছে যে, গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণ এমন কাজ করিবে যাহাতে যে-সকল মুসলমান বাধ্য হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছে তাহারা ফিরিয়া আসিয়া আবার আপনাপন কাজকর্ম আরম্ভ করিতে পারে। ইহার প্রকৃত পরীক্ষা তখনই হইবে যখন দেখা যাইবে, সারিবদ্ধ হইয়া পাকিস্থানের দিকে যাহারা পায়ে

হাঁটিয়া চলিয়াছে, চতুষ্পার্শ্বের আবহাওয়ার পরিবর্তন অনুভব করিয়া তাহারা আবার নিজেদের ঘরবাড়ীর দিকে ফিরিবে। আমি আনন্দের সহিত এই সংবাদ দিতেছি যে, গুরগাঁও জেলা হইতে যাহারা সারিবদ্ধ হইয়া চলিয়া যাইতেছিল তাহাদের মধ্যে কিছু লোক আবার আপন ঘরের দিকে ফিরিয়া আসিতেছে। যদি সকলে (জনসাধারণ) ঠিক ব্যবহার করে তবে আমার নিশ্চিত ধারণা যে, ইহাদের সকলেই আবার ফিরিয়া আসিবে।" ৩১৮

পানিপথের মুসলমানদের অবস্থা

গান্ধীজী বলেন "আমাকে খবর দেওয়া হইয়াছে যে, পানিপথের মুসলমানদের অবস্থা কতকটা গুরগাঁও-এর মুসলমানদের অনুরূপ। যদি রেলপথে যাইবার সুবিধা থাকিত তবে তাড়নার চোটে তাহারা পাকিস্থানে চলিয়া যাইত। এই সেদিন যখন আমি পানিপথে যাই তখন আমাকে বলা হয়, পানিপথের হিন্দু অধিবাসীরা কেহই চাহে না যে মুসলমানরা ঘর বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যায়। তাহার কারণ অন্ততঃ এই যে তাহারা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। মুসলমানরা ভাল কারিগর, আর হিন্দুরা ব্যবসাদার। অধিকাংশ স্থলেই ব্যবসায়ের পণ্যদ্রব্য সরবরাহের জন্য হিন্দুরা প্রতিবেশী মুসলমানদের উপর নির্ভর করে। কিন্তু বহু-সংখ্যক শরণার্থী আসিয়া পড়ায় তাহাদের জীবনের শান্ত অবস্থার বিপর্যয় ঘটিয়াছে। আমি পানিপথ পরিদর্শন করিয়া আসিবার পর আশ্রয়ার্থীরা আবার কি মনোভাব লইযা মুসলমানদের ঘরবাড়ী দখল করিতেছে এবং কেনই বা মুসলমানদের সেই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার কথা উঠিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আমি যে-প্রস্তাবের কথা উল্লেখ করিয়াছি এই অবস্থা সর্বপ্রকারে তাহার বিরোধী। আমার ইচ্ছা হইতেছে আবার পানিপথে যাই এবং সেখানে থাকিয়া তথায় যে নূতন অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহা বুঝিয়া দেখি।" ৩১৯

নিয়ন্ত্রণ-রদ হইলে যাহা আশা করা যায়

এইবার কয়েকটি নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করা হইয়াছে গান্ধীজী তাহার আলোচনা আরম্ভ করেন। তিনি বলেন, "আমি আশা করি, খাদ্যদ্রব্যের ঘাটতি আছে এরূপ ধারণা যতদিন থাকিবে ততদিন ধনী দরিদ্র সকলেই মাত্র যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিবে। আশা করা যায়, নিয়ন্ত্রণ-রদ আরম্ভ হইলেই উৎপাদনকারীরা আর মজুত না রাখিয়া, এতদিন যে চাল, ডাল, গম ইত্যাদি ধরিয়া রাখিয়াছিল তাহা ন্যায্য মুনাফায় ছাড়িয়া দিবে, চালডালের ব্যবসায়ীরা সঙ্গত লাভ রাখিয়া যত সস্তায় সম্ভব ঐ সকল জিনিষ

বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিবে এবং গবর্মেণ্ট প্রথমে নিয়ন্ত্রণ শিথিল করিয়া, তারপর যতশীঘ্র সম্ভব পুরাপুরি রদ করিয়া দিবে। ৩২০

"বস্ত্র সম্বন্ধে এই একই যুক্তি আরও বেশি করিয়া খাটে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা ভাবনার বিষয় এই যে, আমাকে জানান হইয়াছে, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির যে সকল সদস্য এই সব প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন তাঁহারা অকপটে তাহা করেন নাই। কিন্তু আমি আশা করি এই সংবাদ একেবারে ভিত্তিহীন—আর তাহা যদি হয় তবে আমি নিঃসন্দেহে বলিব যে, এতগুলি জন-প্রতিনিধি জনসাধারণের চরিত্রে নিশ্চয় এরূপ শুভ পরিবর্তন আনিতে পারিবে যে, ১৫ই আগষ্ট ও তাহার পরের কয়েকদিন ভারতবর্ষের যে সুনাম হইয়াছিল তাহার পুনরুদ্ধার হইবে।" ৩২১

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ১৯-১১-৪৭

লজ্জাজনক দৃশ্য

আজ সন্ধ্যার প্রার্থনাসভায় গান্ধীজী বলেন, "কাল সন্ধ্যায় হিন্দুমুসলমানের সম্বন্ধ সম্পর্কে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাবের কথা বলিয়াছি। এই প্রস্তাব ব্যর্থ করিয়া দিতেছে এমন এক ঘটনার উল্লেখ বুধবার সন্ধ্যায়ই করিতে হইল ইহা আমার দুর্ভাগ্য। আমি ত জানিতাম না, যে-সন্ধ্যায় আমার মনের সন্দেহের কথা বলিতেছিলাম সেই সন্ধ্যায়ই পুরাতন দিল্লীতে আমার সেই সন্দেহ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে। গত রাত্রে আমাকে জানান হইয়াছে, চাঁদনী চকে এক মুসলমানের দোকানের সম্মুখে বহুসংখ্যক হিন্দু ও শিখ জমায়েত হইয়াছে। এই দোকান এই সর্তে এক আশ্রয়প্রার্থীকে দেওয়া হইয়াছিল যে, দোকানের মালিক যখন ফিরিয়া আসিবে তখন তাহাকে উহা ফিরাইয়া দিতে হইবে। আনন্দের বিষয়, দোকানের মালিক ফিরিয়া আসিয়াছে। চিরদিনের মত দোকান ছাড়িয়া যাইবার ইচ্ছা তাহার কখন ছিল না। ভারপ্রাপ্ত গবর্মেণ্ট কর্মচারী দখলকারীর নিকটে যাইয়া মালিককে দোকান ছাড়িয়া দিতে বলেন। দখলকারী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলে, সন্ধ্যায় যখন কর্মচারী দখল নিতে আসিবে তখন সে দোকান ছাড়িয়া দিবে। কর্মচারী আসিয়া দেখে, দখলকারী দোকান ছাড়িয়া না দিয়া তাহার বন্ধুবান্ধবদের খবর দিয়াছে। প্রকাশ, বন্ধুবান্ধবেরা সেখানে আসিয়া জুটিয়াছে এবং দোকান যাহাতে ছাড়া না হয় সেজন্য ভয় দেখাইয়া বেড়াইতেছে। চাঁদনী চকে যে অল্প সংখ্যক পুলিশ ছিল, তাহারা ঐ দলের সহিত আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া আরও লোক চাহিয়া পাঠায়। লোক আসিয়া পৌছে, তারপর তাহারা—পুলিশ অথবা মিলিটারী—উপরের দিকে বন্দুক ছোড়ে। দলটি ভয় পাইয়া হটিয়া যায়, যাইবার

সময় একজন পথিককে ছোরার আঘাত করে। সুখের বিষয় আঘাত মারাত্মক হয় নাই। এই বিশৃঙ্খল আন্দোলনের ফল কিন্তু অদ্ভুত হইয়াছে। দোকান ঘরটি ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই। কর্তৃপক্ষকে শেষ পর্যন্ত হাঁকাইয়া দেওয়া হইয়াছে, না এখন ঘর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা আমি জানি না। এই আশা আমি করি যে, অমূল্য স্বাধীনতা লাভ করিবার পর কর্তৃপক্ষকে যদি যথার্থ কর্তৃপক্ষ থাকিতে হয়, তবে বিনা শাস্তিতে কেহই যেন তাহাকে অগ্রাহ্য করিতে না পারে। সমস্ত ব্যাপারটা অত্যন্ত লজ্জাজনক, মাত্র এই কথা আমি বলিতে পারি। আমাকে বলা হইয়াছে, ঐ দলে দুই হাজারের কম লোক ছিল না। ৩২২

"বিবরণটি আমি যেরূপ পাইয়াছি তাহার চেয়ে কম করিয়াই বলিলাম। তথাপি ভুল যদি হইয়া থাকে, আমাকে জানাইলে শ্রোতাদের সম্মুখে আমি সেই ভুল সংশোধন করিয়া লইব। ৩২৩

শিখদের ত্রুটি

"ইহাই সব নয়। অন্য একস্থলে হিন্দু ও শিখ আশ্রয়প্রার্থীদের জায়গা দিবার জন্য মুসলমান বাসিন্দাদের ঘরছাড়া করিবার চেষ্টা হইতেছে। কাজ হাসিলের কায়দা হইল,শিখেরা তলোয়ার ঘুরাইয়া মুসলমানদের ভয় দেখাইতেছে—তাহারা যদি ঘরবাড়ী ছাড়িয়া না দেয়, তবে ভীষণ প্রতিশোধ লওয়া হইবে। আমাকে আরও বলা হইয়াছে, শিখেরা মদ্য পান করে। তাহার ফল ত সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। তাহারা খোলা তলোয়ার লইয়া নৃত্য করে এবং পথচারীরা ভয়বিহ্বল হইয়া পড়ে। আমাকে আরও জানান হইয়াছে যে, মুসলমানেরা চাঁদনী চকে কাবাব বা মাংসের অন্য খাবার বিক্রয় করিত না। এই নিয়ম অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু শিখরা, হয়ত অন্য আশ্রয়-প্রার্থীরাও চাঁদনী চকে ও নিকটবর্তী স্থানে ঐ সব নিষিদ্ধ খাদ্য স্বচ্ছন্দে বিক্রয় করিতেছে। ইহাতে স্থানীয় হিন্দুরা অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই উৎপাত এত বাড়িয়াছে যে, সাধারণ লোকে চাঁদনী চকের ভিড়ের ভিতর দিয়া চলিতে অসুবিধা বোধ করে, পাছে বদ্ লোকের নজরে পড়িতে হয়। আশ্রয়প্রার্থী বন্ধুদের প্রতি আমার-অনুরোধ, যে-সকল অসৎ আচরণের কথা বলিলাম, তাহারা নিজের ও দেশের মঙ্গলের দিকে চাহিয়া তাহা যেন বন্ধ করে। ৩২৪

কৃপাণ-ধারণ

"যখন কিছুকালের জন্য নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের চেয়ে বড় কৃপাণ সঙ্গে রাখা নিষিদ্ধ হইয়াছিল, তখন বহু শিখ বন্ধু আমার কাছে

আসেন এবং কৃপাণের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে ঐ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য আমার প্রভাব প্রয়োগ করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহারা প্রিভি কাউন্সিলের কয়েক বৎসর আগেকার এক রায়ের কথা উল্লেখ করেন। রায়ে বলা ছিল যে, শিখেরা কৃপাণ বহন করিতে পারিবে এবং কৃপাণের দৈর্ঘ্য সম্পর্কে কোন বাঁধাবাঁধি থাকিবে না। আমি সেই সময় রায় পড়িয়া দেখি নাই, তবে মনে হয়, বিচারকগণ কৃপাণ অর্থে যে কোনও দৈর্ঘ্যের তলোয়ার মনে করিয়াছেন। যে কোনও লোক তলোয়ার রাখিতে পারিবে—এই কথা ঘোষণা করিয়া দিয়া তৎকালীন পাঞ্জাব গবর্মেণ্ট প্রিভি কাউন্সিলের রায়ের পাল্টা জবাব দেন। এইরূপে পাঞ্জাবে যে-কোন লোক ইচ্ছামত যে-কোনও মাপের তলোয়ার সঙ্গে করিয়া চলাফেরা করিতে পারে। ৩২৫

"এই বিষয়ে শিখ সম্প্রদায় ও পাঞ্জাব গবর্মেণ্টের সহিত আমার কোন সহানুভূতি নাই। কয়েকজন শিখ বন্ধু আমার মতের সমর্থনে গ্রন্থসাহেব হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে, আক্রমণ বা যেমন খুশি ব্যবহারের জন্য কৃপাণ নহে। যে-শিখ গ্রন্থসাহেবের বিধান মানিয়া চলে, বিশেষ ক্ষেত্রে—যেমন ভীষণ বিপদে নির্দোষ স্ত্রীলোক, শিশু, বৃদ্ধ প্রভৃতির রক্ষার জন্য মাত্র সে-ই কৃপাণ ব্যবহার করিতে পারে। এই জন্যই একজন শিখকে সওয়া লক্ষ বিরোধীর সমান মনে করা হইত। সুতরাং যে-শিখ মদ্যদান ও অন্য প্রকার পাপাচরণ করে তাহার কৃপাণ ধারণ করিবার অধিকার নষ্ট হইয়া যায়। কারণ কৃপাণ যে সংযম ও পবিত্রতার প্রতীক। মাত্র কঠিন বিধি পালন করিয়াই কৃপাণ ধারণ করা যায়। ৩২৬

"উচ্ছৃঙ্খলতা সমর্থন করিবার জন্য প্রিভি কাউন্সিলের পুরাতন রায়ের দোহাই দেওয়া আমি নিরর্থক ও ক্ষতিকর বলিয়া মনে করি। আমরা ত এইমাত্র দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়াছি। স্বাধীন অবস্থায় সৎআচরণবিধি ভঙ্গ করা নিতান্ত অন্যায়, কারণ বলিষ্ঠ সংযমের দ্বারাই সমাজ স্বাস্থ্য ও শক্তি লাভ করিতে পারে। সুতরাং শিখ বন্ধুদের আমি এই অনুরোধ করিতেছি যে, অন্যায় কার্যে কৃপাণ ব্যবহার করিয়া তাঁহারা মহান্ শিখপন্থের নাম যেন কলঙ্কিত না করেন। পর পর বহু বীর প্রাণ উৎসর্গ করিয়া যাহা গড়িয়াছেন, যাঁহাদের বীরত্ব জগতের গৌরব, তাঁহাদের কাজ যেন শিখরা নষ্ট না করেন।" ৩২৭

সৈনিক ও পুলিশ

গান্ধীজী ইহার পর শ্রোতৃমণ্ডলীকে আর একটি দৃশ্যের দিকে একবার চোখ দিতে বলেন। তিনি বলেন. "একটি শিবিরে সৈনিকদের অভদ্র

আচরণের বিবরণ আমি পাইয়াছি। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় প্রত্যেক শিবিরের জীবনযাত্রা ভিতরে বাহিরে আদর্শস্থানীয় হওয়া উচিত। সৈনিক ও পুলিশকে উৎসাহী হইয়া এই কার্যের ভার লইতে হইবে। তাই আমি আশা করি, অশিষ্ট আচরণের যে-সংবাদ আমাকে দেওয়া হইয়াছে তাহা ব্যতিক্রম মাত্র—সাধারণভাবে সৈনিক ও পুলিশ সম্পর্কে তাহা কোনমতে সত্য নহে। স্বাধীনতার দীপনা সৈনিক ও পুলিশ সর্বাগ্রে অনুভব করিবে। একথা যেন তাহাদের সম্পর্কে বলিতে না হয় যে, উপর হইতে কঠিন নিয়ম চাপাইয়া দিলে তবেই তাহারা উচিত ব্যবহার করিয়া থাকে। আপন ন্যায্য আচরণের দ্বারা তাহাদের দেখাইতে হইবে যে, জগতের অন্য যে-কোন দেশের আদর্শ নাগরিকের মত তাহারাও ভারতবর্ষের যোগ্য ও আদর্শ নাগরিক হইতে পারে। আইনের এই রক্ষকগণ নিজেরাই যদি আইন না মানে তবে শাসনকার্য পরিচালনা করা গবর্মেণ্টের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিতে পারে। আর নিখিল ভারত কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলি যথাযথভাবে কার্যে পরিণত করাও অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিবে। ৩২৮

শেরওয়ানীর বীরোচিত মৃত্যু

"দৃশ্যপটের অন্ধকার দিকের বর্ণনা আমি দিলাম, এখন খুশী মনে উজ্জ্বল দিকের বর্ণনা করিব। এক ব্যক্তি নিজের চোখে দেখিয়া আদর্শ বীরত্বের যে কাহিনী আমাকে পাঠাইয়াছে তাহা বলিতেছি :

'বারমুলার মির মক্‌বুল শেরওয়ানী জাতীয় দল (ন্যাশনাল কনফারেন্স)-এর এক সাহসী যুবক নেতা। তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসরের কিছু অধিক।

'হানাদারগণ জানিতে পারে যে, তিনি জাতীয় দলের একজন বিশিষ্ট নেতা। সেইজন্য তাঁহাকে 'নিশাত টকিজ'-এর নিকটে একস্থানে দুইটি থামে বাঁধিয়া প্রথমে প্রহার করে। পরে তাঁহাকে জম্মু ও কাশ্মীরের জাতীয় দল ও তাহার নেতা শের-এ-কাশ্মীর-শেখ আবদুল্লার নেতৃত্ব অস্বীকার করিয়া, পালনদিতে অবস্থিত তথাকথিত আজাদ কাশ্মীর প্রভিশনাল গবর্মেণ্টের প্রতি আনুগত্য জানাইতে বলে।

'শেরওয়ানী দৃঢ়ভাবে তাঁহার জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে অস্বীকার করেন এবং হানাদারদের মুখের উপর বলিয়া দেন যে, শের এ-কাশ্মীর এখন কাশ্মীরের শাসনকার্য পরিচালনা করিতেছেন, ভারতীয় সৈন্যগণ কাশ্মীরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই হানাদারদের বিতাড়িত করিয়া দেওয়া হইবে।

'ইহাতে হানাদারগণ ক্রুদ্ধ ও ভীত হইয়া ১৪টি বুলেট দিয়া তাঁহার শরীর বিদ্ধ করে, নাক কর্তন করে এবং মুখমণ্ডল বিকৃত করিয়া তাঁহার দেহে এক বিজ্ঞাপন লাগাইয়া দেয় :

'এই ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতক,
ইহার নাম শেরওয়ানী,
সকল বিশ্বাসঘাতকের এই দশা হইবে।

'কিন্তু এই নিষ্ঠুর হত্যা ও হীন বিভীষিকা-সৃষ্টির ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই শেরওয়ানীর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয় এবং ভারতীয় সৈন্যের তীব্র আক্রমণে হানাদারগণ বিতাড়িত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া বারমুলা হইতে পলায়ন করে।' ৩২৯

গান্ধীজী বলেন, "ইহা বীরের জীবনাহুতি। হিন্দু, মুসলমান, শিখ বা অন্য যে কোন সম্প্রদায়ের লোক এরূপ মৃত্যুতে গর্ব অনুভব করিবে।" ৩৩০

আত্মগরিমা ও বন্ধুত্ব

উপসংহারে গান্ধীজী বলেন, "এক মিত্র আমাকে এমন এক আত্মগরিমার কথা বলিয়াছেন যাহা দুঃখের চাপে নত হয় নাই এবং এমন এক বন্ধুত্বের কথা বর্ণনা করিয়াছেন যাহা সকল প্রকার আঘাত সহ্য করিয়াও স্থির আছে। এই কাহিনী নারায়ণ সিংহের। নারায়ণ সিংহ বহুদিনের গবর্মেণ্ট অফিসার। পশ্চিম পাঞ্জাবে তাঁহার বিস্তর সম্পত্তি ছিল, সমস্তই হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। এখন তিনি দিল্লীতে আছেন, ভিক্ষা করিতে ঘৃণাবোধ করেন, সম্পত্তি খোয়া গিয়াছে বলিয়া দমিয়া যান নাই। পুরাণ এক বন্ধুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। বন্ধুটিকে নিজের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে নিষেধ করেন, কারণ যে-দুর্ভাগ্য তাহাকে ঘিরিয়াছে তাঁহার তিনি পরোয়া করেন না। এই শিখ অফিসার তাহার সহকর্মী ও তাঁহাদের উভয়ের বন্ধু আলী শাহকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হন। আলী শাহরও ধনসম্পত্তির কিছুই অবশিষ্ট নাই। তবে দুরদৃষ্টবশত ঐরূপ ঘটিয়াছে, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার কারণে নহে। আলী শাহও নারায়ণ সিংহের মত বীরপুরুষ এবং উভয়ের বন্ধুত্বের জন্য উভয়েই গর্বিত। পঁচিশ বৎসর বিচ্ছেদের পর তাঁহারা পরস্পরকে দেখিতে পাইয়া দুর্ভাগ্যের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন।" ৩৩১

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ২০-১১-৪৭

আর অসহযোগ নহে

আজ সন্ধ্যায় প্রার্থনা-সভায় গান্ধীজী বলিলেন, "আমি দুই টুকরা লেখা পাইয়াছি। একই ব্যক্তি উহা পাঠাইয়াছেন। একটিতে তিনি লিখিতেছেন যে, তিনি নিজের কাজ ছাড়িয়া দিয়াছেন, এখন আমার অধীনে কাজ চান। আর একটিতে জানাইয়াছেন যে, প্রার্থনার সময় তিনি একটি ভজন গাহিতে চান। তাঁহার প্রথম কথাটি সম্পর্কে আমাকে বলিতেই হয় যে, কাজ ছাড়িয়া দিয়া তিনি ভুল করিয়াছেন। বৃটিশ শাসনকালে আমি 'অসহযোগের পরামর্শ' দিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু এখন ত বৃটিশ শাসন বলিয়া কিছুই নাই। ইচ্ছা করিলে যে-কোন লোক নিজ জীবিকার জন্য কোথাও চাকুরি করিয়াও দেশের সেবা করিতে পারে। সৎপথে থাকিয়া এবং কাহারও হিংসা না

করিয়া যে নিজের জীবিকা অর্জন করে সেই দেশের সেবা করে। আর লেখকের একথাও বুঝা উচিত যে, তাঁহাকে দিবার মত কোন কাজ আমার নাই। যাহা হউক, তিনি যদি কোন কিছু সেবাকার্য করিতে চান তবে 'গোশালা'য় গিয়া সে কথা বলুন। গোশালাটি সম্পর্কে আমি এখনই কিছু বলিব। ৩৩২

"প্রার্থনা-সভায় তাঁহার ভজন গান করা সম্পর্কে এই কথা বলিতে চাই যে, প্রত্যেককেই কিছু প্রার্থনায় ভজন গাহিতে দেওয়া হয় না। যাঁহারা ভগবানের সেবক, মাত্র তাঁহারাই আগে হইতে অনুমতি লইয়া প্রার্থনা-সভায় গান গাহিতে পারেন। ৩৩৩

ওখলা দর্শন

"সুচেতা দেবী ও তাঁহার জনকয়েক সহকর্মীর সহিত আমি ওখলা দেখিতে গিয়াছিলাম। ওখলা-শিবিরের পরিচ্ছন্নতা দেখিয়া আমি খুশী হইলাম। উহা প্রশংসার যোগ্য। ওখলায় সর্বত্র ধর্মশালা ছড়াইয়া আছে। মাঝে মাঝে তথায় মেলা বসিয়া থাকে। জানিলাম, মেলার সময় তীর্থযাত্রীদের বাসের জন্যই ঐ সকল ধর্মশালা। ধর্মশালাগুলি এখন শরণার্থী দুঃখীদের কাজে লাগিতেছে। তথায় ঠিকমত জল সরবরাহের কিছু অসুবিধা রহিয়াছে। বহু-লোকের মত জল যোগাইবার নিশ্চয়তা যদি পাওয়া যায়, তবে সেখানে আরও বহু দুঃখীর স্থান হইতে পারে। ৩৩৪

সরকারী আমলাদের সম্পর্কে

"শরণার্থীদের প্রসঙ্গে তাঁহাদের কয়েকটি দোষের দিকে আমি লক্ষ্য করিতে বলিতেছি। আমার কাছে এই সকল দোষের উল্লেখ করা হইয়াছে। আমাকে বলা হইয়াছে যে, শরণার্থীদের নিজেদের মধ্যে চোরাকারবার চলিতেছে। যে-সকল সরকারী কর্মচারী শরণার্থীদের তত্ত্বাবধানের কাজে নিযুক্ত আছেন তাঁহারাও নির্দোষ নহেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। আমাকে বলা হইয়াছে, ভারপ্রাপ্ত আমলাটিকে ঘুস না দিলে শিবিরে স্থান পাওয়া সম্ভব হয় না —অন্য কাজ সম্পর্কেও এই সব কর্মচারীর আচরণ দোষমুক্ত নহে। অবশ্য কোন অভিযোগই স্বভাবত সকলের সম্পর্কে প্রযোজ্য হইতে পারে না, তথাপি বহু লোকের মধ্যে যদি একটা পাপী থাকে, তবে তাহার ফলে দুর্ভোগ সকলকেই ভুগিতে হয়। ৩৩৫

শরণার্থীদের মধ্যে দুষ্ট আচরণ

"আমাকে একথাও বলা হইয়াছে যে, শরণার্থীদের মধ্যে ছোটখাট চুরি হয় না এরূপ নহে। আমি তাঁহাদের নিকট হইতে সম্পূর্ণ সরল ব্যবহার প্রত্যাশা

করি। আমি সংবাদ পাইয়াছি যে, শরণার্থীদের মধ্যে যে-সকল রেজাই বিতরণ করা হইয়াছে তাহার কতকগুলি ছিঁড়িয়া ভিতরের তুলা ফেলিয়া দিয়া কাপড়টুকু দ্বারা কামিজ প্রভৃতি তৈয়ারি করা হইয়াছে। এই রকম আরও সব কথা আমি শুনিয়াছি। কিন্তু শরণার্থীদের অপকর্মের সব গুলি শুনাইয়া আপনাদের সময় লইতে আমি চাই না। আজিকার আলোচ্য বিষয়ের কথা আমি এখনই বলিতে চাই। ৩৩৬

ভারতবর্ষের গোধন

"দিল্লীর কিষণগঞ্জে একটি গোশালা সম্পর্কীয় বাৎসরিক অনুষ্ঠান চলিতেছে। আগামী কাল আচার্য কৃপালনী তথায় সভাপতিত্ব করিবেন। আর, দশ মিনিটের জন্য হইলেও আমাকে একবার সেখানে যাইতে বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে। আমি ত এই কথা বুঝি যে, শুধু শোভা বাড়াইবার জন্য আমার কোন অনুষ্ঠানেই যোগদান করা উচিত নয়। দশ মিনিটে আমি কিছুই করিতে পারিব না, কিছুই দেখিতেও পারিব না। আর সাম্প্রদায়িক ব্যাপার সকল এমন করিয়া আমার মন জুড়িয়া আছে যে, অন্য কোন বিষয় সম্পর্কে আমি ঠিকমত আমার কর্তব্য করিতে পারিব না। আমার নিরুপায় অবস্থা বুঝিয়া উদ্যোক্তারা আমাকে রেহাই দিয়াছেন। এখন প্রার্থনা-সভায় আমি যদি গোশালাগুলির প্রতি বিশেষভাবে অবহিত হইয়া, গোসেবা-সম্পর্কে আমার বক্তব্য বলিয়া দিই, তাহা হইলে তাঁহারা খুশী হইবেন। আমি সানন্দে ইহাতে সম্মত হইয়াছি। রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করা অপেক্ষা ভারতের গোধনের উন্নতিসাধন ও সংরক্ষণ এবং গরুবাছুরের যথাযথ লালনপালন অনেক বেশি দুরূহ ব্যাপার, একথা বলিতে আমি দ্বিধা করি না। আমি নিজেকে এই কর্মের একজন অনুরাগী কর্মী বলিয়া মনে করি, আর কি করিয়া গোরক্ষা করা যায় তাহার যথার্থ জ্ঞান আমার আছে বলিয়া আমি দাবি করি। কিন্তু একথা আমি মানি যে, যে-কারণেই হউক এই সমস্যার প্রতি অবহিত হইবার প্রয়োজনীয়তা আমি সাধারণকে অর্থাৎ জনগণকে ভাল করিয়া বুঝাইতে পারি নাই। গোশালাগুলির পরিচালনার ভার যাঁহাদের উপর, তাঁহারা টাকাকড়ি যোগাইবার ব্যাপারটা বুঝেন, কিন্তু ভারতবর্ষের গোধন কি করিয়া রক্ষা করিতে হয় সে বিদ্যা তাঁহাদের জানা নাই। কি পদ্ধতিতে গোপালন করিলে গরুর দুধ বাড়ে এবং কি উপায়ে ভাল ষাঁড় জন্মায় তাহা তাঁহারা জানেন না। ৩৩৭

গোশালার ব্যবস্থা

"সেইজন্য ভারতের সর্বত্রই গোশালাগুলি গোপালনের শিক্ষালয় হইতে পারে।

কিন্তু গোশালাগুলিতে এখন কোনমতে গরু রাখা হয় মাত্র। আদর্শ প্রতিষ্ঠান হইলে সেখানে লোকে গোপালনের যথাযথ পদ্ধতি শিখিতে পারিত। সেখানে লোকে বিশুদ্ধ দুগ্ধ, ভাল গরু-প্রজননের জন্য ভাল ষাঁড় এবং কৃষি প্রভৃতি কার্যের জন্য ভাল বলদ কিনিতে পারিত। কিন্তু তাহা না হওয়ায় ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে,খুব ভাল গরু এবং যথেষ্ট পরিমাণ বিশুদ্ধ দুগ্ধের ব্যাপারে সর্বাগ্রগণ্য দেশ না হইয়া ভারতবর্ষ ঐ বিষয়ে সম্ভবত সকলের নীচে পড়িয়া আছে। এদেশের লোক গোবর এবং গোমূত্রেরও সর্বোত্তম ব্যবহার জানে না, মৃত গরু কি করিয়া কাজে লাগাইতে হয় তাহাও জানে না। এই অজ্ঞতার ফলে দেশের কোটি কোটি টাকা লোকসান হয়। কোন কোন অভিজ্ঞ লোকের এই মত যে, গরু এদেশে ভূমির ভারস্বরূপ, অতএব শুধু ধ্বংস হইবারই যোগ্য। আমি অবশ্য ঐরূপ মত পোষণ করি না। কিন্তু আরও কিছু কাল ধরিয়া যদি দেশে গোরক্ষা ও গোপালন সম্বন্ধে এইরূপ অজ্ঞতা চলিতে থাকে, তবে গরু সত্যই দেশের ভারস্বরূপ হইয়া উঠিলে আমি আশ্চর্য হইব না। সেইজন্য আমি আশা করি, যে-গোশালার কথা আজ বলিয়াছি পরিচালকগণ তাহাকে সর্বতোভাবে আদর্শ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার জন্য যত্ন করিবেন।" ৩৩৮

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ২১-১১-৪৭

ভারতের গোশালা

গান্ধীজী বলিলেন, "আমি এখন আপনাদের সঙ্গে কথা বলিতেছি—সম্ভবতঃ এই সময় যে-গোশালার কথা আমি গতকল্য বলিয়াছিলাম তাহার বাৎসরিক অনুষ্ঠান চলিতেছে। একটি কথা আমি বলিতে চাই। সিপাহীগণের সুবিধার জন্য ভারতে যে-সকল গোশালা চালান হয়, গত সন্ধ্যায় আমি তাহার উল্লেখ করি নাই। ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ আমাকে বলিয়াছেন যে, ঐ গোশালাগুলি এখনও চলিতেছে। বহু বৎসর পূর্বে আমি বাঙ্গালোরে কেন্দ্রীয় গোশালা পরিদর্শন করিয়াছিলাম। সেই সময় কর্ণেল স্মিথ ঐ গোশালার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। সেই স্থানে আমি কতকগুলি সুন্দর গরু দেখিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে একটি ছিল বহুমূল্য, সারা এশিয়ায় সর্বোত্তম বলিয়া বিবেচিত। গরুটি, এক দিনে অথবা এক বেলায় আমার ঠিক স্মরণ নাই, ৭৫ পাউণ্ড (প্রায় ৩৭ সের) দুধ দিত। গরুটি খুশিমত চরিয়া বেড়াইত, কোন বাধাবাঁধন ছিল না। এখানে ওখানে তাহার খোরাক থাকিত, সে আপন ইচ্ছামত খাইতে পারিত। এইটি হইল এই গোশালার চিত্রের উজ্জ্বল দিক। ৩৩৯

গোবৎস-হত্যা

"চিত্রের আর দিক আমি দেখি নাই, কিন্তু যাঁহারা দেখিয়াছেন

তাঁহাদের নিকট শুনিয়াছি যে, এঁড়ে বাছুরগুলিকে সেখানে হত্যা করা হইত, কারণ তাহাদের সবগুলিকে চাষের বা গাড়ীটানার বলদে পরিণত করা যাইত না। এই সকল গোশালা শত শত একর বা তাহারও অধিক পরিমাণ জমি জুড়িয়া ছিল। ইহাদের সকলগুলিই প্রধানত ইউরোপীয় সৈন্যদের সুবিধার জন্য পরিচালিত হইত। এইগুলিতে বহু কোটি টাকা ব্যয় হয়। কিন্তু আজ এই সকল গোশালার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না, কারণ বৃটিশ সৈন্যগণ ত আর এদেশে নাই। ভারতীয় সৈন্যগণ যদি জানিতে পারেন যে, এই সকল ব্যয়বহুল গোশালা তাঁহাদের আরামের জন্য চালান হইতেছে, তবে তাঁহারা নিশ্চয়ই লজ্জিত হইবেন। আর এই বিষয়েও আমি নিশ্চয় যে, দেশের সাধারণ লোক যে-সুখসুবিধা পান না, ভারতীয় সৈন্যগণ সে সকলের জন্য দাবি করিবেন না। ৩৪০

গরু সম্বন্ধে সতীশবাবু

"গরু এবং মহিষ সম্বন্ধে সব চেয়ে নির্ভরযোগ্য এবং সম্ভবতঃ সব চেয়ে সমৃদ্ধ আলোচনা খাদি-প্রতিষ্ঠানের শ্রীসতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত তাঁহার সুবৃহৎ পুস্তকে করিয়াছেন। গরু সম্বন্ধে নানা প্রচলিত পুস্তক হইতে অংশসকল উদ্ধৃত করিয়া দিয়া গ্রন্থখানি ভর্তি করা হয় নাই। উহাতে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা আছে। একবার জেলখানায় অবস্থানকালে তিনি ঐ গ্রন্থখানি লিখিয়াছিলেন। বাঙলা ও হিন্দুস্থানী ভাষায় ইহার অনুবাদ হইয়াছে। বইখানি যাঁহারা পড়িবেন তাঁহারা খুব উপকৃত হইবেন। তাঁহারা ভাল করিয়া বুঝিবেন, কি উপায়ে গোজাতির উন্নতি ও গরুর দুগ্ধ বৃদ্ধি করিতে পারা যায়। এই পুস্তকে গরু ও মহিষ সম্বন্ধে একটি তুলনামূলক আলোচনা আছে।" ৩৪১

'হিন্দু' এবং 'হিন্দুধর্ম' কি ?

শ্রোতৃগণের মধ্যে কেহ গান্ধীজীকে একটি প্রশ্ন পাঠাইয়া দেন। গান্ধীজী ঐ প্রশ্নের উল্লেখ করেন। প্রশ্নটি এই : হিন্দুর লক্ষণ কি ? হিন্দু শব্দের আদি কি ? হিন্দুধর্ম বলিয়া কিছু আছে কি ? ৩৪২

গান্ধীজী বলিলেন, "প্রশ্নগুলি খুব সময়োপযোগী। কিন্তু আমি ঐতিহাসিক নহি, পাণ্ডিত্যের দাবি আমি করি না। তবে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে কোন প্রামাণ্য পুস্তকে আমি পড়িয়াছি যে, বেদে 'হিন্দু' শব্দটি নাই। মহাবীর আলেকজাণ্ডার যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন তখন সিন্ধু নদীর পূর্বতীরস্থ লোকদিগকে হিন্দুনামে বর্ণনা করা হইয়াছে। যে সকল ভারতীয় ইংরেজীতে কথা বলেন তাঁহাবা এই সিন্ধু নদীকে বলেন ইন্ডাস্। গ্রীক ভাষায় 'S' অক্ষরটি 'H' হইয়া

গিয়াছে, আর এই সকল অধিবাসীদের ধর্ম হইয়া গিয়াছে হিন্দুধর্ম। তাঁহারা এই ধর্মকে অত্যন্ত উদার বলিয়া জানিতেন। প্রাচীনকালের যে সকল খৃষ্টান নির্যাতনের ভয়ে পালাইয়া আসিয়াছিল, এই হিন্দুধর্ম তাহাদের আশ্রয় দিয়াছিল। হিন্দুগণ বেনি-ইসারইল নামক ইয়ুদীদের এবং পার্শিদেরও আশ্রয় দিয়াছিল। উদার বলিয়া হিন্দুধর্মে সকলের স্থান আছে। সেই হিন্দুধর্মাবলম্বী বলিয়া আমি গৌরব অনুভব করি। আর্য পণ্ডিতগণ যাহাকে বৈদিক ধর্ম বলেন, তাহাতেই একান্ত বিশ্বাস করেন। তাঁহাদের মতে হিন্দুস্থানের তখন অন্য নাম ছিল আর্যাবর্ত। আমার সেরূপ কোন পাণ্ডিত্যের দাবি নাই। হিন্দুস্থান বলিতে আমি যাহা বুঝি, আমার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। আমার সেই ধারণার মধ্যে বেদ রহিয়াছে, আবার তদতিরিক্ত আরও অনেক কিছু রহিয়াছে। হিন্দুধর্মের মর্যাদা কোন-প্রকারে ক্ষুন্ন না করিয়া আমি ইসলাম, খৃষ্টান, জরথুস্ত্র ও ইয়ুদীদের ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদের প্রতি সমান শ্রদ্ধা দেখাইতে পারি, আর সে কথা প্রচার করিতে আমি কোথাও অসঙ্গতি দেখি না। আকাশে যতদিন সূর্য, ততদিন এই হিন্দুধর্ম থাকিবে। তুলসীদাস একটি দোঁহায় হিন্দুধর্মের সার কথাটি গাঁথিয়া দিয়াছেন—"ধর্মের মূল নিহিত রহিয়াছে করুণায়, আর দেহের প্রতি অনু-রাগের মধ্যে রহিয়াছে মানুষের অহংকার। তুলসী বলেন, শরীর যদি ধ্বংসও হয়, তবু করুণা কখনও ত্যাগ করিও না।" ৩৪৩

আশ্রয়-শিবিরের কথা

গান্ধীজী বলিতে লাগিলেন, "যে বহিন্ আমার সঙ্গে ওখলা শিবিরে গিয়াছিলেন, তিনি ভাবিলেন, কোন কোন শরণার্থী-শিবিরের অপকর্মের যে-উল্লেখ আমি করিয়াছি তাহা হয়ত বা ওখলা-শিবির সম্বন্ধে। তাই তিনি একটু বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ওখলা শিবির আমি ত খুব তাড়াতাড়ি দেখিয়া আসিয়াছি। তারপরই সেখানকার শিবিরটি সম্বন্ধে কোন বিরূপ মন্তব্য করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমার ভাষণে আমি কথাপ্রসঙ্গে অথচ খুব সাবধানে আশ্রয় শিবিরগুলির অপকর্ম সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছি। ৩৪৪

অধর্মের কাজ

"একটি কথা না বলিয়া আমি পারিতেছি না। সংবাদ পাইয়াছি যে, সম্প্রতি দাঙ্গার সময় দিল্লীতে প্রায় ১৩৭টি মসজিদ কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তাহাদের কতকগুলিকে মন্দিরে পরিণত করা হইয়াছে। 'কনট প্লেসে'র কাছে এইরূপ একটি মসজিদ রহিয়াছে। উহার মাথার উপর ত্রিরঙ্গা পতাকা উড়িতেছে। ভিতরে ঠাকুর বসাইয়া উহাকে মন্দিরে পরিণত

করা হইয়াছে। অপরের ধর্মস্থানকে এইরূপে অপবিত্র করিয়া হিন্দু ও শিখধর্মের উপর কলঙ্ক পড়িয়াছে। আমার মতে ইহা পূরা অধর্মের কাজ। অন্যায়কে লাঘব করিবার জন্য একথা বলা সাজে না যে, পাকিস্থানে মুসলমানরাও এইরূপে হিন্দুর পূজার স্থান অপবিত্র করিয়াছে। এইরূপ কুকার্যমাত্রই যেখানে যে-কেহ ঘটায় সে হিন্দু, শিখ বা মুসলিমধর্মের ধ্বংস সাধন করে। এই বিষয়ে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন আপনারা তৎপ্রতি লক্ষ্য করিবেন। ৩৪৫

রোমান ক্যাথলিক-নির্যাতন

"আমি সাধারণত: যতটা সময় লই তার চেয়ে আজ হয়ত বেশি সময় লাগিবে। কারণ গুরগাঁও-এর নিকট রোমান ক্যাথলিকদের প্রতি যে নির্যাতনের সংবাদ আমি পাইয়াছি, তাহার উল্লেখ আমাকে করিতেই হইবে। যে গ্রামে ঐ ঘটনা ঘটিয়াছে তাহার নাম কান্হাই, দিল্লী হইতে ২৫ মাইল দূরে। আমার নিকট একজন রোমান ক্যাথলিক পুরোহিত ও উহাদের একজন গ্রাম্য প্রচারক আসিয়াছিলেন। তাঁহারা ঐ গ্রামের রোমান ক্যাথলিকদের একখানি চিঠি আমার নিকট আনেন। ঐ চিঠিতে লেখা আছে যে, তথাকার হিন্দুরা রোমান ক্যাথলিকদের প্রতি নির্যাতন করিয়াছে। আশ্চর্য, এই চিঠিখানি উর্দু ভাষায় লেখা। আমি বুঝিতে পারিলাম, ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা হিন্দু বা অপর যে কেহই হউক, হিন্দুস্থানীতে কথা বলে এবং উর্দু অক্ষরে লেখে। খবর যিনি আনিয়াছেন তিনি বলিলেন রোমান ক্যাথলিকদের ভয় দেখান হইয়াছে যে, গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া না যাইলে তাঁহাদের বিপদ ঘটিবে। আমি আশা করি এটা ফাঁকা হুমকি মাত্র, আর এইসব খৃষ্টান ভাইবোনেরা নিজ গ্রামে বিনা বাধায় স্বাধীনভাবে আপন আপন ধর্মকর্ম করিয়া যাইতে পারিবেন। আজ ভারতের রাজনৈতিক দাসত্ব ঘুচিয়াছে। বৃটিশ আমলে তাঁহাদের যে স্বাধীনতার অধিকার ছিল স্বাধীন ভারতে আজ নিশ্চয়ই তাহা কমিয়া যাইবে না। আর এই স্বাধীনতা নিশ্চয়ই ভারত যুক্তরাষ্ট্রে মাত্র হিন্দুদের জন্য ও পাকিস্থানে মাত্র মুসলমানদের জন্য নহে। একটি ভাষণে আমি ইতিমধ্যেই বলিয়াছি যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে এই উন্মত্ত তাণ্ডব শান্ত হইলে, ইহা হয়ত অন্যের উপর গিয়া পড়িবে। কিন্তু এই মন্তব্য যখন করি, তখন আমি ভাবি নাই যে, আমার আশঙ্কা এত শীঘ্র সত্য হইয়া উঠিবে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে উন্মত্ততা এখনও সম্পূর্ণরূপে শান্ত হয় নাই। আমি যতদূর জানি, এই খৃষ্টানরা একেবারে নিরীহ। বলা হইয়াছে যে, খৃষ্টান বলিয়াই তাহাদের অপরাধ—আরও অপরাধ এই কারণে যে, তাহারা গরু ও শূকর খায়।

কৌতূহলবশতঃ আমি তাহাদের পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, এই কথা কতটা ঠিক। উত্তরে জানিলাম যে, এই রোমান ক্যাথলিকরা আজ নহে, বহুকাল পূর্বে স্বেচ্ছায় গরু ও শূকরের মাংস খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। এইরূপ মূঢ় কুসংস্কার যদি চলিতেই থাকে, তবে স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যৎ দুঃখময় হইবে। সম্প্রতি ঐ পুরোহিত যখন রেওয়ারিতে ছিলেন তখন তাঁহার সাইকেল কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে, তিনি কোনমতে প্রাণে বাঁচিয়া গিয়াছেন। হায়! অ-হিন্দু ও অ-শিখ যত আছে সকলের বিলোপ সাধন যখন হইবে, মাত্র তখনই কি এই দুঃসহ যন্ত্রণার অবসান হইবে? ভারতবর্ষ এইরূপে ভাঙ্গিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে—ইহা দেখিবার জন্য আমি বাঁচিয়া থাকিতে চাই না। আমি সভার সকলকে আমার সহিত এই কামনা ও প্রার্থনা করিতে বলি যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে হিন্দু ও শিখদের যেন শুভবুদ্ধির উদয় হয়।" ৩৪৬

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ২২-১১-৪৭

সোনিপাটের খৃষ্টানদের অবস্থা

গুরগাঁও-এর নিকটবর্তী একটি গ্রামে খৃষ্টানদের প্রতি যে দুর্ব্যবহার করা হইয়াছে সেই কথা পুনরায় তুলিয়া আজ সন্ধ্যার প্রার্থনা-সভায় গান্ধীজী বলেন, "খবর পাইয়াছি, সোনিপাটের খৃষ্টানদের সঙ্গে প্রায় ঐরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে। শুনিলাম, প্রথমে খৃষ্টান পাদরিদের বলা হয়, তাঁহারা যেন নিজেদের ঘরবাড়ী আশ্রয়প্রার্থীদের ব্যবহার করিতে দেন। তাহারা নিজেদের ঘরবাড়ী দিলে পর তাঁহাদের ধন্যবাদ পর্যন্ত জানান হয়। কিন্তু এই ধন্যবাদ অভিসম্পাতে পরিণত হয়, কারণ তাঁহাদের অন্য বাড়ীগুলি পর্যন্ত চাপ দিয়া আদায় করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত বলা হয় যে, সোনিপাটে যদি নিজেদের জীবন দুর্বিষহ করিয়া তুলিতে না চাহেন তবে ঐস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। ঘটনার যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা যদি যথার্থ হয়, তবে ব্যাধি ত স্পষ্টই ছড়াইয়া পড়িতেছে। কে জানে এই ব্যাধি ভারতবর্ষকে কোথায় লইয়া যাইবে! ৩৪৭

ঢিলের বদলে পাটকেল

"কয়েকটি বন্ধুর সহিত আলোচনাকালে আমাকে বলা হয় যে, পাকিস্থানে যে উৎপাত চলিতেছে তাহা যদি শান্ত না হয়, তবে ভারত ইউনিয়নেও অবস্থার বেশি কিছু উন্নতি আশা করা যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ লাহোরে যাহা ঘটিয়াছে তাহার উল্লেখ করা হয়। আমি নিজে সংবাদপত্রের খবর বড় বিশ্বাস করি না এবং সংবাদপত্র যাঁহারা পড়েন তাঁহাদের সাবধান করিয়া দিয়া বলি, ঐ সব কাগজে যে খবর ছাপা হয়, তাহা দ্বারা তাঁহারা যেন অতি সহজে

বিচলিত না হয়। উচ্চ শ্রেণীর সংবাদপত্রও অতিশয়োক্তি ও অতিরঞ্জন-দোষ হইতে মুক্ত নহে। কিন্তু যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, সংবাদপত্রে তাহারা যাহা পাঠ করে তাহা সত্য, তথাপি মন্দ দৃষ্টান্ত ত আর অনুকরণের বিষয় হইতে পারে না। ৩৪৮

ন্যায় আচরণের পক্ষে যুক্তি ও অনুরোধ

"ধরুন, ফ্রেমটি আছে অথচ মাঝখানে সেলেট নাই এরূপ একটি আয়তক্ষেত্র রহিয়াছে। এই ফ্রেম বা কাঠামটি অযত্নে একটু নাড়াচাড়া করিলেই ইহার সমকোণগুলি সূক্ষ্ম ও স্থূল কোণে পরিণত হইবে। যদি আবার কাঠামটির একটি কোণকে ঠিক করিয়া ধরা হয়, তবে অপর তিনটি কোণ আপনা হইতেই সমকোণে পরিণত হইবে। সেইরূপ যদি ভারত ইউনিয়নে গবর্মেণ্ট এবং জনসাধারণ ঠিকভাবে চলে তবে পাকিস্থানও ঠিকভাবে সাড়া দিবে সন্দেহ নাই এবং সারা ভারত তখন আবার প্রকৃতিস্থ হইবে। আমি যতদূর জানি, খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই তথাপি তাহাদের প্রতি মন্দ ব্যবহারের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, উন্মত্ততাকে আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে দেওয়া উচিত নয়। ভারতবর্ষ যদি জগতের কাছে আপনার যোগ্য পরিচয় দিতে চাহে তবে সত্বর ইহার প্রতিকার ও আমুল উচ্ছেদ চাই।" ৩৪৯

আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে সহযোগিতা

শরণার্থীদের বিষয়ে গান্ধীজী বলিলেন, "আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে ডাক্তার, উকিল, ছাত্র, শিক্ষক, নার্স প্রভৃতি আছেন। ইহারা যদি দরিদ্র আশ্রয়প্রার্থীদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া দূরে সরিয়া থাকেন তবে ত সমদুঃখভোগের শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন না। লাহোর সহর হইতে হিন্দু ও শিখগণ চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে। লাহোরের ধনী সম্প্রদায় এই আদর্শ লাহোর সহর গড়িয়া তুলিয়াছিল। আমার মনে হয়, ব্যবসায়ী অ-ব্যবসায়ী, ধনী দরিদ্র, সকল আশ্রয়প্রার্থীরই একসঙ্গে থাকিয়া লাহোরের ধরণের ছোট ছোট আদর্শ সহর গড়িয়া তোলা উচিত। এই উপায়ে দিল্লী প্রভৃতি জনবহুল নগরে লোকাধিক্যের চাপ কমিবে এবং সহরের অধিবাসীদের স্বাস্থ্য ও সুখসমৃদ্ধি বাড়িতে পারিবে। কুরুক্ষেত্রের বৃহৎ শিবিরে দুই লক্ষের অধিক আশ্রয়প্রার্থী আছে। তাহারা যদি ভিতরে বাহিরে পবিত্রতার আদর্শ হয়, তাহাদের ব্যবসায়ী ও অর্থবান লোকেরা যদি গরীবদের সহিত সমান অবস্থায় সন্তুষ্টচিত্তে বাস করে, যদি সকলের সহযোগিতায় ভাল রাস্তা নির্মাণ করিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে এবং সারাদিন কোন না কোন আবশ্যকীয় কাজে

অতিবাহিত করে, তবে তাহাদের আর গবর্মেণ্টের অর্থভাণ্ডারের উপর নির্ভর করিয়া বোঝা স্বরূপ হইয়া থাকিতে হইবে না, তাহাদের সরল জীবনযাত্রা এবং পারস্পরিক সহযোগিতা দেখিয়া সহরের অধিবাসীরা শুধু যে প্রশংসা করিবে তাহা নয়, লজ্জা পাইয়া তাহারা ঐ গুণগুলির অনুকরণ করিতে বাধ্য হইবে। পরস্পরের মধ্যে এখন যে তিক্ততা ও বিদ্বেষভাব রহিয়াছে, তাহা তখন মুহূর্তে অদৃশ্য হইবে। আর সংখ্যায় যত অধিকই হউক না কেন, আশ্রয়প্রার্থীরা কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট বা প্রাদেশিক গবর্মেণ্টসমূহের দুশ্চিন্তার কারণ হইয়া থাকিবে না। লক্ষ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থীর এইরূপ আদর্শ জীবনযাত্রা এই বিভ্রান্ত পৃথিবীর প্রশংসা অর্জন করিতে সমর্থ হইবে।" ৩৫০

গবর্মেণ্টের উভয়সঙ্কট

সর্বশেষে গান্ধীজী প্রস্তাবিত নিয়ন্ত্রণ-রদের, বিশেষভাবে খাদ্য ও বস্ত্র নিয়ন্ত্রণের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, "গবর্মেণ্ট নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিতে ইতস্ততঃ করিতেছে, কারণ তাহাদের ভাবনা দেশে খাদ্য ও বস্ত্রের সত্যই অনটন আছে, তাই নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিলে মূল্য অতিশয় বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহাতে গরীব লোকেরই অধিক কষ্ট হইবে। গবর্মেণ্ট মনে করে, এই নিয়ন্ত্রণের কারণেই গরীবের যা হয় কিছু ভাত কাপড় মেলে। গবর্মেণ্ট ত ব্যবসায়ী, উৎপাদক ও দালালদের সততায় সন্দিহান। গবর্মেণ্টের ভয় এই যে, কবে নিয়ন্ত্রণ উঠিবে এই সকল লোক বাজপাখীর মত তাহার অপেক্ষা করিতেছে—উঠিলেই তাহারা গরীবদের উপর পড়িয়া রক্ত শোষণ করিবে, অন্যায় মুনাফা দ্বারা থলি ভর্তি করিবে। গবর্মেণ্টকে এই দুই মন্দের মধ্যে একটিকে বুঝিয়া বাছিয়া লইতে হইবে। এবং গবর্মেণ্ট বিবেচনা করিয়া বুঝিয়াছে যে, বর্তমান নিয়ন্ত্রণ প্রথাই মন্দের ভাল। ৩৫১

বণিকদের প্রতি আবেদন

"সুতরাং ব্যবসায়ী, উৎপাদনকারী ও দালালদের নিকট আমার এই আবেদন যে, তাহারা যেন কর্তৃপক্ষের সন্দেহ দূর করে এবং তাহাদের এই আশ্বাস দেয় যে, নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিলে দ্রব্যমূল্য অতিশয় বৃদ্ধি ত পাইবেই না, পক্ষান্তরে গরীব লোকদের অনেকটা সুবিধা হইবে এবং চোরাবাজার ও দুর্নীতি সম্পূর্ণভাবে লোপ না পাইলেও অনেকটা হ্রাস পাইবে।" ৩৫২

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ২৩-১১-৪৭

প্রার্থনায় নীরবতা

প্রার্থনান্তিক সভায় গান্ধীজী শ্রোতৃমণ্ডলীকে নীরব থাকিবার জন্য সতর্ক

করিয়া দিলেন। নীরব থাকা ত এখন নিয়মে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু এই-সন্ধ্যার প্রার্থনা-সভায় বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের চাপা গোলমালে সেই নীরবতা ভঙ্গ হইয়াছে। গান্ধীজী গোলমালের প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিলে সভায় সম্পূর্ণ শান্তভাব ফিরিয়া আসে। ৩৫৩

সীমা অতিক্রম করা

গান্ধীজী বলিলেন, "আমার ভাষণে সম্ভব হইলে পনর মিনিট, কিন্তু কোন মতেই বিশ মিনিটের বেশি সময় না যায়, এই নিয়ম কখন কখন ভঙ্গ করার জন্য আমি রেড়িওর লোকদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করিতেছি। আমি সব সময় এই নিয়ম মানিয়া চলিতে পারি না, কারণ আমার প্রধান অভিপ্রায়—যাহারা সশরীরে আমার সম্মুখে উপস্থিত তাহাদের হৃদয় স্পর্শ করা, তারপর রেড়িওর কথা। আমি জানি না, এমন কোন ব্যবস্থা রেডিওর লোকেরা করিতে পারে কিনা যাহাতে দীর্ঘতর বক্তৃতা ধরা সম্ভব হয়। বিনা উদ্দেশ্যে অথবা নিজের কণ্ঠস্বর শুনিবার জন্য বক্তৃতা করা আমার স্বভাব নয়।" ৩৫৪

বল প্রয়োগ সমর্থন করা যায় না

শ্রোতাদের মধ্যে এক ব্যক্তি তাঁহাকে একটি প্রশ্ন লিখিয়া পাঠান। গান্ধীজী ইহার পর সেই প্রশ্নের আলোচনা করেন। তিনি বলেন, "প্রশ্নটি এই—যদি কোনও ব্যক্তির অধিকারে হাত পড়ে, তবে সে কি বলপ্রয়োগ দ্বারা তাহা রক্ষা করিতে পারে না ? কথা এই যে, বলপ্রয়োগে আসলে কিছুই রক্ষা হয় না—ব্যক্তিও নয় অধিকারও নয়। অধিকার যদি কর্তব্যের সুচারু সম্পাদন হইতে উদ্ভূত হয়, তবে কেহ তাহাতে হাত দিতে পারে না। যেমন, কাজের ভার লইয়া সেই কাজ সুসম্পন্ন করিলে তবেই পারিশ্রমিক পাইবার অধিকার জন্মে। সেই কাজ না করিয়া সে যদি পারিশ্রমিক গ্রহণ করে তবে চুরি করা হয়। অধিকার নির্ভর করে কর্তব্য-সম্পাদনের উপর। কর্তব্য করিলেই অধিকার জন্মে। সেই কর্তব্য-সম্পাদনের কোন উল্লেখ না করিয়া, যাহারা কেবলই অধিকারের কথা বলে আমি তাহাদের সঙ্গে চলিতে পারি না।" ৩৫৫

হরিজনদের প্রতি অত্যাচার

তারপর গান্ধীজী বলিলেন, "রোটাক ও অন্যান্য স্থান হইতে খবর আসিয়াছে যে, সেখানে জাঠেরা হরিজনদের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছে। ব্যাপার নূতন কিছু নয়। বৃটিশ শাসনকালেও হরিজনদের স্বাধীনতায় হাত দেওয়া প্রথা ছিল। তবে নূতন এইটুকু যে, সদ্যলব্ধ স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে ঐ প্রথা একবারে উঠিয়া না গিয়া আরও প্রকট হইতেছে। সমাজের যে কোন স্তরেরই হউক না

কেন, এই স্বাধীনতা কি ভারতের সকলের জন্য নহে ? সেদিন পর্যন্ত যে-হরিজন ক্রীতদাস ছিল, আজও কি সে তাহাই থাকিবে ? আমার মতে এক অন্যায় হইতে অপর অন্যায় জন্মে। পাকিস্থানে যাহাই করুক না কেন, মুসলমান ভাইদের প্রতি আমরা দুর্ব্যবহার করিয়াছি বলিয়া খৃষ্টানদের প্রতিও দুর্ব্যবহার করিবার প্রবৃত্তি আমাদের জন্মিয়াছে। হরিজনদের প্রতিও আমাদের আচরণ সেই একই কথা প্রমাণ করে। অন্যায় করিয়া হরিজনদের অস্পৃশ্য বলা হয় এবং তাহাদের সহিত সেইমত ব্যবহার করা হয়। এই অন্যায় দূর করিবার জন্যই হরিজন-সেবক-সংঘ প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। গত ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষে যে পরিবর্তন আসিয়াছে তাহার গুরুত্ব যদি আমরা পুরাপুরি উপলব্ধি করিতে পারিতাম, তবে দেশের সর্বনিম্নে যাহার স্থান সেও স্বাধীনতার দীপনা অনুভব করিতে পারিত। তাহা হইলে যে-সকল ভীষণ ঘটনার আমরা নিরুপায় সাক্ষী হইয়াছি তাহা আর ঘটিতে পাইত না। মনে হয়, সকলেই যেন আজ নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করিতেছে, ভারতের কল্যাণের দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই।" ৩৫৬

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ২৪-১১-৪৭

গঠন কর্মের আবশ্যকতা

"প্রার্থনা-প্রাঙ্গণে যখন আসি তখন আপনারা অনুগ্রহ করিয়া আমার ও আমার মেয়েদের পথ করিয়া দেন। প্রার্থনার পরে আমি যখন বাহির হইয়া যাই তখনও এরূপ শৃঙ্খলা বজায় রাখিবেন, আপনাদের কাছে এই আমার অনুরোধ। যাইবার সময় আমাকে ছুঁইবার জন্য লোকে বিশ্রী ঠেলাঠেলি করিতে থাকে। ভিড় আমাকে চাপিয়া ধরে। আপনারা আমাকে ভালবাসেন তাহা জানি। আপনাদের ভালবাসা পাইয়া আমি ধন্য। আমি চাই, আপনাদের এই ভালবাসা উচ্ছ্বাসে প্রকাশ না পাইয়া যে-সব গঠনকর্মের কথা আমি বহুস্থলে বলিয়াছি ও বহুবার লিখিয়াছি, তাহারই কোন একটি আশ্রয় করিয়া দেশের সেবায় নিয়োজিত হয়। সাম্প্রদায়িক শান্তি স্থাপনই হইতেছে আজিকার সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাগ্রে করণীয় গঠনকর্ম! পূর্বে সম্প্রীতির অভাবই লক্ষণীয় ছিল, বিবাদ-বিসম্বাদ ক্বচিৎ কখনও ঘটিত। আজ তাহা সাংঘাতিক রূপ ধারণ করিয়াছে। হিন্দু ও শিখের কাছে মুসলমান এবং মুসলমানের কাছে হিন্দু ও শিখ আজ শত্রু বলিয়া পরিগণিত। আর তার ফলে যে জঘন্য ব্যাপার ঘটিয়াছে তাহা ত আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ৩৫৭

"প্রার্থনায় উপস্থিত আপনারা সকলে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষমুক্ত হউন—শুধু তাই নয় খিলাফতের দিনে যে সাম্প্রদায়িক প্রীতি আমাদের গৌরবের বস্তু

ছিল তাহার পুনঃ প্রতিষ্ঠাকল্পে আপনারা কার্যতঃ সহায়তা করুন। তখন সৌহার্দ্যপূর্ণ কত বৃহৎ জনসভায়ই না আমি যোগদান করিয়াছি। বন্ধুভাবাপন্ন সেই সব জনতা দেখিয়া হৃদয় তখন আমার আনন্দে নৃত্য করিত। সে দিন কি আর কখন ফিরিবে না? ৩৫৮

সর্বশেষ দুঃখদ ঘটনা

"রাজধানীর বুকের উপর মাত্র কাল যে শোচনীয় ব্যাপার ঘটিয়াছে তাহার কথাই ধরুন। প্রকাশ, কয়জন হিন্দু ও শিখ শরণার্থী মুসলমানের একটি খালি বাড়ি জোর করিয়া দখল করিতে চেষ্টা করে। ফলে মারামারি বাধে এবং জন কয়েক আহত হয়। কেহ মরে নাই। ঘটনাটি খারাপ সন্দেহ নাই, তার উপর আবার মাত্রা ছাড়াইয়া রঞ্জিত করা হইয়াছিল। প্রথমে খবর দেওয়া হয় যে, চারি জন শিখ ঐ ঘটনায় নিহত হইয়াছে। উহার ফল যাহা হওয়া স্বাভাবিক তাহাই হইল। লোকে শোধ তুলিবার জন্য কয়েকজনকে ছুরি মারিল। দেখিতেছি কাজ হাসিলের একটা নূতন ফন্দি বাহির হইয়াছে—শিখেরা খোলা তরবারি-হাতে (মনে হয় তরবারি ছোট কৃপাণের স্থান গ্রহণ করিয়াছে) কখন হিন্দুদের লইয়া, কখনও বা না লইয়া, মুসলমানের বাড়ি চড়াও হইতেছে এবং তাহাদিগকে গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বলিতেছে? সংবাদ সত্য হইলে বলিব, খাস রাজধানীতে এ কি বীভৎস ব্যাপার চলিতেছে। আর মিথ্যা যদি হয় তবে অবশ্য করণীয় কিছু নাই। কিন্তু সত্য হইলে শুধু সরকার নয় জনসাধারণকেও এই বিষয়ে অচিরে অবহিত হইতে হইবে। জনসাধারণের সহায়তা ব্যতিরেকে সরকার কোন কিছু করিতে অক্ষম। ৩৫৯

"এই বিষয়ে আমার কর্তব্য যে কি তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। অবস্থা দিন দিন আরও খারাপ হইতেছে। কার্তিকী পূর্ণিমা আগত-প্রায়। নানারকম গুজব আমার কানে আসিতেছে। দশ্‌হেরা ও বকর ঈদের পূর্বেও এইরূপ গুজব রটিয়াছিল। আশা করি এই সব গুজবও তেমনই অমূলক প্রতিপন্ন হইবে। ৩৬০

"এই সব গুজব হইতে আমাদের যেন এই বোধ জন্মে যে, আমরা কোন রকমে দিন কাটাইতেছি—যে-দিনটা কাটে সেইটেই ভাল। এই অবস্থাটা কোন রাষ্ট্র বা জাতির পক্ষে সুবিধার নহে। জাতির সেবক মাত্রেরই আজ ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখা চাই, ক্ষয়কর এই উৎপাত নিবারণকল্পে তাহার করণীয় কি? ৩৬১

কৃপাণ ও উহার তাৎপর্য

"কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব সদস্য ল্যয়ালপুর-নিবাসী সর্দার সন্ত

সিং আমাকে যে দীর্ঘ চিঠি লিখিয়াছেন, উপস্থিত তাহা বিচার করিয়া দেখা ভাল। জোরাল ভাবে তিনি শিখদের কার্য সমর্থন করিয়াছেন। গত বুধবার প্রার্থনা-সভায় আমি যাহা বলিয়াছি, তিনি তাহার অন্য অর্থ করিয়াছেন। আমার কথার ঐরূপ অর্থ হয় না—তেমন অর্থ ত আমার মনেও কখন হয় নাই। ১৯১৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে দেশে ফিরিয়া আসার পর হইতে শিখদের সহিত আমার যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে, সম্ভবতঃ সর্দার সাহেবের তাহা জানা নাই। এমন একদিন ছিল, যখন হিন্দু ও মুসলমানের মত শিখরাও আমার কথা চূড়ান্ত বলিয়া মানিত। সময়ের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারেরও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কিন্তু আমি জানি, আমি যেমন ছিলাম তেমনই আছি। শিখদের বর্তমান মতিগতি আমি নিঃস্বার্থ নিরপেক্ষ বন্ধুর দৃষ্টিতে যেভাবে দেখিতে পারি ও দেখি, সর্দার সাহেব সম্ভবতঃ সেরূপ পারেন না। আমি তাঁহাদের অকৃত্রিম বন্ধু, তাই অবাধে মুক্তকণ্ঠে আমি আমার মনের কথা বলিয়া থাকি। একথা আমি বলিতে পারি যে, শিখ-সাধারণ আমার পরামর্শ অনুসারে চলিয়া অনেকবার বিরূপ পরিস্থিতি হইতে রক্ষা পাইয়াছে। অতএব শিখদের তথা অন্য কোন সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে আমি যখন কোন কিছু বলি, তখন যেন ভাবিয়া চিন্তিয়া বলি—আমাকে একথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। সর্দার সাহেব এবং প্রত্যেক শিখ—যিনি সম্প্রদায়ের ভাল চান, ঘটনাস্রোতের তাড়নায় যাঁহার বিচারবিভ্রম ঘটে নাই—চেষ্টা করুন যাহাতে উন্মত্ততা, সুরাপান ও তজ্জনিত অন্য নানা পাপ হইতে এই শক্তিমান ও বীর্যবান সম্প্রদায় মুক্ত হয়। যে-তরবারি ঘুরাইয়া তাহারা আস্ফালন করিয়াছে, যে-তরবারির তাহারা অপব্যবহার করিয়াছে, তাহা তাহারা কোষ-বদ্ধ করুক। প্রিভি কৌন্সিলের রায়ে যদি কৃপাণকে যে-কোনও দৈর্ঘ্যের তরবারি বলা হইয়া থাকে, তবে তাহা দ্বারা শিখেরা যেন বিভ্রান্ত না হন। নীতিভ্রষ্ট মাতালের হাতে পড়িলে অথবা অপকার্যে ব্যবহৃত হইলে কৃপাণের পবিত্রতা নষ্ট হয়। যাহা পবিত্র, তাহা বৈধ ও পবিত্র ব্যাপারেই ব্যবহার করিতে হয়। কৃপাণ ত নিঃসন্দেহে শক্তির প্রতীক। যাঁহার অপরূপ আত্মসংযম, বিষম শত্রুর বিরুদ্ধেই কেবল যিনি কৃপাণ ধারণ করেন, কৃপাণ মাত্র তাহার হাতেই শোভা পায়। ৩৬২

"সর্দার সাহেব যেন কিছু মনে না করেন—শিখদের ইতিহাস আমি যথেষ্ট পড়িয়াছি এবং গ্রন্থ সাহেবের নিগূঢ় তত্ত্ব যে কি তাহা আমি উপলব্ধি করিয়াছি। ঐ ধর্মগ্রন্থের অনুসন্ধান দ্বারা বিচার করিলে দেখা যাইবে, শিখেরা যে-সব কাজ করিয়াছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় তাহা সমর্থনের অযোগ্য ও আত্মঘাতী। কোন•মতেই শিখদের বীরত্ব ও ঐক্যবন্ধনের অপচয় হইতে

দেওয়া চলে না। তাহাদের এই সকল গুণ সমগ্র ভারতের সম্পদ হইতে পারে। আমি ত মনে করি, আজ তাহা অনর্থের কারণ হইয়াছে। এরূপ হওয়া উচিত নহে। ৩৬৩

"শিখেরা ইস্‌লামের প্রধান শত্রু একথার কোন অর্থ নাই। আমার সম্বন্ধেও কি লোকে এই কথা বলে নাই? এই খাতিরটা কি তবে আমরা (শিখেরা ও আমি) ভাগাভাগি করিয়া লইব? আমি ত কখনও এরূপ সম্মান চাহি নাই। আমার সমস্ত জীবন এইরূপ অভিযোগের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দিতেছে। শিখেদের সম্বন্ধেও কি এই কথা বলা চলিবে? যে-সকল শিখ শের-এ-কাশ্মীরের (কাশ্মীর সিংহের) পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছে—তাহাদের আচরণ হইতে শিখেরা শিক্ষা গ্রহণ করুক। শিখেদের নামে যে সব আহাম্মকীর কাজ করা হইয়াছে তজ্জন্য তাহারা অনুশোচনা করুক। ৩৬৪

পাপ প্রস্তাব

"আমি জানি একটা পাপ কথা উঠিয়াছে যে, হিন্দুরা যদি শিখদের ত্যাগ করে তবে খুবই ভাল হয়—পাকিস্থানে শিখদের কখন স্থান হইবে না। এইরূপ ভ্রাতৃবধের চুক্তি কস্মিনকালেও আমি সমর্থন করিব না। প্রত্যেক হিন্দু ও শিখ শরণার্থী নিরাপদে ও সসম্মানে পশ্চিম পাঞ্জাবে আপন ঘরে না ফিরিলে, আর সেইরূপ প্রত্যেক মুসলিম শরণার্থী ইউনিয়নে নিজ গৃহে ফিরিতে না পারিলে এই দুর্ভাগ্য দেশে শান্তি নাই। অবশ্য যাহারা নিজের কোন কারণে ফিরিতে চাহে না তাহাদের কথা ছাড়িয়া দিতে হইবে। প্রতিবেশীরূপে পরস্পরের সহায় হইয়া শান্তিতে বাস করিতে হইলে এই ব্যাপক লোক-বিনিময়ের পাপ ধুইয়া ফেলিতে হইবে। ৩৬৫

উহার অপকর্ম

"পাকিস্থানের অপকর্মের কথা আমাকে আবার বলিতে বলিবেন না। উহাতে নিপীড়িত হিন্দু বা শিখদের কোন লাভ হইবে না। পাকিস্থানকে আপন পাপের বোঝা বহন করিতে হইবে—সে পাপ কত ভয়ঙ্কর তাহা আমি জানি। আমার মতের মূল্য যদি থাকে তবে লোকের এইটুকু জানিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ১৫ই আগষ্টের অনেক পূর্বেই মুসলিম লীগ এই কাণ্ড সুরু করিয়াছিল। আর গত ১৫ই আগষ্ট যে তাহাদের মতিগতির পরিবর্তন হইয়াছে একথাও আমি বলিতে পারি না। আমার এই মত জানিয়া আপনাদের কোন লাভ হইবে না। গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া যাহা জানা প্রয়োজন তাহা হইল এই যে, যুক্তরাষ্ট্রে আমরাও পাল্‌টা পাপ করিয়া সমান পাপী হইয়াছি। অসমান

এইরূপে সমান হইয়া গিয়াছে। এই মোহনিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিয়া, অনুতপ্ত হইয়া, আমরা পথ পরিবর্তন করিব, না এই পথেই অধঃপাতে যাইব ?" ৩৬৬

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ২৫-১১-৪৭

শরণার্থী না দুঃখী ?

প্রার্থনান্তিক ভাষণে গান্ধীজী বলিলেন : "কেহ কেহ শরণার্থী বলিয়া অভিহিত হইতে আপত্তি জানাইয়াছে। তাহারা বলে, আমার কথা অনুসারে সারা ভারতই ত সমভাবে সকল ভারতবাসীর বাসভূমি। অতএব ভারতীয় ইউনিয়নের যে কোন স্থানে তাহাদের বসবাস করিবার অধিকার আছে। পাকিস্থানে তাহারা ভয়ানক দুর্ভোগ ভুগিয়াছে, তাই তাহারা ভারত যুক্তরাষ্ট্রে আসিয়াছে। তাহাদের দুঃখী বলা হউক। শরণার্থীর স্থলে দুঃখী কথাটি যদি তাহাদের ভাল লাগে, তবে তাহাদের দুঃখী বলিতে আমার আপত্তি নাই। 'রিফিউজী' (শরণার্থী) ইংরেজী ভাষার একটী চলতি কথা। ইংরেজীর মোহ আমাদের এখনও কাটে নাই। হিন্দুস্থানী সংবাদপত্রে শব্দটির তরজমা ঠিকই করা হইয়াছে—'শরণার্থী'। আমার কাছে যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহারা 'সাফারার্স' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। এইটিও ইংরেজী শব্দ। ইহার প্রতিশব্দ হিসাবে আমি 'দুঃখী' শব্দটির উল্লেখ করি। আগন্তুকরাও এই শব্দটি গ্রহণ করেন। আজ সন্ধ্যায় আমি এই দুঃখীদের কথাই বলিব। ৩৬৭

মুসলমানদের গৃহ দখল করা চলিবে না

"তিন দল লোক আজ আমার সঙ্গে দেখা করিয়াছে। প্রথমে আসে লাহোর হইতে আগত এক পরিবার। পাকিস্থানে তাহাদের সর্বস্ব গিয়াছে। তাহাদের পরিবারের সতর জন লোক নিহত হইয়াছে। তাহারা আমাকে দিল্লীতে একটা বাড়ি দেখিয়া দিতে বলে। আমি গবর্মেণ্ট নহি, আর হইলেও দিতাম না। দিল্লীতে খালি বাড়ি নাই। আমি সেই দুঃখীদিগকে শিবিরে গিয়া শরণার্থীদের সহিত একত্র বাস করিতে বলি। তাহারা বলে, তাহারা কি ভিখারী যে অপরের দানের উপর তাহাদের বাঁচিতে হইবে। উত্তরে আমি বলি, একজন লোকও পরদত্ত অন্নে জীবন ধারণ করে ইহা আমি চাই না। শিবিরে যাহারা আছে, অন্ন বস্ত্র ও আশ্রয়ের বিনিময়ে তাহাদের কাজ করা উচিত। তাহারা বলে, তাহাদের ছেলেমেয়ে আছে। জবাবে আমি বলি, অন্য সকলেরও ত ছেলেমেয়ে আছে। শরণার্থীদের মধ্যে যাহাদের যোগ্যতা বেশি, শিবির-জীবন সুগঠিত করার কাজে তাহাদের নিজ নিজ বুদ্ধিবৃত্তি নিয়োগ

করিতে হইবে। তাঁহারা যেন নিজ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের প্রয়োগ দ্বারা অপর দুঃখীদের সুবিধাবিধান করেন। তাঁহারা তখন এই তর্ক করিলেন যে, এখনও ত বহু মুসলমান তাহাদের বাড়ি-ঘরে রহিয়াছে। তাহাদের ঐ কথা শুনিয়া আমার লজ্জা ও দুঃখ হইল। বহু সহস্র লোক ত গৃহ ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে। ভুক্তভোগী হইয়াও এই সব দুঃখীদের মন নরম হইল না। কিন্তু আমার কথা কে শোনে! আমি তখন তাঁহাদিগকে বলিলাম, বহুলাঞ্ছিত মুসলমান তাহাদের বাকি কয়খানা বাড়ী ছাড়িয়া দিবে এই আশা করা অপেক্ষা আমাকে বরং আমার আরামের স্থানটুকু ছাড়িয়া দিতে বলিলে তাঁহাদের যুক্তির জোর থাকিত। আমার এই কথায় সম্ভবতঃ তাঁহারা চুপ করিয়া রহিলেন। ৩৬৮

সঙ্গত দাবী

"তারপরে আসেন হাজারা জেলার কয়েকজন শিখ। তাঁহারা কৃপাণ ধারণ করেন বলিয়া মনে হইল না। তাঁহারা বলিলেন, তাঁহারা কৃষক। চাষবাস করিবার সুযোগ তাঁহারা চান। পূর্ব পাঞ্জাবে গেলেন না কেন— আমার এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁহারা বলিলেন, পশ্চিম পাঞ্জাবের শরণার্থী ব্যতীত অন্য কাহাকেও তথায় লওয়া হয় না। আর উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের শরণার্থীদেরও জায়গা দেওয়ার মত পর্যাপ্ত ভূমি পূর্ব পাঞ্জাবে নাই। হাজারা হইতে এইরূপ ৮০০০ দুঃখী আসিয়াছে। তাহাদিগকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যাইতে বলা হইয়াছে। আমি মনে করি, এই সব লোকদের অচিরে চাষবাসে বসাইয়া দেওয়া গবর্মেণ্টের কর্তব্য। শিখ বন্ধুরা বলেন, মুসলমানদের তাড়াইয়া দিতে তাঁহারা চান না। তাঁহারা কিছু জমি চান, আর ধারে লাঙ্গল, গরু ও বীজ চান। তাহা হইলেই তাঁহারা অন্নসংস্থান করিয়া লইতে পারিবেন। তাঁহারা একথাও বলেন যে, চাষের জমি পাইলে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের যে-কোন স্থানে যাইতে তাঁহারা প্রস্তুত। আমি মনে করি, তাঁহাদের এই সব কথা সঙ্গত। গবর্মেণ্টের তাঁহাদের ইচ্ছা পূরণ করা উচিত। ৩৬৯

প্রত্যাবর্তনের সত

"সভায় উপস্থিত কোন লোক জিজ্ঞাসা করে,—'কতদিনে আমরা নিজ গৃহে ফিরিয়া যাইতে পারিব?' এই প্রশ্নের জবাবে আমি বলি—'ভারত যুক্ত-রাষ্ট্রে আপনারা যদি মুসলমান-বিতাড়নের কার্যে বিরত হন ও যাহারা পাকিস্থানে যাইতে বাধ্য হইয়াছে তাহাদের সাদরে ফিরাইয়া লইতে প্রস্তুত থাকেন, তবে এখনই আপনারা আপন ঘরে ফিরিয়া যাইতে পারিবেন।

আমি তখন স্বচ্ছন্দে পশ্চিম পাঞ্জাবে যাইতে পারিব এবং মুসলমানদের বলিতে পারিব, যে-সব হিন্দু ও শিখ পাকিস্থান ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে তাহাদের আপনারা ফিরাইয়া আনুন। কিন্তু ভারত যুক্ত-রাষ্ট্র হইতে সাড়ে তিন কোটি মুসলমানকে তাড়াইতে হইবে এই নির্বুদ্ধিতার কথা আমি আজ শুনিতে পাইতেছি। আমার ইহা অসহ্য বোধ হইতেছে। এই মহা সর্বনাশ দেখিতে যেন আমি বাঁচিয়া না থাকি। সময় সময় মনে হয়, পৃথিবীতে আমি অকেজো বোঝা হইয়া আছি। কিন্তু আমি তখন বাঁচিয়া থাকি বা মরিয়া যাই, দুঃখীরা একদিন নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া যাইবে।" ৩৭০

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ২৬-১১-৪৭

অমূলক অভিযোগ

প্রার্থনান্তে বোম্বাই হইতে প্রাপ্ত একখানি পত্রের কথা উল্লেখ করিয়া গান্ধীজী বলেন—"পত্রলেখক বোম্বাই-এর কোন সংবাদ-পত্র হইতে একটু কাটিয়া পাঠাইয়াছেন। তিনি নিজ নাম প্রকাশ করেন নাই। উহাতে বলা হইয়াছে, 'ভারতীয় বেতারে লোকের কাছে গান্ধীজীর প্রার্থনান্তিক ভাষণ প্রচার করা হইতেছে। ইহাতে কার্যত কংগ্রেসের প্রচার চলিতেছে। ইহা ত ফ্যাসি কৌশল, আবরণটি অহিংসার। লোকে তাঁহার ভাষণ শুনিতে চাহে না।' ইহার উত্তরে আমি বলি, কতক লোক এরূপ মনে করিলেও, অন্য বহু লোক আমাকে লিখিয়াছে যে, আমার ভাষণ হইতে তাহারা মনে বল পায়। পত্রলেখকের অভিযোগ অমূলক। যে গবর্মেণ্ট বেতারে নিজ গুণ কীর্তন করে, সে গবর্মেণ্ট অপদার্থ। গবর্মেণ্ট যে-সব ভাল কাজ করে, মাত্র তাহার ভিতর দিয়াই সেই গবর্মেণ্টের যথার্থ প্রচার-কার্য হয়। নিজের কথা বলিতে হইলে, প্রার্থনা ও ধর্মের সহিত যে-সব বিষয়ের সাক্ষাৎ যোগ আছে, মাত্র তাহারই আলোচনা আমি করিয়া থাকি। আমার কথা যদি আপনাদের শুনিতে ভাল না লাগে, তবে শুনিবেন না। বেতারে কথা বলিবার আগ্রহ আমার নাই। মানব-সেবাই আমার একমাত্র লক্ষ্য, আর শুধু সেই জন্যই আমার কথা বলা। সাধারণে যদি প্রার্থনায় যোগ না দেয়, তবে প্রার্থনার পরে আর আমার কথা বলিবার প্রয়োজন থাকিবে না।" ৩৭১

অপহৃতা নারী

গান্ধীজী তারপর আর কয়খানি পত্রের উল্লেখ করিয়া বলিলেন,—"পত্রগুলি পড়িয়া আমি অত্যন্ত বেদনা বোধ করিয়াছি। পাকিস্থানে কতিপয় স্ত্রীলোক

অপহৃতা হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে জন কয়েক নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচারিত ও ধর্ষিত হইয়াছেন। এমন পরিবারে তাঁহারা পালিত ও শিক্ষিত যে, উদ্ধারের পর তাঁহারা লজ্জাহত হইয়া আছেন এবং সমাজের লোকেও তাঁহাদের ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছে। ইঁহাদের ঘৃণা করা ত নিষ্ঠুরতা। সত্য বটে, সীতার মত পবিত্র ও তেজস্বিনী নারীর অঙ্গ স্পর্শ করা কাহারও সাধ্য নয়। কিন্তু এই যুগে ত সীতা মিলা ভার। অন্ততঃ সব স্ত্রীলোক কিছু অত বড় হইতে পারে না। ধর্ষিতা নারীর লজ্জার কিছু নাই। তাহাকে কোন প্রকারেই অসতী বা দুশ্চরিত্রা বলা চলে না। আশ্চর্য, যেখানে দুশ্চরিত্র পুরুষ বা দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের শাসন নাই এবং বড় ঘরের কোন কোন বিলাসী স্ত্রীপুরুষের অকাজ-কুকাজ যেখানে চাপা থাকিয়াই যায়, সেইখানেই আবার লোকে ঘরের কাজ ছাড়িয়া, নরপশু কর্তৃক ধর্ষিতা নির্দোষ স্ত্রীলোকদের একঘরে করিতে যায়। সমাজের এই গতি দেখিয়া আমি দুঃখ পাই। এইরূপে লাঞ্ছিত হইবার পর আমার কন্যা বা স্ত্রী যদি দুর্বৃত্তের হাত ছাড়াইয়া পলাইতে পারিতেন অথবা কেহ তাঁহাদের মুক্ত করিয়া দিত, তবে আমি কখনও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতাম না, ঘৃণাও করিতাম না। হিন্দু ও মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়ের এরূপ ধর্ষিতা স্ত্রীলোকের সহিত আমার কথা হইয়াছে। তাহাদিগকে আমি বলিয়াছি—তোমাদের লজ্জার কিছুই নাই।" ৩৭২

ফসল-কাটায় পরস্পর সহায়তা

গান্ধীজী বলিতে লাগিলেন, "এক প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক—তিনি নিজে চাষীও বটেন—আমার কাছে আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, 'পূর্বে গ্রামের স্ত্রীপুরুষ সকলে ফসল-কাটার কাজে হাত লাগাইত এবং পরস্পরকে সাহায্য করিত। এখন আর সে দিন নাই, চাষীকে এখন পয়সা দিয়া লোক লাগাইতে হয়। ইহাতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন-খরচ বাড়িয়া গিয়াছে এবং লোকে সহজে স্বেচ্ছায় যে সহযোগিতা করিত সেই ভাবটা লোপ পাইতেছে। এই সহযোগিতা একটা সম্পদ ছিল।' এই সুন্দর রীতির কথা আমি অবগত আছি। সকলকে এই উত্তম রীতি অনুসরণ করিতে আমি সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি।" ৩৭৩

কিষাণ রাজ

"সম্পাদক মহাশয় আরও বলেন, 'অধিকাংশ মন্ত্রী, অন্ততঃ খাদ্যমন্ত্রী কিষাণ হইলে ভাল হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় বর্তমান মন্ত্রীদের কেহই কিষাণ নহে। সর্দার বল্লভভাই-এর জন্ম কৃষকের ঘরে। কৃষিকার্যের কিছু অভিজ্ঞতাও তাঁহার

আছে। কিন্তু তিনি ব্যারিষ্টারের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমাদের প্রধান মন্ত্রী বিদ্বান লোক, বড় ঐতিহাসিক ও বিখ্যাত লেখক। কিন্তু কৃষি ও ক্ষেত-খামারের কিছুই তিনি জানেন না। অপর সব মন্ত্রী ধনী লোক, চাষের মাঠে তাঁহারা কখনও কাজ করেন নাই। অথচ আমাদের দেশের শতকরা আশী জনেরও অধিক লোক কিষাণ। কি করিলে শস্যের ফলন ও মাটির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি পায় তাহা কেবল কৃষকই জানে। কি কারণে কিসের প্ররোচনায় কিষাণ অতিরিক্ত লাভের পথে যায়, একমাত্র কৃষকই তাহা ধরিতে ও দূর করিতে সক্ষম। গণতন্ত্রে রাষ্ট্রের কর্ণধার কৃষকেরই হওয়া চাই।' সৎ এবং সুযোগ্য কোন কৃষককে এই আসনে বসাইতে আমি নিশ্চয়ই চাই। এই কিষাণ ইংরেজী জানিবে না। পণ্ডিত জওহরলালজীকে তখন আমি অনুরোধ করিব, তিনি যেন ঐ কিষাণের কর্মসচিবের কাজ করেন, নিজের কর্তার হইয়া বৈদেশিক রাজদূতদের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করেন, আর এই কাজ করিতে পাইয়া যেন গৌরব বোধ করেন। এইরূপ কিষাণ-মহামন্ত্রী নিজ বাসের জন্য প্রাসাদ চাহিবেন না। তিনি মেটে ঘরে বাস করিবেন, মুক্ত আকাশতলে ঘুমাইবেন এবং দিনের বেলা যখনই সময় পাইবেন ক্ষেতে কাজ করিবেন। তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের ভোল ফিরিয়া যাইবে। পঞ্চায়েত রাজে যে মানুষের মূল্য সব চেয়ে বেশি হইবে সে স্বভাবতঃই হইবে কিষাণ। এখন প্রশ্ন হইতেছে কৃষককে কি করিয়া এই পথে অগ্রসর করা যায়।" ৩৭৪

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ২৭-১১-৪৭

কিছুই অসম্ভব নহে

প্রার্থনান্তে গান্ধীজী বলিলেন, "আমি মহামান্য বড়লাট সাহেবের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। লিয়াকত্ আলি সাহেব লাট ভবনে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার সহিতও আমার সাক্ষাৎ হইল। তথায় জানিতে পারিলাম যে বড়লাট, দুই ডমিনিয়নের দুই প্রধান মন্ত্রী, সর্দার পাটেল ও অর্থ-সচিবের মধ্যে আলোচনা হইয়াছে এবং তাঁহারা এমন কতকগুলি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যাহার ফলে বিবাদবিধ্বস্ত আমাদের এই দেশে পুনরায় শান্তি ফিরিয়া আসিতে পারে। সরল ও অকপট লোকের পক্ষে দ্বন্দ্বের মধ্যেও মৈত্রীর পথ বাহির করা কিছু অসম্ভব নহে। ৩৭৫

শের-এ-কাশ্মীর

"সেখ আবদুল্লা আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। লোকে তাঁহাকে

ভালবাসিয়া 'শের-এ-কাশ্মীর' অর্থাৎ কাশ্মীর-সিংহ বলে। কাশ্মীরে হিন্দু ও শিখ ত মুষ্টিমেয় মাত্র। তবুও শেখ সাহেব তাহাদের সমর্থন-লাভের চেষ্টা করিয়াছেন এবং সমর্থন পাইয়াছেন। তিনি জম্মুতেও গিয়াছিলেন। তথায় যাহা ঘটিয়াছে, হিন্দু ও শিখের পক্ষে তাহা মহা লজ্জার কথা। কিন্তু সেখ সাহেব তাহাতে বিচলিত হন নাই। তাঁহার জম্মু গমনের ফলও ভাল হইয়াছে। লক্ষণ দেখিয়া মনে হয় মৈত্রীভাব বজায় থাকিবে। তাহা যদি থাকে তবে সেই অভিজ্ঞতা হইতে সারা ভারত সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব কি করিয়া স্থাপন করিতে হয় তাহা শিখিবে। কাশ্মীর পার্বত্য দেশ, শীতকালে তথায় লোকের কষ্টের সীমা থাকে না। কাশ্মীর যাইবার অনেক রাস্তা পাকিস্থানের ভিতর দিয়া গিয়াছে। কাশ্মীরের সহিত পূর্ব পাঞ্জাবের যোগ রক্ষা হইয়াছে একটি সংকীর্ণ ভূখণ্ড দ্বারা। বাস করা দূরে থাক, পূর্ব পাঞ্জাবের ভিতর দিয়া নিরাপদে চলিয়া যাওয়াও মুসলমানদের পক্ষে আজ কঠিন ব্যাপার। সেইরূপ পশ্চিম পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশও হিন্দু ও শিখদের পক্ষে কঠিন ঠাঁই হইয়াছে। এমত অবস্থায় কাশ্মীর ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইবে কি করিয়া? পূর্ব পাঞ্জাবে যদি উন্মত্ততা চলিতে থাকে, তবে কাশ্মীরের ভারত যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান নিরর্থক হইয়া যাইবে। আশা করি পূর্ব পাঞ্জাবের লোকের চৈতন্যোদয় হইবে। পূর্বের মত কাশ্মীরের পশমী কাপড়, অন্যান্য শিল্পদ্রব্য ও ফল যাহাতে ভারত যুক্তরাষ্ট্রে অবাধে আসিতে পারে, তাহার জন্য কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টকে কাশ্মীর ও ভারতের মধ্যে যাতায়াতের একটা নিরাপদ পথ খুলিয়া রাখিতে হইবে। ৩৭৬

সত্য হইলে ভয়াবহ

"কখন কখন আমি 'ডন' ও 'পাকিস্থান টাইমস' পড়িয়া থাকি। এই দুইখানি পাকিস্থানের প্রভাবশালী সংবাদপত্র। উহাদের কথা উপেক্ষায় উড়াইয়া দেওয়া চলে না। পত্রিকা দুইখানিতে প্রকাশ যে, কাথিওয়াড়ের মুসলমানদের উপর অত্যাচার হইতেছে। গৃহদাহ লুঠতরাজ, খুন, ও নারীহরণ প্রভৃতি উৎপাত সেখানে চলিতেছে। এই সম্পর্কে কয়েকখানি টেলিগ্রামও আমি পাইয়াছি। কয়েকজন হিন্দু বন্ধু আমাকে বলিয়াছেন যে, কোন কোন স্থানে অগ্নিকাণ্ড ও লুটপাট হইয়াছে সত্য, কিন্তু নরহত্যা বা নারীহরণের খবর তাঁহারা জানেন না। লিয়াকৎ আলি সাহেবকে আমি জিজ্ঞাসা করি, পাকিস্থানের সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণ ঠিক কি না। পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী আমাকে বলেন যে, ঘটনা সত্য তবে উহার ব্যাপকতা কিরূপ তাহা তিনি কিছু বলিতে পারেন না। এই সংবাদে আমি অতীব ব্যথিত হইয়াছি। কাথিওয়াড়ে আমার জন্ম। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র হইলেন জুনাগড়ের অস্থায়ী গবর্মেণ্টের প্রধান।

সর্দার পাটেলও শ্রীশ্যামলদাস গান্ধী কাথিওয়াড়ে তাঁহাদের বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, ইউনিয়নের প্রতি আনুগত্য রাখিলে জুনাগড়ে অথবা কাথিওয়াড়ে কোন মুসলমানের উপর কোন অত্যাচার হইবে না। মনে হয়, জুনাগড়ের হিন্দু ও মুসলমানরা স্বেচ্ছায় ভারত যুক্তরাষ্ট্রে থাকিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছে। ইহা সুখের বিষয়। কাথিওয়াড়ের ঘটনা সম্বন্ধে যে খবর রটিয়াছে তাহা যদি সত্য হয়, তবে দেখিতেছি আমাদের স্বাধীনতার মত জুনাগড়ের লোকের যাহা লাভ হইয়াছে তাহা অচিরে হারাইতে হইবে। আমি ব্যাকুলভাবে এই আশাই করিতেছি যে বিবরণটি একান্ত অমূলক, নয় ত খুব অতিরঞ্জিত। কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে সব কথা খুলিয়া বলিলে খুশী হইব। এই বিষ যদি ভারতের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে তবে জীবন দুর্বিষহ হইবে।" ৩৭৭

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ২৮-১১-৪৭

গুরু নানকের জন্মদিন

প্রার্থনার পরে গান্ধীজী বলিলেন,—"আজ গুরু নানকের জন্ম-দিবস। তাই আমি শিখদের এক সভায় আহূত হইয়াছিলাম। বাবা বাচিত্তর সিং আসিয়া জোর করিয়া বলিলেন যে, আমায় সভায় যাইতেই হইবে। প্রথমে আমি যাইতে অনিচ্ছুক ছিলাম। বাবা সাহেবকে বলিলাম যে, শিখরা আমার নিকট অনেক অপ্রিয় কথা শুনিয়াছে—তাহারা আমার উপর অসন্তুষ্ট। কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছি তাহা আন্তরিক ভালবাসা ও হৃদয়াবেগের পূর্ণতা বশতঃই বলিয়াছি। তাহা হইলেও অনেক শিখ আমার কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়াছে। অতএব আমার সভায় যাওয়া নিরর্থক হইবে বলিয়া মনে করি। কিন্তু বাবা সাহেব বলিলেন, বহু সহস্র শিখ নরনারী ও বালক-বালিকা আমার কথা শুনিবার জন্য উৎসুক। তাহাদের অনেকেই পাকিস্থানে বিষম দুঃখ ভোগ করিয়াছে। আমি না যাইলে তাহারা হতাশ হইবে। এই কথার পর আমি যাইতে সম্মত হই। বাবা সাহেব আমার যাইবার কথা সভায় জানাইতে চলিয়া যান তখন বলিয়া যান যে আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরিয়া আসিবেন। তিনি সেখ সাহেবকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। ইহাতে আমার আশ্চর্য বোধ হইল, কারণ আজকাল শিখ ও মুসলমান কেহ কাহাকেও দেখিতে পারে না। শেখ সাহেব শিখদের সভায় যাইবেন কি করিয়া? কিন্তু বাবা সাহেব বলিলেন, শেখ সাহেব কাশ্মীরের হিন্দু শিখ ও মুসলমানদের একত্র করিয়াছেন। তাঁহার কথা শিখেরা শুনিতে চাহে। এমতে আমি ও সেখ আবদুল্লা সাহেব সভায় যোগদান করি এবং আমরা উভয়ে আমাদের বক্তব্য বলি। বহু সহস্র শিখ

শান্তভাবে আমাদের কথা শুনে। কেহ কোন রূপ অসন্তোষ প্রকাশ করে নাই। ইহাতে আমি সন্তুষ্ট। আমি তাহাদিগকে বলি, আজ ত আমাদের একটা নববর্ষের আরম্ভ। আজ হইতে এক নূতন নির্মল জীবন আরম্ভের সংকল্প আপনারা গ্রহণ করুন। পাকিস্থানে মুসলমানরা যাহাই করিয়া থাকুক, আপনারা আপনাদের হাত অমলিন রাখুন। অন্যায়ের পাল্টা জবাবে অন্যায় করিলে দুইটা অন্যায় মিলিয়া কখন ন্যায় হয় না। পরধর্মে সহিষ্ণুতা ও হিন্দু-মুসলমান মৈত্রী ছিল গুরু নানকের শিক্ষার মূল কথা। এক বন্ধু আমাকে লিখিয়াছেন যে, গুরু গোবিন্দ সিংহের কয়েকজন মুসলমান শিষ্য ছিল। তাহাদিগকে তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন। দশম গুরু তরবারি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুষ্কৃতকারীর বিরুদ্ধে তিনি তরবারী ধারণ করিতেন, নির্দোষ ও দুর্বলকে রক্ষা করিবার জন্য। আজ চাঁদনি চক দিয়া আসিতে একজন মুসলমানও আমার চোখে পড়িল না। ইহাতে আমি অন্তরে অতিশয় বেদনা অনুভব করিয়াছি। দিল্লীতে মুসলমানরা ভয়াক্রান্ত হইয়া আছে ইহা হিন্দু ও শিখদের পক্ষে লজ্জার কথা।" ৩৭৮

ব্যবসায়ে সাম্প্রদায়িকতার স্থান নাই

কলিকাতা মুসলিম-ব্যবসায়ী-সংঘের একখানি পত্রের উল্লেখ করিয়া গান্ধীজী তারপর বলিলেন,—"সম্পাদক অভিযোগ করিয়াছেন যে, কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট মুসলিম ব্যবসায়ী-সংঘের স্বীকার-পত্র প্রত্যাহার করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কেবল মুসলিম চেম্বার সম্পর্কেই যদি ঐরূপ করা হইত, তবে বলিতাম যে, তাঁহার অভিযোগ সঙ্গত। কিন্তু ইউরোপীয় ও মাড়োয়ারী চেম্বার অব কমার্সের বেলায়ও যদি অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়, তবে বলিব কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের কাজ ঠিকই হইয়াছে। আভ্যন্তরীণ সংস্কারের উদ্দেশ্যে না হইলে, বৈষয়িক রাষ্ট্রে পৃথক্ পৃথক্ সাম্প্রদায়িক সংস্থার স্থান নাই। ইউরোপীয় চেম্বার বিগত বিদেশী গবর্মেণ্টের নিকট হইতে প্রাপ্যের অতিরিক্ত মর্যাদা পাইত। ইহাদের সাংবৎসরিক অনুষ্ঠান একটা মস্ত ব্যাপার ছিল। তথায় রাজপ্রতিনিধিরা নানা বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করিতেন। আশা করি ঐ চেম্বারকে এখন আর তত গুরুত্ব দেওয়া হইবে না। বড় বড় ইউরোপীয় ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলি সুখে দুঃখে এই দেশের লোকের সহিত এক হইয়া, ভারতবর্ষের উন্নতিবিধানের সহিত নিজেদেরও উন্নতি করুন, এই আশাই আমি পোষণ করি। নিজেদের পৃথক্ চেম্বার উঠাইয়া দিতে তাঁহারাই অগ্রসর হউন ইহাই আমার পরামর্শ। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান, পার্শি, ইহুদি—ইহারা সকলেই আদিতে ভারতবাসী, অন্তেও তাই। ধর্ম সকলেরই ব্যক্তিগত ব্যাপার। রাজনীতি বা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের সহিত ধর্মকে জড়ান উচিত নয়। ৩৭৯

সোমনাথ মন্দিরের পুনরুদ্ধার

"একজন খৃষ্টান সংবাদপত্রে একখানি চিঠি বাহির করিয়াছেন। তাঁহার মতে সরকারী অর্থব্যয়ে সোমনাথ মন্দিরের পুনরুদ্ধার করা অন্যায়। আমি মনে করি, তাঁহার এই আপত্তি ঠিক। সর্দার ঘটনাক্রমে তখন আমার কাছে ছিলেন। খবরের কাগজের কাটা টুকরাটি তাঁহাকে দেখান হয়। তিনি বলেন, জুনাগড় রাজ-তহবিল বা কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল হইতে এক পয়সাও এই সব কাজে খরচ করা হইবে না। হিন্দু ও অপর যাহারা মন্দিরের পুনরুদ্ধারে উৎসাহী, তাহাদের অর্থেই সোমনাথ মন্দির পুনর্নিমিত হইবে। ভারতীয় ইউনিয়ন পার্থিব রাষ্ট্র, ধর্ম-রাষ্ট্র নহে। জুনাগড়ের অস্থায়ী গবর্মেণ্টের কর্তা শ্রীশ্যামলদাস গান্ধী জন-ভাণ্ডারে যে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা হইতে পঞ্চাশ হাজার টাকা ও জাম সাহেব এক লক্ষ টাকা এই কাজে দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। ৩৮০

অন্যায়ের প্রশ্রয় নহে

"মুসলমান গুণ্ডারা বহু হিন্দু ও শিখ বালিকা অপহরণ করিয়াছে। কেহ কেহ আমাকে বলিয়াছেন যে, গুণ্ডারা কোথাও কোথাও তাহাদের প্রত্যর্পণের বিনিময়ে অর্থের দাবি করিতেছে। নারীহরণের মত পাপের কোনরূপ প্রশ্রয়দান আমি কোনক্রমেই সহিতে পারি না। তাই অপহৃতাদের পিতা ও স্বামীদের বলি তাঁহারা যেন কিছুতেই প্রলোভনে না পড়েন। আমি বিশ্বাস করি, পাকিস্থান গবর্মেণ্ট অপহৃতা বালিকাদের উদ্ধার করিবে। আর হিন্দু ও শিখেরা যে সব মুসলমান বালিকা অপহরণ করিয়াছে, ইউনিয়ন গবর্মেণ্ট তাহাদের উদ্ধার সাধন করিবে।" ৩৮১

কাথিওয়াড় শান্ত

উপসংহারে গান্ধীজী বলিলেন—"কাথিওয়াড়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে সব ঘটনার কথা সংবাদপত্রে পড়িয়াছি, তাহা গত সন্ধ্যায় আমি আপনাদের বলিয়াছি। সর্দারকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, লুঠ, অগ্নিকাণ্ড, নরহত্যা ও নারীহরণ সম্পর্কে তিনি কিছু জানেন কি না। সর্দার বলিলেন যে, তিনি তথায় যাইবার পূর্বে কিছু লুঠতরাজ ও অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়াছে। তিনি রাষ্ট্রানুগত মুসলমানদের অভয় দিয়া আসিয়াছেন। লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ দ্রুত বন্ধ করা হইয়াছে। তিনি যতটা জানেন তাহাতে মুসলমান বলিয়াই কোন মুসলমান নিহত হয় নাই এবং কোন মুসলমান বালিকা অপহৃতা হয় নাই। বস্তুত কংগ্রেসকর্মীরা নিজ জীবন বিপন্ন করিয়া মুসলমানদের ধনপ্রাণ রক্ষা করিয়াছে

তাঁহার এই প্রতিবাদে আমি আনন্দিত হইয়াছি। আমার সংবাদদাতাদের আমি বলিব, তাঁহারা যেন প্রকাশ্যে নিজ ভুল সংশোধন করেন। যাহা সত্য কি না যাচাই করা হয় নাই, সংবাদপত্রে তাহা প্রকাশ করা উচিত নহে। তবে যদি কোন কোন অভিযোগের ব্যাপার সর্দারের অগোচরে থাকিয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে ভয়ঙ্কর অভিযোগগুলির নির্ভরযোগ্য প্রমাণ দেওয়া হউক ইহাই আমি চাই।" ৩৮২

বিরলা ভবন. নয়া দিল্লী, ২৯-১১-৪৭

দিল্লীতে মদ

প্রার্থনান্তিক ভাষণে গান্ধীজী বলিলেন, "আমি শুনিয়াছি এবং সংবাদপত্রে পড়িয়াছি যে দিল্লীতে মদ্যপান ভয়ঙ্কর বাড়িয়া গিয়াছে। মদের সঙ্গে সঙ্গে অনেক অনাচার আসিয়া জুটিয়াছে। গতকল্য হইতে শিখগণ যদি সত্যই পুরাতন অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া থাকে, তবে মদ্যপান পূর্বাপেক্ষা অনেক কমিয়া যাইবে। ৩৮৩

মসজিদের ক্ষতি

"দাঙ্গাহাঙ্গামার কালে বহু মসজিদের ক্ষতি করা হইয়াছে। কয়েকটিকে মন্দিরে পরিণত করা হইয়াছে। পুলিশ বা মিলিটারীর হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকেই বিগ্রহগুলি সরাইয়া লওয়া উচিত। অন্তরে যদি সত্যই অনুতাপের উদয় হয়, তবেই এরূপ করা সম্ভব হইবে। আমি জানি শিখেরা মসজিদে বিগ্রহ বসাইতে পারে না। তবে আমি এই কথা বলিতে চাই যে, শিখেরা যদি নিজেদের সংশোধন করে তবে তাহার ফলে হিন্দুরা আপনিই ঠিক পথে চালিত হইবে। আর এই ক্ষেত্রে ত শিখ ও হিন্দু একজোটে কাজ করিয়াছে। ৩৮৪

অপহৃতা নারী

"পাকিস্থানে বহুসংখ্যক হিন্দু ও শিখ নারী অপহৃতা হইয়াছে। কেবল ভগবানই জানেন, তাহাদের উপর কি সব ভীষণ বিভীষিকা চলিতেছে। ভারত ইউনিয়নের হিন্দু ও শিখগণও তদপেক্ষা ভাল আচরণ করে নাই। আমি জানিতে পারিয়াছি যে, অপহৃতা মুসলমান মেয়েদের উপর কামোন্মত্ত দস্যুরা অকথ্য অত্যাচার করিয়াছে। আমি চাই, পূর্ব পাঞ্জাব গবর্মেণ্ট ও তাহাদের কর্মচারীরা প্রত্যেকটি অপহৃতা নারীকে এই কদর্য অবরোধ হইতে উদ্ধার করে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এইরূপ অপহরণ বা অবরোধ উভয় গবর্মেণ্টের দ্বারা বে-আইনী ও অসিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত। উভয় গবর্মেণ্টেরই আশু অবশ্য কর্তব্য হইল যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেকটি অবরুদ্ধা নারীকে উদ্ধার করিয়া তাহাদের

আপন আপন গবর্মেণ্টের নিকট ফিরাইয়া দিতে না পারে ততক্ষণ চেষ্টার ত্রুটি না করা। এরূপ কোনও নারীর স্বেচ্ছায় অন্য ধর্ম-গ্রহণ বা অন্যের সহিত বাসের কথা উঠিতেই পারে না।” ৩৮৫

নিয়ন্ত্রণ

নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে গান্ধীজী বলিলেন, “চিনির উপর নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দেওয়া ভালই হইয়াছে। কারখানার মালিক ও ব্যবসায়ীরা এখন দেখুন, যেন নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিবার দরুন মূল্যবৃদ্ধি না পায়। ইক্ষুর মুল্যবৃদ্ধির অনুপাতে চিনির মূল্যবৃদ্ধি আমি বুঝিতে পারি। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই যেন কারখানার মালিক ও ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত লোভের দরুণ মূল্যবৃদ্ধি না হয়। ইক্ষুর মূল্যবৃদ্ধির কারণ ব্যতীত অন্য কোনও কারণে চিনির মুল্যবৃদ্ধি না হয় তাহার জন্য কারখানার মালিকদের একযোগে কাজ করিতে হইবে। চিনির কারবারে যদি সততা অবলম্বন করা হয়, তবে বস্ত্র ও খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ শীঘ্র তুলিয়া দেওয়া সম্ভব হইবে। চিনির চেয়ে গুড় সকল সময়েই উৎকৃষ্ট। গুড় পল্লীতে প্রস্তুত হয়। সব সময়েই চিনির চেয়ে গুড় সস্তায় ও সহজে পাওয়া উচিত। ৩৮৬

বিলাস-দ্রব্যের উপর কর বসাও

“রেলে তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া বৃদ্ধির সম্বন্ধে অভিযোগ করিয়া এক বন্ধু আমার কাছে চিঠি দিয়াছেন। তিনি বলেন তামাক, চুরুট, সিগারেট প্রভৃতি বিলাসদ্রব্যের উপর আরও অধিক কর ধার্য করা উচিত। কথাটি আমার ঠিক বলিয়াই মনে হয়। তবে এই বিষয়টি পুরাপুরি অনুধাবন না করিয়া আমি পরিষ্কার কোনও মত দিতে পারি না। কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্যই আমি শুধু কথাটি উত্থাপন করিলাম। আমি জানি, ন্যায্য কারণে ছাড়া এক কপর্দকও ব্যয় না করা হয়, আমাদের মন্ত্রীদের সে বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। আর ব্যয়ের কারণটি ঠিক কি না তাহা ভাল করিয়া বুঝিবার উপায় এই যে, গ্রামবাসীরা রাষ্ট্রকে যাহা দেয়, রাষ্ট্র আবার প্রয়োজনীয় বহুবিধ সেবার মধ্য দিয়া বহুগুণে তাহা গ্রামবাসীকে ফিরাইয়া দেয় কি না এবং যে-অর্থ ব্যয় করা হইতেছে তাহা যে তাহাদেরই জন্য একথা প্রমাণ করা যায় কি না। ৩৮৭

স্বেচ্ছা-দেশরক্ষী

“স্বাধীন ভারতে বৃহৎ স্থায়ী সৈন্যবাহিনী রাখিবার প্রয়োজন নাই। স্বেচ্ছারক্ষীগণ নিজেদের ঘরবাড়ী রক্ষা করিবে ও দেশরক্ষার কার্যে সহায় হইবে।” ৩৮৮

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ৩০-১১-৪৭

আসন সঙ্গে আনিও

"আপনাদিগকে ঠাণ্ডা পাথর ও ঠাণ্ডা মেঝের উপর বসিতে হয়। তাই আমি বলি, কোথাও যাইবার সময় আপনারা পুরাতন খবরের কাগজ বা অন্য কোন প্রকার আসন সঙ্গে লইবেন। প্রাচীন কালে আসন সঙ্গে লইবার প্রথা সর্বত্র চলিত ছিল, আজকাল পরিত্যক্ত হইয়াছে। প্রথাটি কিন্তু ভাল ছিল। সহজে কাতর হইয়া পড়ে এমন শরীর যদিও কাম্য নয়, তথাপি বুঝি, শীতকালে ঠাণ্ডা মেঝের উপর বসিবার প্রয়োজন নাই, বিশেষ করিয়া নারীদের পক্ষে ইহা ভাল নয়।" ৩৮৯

কাথিওয়াড় হইতে তার

তারপর গান্ধীজী কাথিওয়াড় সম্বন্ধে যে সকল তার পাইয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "কাথিওয়াড়ের ব্যাপারের যে খবর পাওয়া গিয়াছে আমি তাহা আপনাদের বলিয়াছি। পাকিস্থানের কাগজে যে খবর প্রকাশ করা হয় তাহা আমি উপেক্ষা করিতে পারি না। হাজার হাজার লোক তাহা পড়ে ও বিশ্বাস করে। তাই সংবাদ সত্য কি না তাহা যাচাই করিবার অপেক্ষা না করিয়াই আমি আপনাদের বলিয়াছি। সংবাদ যদি মিথ্যা হয়, তবে যে সকল সংবাদপত্রে উহা বাহির হইয়াছে তাহাদের পক্ষে লজ্জার কথা। আর যদি সত্য হয়, তবে কাথিওয়াড়বাসীদের পক্ষে লজ্জার কথা। সর্দারজী যাহা জানাইয়াছেন তাহাও আমি সকলকে বলিয়াছি। সর্দারজী আজও আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আমাকে আশ্বাস দিয়াছেন যে, কাথিওয়াড়ের অবস্থা ভাল। আমি রাজকোট হইতে এক তার পাইয়াছি। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, একটা অবস্থায় 'কতকগুলি হিন্দু মনের স্থৈর্য হারাইয়া কতিপয় মুসলমানের ঘরবাড়ী নষ্ট করে ও জ্বালাইয়া দেয়, কিন্তু কংগ্রেসের লোকজন নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়া ষ্টেটের সহায়তায় তৎক্ষণাৎ অবস্থা আয়ত্তে আনে। রাজকোটের সুপরিচিত উকিল ও নেতা শ্রীধেবরভাই জনতা কর্তৃক আক্রান্ত হন। কয়েকজন কংগ্রেসের লোকও আহত হইয়াছে। জনতার উন্মত্ততা যদিও এইরূপে কংগ্রেসের লোকদের উপর আসিয়া পড়ে, তথাপি মুসলমানরা বাঁচিয়া যায়। রাজকোটের কংগ্রেসীরা আমার মর্মপীড়ার কথা জানিয়া দুঃখিত। তাহারা আমাকে আশ্বাস দিতে চাহে যে, রাজকোটের অবস্থা স্বাভাবিক। তাহারা অন্যান্য স্থানের অবস্থা সম্বন্ধেও খবর লইতেছে। ফলাফল আমাকে জানাইবে। অনুমান করা হয় যে, রাষ্ট্রীয় সেবকসঙ্ঘ ও হিন্দু মহাসভাই পূর্ব হইতে আক্রমণের ব্যবস্থা করিয়াছিল, কিন্তু

তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। আর একটি তার আসিয়াছে মুসলমানদের নিকট হইতে। কংগ্রেস কর্মীরা তাঁহাদের যে সেবা ও সাহায্য করিয়াছে তাহার জন্য তাঁহারা ধন্যবাদ জানাইয়াছেন। কাথিওয়াড়ের কথা প্রকাশ করিয়াছি বলিয়া বোম্বাই-এর কয়েকজন মুসলমান তারে আমার প্রশংসা করিয়াছেন, আর বলিয়াছেন যে, কাথিওয়াড়ের মুসলমানদের লুণ্ঠন ও ভীতিপ্রদর্শন করা হইয়াছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ নারীহরণ বা নরহত্যা হইয়াছে বলিয়া কোন উল্লেখ ঐ টেলিগ্রামে ছিল না। টেলিগ্রামে বলা হইয়াছে, বহু মুসলমান কাথিওয়াড় ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। নিরাপত্তার যে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে, তাহার উপর যদি নির্ভর করা চলে, তবে যাহারা দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে তাহাদের আবার গৃহে ফিরিয়া আসা উচিত। লোক সকলকে এবং সংবাদ-পত্রসমূহকে আমি সাবধান করিয়া দিতেছি, তাঁহারা যেন সত্য-মিথ্যা যাচাই না করিয়া কিংবা অতিরঞ্জিত করিয়া কোন বিবৃতি প্রকাশ না করেন। কারণ বন্ধুবান্ধবদের প্রতারিত করিয়া কোন লাভ নাই। ভবনগরের মহারাজার নিকট হইতেও আমি এক ভরসাজনক তার পাইয়াছি। আর একখানি তারে রাজকোটের পাঁচজন মুসলমান জানাইয়াছেন যে, ১৩ খানি দোকান লুঠ করা হইয়াছে, ক্ষতির পরিমাণ লক্ষ টাকার কিছু কম, ষ্টেট ও কংগ্রেসের লোকেরা অবস্থা আয়ত্তে আনিয়াছেন। প্রার্থনা-সভায় আসিবার সময় এইমাত্র আমি আবার জুনাগড় হইতে অন্য প্রকারের একটি তার পাইয়াছি। শুক্রবার আমি যে ভয়াবহ সংবাদের উল্লেখ করিয়াছিলাম, ঐ তারে সেই সংবাদ সত্য বলা হইয়াছে এবং তদন্তের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। তদন্তের ক্ষমতা আমার হাতে নাই। আপনারা জানেন, কাথিওয়াড় হইতে আমি আরও টেলিগ্রামের অপেক্ষায় আছি। একথা অবশ্য বলিতে পারি যে, কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে সম্পূর্ণ আশ্বাস না লইয়া আমি সন্তুষ্ট হইব না। সরকারী তদন্ত অপেক্ষা তাহা বোধ হয় ভাল।" ৩৯০

হিন্দু মহাসভা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতি আবেদন

গান্ধীজী হিন্দু মহাসভা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতি আবেদন করিয়া বলেন, "ইহারা উভয়েই হিন্দু প্রতিষ্ঠান, উভয় সংস্থায় অনেক শিক্ষিত লোক আছেন। সংস্থা দুইটি যে সকল কার্য করিতেছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে তাহারা যেন বিরত হয়। অন্যায় উপায়ে ধর্ম রক্ষা করা যায় না। অন্যায়ের প্রতিকার এবং অন্যায়কারীর শাস্তিদানের কাজ ইহারা গবর্মেণ্টের হাতে ছাড়িয়া দিক।" ৩৯১

মসজিদে বিগ্রহ

গান্ধীজী তারপর একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তির উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "যে-সকল মসজিদকে মন্দিরে পরিণত করা হইয়াছে সেই সকল হইতে সাত দিনের মধ্যে বিগ্রহ সরাইয়া লইতে হইবে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যদি ঐমত কাজ করা না হয় তবে পুলিশ বিগ্রহ সরাইয়া দিবে। সর্দার বলিয়াছেন, গবর্মেণ্ট হইতে মসজিদ মেরামত করিয়া দেওয়া হইবে। আমার বিবেচনায় জনসাধারণেরই এই কাজ করা উচিত। যোগ্য পূজারী কর্তৃক পবিত্র স্থানে বিধিমত প্রতিষ্ঠিত না হইলে বিগ্রহের কোন অর্থ থাকে না। বলপূর্বক মসজিদ দখল করিলে হিন্দু ও শিখধর্মেরই কলঙ্ক হইবে। হিন্দুদেরই কর্তব্য মস্‌জিদ হইতে বিগ্রহ সরাইয়া মস্‌জিদের ক্ষতিপূরণ করা। কোন মস্‌জিদকে গুরুদ্বারায় পরিণত করা হইয়াছে এরূপ সংবাদ আমি পাই নাই। শিখরা গুরুগ্রন্থসাহেবের পূজা করিয়া থাকে। গ্রন্থসাহেবকে মস্‌জিদে স্থাপন করিলে অপমান করা হইবে। ৩৯২

"এক মুসলমান অর্ধদগ্ধ একখানা কোরাণ একখণ্ড কাপড়ে জড়াইয়া আমার নিকট লইয়া আসে, অশ্রুসিক্তনয়নে আমাকে তাহা দেখায় এবং কোন কথা না বলিয়া চলিয়া যায়। যে লোক এই ভাবে কোরাণের অপমান করিতে চাহিয়াছে, সে নিজের ধর্মেরই অপমান করিয়াছে। আমি হিন্দু ও শিখদের নিকট আবেদন করিতেছি, তাহারা যেন তাহাদের দেশ ও ধর্মের সর্বনাশ সাধন হইতে বিরত হয়।" ৩৯৩

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ১-১২-৪৭

'যদি' কেন ?

"বিবৃতি দিবার সময় আমি প্রায়ই 'যদি' কথাটি ব্যবহার করি বলিয়া অনেক বন্ধু আমাকে ভৎর্সনা করেন। উপস্থিত আমি যে শুভ প্রচেষ্টায় নিযুক্ত আছি ছোট্ট 'যদি' অব্যয়টি ব্যবহার করিয়া সেই বিষয়ে বেশ উপকারই হইয়াছে। কাথিওয়াড়ের জটিল পরিস্থিতি লইয়া এখন ঘোর বাদানুবাদ চলিতেছে। আমার বন্ধুরা মনে আঘাত পাইয়াছেন—কারণ সেখানকার অনাচার ও অত্যাচারের যে সংবাদ আসিয়াছে তাহা সর্বত্র রটনা করা হইয়াছে। এদিকে বন্ধুরা বলিতেছেন যে, ঐ সংবাদ অমূলক, অত্যাচার অল্প যতটুকু বা হইয়াছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষগণ এবং কংগ্রেস সেবকগণ তাহার বিরুদ্ধে সাহসিকতার সহিত লড়াই করিয়া তাহা দমন করিতে পারিয়াছেন। সংশ্লিষ্ট দলগুলি যে অত্যাচারের সংবাদ দিয়াছেন, 'যদি' দিয়া তাহা প্রকাশ করিয়া নিশ্চয় প্রকৃত সত্য বুঝিবার

সুবিধাই হইয়াছে। কাথিওয়াড়ের কর্তৃপক্ষগণ এবং কংগ্রেস সত্যের পক্ষে যতটা দাঁড়াইয়াছেন ঠিক ততটা লাভবান্ হইবেন। কিন্তু বন্ধুরা বলেন, মিথ্যা ধরা পড়িতে যে সময়টুকু লাগিবে, তাহারই ভিতর দুষ্ট লোকে অনর্থ সৃষ্টি করিয়া তুলিবে। আর আমার কথা হইতে 'যদি' অব্যয়টি বাদ দিয়া তাহারা একটি বিশেষ অসত্যকে আমার কথা বলিয়া অন্যায় করিয়া সত্য হিসাবে প্রচার করিবে। এরূপ বিপদের সম্ভাবনা আমার অজ্ঞাত নহে। কিন্তু যখনই এই কৌশল খেলা হইয়াছে তখনই উহা শোচনীয়রূপে ব্যর্থ হইয়াছে এবং অন্যায়কারীগণ হেয় প্রতিপন্ন হইয়াছে। 'যদি' দিয়া আমি যে সকল কথা বলি, তাহা যাহাদের পক্ষে নিন্দাসূচক হয় তাহাদের আচরণ সন্দেহের অতীত হইলে আমার কথায় সে সব বন্ধুগণের বিচলিত হইবার কারণ থাকে না। ৩৯৪

"এইবার উল্টা দিকটা বুঝিয়া দেখা যাক। ধরুন, যে বিষয়টি লইয়া কথা চলিতেছে সেই সম্পর্কে পাকিস্থানের প্রভাবশালী সংবাদপত্রগুলি, বিশেষতঃ পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী যে সকল অভিযোগ করিয়াছেন আমি তাহার উত্থাপন করি নাই। আমার সেই উদাসীনতার ফল তখন এই হইত যে, মুসলিম জগৎ অভিযোগের ঐ সকল সংবাদ অভ্রান্ত সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিত। এখন কিন্তু শ্রেষ্ঠ মুসলিমগণ ঐ সকল অভিযোগের সত্যাসত্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছেন। ৩৯৫

সত্যপরায়ণ হও

"এই সব ব্যাপার হইতে আমার কাথিওয়াড়ের বন্ধুগণ এবং প্রসঙ্গত অপর সকলে একটি শিক্ষা গ্রহণ করুন। তাঁহারা সব সময়েই নিজের ঘর পুরাপুরি ঠিক রাখুন, সমালোচনা তিক্ত হইলেও সর্বদা স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করুন এবং নিজের ভুল ধরা পড়িলেই শোধরাইয়া লইয়া, আর সম্ভব হইলে সকল বিষয়ে আরও সাবধান হইয়া নিজেরা লাভবান হউন। আমরা কখনই ভুল করিতে পারি না এরূপ মনে করাই ভুল—এই ভুল আমরা যেন কখনও না করি। সব চেয়ে যে কটু সমলোচক, আমাদের বিরুদ্ধে তাহার কল্পিত বা প্রকৃত যে কারণেই হউক কোন আক্রোশ আছে বলিয়াই সে কটু হয়। আমরা যদি তাহার প্রতি ধীর হই, উপলক্ষ্য আসিলেই যদি তাহার ভুল দেখাইয়া দিই অথবা নিজেদের ভুল হইলে সংশোধন করি, তবে আমরা তাহাদের ঠিকপথে আনিতে পারিব। এইরূপে চলিলে আমরা কখনও বিপথে যাইব না। এই সমতা রক্ষা নিঃসন্দেহে করিতে হইবে। বিচার সকল সময়েই প্রয়োজন। মৎলব করিয়া যে সব দুষ্ট বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিলেই হইবে। আমার বিশ্বাস, বিচার করিয়া চলিবার কৌশল আমি নিয়ত অভ্যাস দ্বারা কতকটা অধিগত করিয়াছি। ৩৯৬

"দেশের বর্তমান অশান্তিপূর্ণ আবহাওয়ায় বিভিন্ন পক্ষ পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ হানিতেছে। এই সময়ে—আমরা ত অন্যায় করি না এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিলে নির্বুদ্ধিতার কাজ হইবে। সে সুখের দাবি করা এখন আর আমাদের পক্ষে চলে না। যে বিরোধ সৃষ্টি করা হইয়াছে প্রচণ্ড চেষ্টা দ্বারা যদি তাহাকে অন্য সব কিছু হইতে স্বতন্ত্র করিয়া একদিকে আবদ্ধ রাখিতে পারি এবং তারপর তাহার মূলোৎপাটন করিতে সমর্থ হই, তাহা হইলেই শ্লাঘার বিষয় হইবে। আর সেই কার্য আমরা করিতে পারিব, কেবল যদি নিজের দোষ ত্রুটি-বিচ্যুতি জানিবার ও বুঝিবার জন্য আমরা আমাদের চোখ কান খুলিয়া রাখি। প্রকৃতি আমাদের এমন করিয়া গড়িয়াছেন যে, নিজেদের পিঠ আমরা দেখিতে পাই না—আমাদের পিঠ মাত্র অপরে দেখিবে ইহাই ব্যবস্থা। সুতরাং তাহারা কি দেখে তাহা জানিয়া বুঝিয়া লাভবান হওয়া বিজ্ঞের কাজ। ৩৯৭

সত্যের সন্ধান

"প্রার্থনা-সভায় আসিবার সময় হইয়াছিল বলিয়া গত সন্ধ্যায় আমি জুনাগড় হইতে যে দীর্ঘ তার পাইয়াছিলাম তাহা ভাল করিয়া পড়িতে পারি নাই—চোখে দেখিয়াছিলাম মাত্র। তারপর আমি তাহা যত্নপূর্বক পাঠ করিয়াছি। আমি যে-রিপোর্টের উল্লেখ করিয়াছি তাহাতে যে-সকল অভিযোগ ছিল স্বাক্ষরকারীগণ তাহার সবগুলির পুনরুল্লেখ করিয়াছেন। অভিযোগগুলি যদি সত্য হয় তবে কাথিওয়াড়ের হিন্দুদের পক্ষে তাহা হানিকর। আর আমি তাহার যতটা স্বীকার করিয়া লইয়া প্রকাশ করিয়াছি, অভিযোগগুলি যদি অমূলকভাবে তাহা ছাড়াইয়া গিয়া থাকে তবে পাকিস্থানের পক্ষে তাহা হানিকর হইয়াছে। উঁহারা আমাকে কাথিওয়াড়ে গিয়া নিজের চোখে সকল ব্যাপার দেখিতে আহ্বান করিয়াছেন। কিন্তু আমি ত যাইতে পারিতেছি না—যাঁহারা তার পাঠাইয়াছেন তাঁহারা এ কথা জানেন আমি ধরিয়া লইতেছি। তাঁহারা একটি 'কমিশন' নিয়োগ করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু তাহার আগে নিজেদের অভিযোগ ও বক্তব্য গুছাইয়া দিয়া তাঁহাদের মামলা দাখিল করিতে হয়। আমি ধরিয়া লইতেছি, কাথিওয়াড় ও জুনাগড়ের হিন্দুদের অপদস্থ করা নহে, পরন্তু সত্য নির্ধারণ করা ও মুসলিমগণের ধনপ্রাণ ও মান রক্ষা করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। আর সকলের মত তাঁহারাও জানেন যে, সংবাদপত্রের প্রচারের দ্বারা —বিশেষতঃ তাহা যদি সত্যমিথ্যার পরোয়া না করে—মানুষের ধন মান প্রাণ কিছুই রক্ষা হয় না। কিন্তু সবই রক্ষা হয় এবং এখনই হয়, যদি ঘটনার বিবরণ-প্রকাশে কঠোরভাবে সত্য রক্ষা করিয়া চলা হয় এবং স্বাক্ষরকারীগণ যদি

তাঁহাদের পরিচিত হিন্দু বন্ধুগণের নিকট যান। আর একথাও তাঁহাদের জানা উচিত যে, কাথিওয়াড় হইতে বহুদূরে থাকিলেও আমি চুপ করিয়া বসিয়া নাই। আমি ইচ্ছা করিয়াই এই সকল আলোচনা শুরু করিয়াছি এবং যত কিছু সংবাদ পাওয়া সম্ভব সংগ্রহ করিতেছি। সর্দারের সহিত আমি দেখা করিয়াছি এবং তিনি আমাকে নিশ্চয় করিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি যথাশক্তি সাম্প্রদায়িক গোলমাল বন্ধ করিবেন এবং দুষ্কৃতকারীরা যাহাতে গুরু দণ্ড পায় তাহার ব্যবস্থা করিবেন। কাথিওয়াড়ের কর্মীগণের কোন সাম্প্রদায়িক পক্ষপাত নাই। প্রকৃত ঘটনা কি তাহা বুঝিবার জন্য তাহারা খুব চেষ্টা করিতেছে। মুসলমানদের তাহারা আপন জ্ঞান করে। মুসলমানদের প্রতি যাহা কিছু অন্যায় হইয়াছে তাহার প্রতিকারের জন্য তাহারা চেষ্টা করিতেছে। স্বাক্ষরকারীগণ এই কার্যে সহায় হইবেন কি?" ৩৯৮

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ২-১২-৪৭

পানিপথে গমন

গান্ধীজী পানিপথে গিয়াছিলেন। সন্ধ্যা ৫টা ৩০ মিনিটের কিছু পরে তথা হইতে তিনি ফিরিয়া আসেন। প্রার্থনাসভায় তখন রামধুন চলিতেছিল। বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া তিনি ক্ষমা চাহিলেন। তারপর সংক্ষেপে পানিপথের কথা বলিলেন। তিনি বলিলেন, "পানিপথের মুসলমানরা পাকিস্থানে চলিয়া না যান, সেই চেষ্টা করিতেই আমি সেখানে গিয়াছিলাম। তাঁহাদের বলিয়াছি, সাহসে ভর করিয়া যদি তাঁহারা নিজের ঘরে থাকিতে পারেন, তবে শুধু যে তাঁহাদেরই ভাল হইবে তাহা নয়, সমস্ত ভারতের তাহাতে মঙ্গল হইবে—পাকিস্থানেরও। তথাকার হিন্দু এবং শিখ আশ্রয়প্রার্থীদের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে। তাহারা নিজেদের 'দুঃখী' না বলিয়া 'শরণার্থী' বলে। তাহাদের মনে শান্তি নাই, নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া না যাওয়া পর্যন্ত শান্তি থাকিতেও পারে না। অবস্থাবিপাকে যে সকল মুসলমান ইউনিয়ন ছাড়িয়া পাকিস্থানে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে, তাহাদের অনেকেরই ঐ অবস্থা। পানিপথে থাকা চলিবে না এমন কথা কেন তাঁহাদের মনে হইতেছে তাহা পানিপথের মুসলমানরা আমাকে বলিয়াছেন। ৩৯৯

দুইজন মন্ত্রী

"ডাঃ গোপীচাঁদ ও সর্দার স্বারণ সিংও পানিপথে ছিলেন। দিল্লীর মৌলনাগণ এবং দেশবন্ধু গুপ্তও তথায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন। দেশবন্ধু গুপ্তের বাড়ি ত পানিপথেই। পানিপথের মুসলমান বন্ধুরা আমাকে বলিলেন,

—'ইহার পূর্বে আপনি যখন এখানে আসেন তখন আপনাকে বলিয়াছিলাম যে, আমরা এখানেই থাকিব। কিন্তু তারপর অবস্থা খারাপ হইয়াছে। আমাদের ধন প্রাণ মান সকলই বিপন্ন। এই অবস্থায় কি করিয়া থাকিব ?' আমি বলিলাম—'ভগবান যাহাদের ভরসা, সর্বমানবের প্রতি যাহাদের অন্তরে প্রীতি বই আর কিছু নাই, তাহাদের আবার কিসের ভয় ? তাহারা ধন প্রাণ বিসর্জন দিয়াও নিজেদের মান রক্ষা করিবে।' সকাল সাড়ে দশটায় দিল্লী হইতে রওনা হইয়া সাড়ে এগারটায় পানিপথে পৌঁছি। বিকাল তিনটা পর্যন্ত মুসলমানদের সহিত কথা বলি। তারপর হিন্দু ও শিখ শরণার্থীদের সহিত সাক্ষাৎ হয়। ২০,০০০ হাজারের উপর শ্রোতা ছিল। ডাঃ গোপীচাঁদ সভায় বক্তৃতা করেন, সর্দার স্বারণ সিংও করেন। সর্দার সাহেব যখন বলিতে উঠিলেন তখন শরণার্থীদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়াছিল। সর্দারের প্রতি কোনরূপ অসম্মান প্রদর্শনের মতলব তাহাদের ছিল, আমি এরূপ মনে করি না। তাহারা শুধু মনের এই ভাবটি ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছিল যে, বক্তৃতা ত অনেক হইয়াছে, এখন তাহারা তাহাদের অভাব-অভিযোগের কথা বলিবে। ক্রুদ্ধভাবে চিৎকার করিয়া তাহারা বলিতে লাগিল যে মুসলমানরা চলিয়া যাউক। তাহাদের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিরা তাহাদিগকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। তারপর তাহাদের একজন নেতা একটি পাঞ্জাবী গান করিলেন। তাহাতে জনতা শান্ত হইল। নেতা তখন পাঞ্জাবী ভাষায় কথা বলিলেন এবং সভায় গণ্ডগোল করার জন্য তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিলেন। তারপর সর্দার স্বারণ সিংও বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তাহাদের আচরণের নিন্দা করিলেন। তিনি বলিলেন, পাকিস্থান যাহাই করুক বা না করুক, তাহাদের ও গবর্মেণ্টের এখন দুইটি কর্তব্য আছে, প্রথম, অপহৃতা মুসলমান মেয়েদের উদ্ধার করিয়া তাহাদের আত্মীয়স্বজনের নিকট ফেরত দেওয়া ; দ্বিতীয়, সমস্ত জবরদস্তি ধর্মান্তরকরণকে অসিদ্ধ মনে করা। যে সকল মুসলমানকে হিন্দু বা শিখ করা হইয়াছে, তাহাদের এই আশ্বাস দিতে হইবে যে, ভারতবর্ষে তাহারা অবাধে মুসলমান হিসাবে থাকিতে পাইবে। সর্দার সাহেব এই কথাও বলিয়াছিলেন যে, মসজিদগুলি রক্ষা করা হইবে এবং যে সব মসজিদ মন্দিরে পরিণত করা হইয়াছে তাহার পুনরুদ্ধার হইবে। উভয় মন্ত্রীর মুখে এই কথা শুনিয়া আমি খুশী হইয়াছি। লোকের ধনপ্রাণ রক্ষা সম্পর্কে গবর্মেণ্ট যথাশক্তি করিবে। কিন্তু লোকে সহায়তা করিলেই গবর্মেণ্টের চেষ্টা সফল হইতে পারে। ৪০০

শরণার্থীদের অভাব-অভিযোগ

"শরণার্থীদের নানা অভাব-অভিযোগ। তাহারা বলিল, তাহাদের খাদ্য খারাপ, আর পর্যাপ্ত নহে। তবে পূর্ব পাঞ্জাবের শাসনকর্তা ঐদিকে দৃষ্টি

দিতেছেন। তাহাদের জন্য যে সব বস্ত্রাদি পাঠান হয়, তাহার ভিতর ভাল কম্বলগুলি অনেক সময় অদৃশ্য হইয়া যায়, আর তাহাদের ভাগ্যে জুটে পুরাতন ও ছেঁড়া কম্বল। একটি বালক আসিয়া আমার সুমুখে জামাকাপড় খুলিয়া ফেলিল এবং আমাকে বলিল—'আমার বাবা নিহত হইয়াছেন, তাঁহাকে আপনি আনিয়া দিন।' ইহা কি কাহারও পক্ষে সম্ভব? কিন্তু তাহার দুঃখ কোথায় তাহা আমি বুঝি। তাহার দুঃখে আমার অন্তর ব্যথিত। ৪০১

"ফিরিবার সময় শরণার্থীদের নেতাকে আমার গাড়িতে তুলিয়া লইলাম। তিনি বলিলেন, ক্যাম্পের ব্যবস্থা-ভার এখন স্থানীয় হিন্দুদের হাতে আছে। শরণার্থীদের ভার এই সব হিন্দুদের স্থলে শরণার্থীদের প্রতিনিধিদের হাতে দেওয়া ভাল। কারণ বর্তমানে পক্ষপাতিত্ব চলিতেছে। শরণার্থীদের প্রতিনিধিকে আমি বলিয়াছি—'শরণার্থীদের সহিত আপনি কথা বলুন। তাহারা যদি মনে করে, পানিপথের মুসলমানদের নির্ভয়ে, নির্বিঘ্নে থাকিতে দেওয়া তাহাদের কর্তব্য, তবে তাহাদের পক্ষ হইয়া আপনি মুসলমানদের আশ্বাস দিন। তাহারা যাহাতে ঘর-বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া না যায় তাহার জন্য বলুন। তাহা হইলে পানিপথে একটা প্রকৃত জয়লাভ হইবে—পানিপথ ত যুদ্ধের জন্য বিখ্যাত।' ৪০২

"আমাদের যে কতদূর পতন ঘটিয়াছে তাহা বুঝাইবার জন্যই আমি আপনাদিগকে এত কথা বলিতেছি। গবর্মেণ্ট আমাদেরই, কিন্তু গবর্মেণ্টের কথা শুনিতে আমরা প্রস্তুত নহি। পণ্ডিত জওহরলাল বলিয়াছেন—'আমাকে প্রধান মন্ত্রী না বলিয়া জাতির প্রধান ভৃত্য বলিলে আমি সুখী হইব।' গবর্মেণ্টের সকল কর্মচারীই কি যথার্থ জনসেবক? তাহা যদি হয়, তবে তাহাদের বিলাস-ব্যসনের অবসর থাকিতে পারে না, তাহাদের সকলকেই তখন নিরন্তর লোকের অভাব মিটাইবার কথা চিন্তা করিতে হয়। অর্থাৎ তাহা হইলে রামরাজ্য, অর্থাৎ জগতে ভগবানের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আর তাহাই প্রকৃত এবং পূর্ণ স্বাধীনতা। আজিকার স্বাধীনতায় দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে। ইহা অযথার্থ ও অস্থায়ী।" ৪০৩

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ৩-১২-৪৭

প্রতিশ্রুতির মূল্য

প্রার্থনার অন্তে গান্ধীজী বলিলেন, "কয়েকজন বন্ধু আজ দিনের বেলায় আমার কাছে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা অভিযোগ করিলেন যে, ১৫ই আগষ্ট তারিখে শাসনভার গ্রহণের সময়ে নেতারা যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহা ভঙ্গ করিতেছেন। জানি না, কোন্ প্রতিশ্রুতি নেতারা ভঙ্গ করিয়াছেন। আমি ত গবর্মেণ্ট নহি। কিন্তু যে সকল অভিযোগ করা হইয়াছে

তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাইলে, যে-সব নেতা গবর্মেণ্টে আছেন তাঁহাদের সহিত আমি কথা বলিব। ভাল করিয়া তলাইয়া দেখিলে প্রায়ঃশই বুঝা যায় যে, এই-রূপ অভিযোগ শ্রোতাদের ভুল বুঝিবার ফলে হইয়া থাকে। বহুবার লোকে আমাকেও এরূপ ভুল বুঝিয়াছে। জীবনে আমি জ্ঞাতসারে কখনও কাহাকেও প্রতারণা করি নাই। তাহা হইলেও দেখিয়াছি যে, যে-অর্থে যে-কথা আমি বলিয়াছি, লোকে তাহা না বুঝিয়া ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করিয়া আমাকে প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত করিয়াছে। আমার বিশ্বাস, দুনিয়ার বহু দুঃখই এইরূপ ভুল বুঝার ফলে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাই কথা বলিবার আগে ভাবিয়া দেখা উচিত। একটি কথাও বৃথা বলিতে নাই। আমাদের চিন্তা কথায় এবং আমাদের কথা কার্যে ঠিক ঠিক প্রতিফলিত হওয়া চাই। ৪০৪

"ভারতবর্ষ এখন স্বাধীন। দেশের শাসনভার নেতাদের হাতে। বহু কোটি টাকা তাঁহাদের হাত দিয়া ব্যয় হইবে। তাঁহাদের নিরতিশয় সতর্কতা সহকারে কাজ করিতে হইবে। তাঁহাদের বিনয়ী হইতে হইবে। কথা দিয়া কথা না রাখা যে অন্যায়, একথা অনেক লোকের খেয়ালে থাকে না। যে-কাজ তাঁহারা করিতে পারিবেন না তাহার আশা তাঁহারা যেন লোককে না দেন। একবার কথা দিলে, যাহাই ঘটুক না কেন সে কথা রাখিতেই হইবে। ইহা কেবলমাত্র মন্ত্রীদের পক্ষেই নহে, সকলের পক্ষেই প্রযোজ্য। ৪০৫

সিন্ধুদেশের হরিজন

"সিন্ধুতে হরিজনেরা যে বিপাকে পড়িয়াছে সেকথা সেখানকার এক ডাক্তার বন্ধু আমাকে পত্র দ্বারা জানাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা যদি সিন্ধু হইতে চলিয়া যায় এবং হরিজনরা পড়িয়া থাকে তবে তাহাদের ধ্বংস অনিবার্য। সেখানে পুরা দাসত্বের মধ্য তাহাদের থাকিতে হইবে এবং পরিণামে তাহাদের মুসলমান হইয়া যাইতে হইবে। পাকিস্থান গবর্মেণ্ট অনেক কথাই বলেন, কিন্তু পাকিস্থানের রাজকর্মচারীরা তদনুযায়ী কাজ করেন না। আমি বলি এই অবস্থাটা বড় দুঃখের। ভারত যুক্তরাষ্ট্রে পণ্ডিত জওহরলাল ও সর্দার পাটেল বলিয়াছেন যে, তাঁহারা মুসলমানদের ধনপ্রাণ রক্ষা করিবেন। কোন মুসলমান ভয়ে ইউনিয়ন ছাড়িয়া চলিয়া যায় ইহা তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে। কাল আপনাদিগকে পানিপথ সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছি তাহাতেই বুঝিবেন যে, পণ্ডিতজী এবং সর্দারের আশ্বাস অনুযায়ী ঠিক ঠিক কাজ হইতেছে না। ইউনিয়নেই যদি এই অবস্থা হয়, তবে পাকিস্থানকে আমি আর কি বলিতে পারি? শুনিয়াছি হরিজনরা সিন্ধু হইতে চলিয়া আসিতে চাহে। কিন্তু তাহাদের আসিতে দেওয়া হইতেছে না। যে-সব হরিজন কোন দিন

মেথরের কাজ করে নাই, তাহাদের মেথরের কাজ করিতে বাধ্য করা হইতেছে। সত্য হইলে, ইহা ঘোর অন্যায়। পাকিস্থান গবর্মেণ্টের এমন ভাবে কাজ করা উচিত নহে যাহাতে হিন্দু ও শিখদের মনে স্থায়ী ক্ষত সৃষ্টি হইতে পারে। হরিজনদের মধ্যে যাহারা সিন্ধু ত্যাগ করিতে চায়, তাহাদের চলিয়া আসিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া কর্তব্য। জোর করিয়া যেন কাহাকেও মেথরের কাজ করান না হয়। হরিজন ত আজ নিজের জন্য যে-কোন বৃত্তি বাছিয়া লইতে পারে। জগজীবন রামজী বলিয়াছেন যে, হরিজনদের পাকিস্থান হইতে চলিয়া আসা উচিত। কিন্তু যতদিন তাহাদের সেখানে থাকিতে হইতেছে ততদিন সসম্মানে থাকিবার ব্যবস্থা হওয়া চাই। ধর্মান্তরকরণ যতগুলি হইয়াছে, এমন কি যেগুলি স্বেচ্ছায় হইয়াছে বলা হইতেছে তাহার সবগুলিই উভয় ডমিনিয়ন কর্তৃক অসিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত।" ৪০৬

আবার কাথিওয়াড়

তারপর কাথিওয়াড়ের কথা উল্লেখ করিয়া গান্ধীজী বলিলেন, "সেখান হইতে আমি পরস্পর বিরোধী তার পাইতেছি। একটি তারে বলা হইয়াছে, প্রথম দিনে আমি যে সব অভিযোগের কথা বলিয়াছিলাম তাহার সবগুলিই ঠিক। অপর কতকগুলি তারে বলা হইয়াছে, অভিযোগগুলি মিথ্যা। কংগ্রেস কর্মীরা হাঙ্গামায় লিপ্ত ছিল না। যেখানে লুঠতরাজ ও অগ্নিকাণ্ড যাহা কিছু হইয়াছে, সবই হিন্দু মহাসভা ও রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘের কাজ। আজ হিন্দু মহাসভা ও রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘের পক্ষ হইতে আমি এক তার পাইয়াছি। তাহাতে বলা হইয়াছে, লুঠপাট বা অগ্নিসংযোগের ব্যাপারে তাহারা লিপ্ত ছিল না। কিন্তু তিন দলের একদল ত নিশ্চয়ই দোষী। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আত্মহারা হইয়া হিন্দুরা যদি মুসলমানদের উপর অত্যাচার করিয়া থাকে, তবে তাহা লুকাইবার চেষ্টা তাহারা করিবে না। পক্ষান্তরে মুসলমানরা যদি প্রথমে অতিশয়োক্তি করিয়া থাকে, তবে সে কথা তাহাদের মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা উচিত। হিন্দু মহাসভা এবং রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘের ঐ গোলমালে কোন হাত ছিল না ইহা প্রমাণিত হইলে আমি তাহাদিগকে অভিনন্দন জানাইব। আমি সত্য নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু ব্যক্তি হিসাবে আমার ত এই বিষয়ে কোন কর্তৃত্ব নাই।" ৪০৭

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসী

দক্ষিণ আফ্রিকার কথা প্রসঙ্গে গান্ধীজী বলিলেন, "সম্মিলিত জাতি-প্রতিষ্ঠানে ভারতের প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত দক্ষিণ আফ্রিকার

ভারতবাসীদের বলিয়াছেন যে, প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের পরাজয় হয় নাই। বেশি ভোট তাহাদের পক্ষেই ছিল তবে প্রস্তাব গৃহীত হইবার জন্য দুই তৃতীয়াংশ ভোট প্রয়োজন—তত ভোট পাওয়া যায় নাই। দক্ষিণ আফ্রিকাবাসীদের তিনি সাহস হারাইতে নিষেধ করিয়াছেন। ইউনিয়নের প্রতিনিধি হিসাবে ইহা অপেক্ষা বেশিকিছু বলিতে তিনি পারেন না। কিন্তু আমি আরও একটু বেশি বলিতেছি : সত্যাগ্রহের অমূল্য বিধানে যাহারা বিশ্বাসবান্ পরাজয়ের প্রশ্ন তাহাদের নাই। দক্ষিণ আফ্রিকাতেই আমি ঐ অস্ত্রের সন্ধানলাভ করি। ধরা যাউক, সম্মিলিত-জাতি-প্রতিষ্ঠানে ভারতের জয় হইয়াছে এবং জেনারল স্মাটস্ ভারতীয়দের দাবী পূরণে সম্মত হইয়াছেন, কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীরা তাঁহার কথা শুনিতে প্রস্তুত নহে। সে স্থলে ভারতবর্ষ কি করিতে পারে? ভারতবর্ষে এক্ষণে ঐরূপ ব্যাপারই ঘটিতেছে—পাকিস্থান হইতে হিন্দু এবং ভারত ইউনিয়ন হইতে মুসলমান বিতাড়িত হইতেছে। উভয় গবর্মেণ্ট বলিয়া দিয়াছেন যে, সংখ্যালঘুদের রক্ষা করিতে তাঁহারা অক্ষম। বান্নুতে অনেক হিন্দু আছে। জীবন বিপন্ন না-করিয়া তাহাদের ঘর হইতে বাহির হইবার উপায় নাই। এদিকে ঘরে বসিয়া থাকিলে অনাহারে মৃত্যু। তবে তাহারা করিবে কি? এখানকার মুসলমানদের আমি যে পরামর্শ দিয়াছি তাহাদেরও সেই পরামর্শ ই দিব। তাহারা স্পষ্টভাষায় খোলাখুলি বলুক যে, নিজের ঘর ছাড়িয়া যাইবে না, যে মাটিতে জন্মিয়া মানুষ হইয়াছে মান ইজ্জতসহ সেইখানেই বাস করিবে। ৪০৮

"দক্ষিণ আফ্রিকা কাফ্রীদের দেশ। ভারতের যে সব লোক তথায় গিয়াছে তাহাদের মত বুয়রগণও তথায় বিদেশী। সে দেশের উপর বুয়রদের বাড়তি অধিকার কিছু নাই। কিন্তু এই ইউরোপীয়রা কাফ্রীদের দাবাইয়া রাখিয়াছে এবং ভারতীয়দের প্রাথমিক অধিকারে বঞ্চিত করিয়াছে। সম্মিলিত জাতি-প্রতিষ্ঠানের কাছে ভারতের অভিযোগ উপস্থিত করা ঠিকই হইয়াছে। কিন্তু সম্মিলিত জাতি-প্রতিষ্ঠান যদি ভারতীয়দের প্রতি সুবিচার করিতে অসম্মত বা অক্ষম হয়, তবে কি ভারতীয়রা নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়িবে না? আমি ত বলিব, তাহাদের লড়িতে হইবে, তবে অস্ত্রবলে নহে। সত্যাগ্রহ বা আত্মিক বলই হইবে তাহাদের একমাত্র প্রকৃত অস্ত্র। আত্মা অবিনশ্বর, দেহ নশ্বর। ৪০৯

"দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের যদি সাহস ও আত্মসম্মান থাকে তবে মৌলিক অধিকার লাভের জন্য তাহারা আত্মিক বল সহায়ে সংগ্রাম করিবে।" ৪১০

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ৪-১২-৪৭

বিদেশে প্রচার কেন ?

আজ সন্ধ্যায় প্রার্থনান্তে গান্ধীজী পুনরায় কাথিওয়াড়ের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "শ্রীশ্যামলদাস গান্ধীর কাছ হইতে আজ একখানি তার পাইয়াছি। গত রাত্রে শ্রীধেবরভাই-এর কাছ হইতেও এক তার আসিয়াছে। উভয় বার্তায় কাথিওয়াড়ে মুসলমান-পীড়নের খবরের প্রতিবাদ রহিয়াছে। কাথিওয়াড় সম্পর্কে আমি যে মন্তব্য করিয়াছি তাহাতে শ্রীশ্যামলদাস গান্ধী দুঃখিত হইয়াছেন এবং তদন্ত করিবার জন্য নিজে বোম্বাই হইতে কাথিওয়াড়ে গিয়াছেন। তিনি আমাকে তারে খবর দিয়াছেন যে, মুসলমান-নারীহরণের সংবাদ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, আর তিনি যতদূর জানেন তাহাতে হত্যার কথাও অমূলক। সর্দার পাটেলের কাথিওয়াড় যাইবার পর তথায় আর কোন প্রকার হাঙ্গামা হয় নাই। তাহার আগে কিছু লুঠতরাজ ও অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়াছিল। তিনি তথায় আরও তদন্ত করিতেছেন এবং তদন্তের বিবরণ আমাকে পাঠাইবেন। ইতিমধ্যে ইরাণ, আমেরিকা ও লণ্ডন হইতে আমার কাছে তার আসিয়াছে যে, কাথিওয়াড়ে মুসলমানদের উপর ভয়াবহ নিপীড়ন চলিতেছে। বিদেশ হইতে এরূপ তার পাইয়া আমি ব্যথিত হইয়াছি। মুসলমানদের বন্ধু হিসাবেই আমি এই কথা বলিতেছি। প্রচারে যতক্ষণ তাহারা সত্য কথা বলিবে ততক্ষণ প্রচারের ফল তাহাদের পক্ষে ভাল হইবে। বিদেশে আতঙ্কপূর্ণ সংবাদ পাঠাইবার অর্থ কি ? ইউনিয়নকে লোকচক্ষে হেয় করা ছাড়া ইহাতে আর কি হইতে পারে? তিলকে তাল করা এবং অতিরঞ্জনের ভিত্তির উপর বিদেশে প্রচারকার্য চালান তাহাদের পক্ষে অন্যায় হইয়াছে। বন্ধুদের সাবধান করিয়া দিতেছি এইরূপ কার্য হইতে যেন তাঁহারা বিরত হন।" ৪১১

উত্তম সংবাদ

তারপর গান্ধীজী একটি সুসংবাদের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "হোসঙ্গাবাদের মুসলমানরা আমাকে একখানি সুন্দর চিঠি লিখিয়াছে। সেখানে গুরু নানকের জন্মতিথিতে শিখেরা মুসলমানদের নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া তাহাদের আশ্বাস দিয়াছে যে, তাহারা মুসলমানদের ভাই বন্ধু। সর্বত্র শিখ ও হিন্দুরা ইহার অনুসরণ করিলে কতই না সুখের হয়! তাহা হইলে ভারতের সুনামে আজ যে কলঙ্কের লেখা পড়িয়াছে, তাহা ধুইয়া মুছিয়া দেওয়া যাইবে।" ৪১২

সাম্প্রদায়িক ব্যবসায়ী-সংঘ

সাম্প্রদায়িক ব্যবসায়ী-সংঘের কথা উল্লেখ করিয়া গান্ধীজী বলিলেন,

"মাড়ওয়ারী ব্যবসায়ী-সংঘের নিকট হইতে একখানি পত্র আমি পাইয়াছি। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, নামটা তাহাদের সাম্প্রদায়িক বটে, কিন্তু যে-কেহ উহার সদস্য হইতে পারে। আমি জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছি তাঁহাদের কতজন অ-মাড়ওয়ারী সদস্য আছে। ইউরোপীয় ও মুসলিম ব্যবসায়ী-সংঘও ত অনুরূপ দাবি করিতে পারে। ঠাট বজায় রাখিবার জন্য অপর জনকয়েক সদস্য লইলেই, সংঘ সাম্প্রদায়িক নহে এই দাবি টিকিবে না। যদি সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিই না থাকিবে তবে পৃথক ব্যবসায়ী-সংঘ রাখা কেন? ইউরোপীয়গণ যদি ভারতবাসীর মত থাকে ও ভারতের কল্যাণের জন্য কাজ করে তবে তাহাদের কাছ হইতে শিখিবার অনেক কিছু আছে। তাহাদের মধ্যে কতক দক্ষ ব্যবসায়ী আছে। সেবার ভাব লইয়া তাহারা তাহাদের শক্তি ভারতের কল্যাণে দিতে পারে। শোষকের স্থান এখানে আর নাই। ৪১৩

"মাড়ওয়ারী ব্যবসায়ী-সংঘের চিঠি ও বিবরণী ইংরেজীতে লিখিত। ইংরেজী যথাস্থানে অবশ্য ভাল। কিন্তু ইংরেজী অন্য ভাষার স্থান কাড়িয়া লইতেছে দেখিলে আমার দুঃখ হয়। নিজের ভাষার চেয়ে ইংরেজী ভাল জানে—কেহ এরূপ মনে করে দেখিলে ভারতবাসী হিসাবে আমি লজ্জা পাই। লেখক যখন হিন্দী জানেন, তখন আমাকে ইংরেজীতে চিঠি লেখা একবারে নিরর্থক। যদি ধরা যায়, মাড়ওয়ারী ব্যবসায়ী-সংঘের বহুসংখ্যক সদস্যই ইংরেজ অথবা ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞ, তবেই কেবল কার্য-বিবরণী ইংরেজীতে ছাপা ঠিক হইয়াছে বলা যাইতে পারে। তবে আমি আশা করি, ব্যাপার তাহা নহে, অবশ্য যদি এই সংঘ ভারতীয় বাণিজ্যিক স্বার্থের প্রতিনিধি হয়, এমন কি শুধু মাড়োয়ারী স্বার্থের। আশা করি, আমি যে মনের ভাব লইয়া এই মন্তব্য করিলাম, মাড়ওয়ারী ব্যবসায়ী-সংঘ তাহা সেই ভাবেই গ্রহণ করিবেন। একটি সাধারণ সত্য বুঝাইবার উদ্দেশ্যেই এই প্রসঙ্গটির উল্লেখ করিলাম। ৪১৪

ব্রহ্মের প্রধানমন্ত্রী

"ব্রহ্মদেশের প্রধান মন্ত্রী আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি খুব বিনয় প্রদর্শন করিলেন। আমি তাঁহাকে বলিয়াছি যে, ভৌগোলিক দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ বৃহৎ দেশ এবং ভারতবর্ষের সংস্কৃতি খুব পুরাতন। ভারত যদিও সর্বজনে প্রেম ও পরধর্মে সহিষ্ণুতার শিক্ষাদাতা গুরু নানকের জন্মভূমি, তবু আজ ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্মদেশের শিখিবার কিছুই নাই। হিন্দু মুসলমান তথা অপর সকলের প্রতি শিখরা যেন বন্ধুর মত ব্যবহার করেন। শিখ ও হিন্দুর মধ্যে তফাৎ করা অন্যায়। মাষ্টার তারা সিং হিন্দু ও শিখদের নখ ও নখতলের মাংসের সহিত তুলনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ইহার

একটিকে অপরটি হইতে পৃথক করা যায় না। মাষ্টার তারা সিং-এর এই কথা শুনিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। গুরু নানক হিন্দু বই আর কি ছিলেন? গ্রন্থসাহেব বৈদিক শিক্ষায় পরিপূর্ণ। হিন্দুধর্ম মহাসমুদ্রের তুল্য—ইহা সকল ধর্মের সত্য বস্তু গ্রহণ করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছে। ভারতবর্ষ ও হিন্দুরা এই উত্তরাধিকার বিস্মৃত হইয়াছে, ইহা গভীর পরিতাপের কথা। আজ তাহারা যেন ভ্রাতৃহত্যায় মাতিয়াছে। ব্রহ্মদেশ যেন ভারতবর্ষ হইতে বিরোধ না শিখে। ভারতের কুৎসিত বর্তমান তাহারা যেন ভুলিয়া যায়। মনে হয় ইহা সাময়িক বিকারমাত্র—ভারত বিনা রক্তপাতে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে এই কথাটাই যেন তাহারা মনে রাখে। আমি ত স্বীকার করিয়াছি যে, ভারতবাসী বীর্যবানের অহিংসা পালন করে নাই। কিন্তু তাহা হইলেও, অহিংসার বলেই চল্লিশ কোটি লোকের এই মহাজাতি বিনা রক্তপাতে বিদেশী শাসনের অবসান ঘটাইয়াছে। ভারতের মুক্তি ব্রহ্মদেশ ও সিংহলের মুক্তি আনয়ন করিয়াছে। যে জাতি বিনা অস্ত্রে স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে, বিনা অস্ত্রেই তাহাকে স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইবে। জানি, ভারতের সৈন্যবাহিনী আছে, নৌ-ও বিমান-বহর গঠিত হইতেছে এবং উত্তরোত্তর এই সকলের শক্তি বৃদ্ধি করা হইতেছে। তবুও আমি এই কথা বলিতেছি। আমি নিঃসংশয় যে, ভারত যদি অহিংস শক্তি বিকশিত করিয়া তুলিতে না পারে, তবে সে যাহা পাইয়াছে তাহাতে তাহার বা দুনিয়ার কোনই লাভ হইবে না। ভারতকে সামরিক দেশে পরিণত করিলে, ভারত নিজে ধ্বংস হইবে, পৃথিবীও ধ্বংস হইবে। ব্রহ্মদেশের বন্ধুদের আমি স্মরণ করাইয়া দিতেছি, তাহারা বৌদ্ধধর্ম এই ভারতবর্ষ হইতেই পাইয়াছে। ফুঙ্গীদের সহিত আমার আলাপ পরিচয় হইয়াছে। বৌদ্ধধর্মের যাহা শ্রেষ্ঠ বস্তু তাহাই যেন তাহারা ভারত হইতে গ্রহণ করে। আমার ধারণা, বিদেশে যাইবার কালে মূল ধর্মের উৎকর্ষ কিছু পরিমাণে নষ্ট হইয়াছে। আমি চাই ব্রহ্মদেশ ও সিংহল উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরূঢ় হউক। ভারতের যাহা শ্রেষ্ঠ, তাহার অনুসরণ করিয়া এবং যে সব দোষদৈন্য তাহা পরিহার করিয়াই তাহারা ঐরূপ উন্নতি করিতে পারিবে।” ৪১৫

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ৫-১২-৪৭

মুসলমানদের অভিযোগ প্রত্যাহার

আজ সন্ধ্যায় গান্ধীজী তাঁহার প্রার্থনান্তিক ভাষণে বলিলেন, “প্রার্থনাস্থলে আসিবার সময় আমাকে যে-সকল চিঠিপত্র দেওয়া হয়, আমি তখনই তাহা পাঠ করিয়া সবগুলির উত্তর দিতে পারি না। উত্তর দিবার প্রয়োজন যদি থাকে তবে

পরদিন দিতে পারি। একখানি চিঠিতে লিয়াকৎ সাহেবের সহিত আমার যে কথাবার্তা হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, কাথিওয়াড় সম্বন্ধে তাঁহার কথা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ হইয়াছে। ইহাতেই বুঝা যায়, বন্ধুটি আমার পরবর্তী বক্তৃতাগুলি বুঝিবার যত্ন করেন নাই। শ্রীশ্যামলদাস গান্ধীর টেলিগ্রামের কথা আমি বলিয়াছি। তাহাতে তিনি যাহা ঘটিয়াছে তাহা স্বীকার করিয়াছেন এবং যে সকল অন্যায় অতিশয়োক্তি করা হইয়াছে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। যে সকল মুসলমান আগে তার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট হইতে আজ একখানা তার পাইয়াছি। তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন যে, আগের তারে যথেষ্ট অতিশয়োক্তি ছিল এবং কাথিওয়াড় সম্বন্ধে পাকিস্থানের সংবাদপত্রে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা ভুল। অতিরঞ্জিত খবর প্রকাশ করা সম্বন্ধে আমি মুসলমান বন্ধুদের সতর্ক করিয়া দিতেছি। ইহাতে তাঁহাদেরই কাজের ক্ষতি হইবে। বিদেশে মিথ্যা প্রচার করিয়া কি লাভ? যাহাদের জীবননাশ হইয়াছে, তাহাদের ত বাঁচান যাইবে না। তাহারা বড় জোর এই সব ঘটনার জন্য দোষী ডমিনিয়নকে পরে শাস্তি দিতে পারে। ঠিক পথটি হইল সত্যের উপর নির্ভর করা—সত্য মিথ্যার উপর জয়ী হইবে। অসত্যই ত অমঙ্গল।" ৪১৬

গান্ধীজী শ্রোতাদের বলিলেন, "৬ই হইতে ১৩ই ডিসেম্বর পর্যন্ত আমি অন্য কোন কাজ হাতে লইব না। এই সময়ে দিল্লীতে কস্তুরবা উপনিধি-সমিতি, তালিমী-সংঘ, চরকা-সংঘ ও নিখিল ভারত গ্রাম-উদ্যোগ-সংঘ-এর অধিবেশন হইবে। এই সকল অধিবেশনের জন্য আমি যতদূর সম্ভব অপর কাজ হইতে মুক্ত থাকিতে চাই। ৪১৭

নিয়ন্ত্রণ

"আমি আশা করি, বস্ত্র ও খাদ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ শীঘ্রই তুলিয়া দেওয়া হইবে। নিয়ন্ত্রণই উঠিলে পর আমাদের কর্তব্য কি হইবে? আমি আশা করিতেছি, কৃষক যে সকল খাদ্যশস্য মজুদ করিয়া রাখিয়াছে তাহা ছাড়িয়া দিবে, আর ব্যবসায়ীরাও অতিলাভের লোভ করিবে না। তাহা হইলে গবর্মেণ্ট, জনসাধারণ ও সরকারী কর্মচারীদের আর দুশ্চিন্তা থাকিবে না। আজ তাহাদের মনে আশঙ্কা রহিয়াছে। আশা করি, সেই আশঙ্কা ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইবে, আর চোরাবাজারের পাপ সম্পূর্ণ লুপ্ত যদি না হয় ত শান্ত হইবেই। যদি কিছু ঘাটতি পড়ে তবে জনসাধারণ আপনা হইতেই সংযম অভ্যাস করিবে, কাহাকেও অন্নাভাবে থাকিতে হইবে না। গণ-রাষ্ট্র মুনাফাখোরদের সকলকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিতে পারে না। গণতন্ত্রে

জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালিত হইবে। ভারতবর্ষের জনগণের এমন অধঃপতন যদি হইয়া থাকে যে, তাহারা উচিত কার্য করিবে না, তবে বর্তমান গবর্মেণ্টের গদি আঁকড়াইয়া থাকায় লাভ দেখি না। কিন্তু আমার আশা এই যে, নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিলেই সকল দিক হইতে অবস্থার উন্নতি হইবে। গবর্মেণ্টকেই যদি সব কিছু করিতে হয়, আর জনসাধারণ কিছুই না করে অথবা গবর্মেণ্টের কাজকে ব্যর্থ করে, তবে গণতন্ত্রকেই নস্যাৎ করা হইবে। ঠিকভাবে পরিচালিত হইলে কৃষকগণ অধিক শস্য উৎপাদন করিতে পারিবে না কেন? খাদ্য-বিভাগ যদি নানারূপে উৎপাদন-বৃদ্ধির জন্য বদ্ধপরিকর হয়, তবে আমার স্থির বিশ্বাস খাদ্যের ঘাটতি পড়িবে না। ৪১৮

"বস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আমার কোনও আশঙ্কা নাই। দেশে যথেষ্ট তুলা নাই একথা ত কেহ বলে নাই। কাপড়ের কল ত আছেই, তাহা ছাড়া ভারতবর্ষে সুতা কাটিবার ও সেই সুতা হইতে কাপড় বুনিবার লোকও যথেষ্ট আছে। লক্ষ লক্ষ লোক যদি সুতাকাটা আরম্ভ করে এবং তাঁতিরা সেই সুতায় কাপড় বোনে, তবে কাপড়ের কলগুলি কোন কারণে বন্ধ হইয়া যাইলেও বস্ত্রের অভাব হইবে না।" ৪১৯

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ৬-১২-৪৭

প্রতিবেশী হইবার যোগ্যতা

আজ সন্ধ্যার প্রার্থনা-সভায় দক্ষিণ ভারতের প্রসিদ্ধ গায়িকা শ্রীমতী শুভলক্ষ্মী ভজন ও রামধুন গান করিলেন। গান্ধীজী তাঁহার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের প্রশংসা করেন। তিনি বলিলেন, প্রার্থনাকালে রামের মধ্যে সকলের আপন-হারা হওয়া চাই। ৪২০

পূর্ব সন্ধ্যার ভাষণে তিনি পনর মিনিটের অধিক সময় লইয়াছিলেন বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং বলেন যে, এখন হইতে নিয়মপালনে তিনি আরও সাবধান হইবেন। ৪২১

আগের দিনের একখানা চিঠির উল্লেখ করিয়া গান্ধীজী বলিলেন, "পত্র-লেখক পাকিস্থানের বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে আমাকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—সর্বনাশা ব্যাপার পাকিস্থানই সুরু করিয়াছে, হিন্দু ও শিখগণ প্রতিশোধ লইয়াছে মাত্র। তাহারা যদি প্রতিশোধ গ্রহণ বন্ধও করে, তবু পাকিস্থান নিজের আচরণ সংশোধন করিবে না। হিন্দু ও শিখগণ যে সম্পত্তি ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছে, চিরকালের জন্য তাহা তাহাদের হাত ছাড়া হইয়া গিয়াছে।—আমি এই মত স্বীকার করি না। আমি ত বলিয়াছি, যে পর্যন্ত

প্রত্যেক হিন্দু ও শিখ নিরাপদে সম্মানের সহিত তাহার গৃহে ফিরিয়া যাইতে না পারে সে পর্যন্ত আমি নিরস্ত হইব না। সেইরূপ আমি চাই, ভারত ইউনিয়নের মুসলমানরাও সকলে তাহাদের ঘরে ফিরিয়া আসুক। যাহাদের প্রাণনাশ হইয়াছে তাহারা অবশ্য প্রাণ ফিরিয়া পাইবে না এবং প্রাসাদতুল্য যে সকল অট্টালিকা আগুন লাগাইয়া নষ্ট করা হইয়াছে, কোনও গবর্মেণ্টই তাহার উদ্ধার করিতে পারিবে না। কিন্তু এখনও যাহা অবশিষ্ট আছে জমিসমেত যদি তাহা ন্যায্য মালিককে প্রত্যর্পণ করা হয় তাহা হইলে আমি খুশী হইব। লাহোর, লয়ালপুর ও পাকিস্থানের অন্যান্য যে সকল স্থানে মুসলমানরা হিন্দু ও শিখদের বাড়ী ও জমি দখল করিয়া লইয়াছে তাহা ছাড়িয়া দিতে হইবে। ভারত ইউনিয়নের হিন্দু ও শিখগণ যদি যথাযথ আচরণ করে তবেই তাহা শীঘ্র সম্ভব হইবে। মানুষ ভগবানের অংশে গঠিত, তবে ভুল ভ্রান্তির পথে সে যাইতে পারে। কিন্তু ভুল করিয়া সেই ভুল সে যদি সংশোধন করে তবে তাহার ভিতরের দেবতা তাহাকে রক্ষা করেন। ইহাই আমার আশা, একান্তভাবে ইহাই আমি চাই। উভয় ডমিনিয়নের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়কে আপন আপন পাপ কার্যের জন্য অনুতাপ করিতে হইবে এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে। এরূপ করিলে তাহারা পরস্পরের সৎ প্রতিবেশী হইয়া উঠিবে—আজ যেমন পরস্পরের শত্রু হইয়াছে সেরূপ আর থাকিবে না। যে পদ্ধতিতে তাহারা স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে তাহা নির্দোষ। তজ্জন্য জগৎ তাহাদের প্রশংসা করিয়াছে। সেই পদ্ধতি দ্বারাই তাহারা স্বাধীনতা রক্ষা করুক। ন্যায় ও ধর্ম যদি তাহারা বিসর্জন দেয় তবে স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিবে না। লোকে আমাকে বলিতেছে যে, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির যে-প্রস্তাবে হিন্দু, শিখ ও মুসলমানদের আপন আপন ঘরে ফিরিবার কথা বলা হইয়াছে তাহা শুধু কথার কথা। আমি কিন্তু তাহা মনে করি না। ভারতবর্ষের জনসাধারণ যদি ক্ষণকালের জন্য বিচারবুদ্ধি হারাইয়া থাকে, তবে তাহাতে এরূপ বুঝায় না যে, চিরকালই তাহারা বিচারবুদ্ধিহীন হইয়া থাকিবে। দিল্লীকে আমি পরীক্ষাস্থল করিয়া লইয়াছি। এখানে যদি আমি ব্যর্থ হই তবে অন্যত্রও সফলতার আশা থাকিবে না।" ৪২২

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ৭-১২-৪৭

অপহৃতা নারী

প্রার্থনার পর গান্ধীজী অপহৃতা নারীদের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "ভারত ইউনিয়নের কয়েকজন হিন্দু সেবিকা লাহোরে মুসলমান নারীদের এক সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়াছিলেন। রাজা গজনফর আলী এবং আরও কয়েক

ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিলেন। বলা হইয়াছে যে, পাকিস্থানে ২৫,০০০ হাজার হিন্দু ও শিখ নারী এবং পূর্ব পাঞ্জাবে ১২,০০০ হাজার মুসলমান নারী অপহৃতা হইয়াছে। অনেকে বলেন, সংখ্যা এত অধিক হইবে না। আমার বিবেচনায় অপহৃতা নারী একটিমাত্র হইলেও তাহা যথেষ্ট নিন্দনীয়। মানুষ এত নীচ হয় কেমন করিয়া? অপহৃতার সর্বনিম্ন সংখ্যা ১২,০০০ হাজার ধরিলেও উভয় প্রদেশের যে কোনটির পক্ষে উহা অত্যন্ত অধিক বলিতে হইবে। সম্মেলনে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, এই সকল নারীকে উদ্ধার করিয়া তাহাদের নিজ নিজ পরিবারে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। রাজা গজনফর আলী বলেন, এই নারীহরণের দ্বারা উভয় ডমিনিয়নই কলঙ্কিত হইয়াছে। উভয় পক্ষই যখন স্বীকার করিয়াছে যে, এই সকল নারীদের আপন ঘরে ফিরাইয়া দিতে হইবে, তখন কে বেশি অন্যায় করিয়াছে বা কে আগে অন্যায় আরম্ভ করিয়াছে সে প্রশ্ন অবান্তর। এখন আসল কথা হইল কি করিয়া এই অন্যায়ের প্রতীকার করা যায়। ৪২৩

"শ্রীমতী রামেশ্বরী নেহেরু ও শ্রীমতী মৃদুলা সরাভাই আমাকে সম্মেলনের কাজের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন। তাঁহারা প্রস্তাব করিয়াছেন যে, পুলিশ ও সৈন্য সহায়ে কিছু মহিলাকর্মী পাকিস্থানে আর কিছু পূর্ব পাঞ্জাবে উদ্ধার-কার্য করিবেন। আমার মনে হয়, এই পদ্ধতিতে কাজ করিলে কাজ হইবে না। বলা হইয়াছে যে, কোন কোনও স্থানে কিছু সংখ্যক অপহৃতা নারী ঘরে ফিরিয়া যাইতে রাজি নয়। তাহারা ধর্ম পরিবর্তন করিয়া বিবাহিত হইয়াছে। আমার ইহা বিশ্বাস হয় না। এরূপ বিবাহ ও এরূপ ধর্ম-পরিবর্তন আইনতঃ অসিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত। প্রত্যেকটি অপহৃতা নারীকে যাহাতে তাহার ঘরে ফিরাইয়া দেওয়া হয় ইহা দেখা উভয় গবর্মেণ্টেরই কর্তব্য। তাহাদের আপনজন যেন হাত বাড়াইয়া তাহাদের ঘরে তুলিয়া লয়। দুষ্টের হাতে পড়িয়াছিল বলিয়া তাহাদের সমাজচ্যুত করা অমার্জনীয় নিষ্ঠুরতা। ৪২৪

"২৫,০০০ হাজার নারীকে অন্ততঃ ঐ সংখ্যক পুরুষ হরণ করিয়াছে। ইহারা কি সকলেই গুণ্ডা? এই অনুমান ঠিক নহে। এই সব লোক নিজেদের কলঙ্কিত করিয়াছে, আবার সমাজে ভদ্র বলিয়া চলিতেছে। ইহারা মনের স্থৈর্য ও ভালমন্দ বিচারবুদ্ধি হারাইয়া ফেলিয়াছে। অপহৃতা নারীদের ঘরে ফিরাইবার অনুকূলে জনমত গঠন করিতে হইবে। এই নারীদের উদ্ধারের জন্য উভয় গবর্মেণ্টকেই সর্বস্ব পণ করিতে হইবে। তাঁহারা অন্য লোক ও অন্য প্রতিষ্ঠানের সাহায্য চাহিতে পারেন। কিন্তু এ কাজ এত প্রকাণ্ড যে, গবর্মেণ্ট ব্যতীত অন্য কেহ ইহার সুরাহা করিতে পারিবে না।" ৪২৫

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ৮-১২-৪৭

মুসলিম সমিতির সাবধান-বাণী

"কোন মুসলিম সমিতি এই বলিয়া আমাকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন যে, মুসলমান বা অমুসলমান, যে কাহারও বিবৃতি লইয়া আমি যে আলোচনা করি তাহা ঠিক নহে। বিবৃতি ঠিক কি না তাহা নির্ণয় করিয়া তবে কথা বলা উচিত। ঐ প্রতিষ্ঠান আমাকে এই পরামর্শও দিয়াছেন যে, কাথিওয়াড়ে যাইয়া আমার নিজের চোখে সব দেখা উচিত। আমি ইতিপূর্বেই বলিয়াছি, কাথিওয়াড়ে যাইতে আমি এখন পারিব না। দিল্লী ও দিল্লীর আশেপাশে যে কর্তব্য রহিয়াছে এখন আমাকে তাহাই করিতে হইবে। আমার পরামর্শ-দাতারা একথাও ভুলিয়া যান যে, এই সকল ব্যাপারের আলোচনায় আমি যে বন্ধুত্বপূর্ণ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছি, তাহার ফলে, যে-সব দল অভিযোগ করিয়াছিল তাহারাই সেই অভিযোগ প্রয়োজনানুরূপ প্রত্যাহার করিয়াছে। ইহা হইতে এই শিক্ষা আমরা লাভ করিতেছি যে, কেবল সত্যের নিমিত্তই সত্যের অনুসরণ করিলে ফল সকল সময়েই ভাল হইয়া থাকে। ইহা বহু-প্রমাণিত সত্য। ধৈর্য ও অধ্যবসায় ব্যতীত এই সাধনা অসম্ভব। ৪২৬

সিন্ধু হইতে দুঃখপূর্ণ চিঠি

"সিন্ধু হইতে কেবলই বিষাদভরা চিঠি আসিতেছে। করাচি হইতে শেষ চিঠির খবর এই যে, সেখানে নরহত্যা বস্তুতঃ নাই, তবে হিন্দুদের পক্ষে সসম্মানে থাকা অসম্ভব হইয়াছে। যেমন, ইউনিয়ন হইতে আগত মুসলমানরা যখন খুশি তোমার ঘরে প্রবেশ করিবে ও শান্তভাবে বলিয়া দিবে যে, তাহারা ঐ ঘর দখল করিতে আসিয়াছে। এরূপ কাজ করিবার অধিকার তাহাদের নাই। কিন্তু তবুও তুমি আপত্তি করিতে সাহস পাইবে না। এরূপ ঘটনা বিরল নহে। কয়েক মাস পূর্বেকার করাচি এখন স্বপ্নবৎ মনে হয়। ইহাই হইল একখানি দীর্ঘপত্রের মর্ম। পত্রখানি নির্ভরযোগ্য বলিয়া আমার বিশ্বাস। বুঝা যাইতেছে, তথায় অরাজকতা চলিতেছে। বলা যাইতে পারে এইরূপ ব্যবহারের অর্থ তিলে তিলে মারা—মানুষের অন্তরকেও বিনষ্ট করা। পাকিস্থানের কর্তৃপক্ষের নিকট আমার একান্ত অনুরোধ, তাহারা এই অরাজকতা বন্ধ করুন। এই অরাজকতা সমাজে বিষবৃক্ষের মত, যত শীঘ্র ইহা নষ্ট করা যায় ততই ভাল। ৪২৭

পুনরায় নিয়ন্ত্রণ

"চিনির উপর নিয়ন্ত্রণ উঠিয়া গিয়াছে। গম, চাল, ডাল ও কাপড়ের নিয়ন্ত্রণও

উঠিবে। ঝপ্ করিয়া দাম কমিয়া যাইবে এই উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রণ রদ করা হয় নাই, কেনাবেচা যাহাতে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় আসে সেই ছিল উদ্দেশ্য। জবরদস্তি মূল্যনিয়ন্ত্রণ সকল সময়েই খারাপ। ১৯০০ মাইল লম্বা ও ১৫০০ মাইল চওড়া, বহুকোটি-লোক-অধ্যুষিত এই বৃহৎ দেশের পক্ষে তাহা আরও অধিক অনিষ্টকর। ভারত দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে সেকথা এই ক্ষেত্রে আমি ধরিতেছি না। আমরা সামরিক জাতি নহি। আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য এবং যথেষ্ট তুলা আমাদের দেশে জন্মে বা জন্মান যাইতে পারে। নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লইলে জাতি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিবে, ভুলচুক করিবার অধিকার তাঁহার মিলিবে। ভুল করিয়া এবং সেই ভুল সংশোধন করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়ার সনাতন পদ্ধতিই ছিল যথার্থ। শিশুকে আদরে আরামে আগলাইয়া রাখিলে হয় তার বাড় বন্ধ হইবে, নয়ত সে মরিয়া যাইবে। তাহাকে যদি সবল সুস্থদেহ করিয়া তুলিতে হয়, তবে তাহাকে সব রকম আবহাওয়া সহ্য করাইয়া সকল অসুবিধা অগ্রাহ্য করিতে শিখাইতে হইবে। সেইরূপ পরিচয়যোগ্য গবর্মেণ্ট হইতে হইলে গবর্মেণ্টের কর্তব্য হইবে, জাতিকে নিশ্চেষ্টভাবে কোন মতে বাঁচিয়া থাকিতে সহায়তা না করিয়া, লোকের সমবেত চেষ্টায় জাতি কি করিয়া অভাব-অনটন, দুঃখকষ্ট ও নানা বাধাবিপত্তির সম্মুখে সাহস করিয়া দাঁড়াইতে পারে সেই পথ দেখান। ৪২৮

নিয়ন্ত্রণ-রদের তাৎপর্য

"এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে, নিয়ন্ত্রণ-রদ অর্থে বুঝায়, দূরদৃষ্টি সহায়ে গুছাইয়া চলার কাজ গবর্মেণ্টের কতিপয় মন্ত্রীর হাত হইতে দেশের তাবৎ লোকের হাতে দিয়া দেওয়া। জাতির উন্নতিকল্পে গবর্মেণ্টকে অনেক নূতন কাজ করিতে হইবে। তবেই জাতির উপর যে কর্তব্য আসিয়া পড়িয়াছে সে তাহা সুসম্পন্ন করিতে পারিবে। যানবাহনের পদ্ধতিকে সুব্যবস্থিত করিতে হইবে, আরও ফসল ফলাইবার পদ্ধতি লোকের ঘরে ঘরে বুঝাইয়া দিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির নিমিত্ত কৃষি-বিভাগকে, পুঁজিপতির স্বার্থে ইন্ধন না দিয়া ক্ষুদ্র কৃষকের সহায় হইতে শিখিতে হইবে। গবর্মেণ্টকে একদিকে যেমন দেশের সর্বশ্রেণীর লোককে কাজ করিতে দিতে হইবে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের কার্যকলাপের উপরও দৃষ্টি রাখিয়া তাহা সংযত করিতে হইবে এবং দেশের কোটি কোটি অধিবাসীর মধ্যে যাহারা অধিকাংশ সেই এ যাবৎ উপেক্ষিত অল্পবিত্ত কৃষকদের কল্যাণের প্রতি সর্বদা অবহিত হইতে হইবে। ছোট চাষী নিজের উৎপন্ন ফসল খায়, আর যাহারা মাত্র খাদক অর্থাৎ চাষ করে না তাহাদের কাছে বিক্রয় করিবার জন্য সেই ফসলের কিছু অংশ রাখে এবং

ফসল বেচিয়া যে টাকা পায় তাহাতে নিজের প্রয়োজনীয় অপরাপর জিনিস কিনিয়া থাকে। প্রতিযোগিতার খোলা বাজারে চাষী যে মূল্য পাইত, নিয়ন্ত্রণের ফলে এখন সে তাহা অপেক্ষা কম পায়। অতএব যে-পরিমাণ অধিক দর সে পাইবে, খাদ্যশস্যের মূল্য সেই পরিমাণে বাড়িবে। তাহাতে ক্রেতার অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত নহে। নূতন ব্যবস্থায় বর্ধিত মূল্যের সবটাই যাহাতে চাষীর হাতে যায় গবর্মেণ্টকে তাহা দেখিতে হইবে। এই কথাটা প্রয়োজনমত দিনের পর দিন বা সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরিয়া লোককে বুঝাইতে হইবে। কারখানার ধনী মালিক এবং ব্যাপারীদের গবর্মেণ্টের সহিত সহযোগিতায় ও গবর্মেণ্টের অধীনে কাজ করিতে হইবে। আমি শুনিয়াছি যে, তদনুসারে কাজও আরম্ভ হইয়াছে। উক্ত কার্য সম্পাদনের জন্য এই অল্প সংখ্যক লোক বা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পূর্ণ সংযোগ থাকা চাই। এতদিন তাহারা আত্মস্বার্থপুষ্টির নিমিত্ত গরীবকে শোষণ করিয়া আসিয়াছে এবং পরস্পরের সহিত অন্যায় প্রতিযোগিতা করিতে দ্বিধা করে নাই। এখন সে সব ছাড়িতে হইবে। বিশেষতঃ খাদ্য ও বস্ত্রের ব্যবসায়ে মুনাফাখুরি একদম চলিবে না। নিয়ন্ত্রণ-রদের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে, যদি ইহার ফলে ব্যবসায়ীদের লাভবৃদ্ধির চেষ্টা সফল হয়। আশা করি, ধনী ব্যবসায়ীরা লেনদেন ব্যাপারে সময়োচিত সংযম পালন করিবে।" ৪২৯

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ৯-১২-৪৭

বায়ু পরিবর্তন

"সংবাদপত্রে একটা খবর বাহির হইয়াছে যে, সর্দার পাটেল ও আমি বায়ুপরিবর্তনের নিমিত্ত পিলানিতে যাইব। আমি অথবা সর্দার কাহারও বায়ু পরিবর্তনে যাইবার অবসর কোথায়? রাত্রে বিশ্রাম পাইলেই আমাদের বায়ু পরিবর্তন হয়। তবে সর্দারের হইয়া আমি কথা বলিতে পারি না। হয়ত সাক্ষাৎকার ও আপিসের কাজ হইতে ছুটি লইবার জন্য তিনি একটা নির্জন স্থানের সন্ধান করিতে পারেন। আমার নিজের কথা বলিতে হইলে, আপিসের ভাবনা-চিন্তা আমার নাই। তা ছাড়া, দিল্লী ও দিল্লীর আশেপাশে থাকিয়াই কাজ করিব বা মরিব, এই পণ আমি করিয়াছি। আমি আরও শুনিয়াছি যে দিল্লী হইতে আমাদের জন্য সকল রকম জিনিসপত্র পাঠাইবার নিখুঁত ব্যবস্থা হইতেছে। এই খবর একেবারে আজগুবি। পিলানি সম্পর্কীয় খবর আমি সংবাদপত্রে দেখিয়াছি। কথাটা সত্য কিনা সংবাদপত্রের লোকেরা তাহা আমার বা সর্দারের কাছ হইতে কেন যে যাচাই করিয়া লইলেন না, জানি না।" ৪৩০

খুনের বাড়া

সিন্ধু হইতে প্রাপ্ত এক বন্ধুর পত্রের উল্লেখ করিয়া গান্ধীজী বলিলেন, "সিন্ধুদেশের হরিজনদের কষ্টের বর্ণনা করিয়া তথাকার এক ডাক্তার যাহা লিখিয়াছিলেন সে কথা আমি দিনকয়েক আগে আপনাদের বলিয়াছি। আজিকার পত্রে দেখিতেছি যে, ডাক্তারকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে আর ডাক্তারের সঙ্গে না হইলেও অপর কয়েকজন কর্মীও গ্রেপ্তার হইয়াছেন। মৎলবটা হইতেছে এই যে, হরিজনদের পক্ষে যাহারা কথা বলিতে পারে এমন কাহাকেও তথায় জেলের বাহিরে রাখা হইবে না। ইহা ত ভয়াবহ ব্যাপার। পাকিস্থান গবর্মেণ্টকে আমি সতর্ক করিয়া দিতেছি যে, ঐরূপ ব্যবহার করিলে সকল কর্মীই সেখান হইতে বিতাড়িত হইবে। সোজা খুন করিয়া ফেলার চেয়েও ইহা ভয়ঙ্কর।" ৪৩১

কস্তূরবা কর্মীদের প্রতি

আজ অপরাহ্নে কস্তূরবা উপনিধি-সমিতির মহিলা কর্মীদের সহিত তাঁহার যে কথা হইয়াছিল তাহার উল্লেখ করিয়া গান্ধীজী বলিলেন, "ভারতবর্ষের গ্রামের স্ত্রীলোক ও শিশুদের সেবার জন্যই এই সমিতি গঠিত। কর্মীদের প্রায় সকলেই সহরের মেয়ে। এ যাবৎ সহর গ্রামকে শোষণ করিয়া আসিয়াছে। এখন সহরগুলি যদি গ্রামের সেবার কারণে শোষিত হয় তবে ঠিক কাজ হইবে। আজ কিন্তু ধনপতিরা গ্রাম হইতে কাঁচা মাল সংগ্রহ করিতেছে এবং তাহা দ্বারা ধন আহরণ করিতেছে। এই সকল সেবিকা যদি গ্রামের সেবা করিতে চায়, তবে অন্তরে তাহাদের গ্রামবাসী হইতে হইবে। সহরের মনোভাব তাহাদের ছাড়িতে হইবে। তাহারা সহরের যাহা ভাল—যথা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধানের ব্যবস্থা—তাহা গ্রামে আমদানি করিবে, কিন্তু তাহাকে গ্রামের রূপ দিয়া। তবেই কেবল তাহারা গ্রামের শোষণ বন্ধ করিতে পারিবে ও গ্রামের স্ত্রীলোক ও শিশুদের অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইবে। ৪৩২

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ১০-১২-৪৭

চরকার মর্মকথা

প্রার্থনার পরে আজ গান্ধীজী চরকা-সংঘ সম্পর্কে বলিলেন, "গতকল্য চরকা-সংঘের সভায় ও আজ তালিমী সংঘের সভায় যোগ দিবার জন্য আমি হরিজন-নিবাসে গিয়াছিলাম। চরকা-সংঘ চরকা ও চরকার মর্মকথা অহিংসার প্রচার করিতে সচেষ্ট। চরকা-সংঘ লোককে নিজেদের কাপড় তৈয়ারি করিয়া

লইতে শিক্ষা ও উৎসাহ দান করিয়াছে। সংঘ তুলাবীজ-ছাড়ান, ধোনা, পাঁজ-করা ও সুতাকাটা হইতে আরম্ভ করিয়া কাপড়াবোনা পর্যন্ত যাবতীয় কৌশল লোককে শিখাইয়াছে। লোকে যদি এই শিক্ষা কাজে লাগায় তবে দুই দিক দিয়া তাহারা লাভবান হইবে। কাপড় কিনিতে তাহাদের যে পয়সা খরচ হয় তাহা বাঁচিবে, আর তাহাদের অবসর সময় একটা রম্য হস্তশিল্পের কাজে লাগিবে। আমি আগেই বলিয়াছি যে, ভারতবর্ষে কাপড়ের অভাবে কষ্ট পাওয়া নিছক পাগলামি। দরকারী কাজ করাইয়া চরকা-সংঘ গরীব গ্রামবাসীর হাতে কয়েক কোটি টাকা পৌছাইয়া দিতে পারিয়াছে, কিন্তু ভারতের সাত লক্ষ গ্রামে চরকার বাণী সকলের মনে ধরাইয়া দিতে পারে নাই। এই সব গ্রাম যদি চরকার গুঞ্জনে মুখর হইত, তবে দেশে যে সব বিষম দুঃখপূর্ণ ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা জগতের লোক বা আমরা ঘটিতে দেখিতাম না। তাহা হইলে গ্রামগুলি কর্মমুখর সুখময় আবাসে পরিণত হইত। কিন্তু আজ বস্ত্রসম্পর্কে লোকে শুধু কলের কথা ভাবে। কলে ত কয়জন লোক কাজ পায়। ফলে ধনিকের স্বার্থের স্থান হয় জনকল্যাণের অগ্রে। ধনিকের সহিত আমার বিবাদ নাই। আমি এক ধনিকের বাড়িতেই আছি। কিন্তু তাহাদের পথ ও আমার পথ ভিন্ন। সকলেই গরীবের সেবার কথা বলে। সমাজতন্ত্রীরা গণ-রাজের কথা বলে। সময়ে হয়ত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও বৃহৎ শিল্পে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন হইতে পারে, কিন্তু আজ তাহাদের চরকা ও চরকার যাহা মূল কথা, তদনুযায়ী কাজ করিতে হইবে। আর কিছুতে না হউক লোককে অন্ততঃ বস্ত্রে স্বাবলম্বী হইতে বলা ত তাহাদের কর্তব্য।" ৪৩৩

চরকা ও সাম্প্রদায়িক মৈত্রী

গান্ধীজী বলিতে লাগিলেন, "আমি ত এই লইয়া গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া কাজ করিতেছি। চরকাকে আমি অহিংসার প্রতীক বলিয়াছি। চরকা যদি প্রসার লাভ করিত তবে আজ মুসলমান বিতাড়নের কথা উঠিত না। বহু সংখ্যক মুসলমান দিল্লী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট যাহারা আছে তাহাদের তাড়াইয়া দিবার :কথা শুনিতেছি। হিন্দুরা কি তবে তাহাদের মসজিদে গিয়া বাস করিবে? ঐ পথে হিন্দুধর্ম ধ্বংস হইবে। ৪৩৪

বাঁচ এবং বাঁচাও

"আজমীর হইতে খবর আসিয়াছে যে, বহুসংখ্যক মুসলমান প্রাণভয়ে তথা হইতে চলিয়া গিয়াছে। যাহারা আছে তাহাদের জনকয়েক নিহত হইয়াছে। বিষ গ্রামেও ছড়াইতেছে। আজমীরে মস্ত দরগা আছে। তথায় হিন্দু ও

মুসলমান উভয়েই পূজা দিয়া থাকে। আজ কি তাহারা পাগল হইয়াছে? যাহাতে সকলের শুভবুদ্ধি জাগে আপনারা সকলে সেই প্রার্থনা করুন। মুসলমানদের মারিতে বা তাড়াইতে চেষ্টা করিলে হিন্দুরা হিন্দু ধর্মকেই বিনাশ করিবে। তেমনই, পাকিস্থান হইতে হিন্দু ও শিখদের নিশ্চিহ্ন করিলে মুসলমানরা ইসলামকে হত্যা করিবে। অপরকে বাঁচিতে দেওয়াই নিজে বাঁচিবার একমাত্র পথ।" ৪৩৫

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ১১-১২-৪৭

কোরানের বয়েত

প্রার্থনা আরম্ভ হইবার আগে শ্রোতৃবর্গের একজন দাঁড়াইয়া উঠিয়া, প্রার্থনায় কোরান হইতে যে বয়েত আবৃত্তি করা হয় তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য গান্ধীজীকে অনুরোধ করিলেন। প্রার্থনান্তিক ভাষণে বয়েতের ব্যাখ্যা করিয়া গান্ধীজী বলিলেন, "এই শ্লোকে পাপ শয়তানের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য করুণাময় আল্লার কাছে ভক্ত আবেদন জানাইতেছে। আল্লাই অন্তিম বিচারক। আল্লা এক ও অদ্বিতীয়। তাঁহার পুত্র নাই, তিনি কাহারও পুত্রও নহেন। শেষের দিকে এই প্রার্থনাটি আছে যে, যাঁহারা ভগবানের কৃপালাভ করিয়াছেন আল্লা যেন ভক্তকে তাঁহাদের পথে লইয়া যান। ৪৩৬

"আপনারা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—মুসলমানরা তবে কেন এই অনুশাসনের বিপরীত আচরণ করে? আপনাদিগকে আমি পাল্টা প্রশ্ন করিব—খৃষ্টানরা কি খৃষ্টের বিধান মানিয়া চলে, না হিন্দুরা উপনিষদের বিধান মানে? সব মুসলমানই খারাপ নহে, আর সব হিন্দুও ভাল নহে। ৪৩৭

মুসলিম শান্তি-মিশনের আশ্বাস

"শান্তির বাণী লইয়া যুক্তপ্রদেশের চারজন মুসলমান বন্ধু পশ্চিম পাঞ্জাবে গিয়াছিলেন। আজ সকালে তাঁহারা আমার সহিত দেখা করেন। তাঁহারা বলেন, হিন্দুরা এখন লাহোরে গিয়া নিরাপদে থাকিতে পারে। তাঁহারা হিন্দুদের সঙ্গে যাইবেন এবং প্রাণ থাকিতে কাহাকেও হিন্দুদের কেশ স্পর্শ করিতে দিবেন না। আমি তাঁহাদের এই কথাগুলি লিখিয়া দিতে বলি, কারণ তাহা হইলে সভায় সকলকে পড়িয়া শুনাইতে পারিব। তাঁহারা পত্রাকারে যাহা লিখিয়া দিয়াছেন তাহা বলিতেছি:

'যুক্ত প্রদেশের শান্তি-মিশন দুইবার পশ্চিম পাঞ্জাব ঘুরিয়া আসিয়াছে। প্রথম বারে একমাস ও দ্বিতীয় বারে এক সপ্তাহকাল মিশন তথায় ছিল। অবস্থা এখন অনেক ভাল। গবমেণ্ট ও জনসাধারণ উভয়েই শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করিতেছে।

১। পশ্চিম পাঞ্জাব গবর্মেণ্ট চাহে, যে-সব অমুসলমান এখন তথায় আছে তাহারা যেন দেশ ছাড়িয়া না যায় এবং যাহারা চলিয়া গিয়াছে তাহারা যেন ফিরিয়া আসে।

২। গবর্মেণ্ট এই আদেশ জারি করিয়াছে যে, যে-সব অমুসলমান ফিরিয়া আসিবে, তাহাদের সম্পত্তি ফেরত দিতে হইবে।

৩। যে-সব অমুসলমান পশ্চিম পাঞ্জাবে ফিরিয়া আসিবে তাহাদের নিরাপত্তার পূর্ণ ব্যবস্থা করা হইবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সব রকম সুযোগ দেওয়া হইবে।

৪।-তাঁহাদের সকল চেষ্টা সত্ত্বেও যদি কোন অমুসলমান পশ্চিম পাঞ্জাবে ফিরিতে না চায়, তবে আপন ইচ্ছানুসারে সে তাহার সম্পত্তি বিক্রয় বা অন্যের সহিত বদল করিতে পারিবে।

৫। দাঙ্গায় যাহারা প্ররোচনা দেয়, গবর্মেণ্ট তাহাদের কঠোর দণ্ডবিধান করিতেছে এবং পুনরায় যাহাতে দাঙ্গা না বাধে তার জন্য সব রকম সতর্কতা অবলম্বন করিতেছে। শান্তি-মিশন পশ্চিম পাঞ্জাবের অধিবাসীদিগকে ও গবর্মেণ্টকে অমুসলমানদের ধন প্রাণ মান রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। যুক্ত প্রদেশের শান্তি-মিশনের সদস্যগণ তাহাদের অমুসলমান ভাইদের এই আশ্বাস দিতেছে যে, যাহারা ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছুক তাহারা তাহাদের সঙ্গে যাইবে এবং তাহাদের পুনর্বসতির সহায়তা করিবে। নিজ জীবন দিয়াও তাহারা তাহাদের রক্ষা করিবে এবং যতদিন না তাহারা নিরাপদ বোধ করে ততদিন তাহাদের সহিত থাকিবে।' ৪৩৮

"জনৈক হিন্দুও আমাকে লাহোর হইতে এক পত্রে জানাইয়াছেন যে, দাঙ্গার সময়েও তিনি বরাবর লাহোরে ছিলেন। তিনি একটি ভোজনালয়ের পরিচালক। দৈনিক প্রায় হাজার খরিদ্দার তিনি পান। গবর্মেণ্ট অরাজকতা নিবারণে সচেষ্ট। যে সব অমুসলমান লাহোর ছাড়িয়া গিয়াছে তিনি তাহাদের ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন। ৪৩৯

"এই কথা যদি সত্য হয় তবে আমি অতিশয় তৃপ্তিবোধ করিব। কিন্তু বন্ধুদের এই সব কথা কার্যে প্রমাণ করিতে হইবে। এই দিকে কি করা যায় তাহা আমি বিবেচনা করিয়া দেখিব। ৪৪০

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ১২-১২-৪৭

শরণার্থীদের কষ্ট

"একজন শরণার্থী আমাকে লিখিয়াছেন, 'অমুসলমানদের পাকিস্থানে ফিরিয়া যাওয়া সম্পর্কে গত সন্ধ্যায় আপনি যাহা বলিয়াছেন তদনুসারে আমি যত শীঘ্র সম্ভব তথায় ফিরিয়া যাইতে চাই। ভারত ইউনিয়নে শরণার্থীদের সুখদুঃখের খবর কেহ লয় না। তাহারা নিদারুণ কষ্টে আছে।' আমি স্বীকার করি শরণার্থীদের কষ্ট খুব বেশি। কষ্ট লাঘবের জন্য গবর্মেণ্টের সকল চেষ্টা সত্ত্বেও এই অবস্থা। তবে একথা মনে রাখিতে হইবে যে, কাজটি এত প্রকাণ্ড যে সবচেয়ে সেরা গবর্মেণ্টের পক্ষেও এরূপ ক্ষেত্রে সকলের মনস্তুষ্টি করিয়া একাজ করিয়া উঠা সম্ভব নহে। যাহা হউক, আজ আমি কাহাকেও পাকিস্থানে ফিরিয়া যাইতে

বলি না। শান্তি-মিশনের বিবৃতি কতটা ঠিক তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। তারপর বিবেচনা করিয়া দেখিব, ফিরিতে যাহারা ইচ্ছুক তাহাদের ফিরিবার কি ঠিক ব্যবস্থা করা যায়। ৪৪১

আর এক দিক

"ব্রহ্মদেশ ও বোম্বাই হইতে দুই খানি ক্রোধপূর্ণ চিঠি পাইয়াছি। চিঠি দুই খানি মুসলমানদের কাছ হইতে আসিয়াছে, তবে তাঁহারা নাম দেন নাই। এই বন্ধুরা বলিতেছেন যে, কাথিওয়াড়ের মুসলমানরা অভিযোগ প্রত্যাহার করিয়াছেন কিন্তু ঐ সব অভিযোগ সত্য। বে-নামা চিঠিতে আমি কি করিয়া গুরুত্ব আরোপ করিব বুঝিতে পারি না। অভিযোগের সমর্থনে তাঁহারা নাম বলুন, তথ্য দিন, সংখ্যা নির্দেশ করুন। মাত্র তখন আমি স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে তদন্ত করিতে অনুরোধ করিতে পারিব। ৪৪২

"আজমীর হইতে একখানি তারে বলা হইয়াছে যে, হাঙ্গামাকে যত বড় করিয়া দেখান হইয়াছে, আসলে উহা তত বড় নহে, আর হিন্দুরা হাঙ্গামা বাধায় নাই। হাঙ্গামা সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করে এমন লোকও আছে, মাত্র এই কথাটি আপনাদের জানাইবার জন্যই ঐ তারের উল্লেখ করিলাম। সত্য যে কোথায় তাহা ত জানি না। ৪৪৩

"সর্দার বল্লভভাই পাটেল বলিয়াছেন, সোমনাথ মন্দির পুনর্নির্মাণের ব্যয় রাজকোষ হইতে দেওয়া হইবে না, কিন্তু রাজকোষ হইতে দেওয়া না হইবে বা কেন, তাহার ত কোন কারণ দেখি না—এই কথা বলিয়া এক বন্ধু আমার মন্তব্যের উপর টিপ্পনী করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস, সরকার যদি এই সব কারণে এক সম্প্রদায়ের জন্য অর্থব্যয় করে, তবে অপর সম্প্রদায়ের জন্যও করিতে হইবে। ব্যাপারটা অন্যায় হইবে।" ৪৪৪

কলিকাতায় গুণ্ডামি

কলিকাতায় গুণ্ডামির উল্লেখ করিয়া গান্ধীজী বলিলেন, "মনে হয়, লোকের এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, জবরদস্তির দ্বারা সব কিছু পাওয়া যাইতে পারে। ইহা ত সম্পূর্ণ ভুল। অতীতে এইরূপ জবরদস্তির প্রতিবাদে আমি অনশন করিয়াছি—জবরদস্তি বা হিংসা যখন বিদেশী গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে করা হইয়াছে, তখনও। আজ গবর্মেণ্ট নিজেদের হইয়াছে বলিয়া কি এইরূপ অরাজকতা সহ্য করিতে হইবে? অরাজকতা দমনের জন্য গবর্মেণ্ট যে উপায় অবলম্বন করিয়াছে লোকে তাহাতে আপত্তি করিয়াছে। আমি তাহাদের এই কথাটি বুঝিয়া দেখিতে বলি যে, অপরাধের দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাওয়া ত কখন স্বাধীনতার অর্থ হইতে পারে না। গবর্মেণ্টের কোন কাজ

অন্যায় হইয়াছে মনে হইলে, সঙ্গত উপায়ে তাহার বিরুদ্ধে লোকে আন্দোলন করিতে পারে। শান্তিপূর্ণ উপায়গুলি কি তাহারা অবলম্বন করিয়াছে? তাহাতে কি ফল হয় নাই? আমাদের স্বাধীনতা কিঞ্চিদধিক তিন মাসের শিশু। খবর যেরূপ পাওয়া গিয়াছে সেইভাবে যদি তাহারা গবর্মেণ্টের পথে বাধা সৃষ্টি করে, তবে ত খাদ্য সরবরাহ করা এবং লোকের অপর প্রয়োজন ঠিকমত মিটান গবর্মেণ্টের পক্ষে অসম্ভব হইবে। এই সকলের অর্থ তবে কি এই যে, ভারতবাসীরা কেবল ধ্বংস করিতেই জানে, গঠন-ব্যাপারে তাহারা অপটু? বৃটিশ গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের পথে হইয়াছিল—হিংসার পথে নহে। এখন ত আমাদের নিজের গবর্মেণ্ট। বিদেশী গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে যে-সব উপায় অবলম্বন করা নিষিদ্ধ ছিল, এখন সে উপায় অবলম্বন করা অন্যায়।" ৪৪৫

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ১৩-১২-৪৭

চরকার বাণী

সম্প্রতি হরিজন পল্লীতে চরকা-সংঘের অধিবেশনে যে আলোচনা হইয়াছিল প্রার্থনান্তিক ভাষণে তাহার উল্লেখ করিয়া গান্ধীজী বলিলেন, "চরকার উপর আমি এত বেশি জোর দিয়াছি কেন? বহু বৎসর পূর্বে আমি যখন চরকার কথা বলিতে আরম্ভ করি, তখন জানিতাম না যে, পাঞ্জাব এবং গুজরাট ও কাথিওয়াড়ের কতক অঞ্চলে চরকা-শিল্প তখনও বাঁচিয়া আছে। চরকা সম্বন্ধে প্রথমে মনে হইয়াছিল, ইহা গরীব কৃষক এবং পল্লী-রমণীর আয়-বৃদ্ধির একটা উপায়। কিন্তু চরকার ভিতর যে প্রচণ্ড শক্তি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে পরবর্তীকালে তাহা আবিষ্কার করিয়াছি। ঐ শক্তি হইল অহিংসার। প্রবলতম সামরিক শক্তিও উহাকে পরাজিত করিতে পারে না। এই উপলব্ধি বশেই চরকাকে আমি অহিংসার প্রতীক বলিয়া অভিহিত করিয়াছি। ৪৪৬

"আপনারা সকলে চরকা, ঢাকাই মসলিন এবং তাহার অনুষঙ্গ গুলির ইতিবৃত্ত জানেন। তৎকালে চরকার ইতিবৃত্তে আমাদের দাসত্বের চিহ্ন ছিল, কারণ, মনিব যে মজুরি বাঁধিয়া দিত কারিগরদের তাহাতেই কাজ করিতে হইত, 'না' বলিতে তাহারা পারিত না। কিন্তু চরকার সম্ভাবনা সম্বন্ধে পূর্ণরূপে সচেতন হইয়া যখন তাহা চালান হইল, তখন সেই চরকাই স্বাধীনতার প্রতীক হইয়া উঠিল। ভারতের ৪০ কোটি জনগণের মধ্যে সকল পুরুষ ও নারী এবং বড় ছেলেমেয়েরা যদি চরকা কাটে, তবে এত সুতা হইবে যে তাহাতে কোটি কোটি লোকের পরিধানের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ খাদি বোনা যাইবে, আর তাহা দ্বারা কোটি কোটি টাকা বাঁচিয়া যাইবে। কিন্তু কাজের দিক হইতে চরকা

সম্বন্ধে ইহাই বড় কথা নহে। চরকার সূত্রে ৪০ কোটি লোকের মধ্যে সহযোগিতামূলক যে শক্তির উদ্ভব হইবে তাহারই আমি সব চেয়ে বেশি মূল্য দিই। কাহাকেও শোষণ না করিয়া এত কোটি লোককে কাজ দিতে পারে এমন বৃত্তি আর কিছু আছে কি? মিলগুলি এরূপ কার্য কখনই করিতে পারিবে না। কোটি কোটি লোককে পুরা বা আধা বেকার অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া মিলগুলি মাত্র কয়েক লক্ষ লোককে কাজ দিতে পারে। অতীতে লোকে হয়ত আমার খাতিরে চরকা কাটিয়াছে—কিন্তু চরকার পুরা অর্থ বুঝে নাই। এই কারণেই চরকা বহু পরিমাণে পরিত্যক্ত হইয়াছে। আজ আমি চাই আপনারা ভাবিয়া বুঝিয়া চরকা গ্রহণ করুন। চরকার অর্থ শোষণ হইতে মুক্তি। চরকার অর্থ অহিংসা ও ইহার অপর অর্থ নৈতিক জীবন। এই সকল বুঝিয়া যদি আপনারা চরকা গ্রহণ করেন, তবে আর কখন চরকা ছাড়িয়া দিবেন না। তখন সাম্প্রদায়িক বা অন্যপ্রকার কলহ থাকিবে না। আপনারা তখন সারা পৃথিবীতে শান্তির অগ্রদূত হইবেন।" ৪৪৭

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ১৪-১২-৪৭

বন্ধুর কাজ

আজ সন্ধ্যায় প্রার্থনার পর ভাষণে গান্ধীজী বলিলেন, "সভায় আসিবার সময় শ্রোতাদের একজনের কাছ থেকে আমি একখানি চিঠি পাইয়াছি। চিঠিতে বলা হইয়াছে যে, এক মুসলমান বন্ধুকে অবস্থার চাপে পড়িয়া পাকিস্থানে চলিয়া যাইতে হইয়াছে। যাইবার সময় তিনি কষ্টার্জিত অর্থ ঐ পত্রপ্রেরকের নিকট রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি সেই অর্থ সোনারূপা করিয়া রাখিয়াছেন এবং জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, সেই সোনারূপা আমি মালিকের কাছে পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিতে পারি কি না। মালিকের ঠিকানা সমেত ঐ সোনারূপা আমার কাছে পাঠাইয়া দিলে, আমি সানন্দে কর্তৃপক্ষকে বলিব, তাঁহারা যেন মালিকের সন্ধান করিয়া উহা পাঠাইয়া দেন।" ৪৪৮

নঈ তালিম

হরিজন-নিবাসে গান্ধীজী যে যে বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলেন তাহার ক্রম অনুযায়ী এইবার নঈ তালিমের কথা আসে। তাই কথামত তিনি এইবার নঈ তালিম সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। তিনি বলিলেন, "নঈ তালিমের বয়স মাত্র ৮ বৎসর। একটি নিখিল ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে নূতন ভিত্তিতে জাতির শিক্ষাপ্রচেষ্টার এই অভিজ্ঞতা দীর্ঘ নয়। নঈ তালিমকে হাতের কাজের ভিতর দিয়া শিক্ষা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই বর্ণনা ঠিক, আর লোকে

ইহা বুঝিবে। তবে ইহা এই সম্পর্কে সত্যের একটা দিক মাত্র। এই নব-শিক্ষার মূল গিয়াছে আরও গভীরে, মানুষের সর্ববিধ কার্যে সত্য ও প্রেমের প্রয়োগের মধ্যে—সে কার্য ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত যে জীবনেরই হউই না কেন। জীবনের সকল কার্যে সত্য ও প্রেম অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে, এই ধ্যান হইতেই হস্ত-শিল্পের মধ্য দিয়া শিক্ষার ধারণার উদ্ভব হইয়াছে। মানবপ্রেম চায় সত্যকার শিক্ষা সকলেরই সহজলভ্য হউক, আর গ্রামের প্রত্যেক লোকের প্রতি-দিনের জীবনে তাহা কাজে লাগুক। এই শিক্ষা পুঁথি হইতে আসে না এবং পুঁথির উপর নির্ভর করে না। সাম্প্রদায়িক ধর্মের সহিতও ইহার কোন সম্পর্ক নাই। এই শিক্ষাকে·যদি ধর্মানুগত বলা যায়, তবে সে ধর্ম সার্বজনীন—খণ্ড ধর্মসমূহ তাহা হইতেই আসিয়াছে। অতএব, জীবন-পুঁথি হইতেই এই শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। এই পুঁথি কিনিতে অর্থব্যয় হইবে না, পৃথিবীতে কেহই জোর করিয়া কাহারও নিকট হইতে এই শিক্ষা কাড়িয়া লইতে পারিবে না। তারপর প্রশ্ন আসে যে, এই নীতিহীন নাস্তিকতার যুগে এমন শিক্ষক আছেন কি যাঁহাদের অন্তর সত্য ও প্রেমে পূর্ণ, আর তাঁহারা এমন ছাত্রকে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারিবেন কি যাহারা সত্য ও প্রেমের শিক্ষা লাভ করিতে চাহিবে? নঈ তালিমের সভাপতি ডক্টর জাকির হোসেন এবং সম্পাদকদ্বয় শ্রীআর্যনায়কম্ ও শ্রীমতী আশা দেবীকে ইহার উত্তর দিতে হইবে। তাঁহারা যদি সত্য ও প্রেমকে কার্যোদ্ধারের পন্থা নহে, পরন্তু জীবনের মূলনীতি বলিয়া বিশ্বাস করেন তবে আমি মনে করি যে, তাঁহাদের সেই সম্পদ·চুম্বকের মত কাজ করিবে—মানুষের মধ্যে অতি বড় পাষাণকেও তাহার নিকট আকর্ষণ করিয়া আনিবে। সান্ধ্য প্রার্থনায় যে শ্লোকগুলি আবৃত্তি করা হয় তাহাতে স্থিতপ্রজ্ঞের যে বর্ণনা আছে তাঁহাদের সেই স্থিতপ্রজ্ঞের গুণাবলীর অধিকারী হইতে হইবে। সেই সকল গুণ অর্জন করিতে না পারিলে অথবা যে কার্য তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা ছাড়িয়া দিলে ৮ বৎসর বয়সের এই শিশুটি (নঈ তালিম) মরিয়া যাইবে। বোঝাটা ঐ তিনজনের মধ্যে প্রধানতঃ সম্পাদকদ্বয়ের উপরই পড়িয়াছে। এই শিশু সমিতি ব্যক্তিনিরপেক্ষ—ব্যক্তি বলিতে আমি প্রতিষ্ঠানের গঠনকর্তাদেরও ধরিতেছি—একটি সংস্থায় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে এই দাবি আমি করিতে পারি না।" ৪৪৯

বিরল ভবন, নয়া দিল্লী ১৫-১২-৪৭

লজ্জাকর অবাধ্যতা

"সংবাদপত্রে নিম্নের খবরটি পড়িয়া আমি ব্যথিত হইয়াছি :

'ছয়টি মুনিসিপাল স্কুলভবন শরণার্থীরা দখল করিয়াছে। দিল্লী মুনিসিপাল কমিটির

সকল চেষ্টা সত্ত্বেও তাহারা ঐ সব স্থান ছাড়িয়া দেয় নাই। বাড়ীগুলি খালি করিয়া দিবার জন্য কমিটি পুলিশ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিবার কথা ভাবিতেছেন।' ৪৫০

"বিবরণটি নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে হয়। বিশৃঙ্খলা এবং তদপেক্ষাও যাহা খারাপ, ইহা তাহারই লজ্জাকর দৃষ্টান্ত। ভারত ইউনিয়নের রাজধানীতে এরূপ অবাধ্যতার প্রকাশ কাহারও পক্ষে ভাল নয়। আমি আশা করিতেছি, অনধিকারপ্রবেশ যাহারা করিয়াছে তাহারাই আপন নির্বুদ্ধিতার জন্য অনুতাপ করিবে ও বিদ্যালয়-ভবনগুলি ছাড়িয়া দিবে—তাহা না হইলে বন্ধুরা তাহাদের চেতনা দিতে পারিবেন —গবর্মেণ্টকে বাধ্য হইয়া জোর জবরদস্তি করিতে হইবে না। শরণার্থীদের বিরুদ্ধে একটা সাধারণ অভিযোগ এই যে, ভয়ঙ্কর দুঃখদাহনের মধ্য দিয়া গিয়াও তাহারা ধীর, বিবেচক ও শ্রমশীল হইয়া উঠে নাই। আশা করা যায়, সাধারণভাবে শরণার্থীগণ এবং বিশেষভাবে এই অনধিকার প্রবেশকারীগণ অনুতাপের দ্বারা এই অভিযোগ অপ্রমাণ করিবেন। ৪৫১

দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা

"শনিবার আমি কলিকাতার বে-আইনী বিশৃঙ্খলার কথা বলিয়াছি। উহা স্বতন্ত্র পরিস্থিতিতে ঘটিয়াছে, শরণার্থীরা উহা ঘটায় নাই। যিনি যে-দলের বা যে-মতবাদের হউন না কেন, নেতৃগণের সকলের উচিত সতর্ক নিষ্ঠার সহিত ভারতের সম্মান রক্ষা করা। দেশে দুর্নীতি ও উচ্ছৃঙ্খলতা চলিতে থাকিলে ভারতবর্ষ সে সম্মান রক্ষা করিতে পারিবে না। একই প্রসঙ্গে আমি দুর্নীতির কথা বলিতেছি, কারণ দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা একই কারণে জন্মে। বহু বিশ্বাসযোগ্য স্থল হইতে আমি খবর পাইতেছি যে, দুর্নীতি বাড়িয়া চলিয়াছে। আজ সকলেই কি নিজ নিজ স্বার্থের পিছনে ছুটিবে, ভারতবর্ষের কল্যাণ-চিন্তা কি কেহ করিবে না?" ৪৫২

চালবাজি

"জনৈক পত্রপ্রেরক লিখিতেছেন:

১১ই ডিসেম্বর ১৯৪৭-এ আপনি যে প্রার্থনান্তিক ভাষণ দিয়াছেন আমি তাহা এইমাত্র বেতার যোগে শুনিলাম। এই ভাষণে আপনি বলিয়াছেন, যুক্ত প্রদেশের কয়েকজন মুসলমান লাহোর গিয়াছিলেন। আপনার কাছে আসিয়া পাকিস্থানের সরকারী কর্মচারীদের হইয়া তাঁহারা আশ্বাস দিয়াছেন যে, অমুসলমান বিশেষ করিয়া হিন্দুগণ এখন লাহোরে গিয়া তাঁহাদের ব্যবসায়কর্ম আরম্ভ করিতে পারেন। প্রথমত, এই আমন্ত্রণ শিখদিগের প্রতি নহে, মাত্র হিন্দুগণের প্রতি, তাই ইহা হিন্দু ও শিখগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিবার জন্য পাকিস্থানের সরকারী কর্মচারীদের একটা চালবাজি।

এই সকল আশ্বাসবাণী মিথ্যা প্রহসনমাত্র। কেবল আপনার মত লোকেরাই বোধ

হয় এই প্রকারের মুসলমানদের দ্বারা প্রতারিত হন। ১১-১২ ৪৭ তারিখের 'হিন্দুস্থান টাইমস' পত্রিকা হইতে আমি আপনাকে একটা অংশ কাটিয়া পাঠাইতেছি। ইহা পড়িলেই আপনি বুঝিবেন। পাকিস্থান সরকারের কথা আন্তরিক কি না ইহাতেই মোটামুটি ধরা পড়িতেছে। এই সংবাদটি পাঠ করিবার পরও কি আপনি বিশ্বাস করিবেন যে, যে-সকল মুসলমান আপনার কাছে আসে তাহারা সাধু মতলবে আসে? তাহারা পৃথিবীর লোককে দেখাইতে চায় যে, পাকিস্থান গবমে'ণ্ট সংখ্যালঘুদের প্রতি সম্পূর্ণ ন্যায় ব্যবহার করিতেছে এবং পাকিস্থানে সব কিছুই ভালভাবে চলিতেছে,অথচ আসলে উল্টা ব্যাপারই সেখানে ঘটিতেছে। ঐ মুসলমানরা যদি পুনরায় আপনার নিকট আসে তবে অনুগ্রহ করিয়া তাহাদের এই কাটা অংশটি দেখাইবেন।

তাহা ছাড়া ২৯শে নভেম্বর ১৯৪৭-এ নিজেদের ব্যাঙ্ক হইতে মূল্যবান্ দ্রব্যাদি লইবার জন্য যে সকল হিন্দু ও শিখ লাহোরে গিয়াছিল তাহাদের ভাগ্যে কি ঘটিয়াছে আপনার তাহা নিশ্চয়ই ভালই মনে আছে। হিন্দু ও শিখগণ ভারতীয় সৈন্যের দ্বারা রক্ষিত হইয়া গিয়াছিল। পাকিস্থানের রাজকর্মচারীদের সম্মুখে মুসলিম জনতা এই ভারতীয় মিলিটারীকেই আক্রমণ করে। কিন্তু পাকিস্থানী কর্মচারীরা দাঙ্গাকারীদের থামাইবার কোন চেষ্টাই করে নাই।' ৪৫৩

পত্রপ্রেরক সংবাদপত্রের যে টুকরা কাটিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা এই :

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় যে সকল ব্যবসায়ী ও দোকানদার পূর্ব অঞ্চলে পালাইয়াছিল তাহারা নিজেদের ব্যবসায়কর্ম আরম্ভ করিবার জন্য ক্রমে ক্রমে লাহোরে ফিরিয়া আসিতেছে। এই সকল ব্যবসায় বহু মাস ধরিয়া বন্ধ ছিল। কিন্তু দোকানের অধিকার ফিরিয়া পাইবার পূর্বে তাহাদিগকে যে সকল অসম্ভব সর্তে নামসহি করিতে হইবে তাহা দেখিয়া তাহাদের অনেকে হতাশ হইয়া ভারতে ফিরিয়া গিয়াছে। লাহোরের 'সিভিল মিলিটারি গেজেট' সম্প্রতি এই সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

'ঐ সংবাদে আরও প্রকাশ : দোকানের মালিকগণ পুনর্বসতি কমিশনরের পক্ষে দোকান খুলিতেছেন। দোকানদারদিগকে নিম্নলিখিত সর্তে নামসহি দিতে হয় :

১। সমস্ত বিক্রয়ের যথাযথ হিসাব রাখিবার প্রতিজ্ঞা।

২। সহকারী পুনর্বসতি কমিশনরের লিখিত অনুমতি না লইয়া দোকানের মালিক দোকানের কোন স্বার্থস্বত্ব হস্তান্তর করিবেন না।

৩। চলতি ব্যবসায় হিসাবে তিনি তাঁহার দোকানের ব্যবস্থা করিতে থাকিবেন।

৪। বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থ প্রতিদিন কোন 'সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক'-এ জমা দিতে হইবে এবং সহকারী পুনর্বসতি কমিশনরের অনুমতি না লইয়া ঐ টাকা তোলা যাইবে না।

৫। দোকানের মালিক স্থায়ীভাবে লাহোরে বাস করিতে থাকিবেন।

বহু ব্যবসায়ী দোকানপসার খুলিবার জন্য লাহোরে ফিরিয়াছিলেন, তাঁহারা আবার ভারতে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, দোকানের অধিকার ঠিকমত ফিরিয়া পাইবার পূর্বে তাঁহাদের যে-সকল সর্তে নামসহি দিতে হইবে এবং তাঁহাদের ব্যবসায়কার্যে গবর্মেণ্টের পরিদর্শন ও হস্তক্ষেপ এত বেশি থাকিবে যে সম্মানের সহিত তাঁহারা ব্যবসায়কর্ম চালাইতে পারিবেন না।

তাহা ছাড়া তাঁহারা বলিতেছেন যে, যেহেতু পাকিস্থান গবমে'ণ্ট সংখ্যালঘুগণের প্রতি

সদ্ব্যবহারের আশ্বাস দিয়াছেন, সেইহেতু অমুসলমান ব্যবসায়ীগণের সহিত ভিন্ন ব্যবহার করা তাঁহাদের উচিত হয় না। একজন বড় ব্যবসায়ী বলিলেনঃ 'মুসলিম বণিক বা ব্যবসায়ীর উপর ত এরূপ কোন সর্ত চাপান হয় নাই।' ৪৫৪

বিশ্বাসে বিশ্বাস জন্মে

"এই আশাভঙ্গের ব্যাপার লইয়া আমি সেদিন আলোচনা করিয়াছি। উপরের সংবাদটি সম্পূর্ণ ঠিক হইতে পারে, তাই বলিয়া মুসলিম বন্ধুগণ আমাকে যাহা বলিয়াছেন তাহা মিথ্যা হইবেই এমন নয়। শুধু নিজেদেরই মান যে তাঁহাদের বাঁচাইতে হহবে তাহা নয়, ইউনিয়নে তাঁহারা যাঁহাদের প্রতিনিধি এবং পাকিস্থানের যে-কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাদের আশ্বাসবাণী দিয়াছিলেন ইহাদের সকলের মানও তাঁহাদের বাঁচাইতে হইবে। আর একথাও আমি বলি যে, ঐ বন্ধুরা আমার সঙ্গে যোগ রাখিয়াছেন। আজও তাঁহারা আসিয়াছিলেন। আমার ত মৌনদিবস, প্রার্থনার ভাষণ লিখিতে আমি ব্যস্ত ছিলাম, তাই তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতে পারি নাই। কিন্তু তাঁহারা আমাকে নিশ্চয় করিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, তাঁহারা বসিয়া নাই, শান্তি-মিশনের কার্য তাঁহারা করিয়া যাইতেছেন। আমার পত্রপ্রেরককে আমি সাবধান করিয়া দিতেছি যে, তিনি অতিরিক্ত সন্দেহপ্রবণ বা অতি সহজেই ক্ষুব্ধ হইবেন না। লোককে বিশ্বাস করিলে তাঁহার কোন কিছুই লোকসান হইবে না। অবিশ্বাসই বিশ্বাসহন্তা হয়। তিনি সাবধান হউন। আমার কথা বলিতে গেলে, আমার এজন্য অনুশোচনা নাই। চোখ খুলিয়া রাখিয়া সারাজীবন ধরিয়া আমি মানুষকে বিশ্বাস করিয়াছি। এই মুসলিম বন্ধুগণ যতদিন নিজেদের মিথ্যাশ্রয়ী বলিয়া প্রমাণ না করিবেন, ততদিন আমি তাঁহাদেরও বিশ্বাস করিব। বিশ্বাসেই বিশ্বাস জন্মে। বিশ্বাসঘাতকতার সহিত লড়াই করিবার শক্তিও বিশ্বাস হইতেই পাওয়া যায়। উভয় পক্ষে যাহারা গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের যদি গৃহে ফিরিয়া আসিতে হয়, তবে আমি যে উপায় অবলম্বন করিয়া চলিতেছি, মাত্র সেই উপায়েই তাহা সম্ভব হইবে। ৪৫৫

অনুচিত আশঙ্কা

"মুসলমান বন্ধুদের-আশ্বাসবাক্যকে হিন্দু ও শিখগণের মধ্যে ভেদসৃষ্টির ফন্দি মনে করিয়া পত্রপ্রেরক শঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ শঙ্কা অনুচিত। ঐ বন্ধুদের আমি তখনই বলিয়াছিলাম যে, তাঁহাদের প্রস্তাবের কদর্থ হইতে পারে। আমার এই কথার উত্তরে তাঁহারা জোর করিয়া 'না' বলেন। গৃহে ফিরিবার পথ সুগম করিবার যে-চেষ্টা তাঁহারা করিতেছেন তাহাতে আমি খারাপ কিছু দেখি না। পাকিস্থানে শিখদের প্রতি বিদ্বেষ বেশি একথা

স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। কিন্তু উভয়ের মরাবাঁচা একসাথে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই, কেবল একযোগে কোন মন্দ অভিসন্ধি যেন তাহাদের না থাকে। দুষ্ট ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে সম্মানের সহযোগ বলিয়া কোন বস্তু নাই। ৪৫৬

অবিভক্ত ভারতের অধিবাসী

"পূর্ব পাকিস্থান হইতে এক বন্ধু প্রশ্ন করিয়াছেন, 'ভারত দুই ভাগে বিভক্ত। এক অংশের অধিবাসী হইলে অপর অংশের অধিবাসী থাকা যায় না। তাহা হইলে আমি নিজকে অবিভক্ত ভারতের অধিবাসী বলিয়া ঘোষণা করিব কি প্রকারে? আইনের পণ্ডিতরা যাহাই বলুন না কেন, লোকের মনের উপর প্রভুত্ব করিতে তাঁহারা পারেন না। বন্ধু যদি নিজেকে বিশ্বের অধিবাসী বলিয়া ঘোষণা করেন তবে কে তাঁহাকে বাধা দিবে—যদিও আইনত তিনি তাহা নহেন এবং যদিও অনেক রাষ্ট্র আপন আইনের জোরে তাঁহাকে তথায় প্রবেশ করিতে দিবে না। যে ব্যক্তি নিজেকে যন্ত্রের মত করিয়া বসে নাই—আজ আমাদের অনেকেরই ত সেই দশা—আইনতঃ কোথাও তাহার স্থান আছে কি না সে কথা লইয়া তাহার দুশ্চিন্তা নাই। আসল কথা, নৈতিক অবস্থা যতকাল নির্দোষ থাকিবে ততদিন ভাবনার কিছু নাই। রাষ্ট্র-বিশেষের প্রতি বা উহার অধিবাসীর প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ যেন না করি, সে দিকে আমাদের সকলকে সতর্ক থাকিতে হইবে। যেমন, পাকিস্থানের মুসলমানদের বা পাকিস্থান গবর্মেণ্টের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিব অথচ ভারত যুক্তরাষ্ট্রের মত পাকিস্থানেরও লোক হইবার দাবি করিব—ইহা হইতে পারে না। এই মনোভাব যদি সর্ব সাধারণের হয় তবে যুদ্ধ বাধিবে। রাষ্ট্রের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হইলে অথবা শত্রু-রাষ্ট্রকে সহায়তা করিলে, যে-কোন রাষ্ট্র সেই লোককে রাজদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করিবেই। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের ভাগ হইতে পারে না—উহা অখণ্ড।" ৪৫৭

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ১৬-১২-৪৭

নিয়ন্ত্রণ-রদের ফল

নিয়ন্ত্রণ রদ করিবার পর এ কয়দিনে কি ফল হইয়াছে তাহার একটি তথ্য শ্রীব্রিজকৃষ্ণ চণ্ডীওয়ালা গান্ধীজীকে পাঠাইয়াছেন। আজ সন্ধ্যায় প্রার্থনান্তিক ভাষণে গান্ধীজী শ্রোতৃগণের নিকট সেই কথার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, "নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লওয়ার ফলে গুড়ের দাম সের প্রতি এক টাকা হইতে আট আনায় নামিয়াছে। আশা করি, দাম আরও কমিবে। প্রথম বয়সে দেখিয়াছি, এক সের গুড় এক আনায় বিকাইত।

চিনির দর মণকরা ৩৪৲ টাকা হইতে ২৪৲ টাকায় নামিয়াছে। টাকায় চৌদ্দ ছটাক স্থলে এখন দেড় সের ডাল পাওয়া যায়। ছোলার দাম ছিল ২৪৲ টাকা মণ, কমিয়া তাহা হইয়াছে ১৮৲ টাকা। গম চোরাবাজারে ৩৪৲ টাকায় বিক্রয় হইত, এখন তাহা ২৪৲ টাকায় পাওয়া যায়। পণ্ডিতী অর্থনীতির ও মূল্য উঠা-নামার কোন জ্ঞানই আমার নাই, লোকে যে আমার এই দোষ দেয় তাহা ঠিকই। তাহারা বলে অজ্ঞতাবশতঃ আমি নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লওয়ার কথা বলি, কিন্তু তাহার ফল ভুগিতে হইবে গরীব লোককে। কিন্তু আজ পর্যন্ত যে ফল পাওয়া গিয়াছে তাহাতে এই আশঙ্কা অহেতুক প্রমাণিত হইয়াছে। নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লওয়ায় গরীবের ত ভালই হইয়াছে দেখিতেছি। নিয়ন্ত্রণ উঠিয়া গিয়াছে বলিয়া অনেকে আমাকে অভিনন্দন জানাইয়াছে। এই অভিনন্দন আমার প্রাপ্য নহে, যেহেতু বহুবিধ কারণে ও বহু লোকের চেষ্টায় ইহা ঘটিয়াছে। ব্যাপারী ও উৎপাদক নিজের চেয়ে সমগ্র দেশের কথা যদি বড় করিয়া ভাবে তবে সব জিনিষের নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিলে সকল দিক হইতে তাহা অবিমিশ্র আশীর্বাদ-স্বরূপ হইবে। নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দেওয়া সম্বন্ধে যাহা কিছু ভয় তাহার কারণ এই যে, ব্যবসায়ীরা তখন অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করিবে। সংশয়ীরা উৎপাদক ও ব্যাপারীদের অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখে। অধিকাংশ লোকই যদি স্বার্থপর ও বিশ্বাসের অযোগ্য হয়, তবে গণতন্ত্র অর্থাৎ পঞ্চায়েতরাজ চালু হইবে কি করিয়া? সিভিল সার্ভিসের লোকদের মত বাহিরের লোকদেরও সমান ভাবে কাজে লাগান গবর্মেণ্টের কর্তব্য। দুইয়ের মধ্যে তফাৎ এই যে, সিভিলিয়ানরা মোটা মাহিনা পায় আর অন্যেরা স্বয়ংসেবক। প্রতারণা করিলে উভয়েই আইনতঃ দণ্ডনীয়। ৪৫৮

সিভিল সার্ভিসের বেতন

"সিভিল সার্ভিসের মোটা মাহিনা সম্বন্ধে আমার কাছে অভিযোগ আসিয়াছে। হঠাৎ সিভিল সার্ভিস উঠাইয়া দেওয়া যায় না। তাহাদের সংখ্যা ইতিমধ্যেই কমান হইয়াছে। ফলে যাহারা আছে তাহাদের উপর কাজের চাপ বাড়িয়াছে। তাই তাহাদের কাজের জন্য সর্দার তাহাদিগকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন। প্রশংসার যাহারা যোগ্য তাহারা প্রশংসা পাইয়াছে, তাহাতে আমার অসুখের কিছু নাই। কিন্তু একথা না বলিয়া পরিতেছি না যে, স্বাধীনতালাভের পূর্বে কংগ্রেসের দৃষ্টিতে যে মাহিনা অত্যধিক বলিয়া বিবেচিত হইত, তাহারা আজও তাহাই পাইতেছে। আসল সিভিল সার্ভিস অর্থাৎ দেশসেবক ত দেশের লোক। অতীতে কংগ্রেসের লোকেরা বিনা বেতনেই কাজ করিয়াছে। আজ যদি সেই কংগ্রেস-সেবক পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী হয়, তবে তাহাকে উচ্চ বেতন দিতে হইবে কেন? পার্লামেণ্টারী সেক্রে-

টারীর দরকার যে কি তাহাও বুঝি না। কংগ্রেসী-দল গবর্মেণ্টের উপর বেশি বেতনভোগী সেক্রেটারী আর যেন না চাপায়। দেশের সুমুখে কংগ্রেস যে উচ্চ আদর্শ ধরিয়াছে তাহা খাটো করা অন্যায় হইবে। আজ তাহাদের হাত দিয়া কোটি কোটি টাকা ব্যয় হইতেছে, তাই আরও বেশি সতর্ক হওয়া দরকার। আয় যদি একরূপই থাকে তবে ব্যয় বৃদ্ধি করা অবিবেচনার কাজ হইবে। খরচের চেয়ে জমার দিক যাহাতে বেশি হয় ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান মাত্রকেই সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়। এই মূল কথাটা অস্বীকার করিয়া স্বাধীন ভারতের রাজকার্য তাঁহারা কি করিয়া চালাইবেন? আজ তাঁহাদের হাতে কিছু টাকা আছে। সে অর্থ তাঁহারা যেমন-তেমন ভাবে খরচ করিতে পারেন। কিন্তু বিচক্ষণ ব্যবসায়ীর মত না চলিলে সে অর্থে বেশি দিন চলিবে না।" ৪৫৯

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ১৭-১২-৪৭

জবরদস্তি বে-দখল

প্রার্থনার পর ভাষণে গান্ধীজী বলিলেন,—"পূর্ব পাঞ্জাব হইতে কোন পাঞ্জাবী বন্ধু আমাকে পত্র লিখিয়াছেন। সেখানে তাঁহার একখানি বাড়ি আছে, আর পশ্চিম পাঞ্জাবে তাঁহার ব্যবসা। অন্যের মত তিনিও পশ্চিম পাঞ্জাব হইতে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছেন। পূর্ব পাঞ্জাবে আসিয়া দেখেন, তাঁহার বাড়িখানি জনৈক সরকারী কর্মচারী দখল করিয়া আছেন। অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে তিনি তুলিতে পারেন নাই। নিজের বাড়িতে দুই-খানি মাত্র ঘর তিনি নিজ ব্যবহারের জন্য পাইয়াছেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, বাড়িটার দখল পাইতে পূর্ব পাঞ্জাব গবর্মেণ্ট কি তাঁহাকে সাহায্য করিবে, না তাঁহাকে আদালতের আশ্রয় লইতে হইবে? আমি স্বীকার করি, বাড়ি খালি করিতে গবর্মেণ্টের তাঁহাকে সাহায্য করা উচিত, তাঁহাকে যেন আদালতে যাইতে না হয়। আর দখল-কারী সরকারী কর্মচারী বলিয়া, গবর্মেণ্টের পক্ষে এ কাজ কঠিন হইবে না। শরণার্থীদের ঘর-বাড়ি তাহাদের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া কর্তব্য, কিন্তু এই সঙ্গে শরণার্থীদের একথাও মনে করাইয়া দিতেছি যে, তাহাদের কেহ কেহ অন্যের ঘর-বাড়িতে বে-আইনীভাবে প্রবেশ করিয়া বাস করিতেছে। তাহারা খালি বাড়ির, বিশেষ করিয়া তাহা যদি মুসলমানদের বাড়ি হয়, তালা ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া খবর পাইয়াছি। এইরূপ অরাজকতা, কি দেশ কি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, কাহারও পক্ষেই মঙ্গলের নহে। রক্তপাত, অগ্নিদাহ এবং লুটতরাজে কখনও কি কাহারও ভাল হইয়াছে? ৪৬০

মিষ্ট কথা

"লোকে আমাকে সাবধান করিয়া দিতেছে। তাহারা বলিতেছে—পাকিস্থানের মুসলমান নেতারা মিষ্ট কথা বলিলেও হিন্দু কিংবা শিখদের পক্ষে মান বাঁচাইয়া সেখানে নিরাপদে বাস করিবার উপায় নাই। কংগ্রেসের লোকেরা বরাবর বলিয়া আসিয়াছে যে, তাহাদের রাষ্ট্র লৌকিক, তথায় জাতি বা ধর্মের ভেদ থাকিতে পারে না। কিন্তু অনেক হিন্দু ও শিখ ত উহার বিপরীত আচরণ করিতেছে। উভয় রাষ্ট্র যদি নোঙর-ছেঁড়া জাহাজের মত চলে তবে উভয়েই ধ্বংস হইবে।" ৪৬১

প্রত্যাবর্তনের সর্ত

"কোন বন্ধু লিখিয়াছেন,—'অবস্থার ঠেলায় এবং কতকগুলি মূল্যবান জীবন রক্ষার চেষ্টায় ১৭ই আগষ্ট তারিখে সপরিবারে লাহোর ছাড়িয়া দিল্লীতে আসিয়া আমাদের এক আত্মীয়গৃহে আশ্রয় লইতে হইয়াছে। আমাদের বাড়ি লুট হইয়া গিয়াছে। পাকিস্থান গবর্মেণ্ট আমাদের দোকান এক মুসলমানকে দিয়াছে। ৯-৯-৪৭ তারিখে আমরা দিল্লীতে শরণার্থী-বিভাগের মন্ত্রীর নিকট যাই এবং আমাদের জিনিসপত্র আনিতে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহার কাছে আবেদন করি। তখনও আমাদের জিনিস সব ঠিক ছিল। কিন্তু আবেদন-প্রাপ্তির স্বীকৃতিপত্র পর্যন্ত পাইলাম না, এদিকে জিনিসপত্র লুট হইবার ও দোকান মুসলমানকে দিয়া দিবার খবর আসিল। তখন আমাদের পিতা ১লা ডিসেম্বর তারিখে লাহোরে গেলেন। পাকিস্থান ও ভারত গবর্মেণ্টের মধ্যে চুক্তি হইয়াছে যে, যাহারা নিজ নিজ স্থানে ফিরিয়া যাইতে চায়, ব্যবসায়-বাণিজ্য আরম্ভ করিবার জন্য তাহাদের সকল স্থবিধা দেওয়া হইবে এবং তাহাদের রক্ষার ব্যবস্থাদি করা হইবে। সেই চুক্তি অনুসারে তিনি পাকিস্থান গবর্মেণ্টের কাছে কারখানা খুলিবার ও কাজ আরম্ভ করিবার অনুমতি চাহিলেন। আমাদের প্রতিনিধি জানাইতেছেন, লাহোরের ডিরেক্টর অব্ ইণ্ডাষ্ট্রীজ আমাদিগকে কারখানা চালাইবার অনুমতি দিতে অস্বীকার করিয়াছেন আর বলিয়াছেন যে, কারখানাগুলি যৌথভাবে দশজন শরণার্থীকে দেওয়া হইয়া গিয়াছে (যদিও দখল এখনও দেওয়া হয় নাই)—তাঁহাদের এই সিদ্ধান্তের আর বদল হইতে পারে না।' চিঠিখানির আমি এই উত্তর দিব যে, পাকিস্থান গবর্মেণ্টের কাছ হইতে আশ্বাস ও স্থব্যবস্থার কথা না পাওয়া পর্যন্ত আমি কাহাকেও তথায় যাইতে বলি নাই। হিন্দু ও শিখেরা যাহাতে স্বগৃহে ফিরিয়া যাইতে পারে তাহার জন্য জনকয়েক মুসলমান চেষ্টা করিতেছেন এজন্য আমি খুশী হইয়াছি। কিন্তু প্রত্যাবর্তনের অনুকূল সময় এখন আসে নাই। যখন

বুঝিব নিরাপদে ফিরিয়া যাওয়া চলে, তখন আমি শরণার্থীদের তাহা জানাইব। যে মুসলিম বন্ধুদের কথা উল্লেখ করিয়াছি, প্রথম ঘরে-ফেরার দলের সঙ্গে তাঁহারা যাইবেন, আমিও যাইতে পারি।" ৪৬২

পূর্ব আফ্রিকার ভারতীয়গণ

পূর্ব আফ্রিকার কথাপ্রসঙ্গে গান্ধীজী বলিলেন, "নিদারুণ কষ্ট সহ্য করিয়া শিখেরা তথাকার রেলপথ নির্মাণ করিয়াছে। শিখ সম্প্রদায় উদ্যোগী। ভারতীয়দের তাড়াইবার জন্য তথাকার ব্যবস্থাপক সভায় 'এন্টি ইণ্ডিয়ান ইমিগ্রেসন বিল' উত্থাপিত হইয়াছে। ইউরোপীয়দের পূর্বে হিন্দু ও মুসলমান ভারতীয়রা পূর্ব আফ্রিকায় গিয়াছিল। বন্দুক-হাতে সেখানকার লোকদের শোষণ করিবার জন্য তাহারা তথায় যায় নাই। তাহারা ব্যবসায়ী। স্থানীয় অধিবাসীদের সহিত তাহাদের সদ্‌ভাব জন্মিয়াছে। সে দেশের উন্নতির জন্য তাহারা কাজ করিয়াছে। তাহাদিগকে অবাঞ্ছিত বহিরাগত বলিয়া বর্ণনা করা লজ্জার বিষয়। পূর্ব আফ্রিকার ভারতীয়দের প্রতিনিধিগণ পণ্ডিত নেহেরুকে তার করিয়াছেন। আমাকে সেই তারের একটি নকল পাঠাইয়াছেন। ঐ তারে তাঁহারা ভারতীয় ঔপনিবেশিকদের পক্ষ হইয়া ঐ বিলের বিরোধিতা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। ভারত এখন স্বাধীন—তাই ভারতীয়দের বিরোধী কোন আইন মানিয়া লইতে পারে না। আশা করি, পূর্ব আফ্রিকার কর্তৃপক্ষগণ এই কথাটি বুঝিবেন যে, ভারতের বন্ধুত্ব হারান তাঁহাদের পক্ষে বাঞ্ছনীয় নহে। পূর্ব আফ্রিকার ভারতীয়দের জন্য যাহা কিছু করা সম্ভব পণ্ডিত নেহেরু তাহা নিশ্চয়ই করিবেন। ৪৬৩

বিরলা-ভবন নয়া দিল্লী, ১৮-১২-৪৭

অসংলগ্ন যুক্তি

"আজও লোকে আমার কাছে ইংরেজীতে চিঠি লিখিতেছে, এই জিনিসটা পীড়াকর—আমার এই উক্তিতে বিস্ময় ও দুঃখ প্রকাশ করিয়া কোন এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন: আপনি বলিয়া থাকেন যে ভারতবর্ষ সকলেরই বন্ধু। মুসলমান ও ইংরেজকে আপনি যদি সমান প্রীতির চক্ষে দেখেন, তবে উর্দু রাখিয়া ইংরেজী বর্জন করিবার চেষ্টা করেন কি করিয়া? এই প্রশ্নে আমি অবাক হইয়াছি। লেখক বিষয়টি সম্বন্ধে যথেষ্ট অজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। ইংরেজী সর্ব জাতীয় ভাষা। কিন্তু ইহা কখনও ভারতের জাতীয় ভাষা হইতে পারে না। ইংরেজী বিদেশী ভাষা, উর্দু বিদেশী ভাষা নহে। উর্দুর সৃষ্টি ও বিকাশ ভারতবর্ষে হইয়াছে, উর্দু ভারতীয় ভাষা এ কথা বলিতে আমি

শ্লাঘা বোধ করি। মুসলমান আমলে ইহা প্রথমে জঙ্গী শিবিরে ব্যবহৃত হইত। সৈন্যদের অধিকাংশই ছিল ভারতীয়, হিন্দু বা মুসলমান। মুসলমান রাজারা ভারতের স্থায়ী অধিবাসী হইয়া গিয়াছিলেন। ব্যারিষ্টাররূপে যখন বিলাত হইতে ফিরিয়া আসি তখন আমার বয়স অল্প ছিল। দুই বৎসর ভারতে থাকিবার পর আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় চলিয়া যাই। সেখানে আমি কুড়ি বৎসর ছিলাম। দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ফিরিয়া আসার পর হইতে আমি সর্বত্র সুস্পষ্টভাবে বলিয়া আসিতেছি যে, উত্তর ভারতের হিন্দু-মুসলমানের যাহা কথ্য ভাষা এবং নাগরী ও উর্দু হরফে যাহা লেখা হয়, তাহা ছাড়া অন্য কিছু ভারতের জাতীয় ভাষা হইতে পারে না। তুলসীদাসের রচনা এই ভাষাতেই। তাঁহার সময়েও এই সন্ত কবি আরবী ফারসী শব্দ প্রয়োগে অবজ্ঞা করেন নাই। সেই ভাষাই ক্রমবিকাশের ফলে দুই বিভিন্ন হরফে লিখিত সর্বপ্রাদেশিক ভাষায় পরিণত হইয়াছে। প্রাদেশিক ভাষাগুলি যাহাতে উন্নত ও সমৃদ্ধ হয় তাহার সহায়তা করিতে হইবে। সর্বভারতীয় অর্থাৎ জাতীয় ভাষা নিশ্চয়ই ইংরেজীকে সরাইয়া দিবে। ইংরেজী এতদিন ভারতের সব কয়টি ভাষার উন্নতির অন্তরায় হইয়াছিল। ইংরেজ শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী বুলিরও অবসান হওয়া চাই। সর্বজাতিক আদানপ্রদানের মাধ্যম হিসাবে ইংরেজী ভাষার অদ্বিতীয় ন্যায্য স্থান রহিয়াছে। উর্দু ভাষা আরবী ফারসী শব্দে ভর্তি। আরবী ফারসীর ব্যাকরণও কিছু উর্দুতে রহিয়াছে। হিন্দীর গতি আরবী ফারসী শব্দ বর্জন করিবার দিকে। হিন্দুস্থানী এতদুভয়ের সুন্দর সামঞ্জস্য। ইহার ব্যাকরণ আরবী ফারসী দ্বারা প্রভাবিত নহে। ৪৬৪

নিছক অজ্ঞতা

"পত্রপ্রেরক আরও বলিয়াছেন—স্যর তেজ বাহাদুর সাপরুর পক্ষে যদি উর্দু ভুলিয়া যাওয়া কঠিন হয়, তবে দক্ষিণ ভারতীয়দের পক্ষে ইংরেজী ভুলিয়া যাওয়া কি তেমনই কঠিন নয়? এই প্রশ্নটিও অজ্ঞতার পরিচায়ক। মাদ্রাজে আমি প্রায়ই গিয়াছি। মহাত্মা হইবার আগে একবার আমি মাদ্রাজ যাই। তখন জাতকাওয়ালাকে ইংরেজীতে আমার কথা বুঝাইতে পারি নাই, কিন্তু ভাঙ্গা হিন্দুস্থানীতে বলিতে সে আমার কথা বুঝিল। উর্দু যেমন স্যর তেজ বাহাদুরের মাতৃভাষা, ইংরেজী ত তেমন তামিলদের মাতৃভাষা নহে। লালা লাজপৎ রায় আমার বন্ধু ছিলেন। কবে তিনি খাঁটি হিন্দীতে কথা বলিতে ও লিখিতে শিখিবেন এই কথা বলিয়া আমি তাঁহাকে পরিহাস করিতাম। উত্তরে তিনি বলিতেন কস্মিনকালেও পারিব না। অথচ লালাজী

ছিলেন পাক্কা আর্যসমাজী। তিনি বলিতেন, উর্দু তাঁহার মাতৃভাষা। তাঁহার উর্দু বক্তৃতা শুনিয়া লোকে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় হইত। আমি দুইবার হিন্দী সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতি ছিলাম। তাহারা তখন আমার সংজ্ঞামত জাতীয় ভাষা-প্রচলনের চেষ্টার সমাদর করিয়াছিল। সম্মেলন এখন তাহার বিরুদ্ধতা করিতেছে কেন? হিন্দী ও উর্দুর সমন্বয় চেষ্টা করিতেছি বলিয়া কি আমি হিন্দু বা ভারতবাসী হিসাবে কম?" ৪৬৫

ধর্মকে অস্বীকার

তারপর গান্ধীজী দুঃখের সহিত আজমীরের দাঙ্গার উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "আপনারা কি মনে করেন যে, ইউনিয়নের মুসলমানদের মারিয়া ফেলিয়া বা তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া আপনারা হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করিতে পারিবেন? আপনারা কি আশা করেন যে, উর্দু হরফ ও উর্দু ভাষা বর্জন করিয়া আপনারা সর্বভারতীয় ভাষার সেবা করিতে পারিবেন? আমি ত চিরদিন বাঁচিয়া থাকিব না। আমার মৃত্যুর পর আপনারা আমার কথা মনে করিবেন। ভালভাবে চল, শান্তিতে থাক, ইহাই সকল ধর্মের অনুশাসন। পরধর্মে অসহিষ্ণুতায় ধর্মকেই অস্বীকার করা হয়।" ৪৬৬

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ১৯-১২-৪৭

গুরগাঁও-এর কোন গ্রামে

আজ সান্ধ্য প্রার্থনার পর গান্ধীজী বলিলেন, "গৃহচ্যুত মিওদের কাছে আজ গিয়াছিলাম। তাহাদের অনেকে দেশীয় রাজ্য আলোয়ার ও ভরতপুর হইতে বিতাড়িত হইয়াছে। কতক পাকিস্থানে চলিয়া গিয়াছে। অপরে এখানেই থাকিবে, না পাকিস্থানে চলিয়া যাইবে, স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। ডাক্তার গোপীচাঁদ ভার্গব আমার সঙ্গে গিয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে আশ্বাস দিয়া বলেন যে, যাহারা এখানে থাকিতে চাহে তাহারা নিজ অধিকারেই থাকিতে পারে। গবর্মেণ্ট তাহাদের ধনপ্রাণ রক্ষা করিবে। আমি ত কখনই লোক-বিনিময়ের ব্যাপারে স্বীকৃত হইতে পারি না। লক্ষ লক্ষ নরনারী-শিশুকে গৃহ হইতে উচ্ছেদ করা পৈশাচিক ব্যাপার। কে এই হিংসার কাজ প্রথম আরম্ভ করিয়াছে অথবা কে বেশি হিংসা করিয়াছে, এই মহা বিপদের মুখে তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া নিরর্থক। তাহার হিসাব করিলে ত শান্তির পথ সুগম হইবে না। যাহারা স্বেচ্ছায় পাকিস্থানে যাইতে চাহে, তাহারা যাইতে পারে। কেহ তাহাদের বাধা দিবে না। আবার জোর করিয়া কেহ তাহাদিগকে ইউনিয়ন হইতে বাহির করিয়া দিতেও পারিবে না। মিও সম্প্রদায়

খুব লড়িয়ে। কেহ কেহ বলেন যে তাহারা অপরাধপ্রবণ। এই অভিযোগ যদি সত্যও হয়, তবু রাষ্ট্র তাহাদের তাড়াইয়া দিতে পারে না। তাহাদিগকে ভাল করিয়া তুলিয়া উপযুক্ত নাগরিক হইতে উৎসাহ দেওয়াই ঠিক পথ। ৪৬৭

দ্রব্যমূল্য ও নিয়ন্ত্রণ-রদ

"এক বন্ধু জানাইয়াছেন যে, তিনি যেখানে থাকেন, নিয়ন্ত্রণের ফলে সেখানে চিনির দাম বাড়িয়া গিয়াছে। অন্য সব স্থানে মূল্য কমিয়াছে বলিয়া আমি সংবাদ পাইয়াছি। স্থানীয় মূল্যবৃদ্ধির নিশ্চয়ই স্থানিক কারণ আছে। ৪৬৮

পেট্রল-নিয়ন্ত্রণ

"যানবাহনের অসুবিধার জন্য জিনিষপত্রের যথাযথ বণ্টনে ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়াছে। ডক্টর মাথাইয়ের কাজের নানা অসুবিধা আছে। কয়লা ও মালগাড়ি কম পড়িয়াছে। মন্ত্রী যত শীঘ্র সম্ভব ঐ বাধা অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিতেছেন। রেল যখন ছিল না তখনও ত ভারতে কাজকর্ম চলিত। কিন্তু রেল হওয়ায় গাড়ির অভাবে এখন সত্যই অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। তাই রেলে মাল চালান দেওয়ার পরিবর্তে অথবা তাহার অতিরিক্ত কি সুব্যবস্থা এখন অবলম্বিত হইতে পারে? এই প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে মোটরের কথা মনে আসে। কিন্তু পেট্রল নহিলে মোটর চলে না। অতএব পেট্রল-নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিবার কথা উঠে। ইহার অসুবিধা যে কি আছে তাহা ত জানি না। কাজের আধখানা করিলে কাজ চলে না। নিয়ন্ত্রণ যদি তুলিয়া দিতেই হয় তবে অন্ততঃ পেট্রলের নিয়ন্ত্রণ যাওয়া উচিত। পেট্রল এমন জিনিস নয় যাহা সকলের দরকার। গবর্মেণ্ট নিজের হাতে প্রয়োজনমত পেট্রল রাখিতে পারে। দিন দুপুরে চোরাবাজারে পেট্রলের কেনাবেচা হইয়া থাকে। মোটরে মাল চালান দেওয়া সহজ হইলে লবণের দাম চড়া থাকিবে না। শুনিয়াছি লবণের উৎপাদন মোটামুটি যথেষ্ট, কিন্তু চালান দেওয়ার অসুবিধা। ৪৬৯

মিশ্রসার

"উৎপাদন কম বলিয়া আমাদের খাদ্যের অভাব। উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার একটা সুষ্ঠু উপায় হইল উপযুক্ত পরিমাণে সার দেওয়া। শুনিতে পাই কৃত্রিম সারে জমির ক্ষতি হইয়া থাকে। শ্রীমতী মীরা বেন কৃষকের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি জীবজন্তু-ভালবাসেন, বিশেষতঃ গরু। মানুষকেও তিনি ভালবাসেন। মীরাবেনের উদ্যোগে দিল্লীতে একটি মিশ্রসার-সম্মেলন বসিয়াছিল। ঐ সম্মেলনে ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ, সর্দার দাতার সিং এবং অপর জনকয়েক যোগ

দিয়াছিলেন। তিন দিন ব্যাপী আলোচনার পর গোবর, বিষ্ঠা ও আবর্জনা হইতে মিশ্রসার প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়া ও উপায় সম্বন্ধে সম্মেলন কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। মিশ্র-সারে কোন দুর্গন্ধ থাকে না। ইহাতে লাখ লাখ টাকা বাঁচিবে এবং জমির তেজ নষ্ট না হইয়া উর্বরতা বৃদ্ধি পাইবে। সম্মেলনে যাঁহারা যোগ দিয়াছিলেন তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল কিরূপে উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়। শ্রীমতী মীরাবেন আজ হৃষীকেশ গিয়াছেন। ভারতের সর্বত্র তিনি গোজাতির উন্নতিবিধান ও মিশ্রসার প্রচলনের চেষ্টা করিবেন। কাজটা শক্ত। লোকে সহযোগিতা করিলে এই কার্য সফল হইতে পারে।" ৪৭০

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ২০-১২-৪৭

ভয় পরিহার কর

"দিল্লীতে পুনরায় গোলমাল হইয়াছে। গোলমাল অল্পই হইয়াছে। তথাপি ব্যাপারটা দুঃখের। দিল্লীর হিন্দু ও শিখেরা অথবা পাকিস্থান হইতে আগত দুঃখীরা যদি কৃতসংকল্প হইয়া থাকে যে, মুসলমানদের এখানে থাকিতে দিবে না, তবে তাহারা নির্ভীকভাবে স্পষ্ট করিয়া সে কথা বলুক এবং গবর্মেণ্টও বলুক যে, বিপদগ্রস্ত মুসলমানদের রক্ষা করিতে তাঁহারা অক্ষম। গবর্মেণ্টের পক্ষে তাহা দেউলিয়া ঘোষণারই সামিল হইবে। এই ব্যাধির বিস্তার হইলে হিন্দু ও শিখ ধর্মের পতন হইবে ও অস্তিত্ব লোপ পাইবে। তেমনি পাকিস্থান যদি হিন্দু ও শিখদের নিরাপদে ও সসম্মানে বাস করিতে না দেয়, তবে তাহার ফলে ভারতবর্ষ হইতে ইসলাম বিলুপ্ত হইবে। আমি আপনাদিগকে সর্ববিধ কাপুরুষতা পরিহার করিতে বলি। আমি বলি পরোক্ষভাবে কাহাকেও স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য করা কাপুরুষতা। মুসলমানরা যদি খারাপই হয়, হিন্দু ও শিখেরা ভাল হইলে তাহারাও ভাল হইবে। আপনারা এইমাত্র যে ভজন শুনিলেন, তাহাতে মীরা বলিতেছেন—ভক্তের দর্শনে তাঁহার অন্তর খুশী হয় আর বিষয়ীর দর্শনে দুঃখ জন্মে। ধার্মিক লোকদের দেখিয়া তিনিও ধার্মিক হন। মন্দ লোকদের লইয়া চলিবার উপায় হইল তাহাদের সংশোধন করা—তাহাদের তাড়াইয়া দেওয়া বা হত্যা করা নহে।" ৪৭১

গ্রাম্য শিল্প

গত ৬ই হইতে ১৩ই ডিসেম্বরের মধ্যে হরিজন-বসতিতে নিখিল ভারত গ্রামোদ্যোগ সংঘের যে সকল অধিবেশনে গান্ধীজী উপস্থিত ছিলেন তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলিলেন, "আমি আপনাদের তিনটি সভার কথা বলিয়াছি। কিন্তু গ্রমোদ্যোগ সংঘের সভা সম্পর্কে কিছু বলিতে পারি নাই। চরকাকে

আমি ভারতের পল্লীমণ্ডলের—ভারতের অল্প কয়টা নগরেরও যদি না হয়,—সূর্য বলিয়াছি। বিবিধ পল্লীশিল্প গ্রহের মত চরকা-সূর্যকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকে। সূর্য না থাকিলে গ্রহদলের অস্তিত্ব থাকিত না। বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণ করিতে না পারিলেও, আমি অনুভব করি যে, ইহার বিপরীত কথাটাও সমান সত্য। কিন্তু গ্রাম সম্বন্ধে একথা জোর করিয়াই বলিতে পারি। দিল্লীর আশেপাশে বহু গ্রাম। তথায় যদি গ্রাম্য শিল্পের উন্নতি সাধিত হয় তবে গ্রামসমূহ দিল্লী নগরীর ও দিল্লী নগরী গ্রামসমূহের শ্রীবৃদ্ধির সহায়ক হইবে। তাহা হইলে সাম্প্রদায়িক হানাহানির কথা ভাবিবার সময় আর আপনারা পাইবেন না। শুনিয়াছি দিল্লীর আশেপাশে অনেক কারিগর ছিল মুসলমান। তাহারা চলিয়া যাওয়ায় দিল্লীর জীবনযাত্রা অনেকটা বিশৃঙ্খল হইয়া গিয়াছে। পানিপথে অনেক মুসলমান কম্বল তৈয়ারি করিত। তাহারা চলিয়া যাওয়ায় ঐ কাজ একেবারে বন্ধ না হইলেও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানগণের শিল্প ছিল স্বতন্ত্র। লোকের স্থানচ্যুতির কারণে হিন্দুস্থান ও পাকিস্থান উভয়েরই বিষম ক্ষতি হইতেছে। ৪৭২

ধনিক ও শ্রমিক

"গতকাল আমি আপনাদের মিশ্রসারের কথা বলিয়াছি। মানুষ ও জন্তুর বিষ্ঠা আবর্জনার সহিত মিশাইয়া উৎকৃষ্ট সার তৈয়ারি করা যায়। ঐ সারই একটা মূল্যবান জিনিস। ঐ সার জমিতে দিলে জমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি হয়। মিশ্রসার তৈয়ারির কাজই একটি পল্লী-শিল্প। পল্লী-শিল্পগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য ভারতের কোটি কোটি লোক যদি সহযোগিতা না করে এবং তদ্দ্বারা ভারতের সম্পদ না বাড়ায়, তবে অন্যান্য পল্লীশিল্পের ন্যায় এই শিল্প চেষ্টারও কোন উল্লেখযোগ্য ফল হইবে না। ধনিক ও শ্রমিকের মধ্যে মৌলিক ভেদ এইখানে। ধনিক কতিপয় লোকের পরিশ্রমের ধনে আত্মপুষ্টি করে, কিন্তু সুবিবেচনার সহিত প্রযুক্ত হইলে, ভারতের কোটি কোটি লোকের শ্রমে আপনা হইতেই কোটি কোটি লোকের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহাকেই যথার্থ গণতন্ত্র বলে। যথার্থ পঞ্চায়েত-রাজ এইখানে। ভারতবর্ষ যদি তাহার সমস্ত শক্তিকে এই মহান্ গঠন-প্রচেষ্টায় কেন্দ্রীভূত না করে এবং তাহার সন্তানগণ যদি অন্যায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় লিপ্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে পুরাকালে যাদবগণ যেমন সুরাপান, জুয়াখেলা ও লাম্পট্যে সময় নষ্ট করিয়া শেষে নিজেদের গলা কাটাকাটি করিয়া মরিয়াছিল ভারতবাসীদেরও সেই দশা হইবে।" ৪৭৩

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ২২-১২-৪৭

অপবিত্র করা চলিবে না

"কুতুবুদ্দিন বক্তিয়ারকাকি চিশতি সাহেবের কবর এখান হইতে বোধ হয় আট মাইল দূরও নয়। পবিত্রতার খ্যাতিতে আজমীরের দরগার পরই ইহার স্থান। শুধু-মুসলমানরা নয়, হাজার হাজার অহিন্দু ও অপর অমুসলমান সমান শ্রদ্ধায় উভয় স্থান দর্শন করিতে যায়। গত সেপ্টেম্বরের প্রথম ভাগে হিন্দুদের কোপদৃষ্টি এই পবিত্র স্থানের উপর পড়ে। নিকটবর্ত্তী স্থানের মুসলমানরা তাহাদের প্রায় চারিশত বৎসরের প্রিয় আবাসভূমি ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে। দরগার প্রতি মুসলমানদের খুব অনুরাগ থাকিলেও আজও তাহা পরিত্যক্ত হইয়া আছে। নহিলে এই বিষাদপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ করিবার প্রয়োজন হইত না। এই কালিমা নিঃশেষে দূর করিয়া দরগাটিকে উহার পূর্ব গৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হিন্দু, শিখ, দরগার আশু ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ও মন্ত্রিগণের কর্তব্য। এখানে আমি যে কথা বলিয়াছি তাহা দিল্লী ও দিল্লীর আশেপাশে, তথা ইউনিয়নের অন্য যে কোন স্থানে দরগা বা মস্‌জিদ অপবিত্র করা হইয়াছে, সে সকলের সম্বন্ধে প্রযোজ্য। উভয় গবর্মেণ্টেরই কঠোর উপায় অবলম্বন করিয়া আপন আপন সংখ্যাগরিষ্ঠদের স্পষ্ট-ভাবে এই কথা বুঝাইয়া দিবার সময় আসিয়াছে যে, প্রসিদ্ধ বা অপ্রসিদ্ধ যে-কোন ধর্মস্থান অপবিত্র করা তাঁহারা আর সহ্য করিবেন না। ধর্মস্থানের যা কিছু ক্ষতি করা হইয়াছে তাহা অচিরে পূরণ করিয়া দিতে হইবে। ৪৭৪

ভারত যুক্তরাষ্ট্রের মুসলমানদের কর্তব্য

"সম্প্রতি করাচিতে মুসলিম লীগের সভায় এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে, এদিকে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ লক্ষ্ণৌতে মুসলমানদের সভা আহ্বান করিয়াছেন। মুসলমান বন্ধুরা এখন জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, লীগের সদস্য হইলে তাঁহারা লক্ষ্ণৌর সভায় যাইবেন কি না এবং মাদ্রাজে লীগ সদস্যদের যে সভা আহূত হইয়াছে তাহাতেও উপস্থিত হইবেন কি না—প্রকৃতপক্ষে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী মুসলিম লীগ সদস্যদের এখন কর্তব্য কি? বিশেষ-ভাবে নিমন্ত্রিত হইলে বা সভায় সর্বসাধারণের প্রবেশ-অধিকার থাকিলে মুসলমান বন্ধুরা লক্ষ্ণৌর সভায় ও পরে মাদ্রাজের সভায় যাইতে পারেন, ইহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। উভয় সভাতেই তাঁহারা নির্ভয়ে ও অকপটে তাঁহাদের মতামত ব্যক্ত করিবেন। ভারতের মুসলমানদের মনে হইতে পারে যে, এখানে তাঁহারা সংখ্যায় লঘু, আর পাকিস্থানের সংখ্যাগরিষ্ঠদের সহায়তাও তাঁহারা পাইবেন না। কিন্তু গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া অহিংসার প্রয়োগ-

কৌশল তাঁহারা যদি বুঝিয়া থাকেন, তবে এইরূপ অবস্থাকে অসুবিধাকর বলিয়া মনে করিবেন না। আর সংখ্যায় অতি নগণ্য হইলেও সংখ্যালঘিষ্ঠদের আত্মসম্মান ও মানুষের যাহা কিছু প্রিয় তাহা রক্ষার নিমিত্ত যে ভীত হওয়ার কোন কারণ নাই, এ কথা বুঝিবার জন্ম অহিংসায় বিশ্বাসের প্রয়োজনও হয় না। মানুষ এমন উপাদানে গঠিত যে, সে যদি তাহার স্রষ্টাকে অন্তরে উপলব্ধি করে এবং নিজেকে তাঁহারই অংশসম্ভূত বলিয়া জানে, তবে নিজে না খোয়াইলে জগতে এমন কোন শক্তি নাই যে তাহার আত্মসম্মানে হাত দিতে পারে। ট্রান্স-ভালের শক্তিমান্ গবর্মেণ্টের সহিত আমার লড়াই চলিতেছিল, এমন সময় জোহানেসবুর্গের এক ইংরেজ বন্ধু আমাকে বলিলেন যে, সব সময়েই তিনি সংখ্যালঘিষ্ঠদের পক্ষে যোগ দিয়া থাকেন, কেননা তাহারা বড় একটা অন্যায় করে না, কখন করিলেও সহজে তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করা যায়। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠদের পারা যায় না, কারণ তাহারা ক্ষমতামদে মত্ত হয়। ৪৭৫

"ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের একচেটিয়া ব্যবহারে বলীয়ান্ কোন লোকসমষ্টিকেও যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ বলিয়া বুঝিতে হয়, তবে বলিব যে, বন্ধু মস্ত বড় সত্য কথা বলিয়াছিলেন। ভারতবাসী আমরা নিরস্ত্র ছিলাম, অস্ত্র থাকিলেও তাহার ব্যবহার আমরা জানিতাম না। তাই মুষ্টিমেয় ইংরেজ অস্ত্রের বলে অগণিত ভারতবাসীকে পদানত করিয়া রাখিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠের স্থান অধিকার করিয়াছিল —সে কথা আমরা মর্মে মর্মে জানি। ইংরেজ এই দেশে থাকিতে থাকিতে হিন্দু মুসলমানের কেহই যে এই শিক্ষাটা গ্রহণ করে নাই ইহা অশেষ দুঃখের বিষয়। ইউনিয়নের মুসলমানরা এই নিপীড়নের হাত হইতে আজ মুক্ত, যদিও পশ্চিম ও পূর্বপ্রান্তে তাহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ এই বৃথা অভিমানের ভাব তাহাদের আছে। সংখ্যালঘু হওয়ায় যে পুণ্য আছে একথা উপলব্ধি করিলে তাহারা বুঝিতে পারিবে যে, নিজ জীবনে ইসলামের শ্রেষ্ঠ গুণ বিকশিত করিয়া তুলিবার ইহাই অবসর। তাহাদের কি স্মরণ হয় যে, ইসলাম তাহার শ্রেষ্ঠ অবদান মক্কায় পয়গম্বরের ধর্মশাসনকালে দিয়াছিল? খৃষ্টধর্ম কনস্টেণ্টাইনের আমলে ম্লান হইয়া যায়। কিন্তু এই বিচার এখন আর বাড়াইয়া কাজ নাই। এই পথে আমার সহজ সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, সেই বিশ্বাস বশেই এই পরামর্শ দিতেছি। মুসলমান বন্ধুদের যদি সেই বিশ্বাস না থাকে, তবে তাঁহারা আমার পরামর্শ না লইলেই হয়ত ভাল করিবেন। ৪৭৬

ভারতীয় মুসলিমগণ কংগ্রেসের সেবক হউন

"আমি মনে করি তাঁহাদের কংগ্রেসে যোগ দিতে প্রস্তুত থাকা ভাল। তবে কংগ্রেস যতদিন না একেবারে তুল্য মর্যাদা দিয়া হাত বাড়াইয়া তাঁহাদের

আহ্বান করিয়া লয় ততদিন কংগ্রেসে প্রবেশ করিবার জন্য তাঁহারা আবেদন করিবেন না। সংজ্ঞাবিচারে কংগ্রেসে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় বলিয়া কোন ভেদ নাই। মানবধর্ম ব্যতীত কংগ্রেসের অন্য ধর্ম নাই। কংগ্রেসের পক্ষে প্রত্যেক পুরুষ ও প্রত্যেক নারী পরস্পরের সমান। ইহা একটি খাঁটি লৌকিক, রাজনৈতিক, জাতীয় প্রতিষ্ঠান। ইহাতে হিন্দু মুসলমান, শিখ খৃষ্টান, পার্শি, ইহুদী সবারই সমান স্থান। কংগ্রেস যাহা বলিয়াছে সব সময় তদনুযায়ী চলিতে পারে নাই। তাই অনেক মুসলমানের কাছে উহা প্রধানত বর্ণ হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। সে যাহা হউক, যতদিন এই উত্তেজনা থাকিবে ততদিন তাঁহাদের সসম্মানে কংগ্রেস হইতে দূরে থাকাই ভাল। কংগ্রেস যখন তাঁহাদের সেবা চাহিবে তখনই কেবল তাঁহারা কংগ্রেসের ভিতর আসিবেন। ইতিমধ্যে আমি যেমন আছি, তাঁহারাও সেইরূপে কংগ্রেসের হইয়া থাকুন। আমি কংগ্রেসের চারি আনার সভ্যও নহি। তবুও যে কংগ্রেসের উপর আমার প্রভাব, তাহার কারণ ১৯১৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ফিরিয়া আসার পর হইতে আমি বিশ্বস্তভাবে কংগ্রেসের সেবা করিয়াছি। প্রত্যেক মুসলমানই এখন হইতে ঐরূপ সেবায় নিযুক্ত হইতে পারেন। তখন তিনি দেখিতে পাইবেন, লোকে আমার সেবার মত তাঁহার সেবারও সমাদর করিতেছে। প্রত্যেক মুসলমানকে এখন লোকে লীগের অনুগামী, সুতরাং কংগ্রেসের শত্রু বলিয়া মনে করে। দুর্ভাগ্যক্রমে লীগই এই শিক্ষা দিয়াছে। এখন এই শত্রুতার আর স্বল্পমাত্র কারণও নাই। সাম্প্রদায়িক বিষ হইতে মুক্ত হইবার জন্য চারিমাস কাল ত অতি অল্প সময়। আমাদের দুঃখী দেশের দুর্ভাগ্য এই যে, হিন্দু ও শিখরা ঐ বিষকে অমৃত ভ্রমে পান করিয়াছে, ফলে তাহারা মুসলমানদের শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রতিশোধ লইয়া তাহারা নিজেদের কলঙ্কিত করিয়াছে। এইরূপে তাহারা পাকিস্থানের মুসলমানদের সমান কলঙ্কের ভাগী হইয়া গিয়াছে। তাই মুসলমান সংখ্যালঘুদের এই পরামর্শ দিতেছি যে, আদর্শ আচরণের দ্বারা তাঁহারা দেখাইয়া দিন, তাঁহাদের পক্ষে ভারত ইউনিয়নে থাকিবার একমাত্র সম্মানজনক পন্থা হইল, মনের সকল বাধা দূর করিয়া দিয়া ভারতের পুরাদস্তুর নাগরিক হইয়া যাওয়া—তাহা হইলেই তাঁহারা জীবন-যাত্রায় এই বিষাক্ত পরিবেশের উর্ধ্বে উঠিয়া এই অর্থহীন কুসংস্কারের নিরসন করিতে পারিবেন। সেস্থলে লীগের আর রাজনৈতিক সংস্থা হিসাবে থাকা চলিবে না, যেমন চলিবে না হিন্দুমহাসভা, শিখসভা, বা পার্শিসভার। এই সকল ধর্ম-প্রতিষ্ঠান তখন ধর্মের মধ্যে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ তাহার সন্ধান এবং তদনুযায়ী জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে ধর্মের আভ্যন্তরীণ সংস্কারকল্পে কাজ করিতে পারিবে। তাঁহারা এইরূপ করিলেই আবহাওয়া একবারে বিষমুক্ত হইবে, এবং

বিভিন্ন ধর্মের অনুগামীরা পরস্পরের সহিত ভাল কার্যে প্রতিযোগিতা করিতে লাগিয়া যাইবে। তখন তাহারা পরস্পর বন্ধুভাবাপন্ন হইয়া রাষ্ট্রের সহায় হইবে। কংগ্রেসে যোগই দিন বা উহার বাহিরেই থাকুন, তাঁহাদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা একমাত্র কংগ্রেসের ভিতর দিয়াই চরিতার্থ হইতে পারে। যাঁহারা এখন কংগ্রেসে আছেন, মাত্র তাঁহাদের কথাই যদি কংগ্রেস আমলে আনে, তবে উহা সঙ্কীর্ণ দলে পরিণত হইবে। কংগ্রেসে এখনও খুব অল্প লোক আছে। তথাপি কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী,কারণ কংগ্রেস কাহাকেও বাদ না দিয়া ভারতের সকলের প্রতিনিধিরূপে কাজ করিতে চেষ্টা করে। যে সবার নীচে তাহাকে অবধি সেবা করাই কংগ্রেসের লক্ষ্য।" ৪৭৭

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ২৩-১২-৪৭

প্রার্থনার সময়

শীত উত্তরোত্তর বেশি পড়িতেছে। তাই সাড়ে পাঁচটার স্থলে পাঁচটায় প্রার্থনা করিলে ভাল হয় বলিয়া কোন বন্ধু গান্ধীজীকে লিখিয়া অনুরোধ জানান। তদুত্তরে গান্ধীজী বলেন, "২১শে ডিসেম্বর হইতে ত দিন ক্রমশ বড় হয়। তাহা হইলেও আমি আপনাদের ইচ্ছানুরূপ কাজ করিব। যাঁহারা মনে করেন প্রার্থনা কিছু পূর্বে হইলে ভাল হয় তাঁহারা হাত তুলুন।" বহু লোকের হাত উঠে। প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলে নাই। সুতরাং আধ ঘণ্টা আগে প্রার্থনা হইবে স্থির করা হয়। ৪৭৮

ভাওয়ালপুরের অমুসলমান

গতকল্য ভাওয়ালপুরের কয়েকজন লোক "ভাওয়ালপুরের ১০,০০০ হাজার হিন্দু ও শিখের জীবন রক্ষা করুন"-লিখিত কতকগুলি বড় বড় বিজ্ঞাপন প্রার্থনাসভায় লইয়া আসিয়াছিল। গান্ধীজী মৌন ছিলেন। তাই আজ তিনি সেই কথার উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "ঐ সম্পর্কে আজ দিনের বেলায় দুই বন্ধু আমার নিকট আসিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিলেন, যে পর্যন্ত হিন্দু ও শিখদের ভাওয়ালপুর হইতে চলিয়া আসিবার ব্যবস্থা না করা হয় সে পর্যন্ত তাঁহারা গভর্ণর জেনারেলের দ্বারে অনশনে ধন্না দিবার কথা ভাবিতেছেন। আমি বলিলাম তাহাতে কোনদিকেই কোন সুরাহা হইবে না। মন্ত্রীমণ্ডলী যতটুকু দেন তাহার অতিরিক্ত অধিকার এখন গভর্ণর জেনারেলের নাই। বৃটিশ সাম্রাজ্যের শক্তি এখন আর তাঁহার পিছনে নাই। তিনি চমৎকার যুদ্ধবীর, কিন্তু এই ক্ষেত্রে সেই শক্তি প্রয়োগ করিতেই তিনি অক্ষম। সেইশক্তি এখন সযত্নে শিকায় তোলা আছে। তাহা হইলেও একথা স্বীকার করি যে, হিন্দু ও

শিখদের ভাওয়ালপুর হইতে আনয়নের ব্যবস্থা করা উচিত। নবাব সাহেবের উচিত পাকিস্থানের বাহিরে তাহারা যে যেখানে যাইতে চাহে তথায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া। আমি জানি ভাওয়ালপুর প্রধানত শিখদের হাতে তৈয়ারি। অথচ শিখ ও হিন্দুদেরই ভয়ঙ্কর দুর্ভোগ ভুগিতে হইয়াছে। নবাব সাহেব ইহার দায়িত্ব এড়াইতে পারেন না। কিন্তু গতস্য শোচনা নাস্তি। নবাব সাহেবের কাছে আমার এই আবেদন যে, তিনি ঘোষণা করিয়া দিন যতদিন না হিন্দু ও শিখদের ভাওয়ালপুর ছাড়িবার ব্যবস্থা হইতেছে ততদিন কেহ তাহাদের কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারিবে না। ইতিমধ্যে তাহাদের ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে। ৪৭৯

পাকিস্থানে শরণার্থী

"অদ্যকার স্টেটস্‌ম্যানে নিম্নের বিবরণটি আছে :

'গত তিন দিন ধরিয়া লাহোরে শীতের দমকা হাওয়ার দাপট ছিল। ঐ সময়ে সর্বনিম্ন তাপ ৩৪ ডিগ্রি হইতে ৩৬ ডিগ্রির ভিতর। তারপর শনিবারে প্রথম বৃষ্টি হয়। রবিবারেও বৃষ্টি হইয়াছে, আজও হইল। ফলে অর্ধভুক্ত, স্বল্প-বস্ত্র শরণার্থীদের কষ্ট ও পীড়ন খুবই হইয়াছে। তাহাদের না আছে শয্যা না আছে আশ্রয়—আছে শুধু মাথার উপর মেঘাচ্ছন্ন আকাশতল। গত কাল 'মল' দিয়া যখন বেড়াইতেছিলাম, তখন রাত্রির নিস্তব্ধতায় দুর্ভাগ্য শরণার্থীদের গোঙানি আমার কানে আসিতেছিল।

'কয়েকদিন আগেও কলেরার প্রকোপ ছিল। ৬ই সেপ্টেম্বর হইতে আজ পর্যন্ত সহরে ২,৫০০ জন আক্রান্ত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে প্রায় এক চতুর্থাংশের মৃত্যু ঘটিয়াছে। এখন মারাত্মক ধরণের বসন্ত দেখা দিয়াছে। গড়ে প্রতিদিন কুড়ি জন লোক এই ব্যাধিতে মারা যাইতেছে। গত তিন দিনে ১২৫ জন আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া স্বাস্থ্য-বিভাগে খবর আসিয়াছে।

* * *

'সংক্রামক ব্যাধির এই প্রাদুর্ভাবে বোধ হয় বিস্ময়ের কিছু নাই, বিশেষ করিয়া যখন স্মরণ হয় যে, নিরতিশয় অস্বাস্থ্যকর অবস্থা আজও বর্তমান।

'মুরি ও অপর নানা স্থান হইতে ঝাড়ুদার আনা হইয়াছে। কিন্তু স্বাস্থ্যবিভাগের বড় কর্তা দুঃখের সহিত আমার কাছে স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহার কর্মচারীরা ঐ সব ঝাড়ুদারের কাছ হইতে

এখন বেশ ভাল কাজ আদায় করিতে পারিতেছে না। সহরের সর্বত্রই বীভৎস আবর্জনার স্তূপ, ঘনবসতি মহল্লার সদর রাস্তায় বা গলিতে ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ। দর্শকেরা ইহাতেই বুঝিবে যে অবস্থার উন্নতি না হইলে সংক্রামক রোগে বহু লোক মারা যাইবে।' ৪৮০

"শরণার্থীদের পক্ষে নিজের প্রয়োজনীয় কাজের জন্য চাকর রাখা অন্যায়। তাহারা নিজের কাজ নিজেই করিবে। সমগ্র ক্যাম্পের জন্যও তাহাদের কিছু কাজ করা চাই। আপন দুর্ভাগ্যকেও তাহাদের যতটা সম্ভব কাজে লাগাইতে হইবে। শরণার্থীদের অন্নবস্ত্র ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা উভয় গবর্মেণ্টের কর্তব্য। কিন্তু তাহাদের সেবার জন্য নোকর-বাহিনী যোগাড় করা কখনই উচিত নহে। তাহারা হিন্দু শিখ বা মুসলমান, যাহাই হউক, পায়খানা-সাফ প্রভৃতি যে সব কাজকে লোকে ভুল করিয়া হীন মনে করে, তাহা করিতে অস্বীকার করা তাহাদের উচিত নহে। অলস হইয়া থাকাও তাহাদের অন্যায়। জনস্বাস্থ্য রক্ষার্থে সাফাই কাজ একটি বিশেষ শ্রেণীর লোকের করণীয়—এই কদর্য মনোভাব দূর করিতে হইবে। পাকিস্থানের মুসলিম শরণার্থীদের প্রতি এরূপ অবহিত হইয়াছি বলিয়া শ্রোতারা যেন আমাকে ক্ষমা করেন। আমি এমন অমানুষোচিত ভেদ কখনও করিতে পারি না।" ৪৮১

নোয়াখালির সংবাদ

গান্ধীজী তারপর বলিলেন, "নোয়াখালি হইতে আমার সেক্রেটারী প্যারেলাল আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। আমার মতে প্যারেলালজী ও তাঁহার সহকর্মীরা সেখানে খুব উত্তম কাজ করিয়াছেন। আমার কথা অনুযায়ী প্রয়োজন হইলে মরিতে প্রস্তুত হইয়াও তাঁহারা তথায় ছিলেন। তাহাদের উপস্থিতিতে হিন্দুদের মনে খুব সন্তোষ ও সাহসের সঞ্চার হইয়াছে। মুসলমানেরাও বুঝিতে পারিয়াছে যে, এই সব স্বেচ্ছাসেবক সকলেরই বন্ধু, ইহারা শান্তি ও সদ্ভাব স্থাপন করিতেই চায়। প্যারে-লালজী আমাকে একটি ঘটনার কথা বলিয়াছেন। তাঁহার ভাষাতেই আমি সেকথা আপনাদের বলিতেছি :

'পুনঃস্থাপনার প্রথম কাজ যাহাকে বলা যাইতে পারে 'সাহাপুরে তাহা সেদিন সম্পন্ন হইয়াছে। দাঙ্গার সময় সাহাপুরেই গোলমাল প্রথম সুরু হয়। সাহাপুরেই ছিল ঝটিকা কেন্দ্র। গান্ধীজীর "কর বা মর" ব্রতের সাধনে গত তের মাস আমি এইখানেই কাজ করিতেছি। এখানে স্থানীয় কোন হিন্দু ব্যবসায়ীর ঘর ভাঙ্গিয়া তাহাতে মুসলমানরা

মসজিদ তুলিয়াছিল। আজ মুসলমানেরা নিজ হাতে তাহা অপসারিত করিয়াছে। ভাঙ্গা বাড়ির স্থান ও মালমসলা মালিককে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। নেতৃস্থানীয় মুসলমানরা এক ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া এই কাজকে "হিন্দুভাইদের প্রতি বন্ধুত্বের প্রকাশ ও তাহাদের পুনর্বসতির প্রথম চেষ্টা" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অন্তরে খুব ভাল করিয়া অনুসন্ধান না করিয়া এই কাজ করা হয় নাই। শেষ মুহূর্তে এমন কথাও হইয়াছিল যে, 'পারস্পরিক মিটমাটের পন্থা নির্ধারণের জন্য' হিন্দুমুসলমানের যুক্ত বৈঠক আহ্বান করা হউক। কিন্তু যখন তাহাদের বুঝাইয়া বলা হইল যে, এইক্ষেত্রে মিটমাটের স্থান নাই, সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় যখন অন্যায় করিয়াছে তাহাদেরই তখন তাহা নাকচ করিতে হইবে—তাহারা কথাটা বুঝিল। সংখ্যালঘিষ্ঠগণ দাবি যদি না করে তবুও সংখ্যাগরিষ্ঠগণ অন্যায়ের পূরা প্রতীকার করিতে বাধ্য থাকিবে। মসজিদ-ঘর ভাঙ্গার কার্য আরম্ভ হইবার আগে আমি প্রধান মুসলমানদের বলিয়াছিলাম যে, অন্তরের তাগিদে তাঁহারা যদি এই কাজ না করেন, তবে আপাততঃ যেমন আছে, তেমনই থাকাই খুব ভাল। সংখ্যাগরিষ্ঠের মনের পরিবর্তন যদি সূচিত না হয় এবং তাহাদের সদিচ্ছার আশ্বাস যদি বহন না করে তবে এই বাহ্য পরিবর্তন নিরর্থক। আমার দিক হইতে তাঁহাদিগকে এই নিশ্চয়তা দিই যে, যতদিন আমি থাকিব ততদিন কর্তৃপক্ষকে তাহাদের উপর জোর করিয়া কিছু চাপাইতে দিব না। কিন্তু তাঁহারা আশ্বাস দিয়া বলেন যে,অন্তরের তাগিদেই তাঁহারা এই ক্ষতিপূরণের কাজ করিতেছেন। 'বিস্‌মিল্লা'র নাম লইয়া তাঁহারা উহা ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিলেন। স্থানীয় মুসলমানরা যথেষ্ট সদ্বিবেচনা দেখাইয়াছেন ও জেলার আমলারা খুব চেষ্টা করিয়াছেন। কৃতিত্ব তাঁহাদেরই। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি শান্তি ও সদ্ভাব স্থাপনের জন্য অক্লান্ত চেষ্টা করিতেছেন। অবশ্য একথা এখনও বলা হইতেছে না যে, নোয়াখালিতে সবই ঠিক হইয়া গিয়াছে। 'অল্প যাহা হইয়াছে' 'অনেক বাকি' সম্বন্ধে তাহা আশা ও উৎসাহ জাগায়—এই মাত্র।' ৪৮২

"ভারতে ও পাকিস্থানে সকলে যদি এই দৃষ্টান্ত অনুসারে কাজ করে তবে অচিরে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। সকলেই যদি আপন ধর্মের যাহা শ্রেষ্ঠ তাহার অনুসরণ করে, আর অন্য ধর্ম ও তাহার অনুগামীদের সমান সম্মানের চক্ষে দেখে, তবেই এই জটিল সমস্যা সমাধানের পথ পাওয়া যায়।" ৪৮৩

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ২৪-১২-৪৭

ইহা কি অহিংসা ?

আজিকার সন্ধ্যায় প্রার্থনান্তিক ভাষণে গান্ধীজী বলিলেন, "কয়েকজন শিখ বন্ধু আমার সহিত দেখা করিতে আসিতেছেন, আর সংবাদপত্রের কয়েকটা কাটা টুকরা আমি দেখিয়াছি। আমি শিখদের শত্রু হইয়া উঠিয়াছি—লোকের যেন এইরূপ একটা ধারণা জন্মিয়াছে। ভারতের বাহিরের পৃথিবীতে আমার কথার মূল্য আছে বলিয়া মনে হয়, নহিলে শিখরা ইহা লইয়া বেশি উদ্বিগ্ন হইতেন না। পৃথিবীর লোকে মনে করে যে, ভারতবর্ষ অহিংসা দ্বারা স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে। আর একথা যদি সত্য হয় তবে ত ইতিহাসে ইহা অভূতপূর্ব ঘটনা। হায়, একথা যদি প্রকৃতই সত্য হইত! কিন্তু আমি ত ইতিমধ্যেই বলিয়াছি যে একথা সত্য নয়। যাহারা কাপুরুষ ও দুর্বল এবং হৃদয় যাহাদের কৃপণ তাহারা কখন অহিংসার অনুশীলন করিতে পারে না। কিন্তু দেহ যাহাদের অক্ষম ভগবানের করুণা লাভ করিলে তাহারাও সর্বদা অহিংসা পালন করিতে পারে। অন্ধভাবে আমি মনে করিয়াছিলাম যে, স্বাধীনতার জন্য ভারত অহিংস সংগ্রাম করিয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে তাহাতে আমার চোখ খুলিয়া গিয়াছে। আমি বুঝিতে পারিয়াছি, দুর্বলের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধই আমরা করিয়াছিলাম। ভারতীয়গণ যদি প্রকৃতই বীরের মত অহিংস হইত তবে যে-সকল অপকর্ম করিয়া তাহারা অপরাধী হইয়াছে তাহাতে কখন লিপ্ত হইতে পারিত না। তাহাদের সম্মুখে ত প্রহ্লাদের দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। বার বৎসরের বালক প্রহ্লাদ। রাজা তাহার পিতা। সেই রাজার শক্তির বিরুদ্ধে সে একাই দাঁড়াইয়াছে। ভগবান ছাড়া আর কাহারও উপর সে নির্ভর করে নাই। ৪৮৪

অপাত্রে ক্রোধ

"শিখ বন্ধুদের রাগ দেখিয়া আমি ত না হাসিয়া পারি না। এমন অনেক কথা তাঁহারা আমার মুখে আরোপ করিয়াছেন, যাহা আমি বলি নাই। হিন্দু, শিখ এবং মুসলমানগণের মধ্যে আমি তফাৎ করি না। শিখদের পানাসক্তি এবং তাহারা যে সকল অনাচার-অত্যাচার করিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহার জন্য আমি তাহাদের সমালোচনা করিয়াছি। সমালোচনা দ্বারা এরূপ বুঝায় না যে, সকল শিখই অন্যায় করিয়াছে, আর ইহাও বুঝায় না যে, হিন্দুদের দোষ নাই। শিখরা শক্তিশালী জাতি বলিয়া আমি তাহাদের নিকট হইতে আরও বেশি আশা করি। আমি যেমন তাহাদের দোষগুলি দেখাইয়া দিয়া থাকি, তেমনই এ কথাও ঠিক যে, আমি তাহাদের গুণ-

গুলিও স্বচ্ছন্দে স্বীকার করিয়াছি। নৃশংসতার কার্যগুলি যাহারা দেখিয়াও দেখিবে না অথবা লঘুভাবে দেখিবে তাহারাই শিখদের শত্রু—আমি তাহাদের শত্রু নহি, আমার শত্রু কেহ নাই। যাহা কিছু আমি বলিয়াছি, দৃঢ়নিষ্ঠ বন্ধু হিসাবেই বলিয়াছি। গ্রন্থ সাহেবের মহান্ উপদেশগুলি আমার অজ্ঞাত নহে। আমার সমালোচনার কারণে জগতের লোক শিখদের সম্বন্ধে ভুল বিচার করিবে এরূপ ভয় তাঁহারা কখনও করিবেন না।" ৪৮৫

যীশুর জন্মদিনে অভিবাদন

তৎপরে গান্ধীজী খৃষ্টের জন্মদিনের উল্লেখ করিলেন। তিনি বলিলেন, "দীপাবলি যেমন হিন্দুদের, কাল যীশুর জন্মদিন সেইরূপ খৃষ্টানদের উৎসব। এই উৎসবের দিন দুইটির কোনটিই মদ্যপান, নাচগান ও আমোদ-আহ্লাদের জন্য নহে। এই দুইটিই পবিত্র দিন। এই দিনে আত্মপরীক্ষা করিয়া পরবর্তী বৎসরে আরও ভাল হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। ভারতের এবং ভারতের বাহিরের খৃষ্টান বন্ধুগণকে আমি আমার অভিবাদন জানাইতেছি। আমি আশা করি, তাঁহারা নিজ জীবনে যীশুখৃষ্টের উপদেশ ও শিক্ষা কার্যে পরিণত করিবার সঙ্কল্প লইবেন। খৃষ্টানরা ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। হিন্দু, মুসলমান ও শিখগণকে আমি সাবধান করিয়া দিতেছি, তাঁহারা যেন খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে মনে মন্দ ভাব পোষণ না করেন। তাঁহাদের হিন্দু, মুসলমান বা শিখধর্মে আনিবার কথাও তাঁহারা যেন না ভাবেন। এরূপ ধর্মান্তরকরণে আমি বিশ্বাস করি না। আমি চাই সর্বাবস্থায়ই খৃষ্টান ভাল খৃষ্টান হউক, আর মুসলমান হউক ভাল মুসলমান, শিখ হউক ভাল শিখ এবং হিন্দু ভাল হিন্দু। আমার কাছে প্রকৃত ধর্মান্তর ইহাই। ৪৮৬

"সংবাদপত্রে দেখিয়াছি যে, যেহেতু খৃষ্টান বা অন্য কোন ধর্মকে রাষ্ট্র হইতে পোষণ করা হইবে না, সেইহেতু ভারতের শতকরা ৭৫টি খৃষ্টান ধর্মমন্দির বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু অর্থের দ্বারা ত কখন ধর্মের সেবা করা যায় না। খৃষ্টানরা বরং এই বুঝিয়া আনন্দিত হউন যে, ইহাতে একটা অস্বাভাবিক অবলম্বন অপসারিত হইতেছে। ভগবান ত সর্বত্রই বিদ্যমান্। প্রস্তরনির্মিত মন্দির অপেক্ষা বরং আমাদের দেহই হইল ভগবানের আসল মন্দির। আমার মতে উন্মুক্ত প্রান্তরই হইল সম্মিলিত প্রার্থনার সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান—মাথার উপরে আকাশের চাঁদোয়া, আর নীচে মাতা বসুমতী হইলেন আসন। প্রত্যেক মানুষই আপন ধর্মের রক্ষক—সারা জগতও যদি তার বিরুদ্ধতা করে। ৪৮৭

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী,২৫-১২-৪৭

কাশ্মীরের প্রশ্ন

আজ সন্ধ্যায় প্রার্থনার পর ভাষণে গান্ধীজী কাশ্মীরের কথা আলোচনা করিলেন। তিনি বলিলেন, "কাশ্মীর-সমস্যা সালিসিতে দিবার কথা আজ সংবাদপত্রে পড়িলাম। নিজেদের মামলা মিটাইবার জন্য ভারত যুক্তরাষ্ট্র এবং পাকিস্থানকে কি সর্বদাই তৃতীয় পক্ষের উপর নির্ভর করিতে হইবে? ইহারা আর কত কাল বিবাদ করিয়া চলিবে? ৪৮৮

"কাশ্মীর বিভাগ করিবার কথাও কিছু কিছু হইতেছে। অদ্ভুত কথা। ভারত দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে ইহাই ত যথেষ্ট—তারও অধিক। বিধাতা যে-দেশকে এক করিয়া গড়িয়াছেন, মানুষের পক্ষে তাহাকে ভাগ করা অসম্ভব বলিয়াই মনে হইতে পারিত। তথাপি তাহাই ঘটিয়াছে। বিভিন্ন কারণে হইলেও কংগ্রেস এবং লীগ উভয়েরই সিদ্ধান্তে দেশ ভাগ হইয়াছে। কিন্তু তদ্দ্বারা ইহা বুঝায় না যে, ভাগাভাগি আরও চলিতে থাকিবে"। কাশ্মীরকে যদি ভাগ করিতে হয়, তবে অন্য রাজ্যগুলিকে হইবে না কেন? ইহার শেষ কোথায়? ৪৮৯

"প্রথমে বলা হইল যে, হানাদারগণ কাশ্মীর আক্রমণ করিয়াছে। কিন্তু যতই সময় যাইতে লাগিল, ততই বুঝা গেল, এই আক্রমণের পশ্চাতে রহিয়াছে পাকিস্থান। 'জমিন্দার' নামক উর্দু দৈনিক হইতে আজ আমাকে একটি অংশ পড়িয়া শুনান হইয়াছে। তাহাতে মুসলিমগণকে জেহাদে যোগ দিবার জন্য খোলাখুলিভাবে সৈন্যদলভুক্ত হইতে আহ্বান করা হইয়াছে, আর সর্বত্র সকলের উপর গালিবর্ষণ করা হইয়াছে। খিলাফতের সময়েই আমি মৌলানা জাফর আলি খাঁকে জানিতাম। তখনকার দিনেই জিহ্বা সংযত রাখা তাঁহার পক্ষে কঠিন ছিল। এখন ত স্পষ্টতঃই তাঁহার লেখনী বা জিহ্বায় কোন সংযম আছে বলিয়া মনে হয় না। তিনি কি এই কথা বলিতে চান যে, হিন্দু, মুসলমান ও শিখ নিরন্তর পরস্পরের শত্রু হইয়া থাকিবে? ক্রোধ উদ্দীপনের কারণ যাহাই হউক না কেন, আমি হিন্দু ও শিখগণকে প্রতিহিংসা না লইতে পরামর্শ দিতেছি। ৪৯০

"কাশ্মীর আক্রমণের পশ্চাতে পাকিস্থান আছে—ইহাই প্রকৃত ঘটনা বলিয়া মনে হইতেছে। কাশ্মীরের জনগণের এবং তথাকার রাজার আহ্বানে ঐ সুন্দর উপত্যকাভূমি রক্ষা করিবার জন্যই ভারতীয় সৈন্যগণ কাশ্মীর গিয়াছে। শেখ আবদুল্লাকে আমি কাশ্মীরের প্রকৃত নায়ক বলিয়া মনে করি। কাশ্মীর-বাসী মুসলমান জনগণের এবং তথাকার স্বল্প সংখ্যক অমুসলমানের উপর শেখ

আবদুল্লার যে অনন্যপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাব আছে সে কথা কাশ্মীরে যাহারা গিয়াছে তাহাদের সকলেই আমাকে বলিয়াছে। আজকালকার দিনে ইংলণ্ডের রাজার মত ভারতীয় রাজারা রাজোপাধিটুকু লইয়াই টিকিয়া থাকিতে পারেন। ৪৯১

জম্মুর ঘটনা

"জম্মুতে বহু মুসলিম হত্যা ও মুসলিম বালিকাহরণের কথা আমি শুনিয়াছি। মহারাজাকে ইহার দায়িত্ব স্বীকার করিতে হইবে। ডোগরা সৈন্যদল একেবারে তাঁহার আয়ত্তেই ছিল। তিনি রাজ্যের নিয়মতান্ত্রিক কর্তা মাত্র, কিন্তু তখনও তাঁহার এই অবস্থান্তর ঘটে নাই। সুতরাং তাঁহার শাসন-সময়ে প্রজাগণ ভাল মন্দ যাহা কিছু করিয়াছে তাহার জন্য তিনিই দায়ী হইবেন। শেখ আবদুল্লা জম্মুতে গিয়াছিলেন। তিনি লোকের ক্রোধ শান্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মহারাজাকে আমি এখন পরামর্শ দিব যে, জম্মুতে যাহা ঘটিয়াছে তাহা বুঝিয়া তিনি এখন তাঁহার মন্ত্রীসহ সরিয়া দাঁড়ান এবং শেখ আবদুল্লা ও কাশ্মীরের জনগণকে বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ব্যবস্থা করিবার পূর্ণ সুযোগ দিন। ভারতের একটি খুব বড় এবং বিশিষ্ট রাজ্যের অধিপতি হিসাবে তাঁহার পক্ষে এই কার্য খুব শোভন ও যোগ্য হইবে। ৪৯২

পাকিস্থানের গর্ব

"সব চেয়ে বড় ইসলামিক শক্তি বলিয়া পাকিস্থান গর্ব করে। ন্যায়বিচার সম্বন্ধে পাকিস্থানের প্রত্যেক হিন্দু ও শিখকে নিশ্চিন্ত করিতে না পারিলে নিজেদের লইয়া এরূপ গর্ব করা চলে না। ৪৯৩

"পাকিস্থানকে যদি মান্য ও যোগ্য রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হইতে হয়, তবে পাকিস্থান ও ভারত যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের একত্র বসিয়া কাশ্মীরের ব্যাপার আলোচনা-বিচার করিয়া মীমাংসা করা উচিত। অন্য অনেক ব্যাপারের মীমাংসা ত তাঁহারা এইরূপেই করিয়া লইয়াছেন। আর এরূপ মীমাংসা যদি তাঁহারা করিতে না পারেন, তবে নিজেদের মধ্য হইতে সৎ এবং সত্যপরায়ণ লোকদের বাছিয়া লইয়া তাঁহাদের দ্বারা পরিচালিত হউন না কেন? এই পন্থায় প্রথম কার্য হইবে স্বকৃত সমস্ত পাপ ও অন্যায় মুক্তকণ্ঠে ও আন্তরিকভাবে স্বীকার করা। যথার্থ অনুতাপে অপরাধের ক্ষালন হয় এবং প্রকৃত বোঝাপড়ার পথ পরিষ্কার হয়। কংগ্রেস গবর্মেণ্ট কখনও রাজার পক্ষ হইয়া প্রজার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে না—রাজারা প্রজাদের ন্যাসরক্ষক এই হিসাবেই রাজাদের সঙ্গে ব্যবহার করিতে পারে।" ৪৯৪

গজনীর সুলতান গজনবীকে পুনরাহ্বান

ইহার পর গান্ধীজী ভারতে প্রকাশিত একখানি উর্দু পত্রিকার উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "এই পত্রিকায় একটি কবিতা আছে। তাহার মর্ম এই যে, সকলেই আজ সোমনাথ মন্দিরের কথা বলিতেছে, কিন্তু জুনাগড়ে যাহা ঘটিয়াছে তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য গজনী হইতে নূতন গজনবীকে আসিতে হইবে। এই কবিতাটি দেখিয়া আমি গভীর মর্মপীড়া অনুভব করিয়াছি। ভারতীয় ইউনিয়নে মুসলিম নামের যোগ্য কেহ কি করিয়া এমন কথা ভাবিতে পারে? সে কেন সোমনাথের পুনর্গঠন-ব্যাপারে যুক্ত থাকিয়া গর্ব অনুভব করিতে পারে না? আমি আশা করি, মামুদ গজনবী যে কার্য করিয়াছিলেন বলিয়া খ্যাত তাহা লইয়া কোন প্রকৃত মুসলমান গর্ব করিতে পারে না। ভারত যুক্তরাষ্ট্রে মুসলমানদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিবার জন্য আমি আমার প্রাণ পণ করিয়াছি। মন্দের প্রতিদানে ভাল করিতে হয় ইহাই আমার বিশ্বাস—সেইজন্য ঐ পণ হইতে আমি বিচ্যুত হইব না। হিন্দু ও শিখগণকে আমি বলি, উত্তেজনার বশে তাঁহারা যেন পথভ্রষ্ট না হন। আর মুসলিম বন্ধুগণকে বলি, পুনর্মিলনের দুরূহ কাজকে তাঁহারা যেন পূর্বাপেক্ষা আরও কঠিন করিয়া না তুলেন। দুরভিসন্ধিপূর্ণ ঐ কবিতাটি একটি বিশিষ্ট সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছে, নহিলে আমি উহার উল্লেখ করিতাম না।" ৪৯৫

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ২৬-১২-৪৭

টিবিয়া কলেজ

গান্ধীজী তারপর দিল্লীর টিবিয়া কলেজের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "স্বর্গত হাকিম আজমল খাঁ এই সংস্থাটির পরিকল্পনা ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান রাজগণ এবং জনসাধারণ ইহার ভাণ্ডারে অর্থদান করেন। দুর্ভাগ্যবশে গত ১৫ই আগষ্টের পর হিন্দু ও শিখগণ মুসলমানকে শত্রু বলিয়া ভাবিতে লাগিলেন। অতীতে কিন্তু এই মনোভাব ছিল না। মুসলমান ও অমুসলমান ছাত্রগণ সকলেই এখানে শিক্ষা গ্রহণ করিতেন। ন্যাসরক্ষকগণের মধ্যে মুসলমান ও অমুসলমান ছিলেন—পরলোকগত ডাক্তার আনসারী ছিলেন তাঁহাদের একজন। আয়ুর্বেদ, য়ুনানী এবং পাশ্চাত্য প্রথায় এখানে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া হইত। আজ এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ছাত্র নাই। এই প্রতিষ্ঠানটি করলবাগে—নিজ জীবন বিপন্ন না করিয়া কোন মুসলিম ছাত্র এখন সে অঞ্চলে প্রবেশ করিতে পারে না। কোন্ অঞ্চল যে আজ মুসলমানদের পক্ষে নিরাপদ তাহা বাহির করাও একটা সমস্যা। আজ কয়েকজন হিন্দু বন্ধু আমার সঙ্গে

দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। টিবিয়া কলেজের কি হইবে তাহাই তাঁহারা জানিতে চাহিলেন। আমি বলিলাম, বর্তমানে কলেজের যে দশা হইয়াছে তাহা আমাদের পক্ষে দুঃখ ও লজ্জার কথা। এই বিষয়ে আমার যতটুকু সাধ্য আমি তাহা করিবার চেষ্টা করিতেছি। হিন্দু ও শিখগণকে আমি সানুনয়ে বলিতেছি, আপনারা নিজেদের সর্বনাশের আয়োজন করিবেন না। যে অপরের সর্বনাশের চেষ্টা করে সে নিজেরই সর্বনাশ করিয়া থাকে। ইহাই মানব জীবনের বিধি। আমি একান্ত অনুনয়ে আপনাদের বলিতেছি, আপনারা নিজেদের এবং নিজ ধর্মের বিনাশ সাধন করিবেন না।" ৪৯৬

অপহৃতা নারী

যে কথা বার বার বলা চলে গান্ধীজী তারপর সেইরূপ একটি কথা বলিলেন। তিনি বলিলেন, "কয়েক হাজার হিন্দু ও শিখ বালিকা মুসলমান কর্তৃক অপহৃতা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অল্প কয়েকজন কোথায় আছে জানা গিয়াছে, কিন্তু এমন বহু সংখ্যক মেয়ের কোন খবরই ত আমি জানি না। শুনা যাইতেছে যে, যোগাযোগ হওয়ায় তাহাদের কয়েকজন বলিয়াছে, তাহারা আর ঘরে ফিরিয়া আসিতে চায় না। সমাজ তাহাদের গ্রহণ করিবে না, এই তাহাদের ভয়। তাহারা ভাবে তাহাদের স্বামী, পিতামাতা ও বন্ধুগণ তাহাদের ঘৃণা করিবে। যত জোর দিয়া বলা সম্ভব তত জোর দিয়াই আমি বলিতে চাই যে, ঐ সকল বালিকাকে সমাজের গ্রহণ করা উচিত। তাহাদের কয়েকজন অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছে। ইহাতে তাহাদের ত কোন দোষ নাই। সন্তান যখন ভূমিষ্ঠ হইবে তখন অন্যান্য নবজাতগণের সহিত তাহাদের তুল্য মানমর্যাদা দিতে হইবে। মায়ের যে ধর্ম এই সকল সন্তানের ধর্মও তাহাই হইবে। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ধর্ম পরিবর্তন করিবার ইচ্ছা করিলে তাহারা তাহা করিতে পারিবে। এরূপ কোন বালিকা যদি আমার কাছে আসে, তবে আমার কাছে অন্য যে-কোন মেয়ে যেরূপ ব্যবহার পায় সে সেইরূপ ব্যবহারই পাইবে। নররাক্ষসের লালসার কাছে বলি পড়িয়াছে বলিয়া এই সকল বালিকাকে শাস্তি দেওয়া মানুষের যোগ্য কাজ নয়। কোনই গ্লানিই ত তাহাদের স্পর্শ করে নাই। ৪৯৭

"আমি শুনিয়াছি পাতিয়ালা, কাশ্মীর ও অন্যান্য স্থানে হিন্দু ও শিখগণ কর্তৃক অনেক মুসলিম বালিকা অপহৃতা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে বড় ঘরের মেয়েরাও রহিয়াছে। এই বালিকারা যেখানে আছে, আমার কথা যদি সেখানে পৌঁছায়, তবে আমি অপরাধীগণকে খুব জোর করিয়াই বলিব যে,

তাহারা যেন ঐ মেয়েদের অবিলম্বে আপন ঘরে পাঠাইয়া দেয়। তাহাদের নিজের সংসারে যে তাহাদের ফিরাইয়া লইবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ৪৯৮

দর কষাকষি নহে

"আমি শুনিয়াছি এক মুসলিম পীরের কাছে কয়েকজন হিন্দু ও শিখ বালিকা রহিয়াছে। পীর বলিয়াছেন, বালিকাদের প্রতি কোনরূপ অসদ্ব্যবহার করা হইবে না, কিন্তু অপহৃতা মুসলিম বালিকাদের যতক্ষণ না ফিরাইয়া দেওয়া হয়, তাহাদেরও ততক্ষণ ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না। কিন্তু এইরূপ ব্যাপারে কোন প্রকার দর কষা বা কড়ার করা চলে কি? অপর পক্ষ কি করিল বা না করিল তাহার হিসাব না করিয়াই, উভয় পক্ষের উচিত একেবারে প্রথম সুযোগেই অপহৃতা মেয়েদের উদ্ধার করা এবং আপন ঘরে পাঠাইয়া দেওয়া। তবেই আমরা সম্মানিত ও সম্মানের যোগ্য নাগরিক হিসাবে বাস করিবার আশা করিতে পারিব। নহিলে আমরা চল্লিশ কোটি গুণ্ডার জাতিতে পরিণত হইব। যে সমাজে গুণ্ডাদের অপরাধ এইরূপে চলিতে দেওয়া হয় লোকে গুণ্ডাদের দেখিয়াই সেই সমাজের বিচার করে।" ৪৯৯

সাম্মালকা গ্রাম (নয়া দিল্লীর নিকট) ২৭-১২-৪৭

চিন্তা, কথা ও কাজে সামঞ্জস্য

শনিবারের সান্ধ্য প্রার্থনা সাম্মালকা গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। এখানে একটি পঞ্চায়েত-ঘর নির্মাণ করা হইয়াছে। প্রবেশপথে গান্ধীজীকে মাল্যভূষিত করা হয় এবং তাঁহাকে অভিনন্দনপত্র প্রদান করা হয়। প্রার্থনার পর গান্ধীজী উপস্থিত জনতাকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "প্রার্থনার জন্যই এই সভা ডাকা হইয়াছে। এরূপ সভায় ফুলের মালা, অভিনন্দন ও উল্লাসধ্বনি শোভা পায় না। এই সকল যদি না করা হইত তবে আমি খুব খুশী হইতাম। অভিনন্দন-পত্রে সত্য ও অহিংসার কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু যদি জীবনে ইহাদের সাধনা করা না হয়, তবে এই সকল গুণের কথা উচ্চারণ করার কোনও অর্থ হয় না। পক্ষান্তরে অযথা এ সব কথা উচ্চারণ করা ক্ষতিকর। দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ফিরিয়া আসিবার পর আমি হাজার হাজার গ্রাম পরিদর্শন করিয়াছি। কিরূপে এই সকল অভিনন্দন-পত্র প্রস্তুত করা হয় তাহা আমার জানা আছে। কোন এক ব্যক্তি ইহা রচনা করে, আর অন্য এক ব্যক্তি ইহা তোতা পাখীর মত পাঠ করে এবং সেইখানেই ইহার পরিসমাপ্তি ঘটে। মানুষের চিন্তা, কথা ও

কার্যের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা চাই। মুখে অহিংসা-প্রচার এবং কাজে সংখ্যালঘুদের বিতাড়ন কিম্বা তাহাদের প্রতি উৎপীড়ন একত্র মানায় না। স্বাধীনতার অর্থ এই নয় যে, যাহার যেমন খুশি সে সেইরূপ করিবে। কেহ কি নরহত্যা করিবার ও মিথ্যা বলিবার স্বাধীনতার জন্য প্রার্থনা ও সাধনা করিতে পারে? তাহা যদি করে তবে ভগবানের নিকট নয়, শয়তানের নিকটই আত্মসমর্পণ করা হইবে। ৫০০

পঞ্চায়েতের কর্তব্য

"পঞ্চায়েতের ঘর নির্মাণ করা হইয়াছে, ইহা প্রশংসীয় কাজ। যদি পঞ্চায়েতের করণীয় কাজ না করা হয়, তবে এই শ্রম ও সময় বৃথাই নষ্ট হইবে। প্রাচীনকালে চীন ও জগতের অন্যান্য স্থান হইতে বিখ্যাত পরিব্রাজকগণ ভারতবর্ষে আসিতেন। তাঁহারা জ্ঞানের অনুসন্ধানে আসিতেন। ভ্রমণের পথে তাঁহাদের বহু দুঃখকষ্ট সহ্য করিতে হইত। তাঁহাদের লিখিত বর্ণনায় আছে, ভারতবর্ষে চৌর্য ছিল না, লোকেরা সচ্চরিত্র ও পরিশ্রমী ছিল, ভারতবাসীদের গৃহে তালাচাবির প্রয়োজন হইত না। এখনকার মত তখন এত রকমারি বর্ণবিভেদ ছিল না। পঞ্চায়েতের কার্য হইল সাধুতা ও শ্রমের প্রবৃত্তিকে সতেজ করিয়া তোলা। যদি এক বৎসর পরে আমি আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, তবে কি আপনারা বলিতে পারিবেন যে, আপনাদের কাজ সুষ্ঠুভাবে চলিয়াছে এবং পঞ্চায়েত ছাড়া অন্য কোনও আদালতে আপনাদের প্রয়োজন হয় নাই? যদি কোন মামলা পঞ্চায়েতের নিকট মীমাংসার জন্য আসে, তবে সেই সঙ্গে পঞ্চায়েত গ্রামবাসীদের এই শিক্ষাও দিবেন যে, তাহারা যেন বিবাদ-বিসংবাদ না করে। এইরূপে বিনা খরচে অল্প সময়ের মধ্যেই ন্যায়বিচার সম্ভব হইবে। তাহাদের পুলিশ বা সৈন্যের দরকার হইবে না এবং বন্ধুহিসাবে ছাড়া শ্রীরন্ধব সাহেবকে অন্য কোনভাবে কোন কাজের জন্য বিরক্ত করিবার প্রয়োজন হইবে না। ৫০১

গবাদি পশুর উন্নতি

"আবার পঞ্চায়েতকে গবাদি পশুর উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যাহাতে দুগ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাহারও চেষ্টা করিতে হইবে। যত্ন করা হয় না বলিয়া আমাদের গবাদি পশু জমির উপর একটা বোঝা হইয়া উঠিয়াছে। গোহত্যার জন্য মুসলমানদের দোষী করা নিতান্ত মূর্খতা, হিন্দুরাই অত্যাচার করিয়া তিলে তিলে গোহত্যা করিতেছে। একেবারে মারিয়া ফেলা অপেক্ষা কষ্ট দিয়া আস্তে আস্তে মারা আরও ভয়ঙ্কর। ৫০২

জমির উর্বরতা বৃদ্ধি

"গ্রামে যাহাতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় পঞ্চায়েতের তাহাও দেখা কর্তব্য। জমিতে ঠিকমত সার দিয়া এই কার্য সম্পন্ন করিতে হইবে। দিল্লীতে সম্প্রতি শ্রীমতী মীরাবেনের উদ্যোগে যে মিশ্রসার-সম্মেলন আহূত হয়, তাহাতে মানুষ ও পশুর মলমূত্রের সহিত আবর্জনা মিশ্রিত করিয়া মূল্যবান সার প্রস্তুত-পদ্ধতির কথা বলা হইয়াছে। এই সারের দ্বারা জমির উর্বরাশক্তি বাড়ে। গ্রামের ও গ্রামের লোকজনদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতিও তাহাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তাহাদিগকে শরীর ও মনে পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্পন্ন হইতে হইবে। ৫০৩

আদর্শস্থানীয় হও

"আমি আশা করি, এই গ্রামের লোক সিনেমাগৃহ নির্মাণ করিবে না। লোকে বলে, সিনেমার সাহায্যে ভালভাবে শিক্ষা প্রচার করা চলে। ইহা হয়ত কোন কালে সম্ভব হইতে পারে, তবে বর্তমানে ত দেখিতেছি ইহা দ্বারা বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। কত রকমের দেশীয় খেলাধূলা ত আছে। গ্রাম হইতে মদ ও অন্যান্য মাদক দ্রব্য বহিষ্কার করিতে হইবে। আপনাদের এই গ্রামে যদি এখনও অস্পৃশ্যতার বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট থাকে তবে তাহা সমূলে নাশ করিতে হইবে। যে সকল কাজের কথা আমি বলিলাম, যদি সকলে মিলিয়া তাহা সার্থক করিতে পারে, তবে প্রকৃত স্বাধীনতা তাহারাই দেখাইবে। তখন ভারত-বর্ষের সকল স্থান হইতে লোকে এই আদর্শ গ্রাম দেখিতে আসিবে এবং এই গ্রাম হইতে প্রেরণা লাভ করিবে। ভগবান আপনাদের প্রচেষ্টা সার্থক করিয়া তুলুন।" ৫০৪

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ২৮-১২-৪৭

মুক্ত আকাশের নীচে সভা

আজ সন্ধ্যার প্রার্থনার শেষে গান্ধীজী সমবেত জনতাকে বলিলেন, "দিল্লী হার্ডিঞ্জ গ্রন্থাগারে ব্যবসায়ীদের এক সভায় আমি যোগ দিয়াছিলাম। অট্টালিকার চতুষ্পার্শ্বে বিশাল জনসমাগম হইয়াছিল। জনতা ক্রমশঃ এত বাড়িয়াছিল যে হলঘরে তাহাদের স্থান হইল না। আমার পরামর্শ এই যে, সভায় কোন প্রসিদ্ধ লোকের বক্তৃতা করিবার কথা থাকিলে, কোন বৃহৎ ময়দানে আকাশের চাঁদোয়ার তলে যেন সভার বন্দোবস্ত করা হয়, তাহা হইলে যাহারা সভায় যোগদান করিতে চায় তাহারা সকলেই যোগদান করিতে পারিবে। লোকে যদি গোলমাল করিয়া সভার কাজ করিতে না দেয় তবে তথায় কোন

কার্য সম্পন্ন না করিয়াই সভা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। আবার জনসাধারণ যদি বাহিরের জীবনে অভ্যস্ত হইয়া উঠে, তবে হাজার হাজার লোকের বসবাসের জন্য গৃহের ব্যবস্থা করিবার দুশ্চিন্তা হইতে রেহাই পাওয়া যাইবে। তাহারা অধিকাংশ সময়ই বাহিরে থাকিতে পারিবে অথবা খোলা জায়গায় কুঁড়ে ঘর বাঁধিয়া বাস করিবে। ৫০৫

নিয়ন্ত্রণ-রদ

"নিয়ন্ত্রণ রদের জন্য ধন্যবাদ জানাইয়া আমার নিকট টেলিগ্রাম ও চিঠি আসিতেছে। ইহার ফল সর্ব রকমে আশ্চর্যজনক হইয়াছে এবং দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাইয়াছে। আমাকে জানান হইয়াছে, যদিও এখন পর্যন্ত বস্ত্রের উপর হইতে নিমন্ত্রণ তুলিয়া লওয়া হয় নাই তথাপি তোয়ালে প্রভৃতির দাম কমিয়াছে। ব্যবসায়ীরা জানেন যে, আমি যখন নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিবার কথা বলি, তখন কোটি কোটি লোকের ইচ্ছাকেই ভাষায় ব্যক্ত করি। চোরাবাজারে যে-সকল দ্রব্য ছিল তাহা এইবার খোলা বাজারে আসিয়া পড়িতেছে এবং উচিত মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। আমাকে ইহাও জানান হইয়াছে যে, চিনি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে। চিনি প্রতি সের এক টাকায় বিক্রয় হইতেছে, কখন কখন পনের আনা কিম্বা চৌদ্দ আনায় পাওয়া যাইতেছে। আমি খবর পাইয়াছি যে, নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দেওয়ার ফলে লোকের অনেক সুবিধা হইয়াছে। নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে যাহা ঘটিতেছে তাহারও কৃতিত্ব আমার নহে। যে জনসাধারণের ইচ্ছা আমি প্রকাশ করিয়া বলিতেছি, কৃতিত্ব প্রকৃতপক্ষে তাহাদেরই প্রাপ্য। যদি ব্যক্তিগতভাবে আমার কথায় কোন কাজ হইত, তবে বহু পূর্বেই বর্বর সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিত। এই ব্যাপার লইয়া আমাকে কল্পনাবিলাসী উন্মাদ বলা হইয়াছে। কিন্তু আমি জানি, ভুল তাহারাই করিতেছে, আমি ঠিক করিতেছি। অতীতে অনেক ক্ষেত্রে আমি যদি বাস্তব প্রয়োজন বুঝিয়া ঠিকমত কাজ করিয়া থাকি, তবে এই জীবন-মরণ ব্যাপারে আমি অবাস্তব কথা বলিব কেন? তুলসীদাস বলিয়াছেন, ধর্মের মূল হইল করুণা ও ক্ষমা। আমি ত ঠিক তাহাই আপনাদের সকলকে অনুসরণ করিতে বলিতেছি। ৫০৬

"বস্ত্র, জালানী কাঠ ও পেট্রলের উপর হইতেও এখনই নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লওয়া উচিত। ব্যবসায়ীদের সভায় আমি বস্ত্র-নিয়ন্ত্রণের বিষয় আলোচনা করিয়াছি। জালানী কাঠের সম্পর্কে বলিব যে, নিয়ন্ত্রণ উঠিলে লোকে ত আর প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাঠ খরচ করিতে আরম্ভ করিবে না। জালানী কাঠ সম্পর্কে ইহাতে গরীবের বিশেষ অসুবিধা হইতে পারে না। আমার মনে

হয়,পেট্রলের নিয়ন্ত্রণের কারণেই লোককে নানাদিক দিয়া ধাক্কা খাইতে হইতেছে, কারণ আমার ধারণা রাজপথে অবাধ মাল চলাচল ইহাতে বাধা পাইতেছে। রেলপথে যথেষ্ট মাল-চলাচলের ব্যবস্থা নাই। নূতন রেলপথ ও রেলগাড়ী প্রস্তুত করিতে দীর্ঘ সময় লাগে। পেট্রলের নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিলেই আর নূতন রেলপথ নির্মাণের দরকার হইবে না। রাস্তার উপর দিয়া শীঘ্র চলাচলের ব্যবস্থা হইলেই খাদ্যশস্য, বস্ত্র ও লবণের মূল্য হ্রাস পাইবে। লবণকর উঠিয়া গিয়াছে তথাপি লবণের দাম বাড়িয়াছে। ইহার কতকটা কারণ জিনিসপত্র চালানের অসুবিধা, আর কতকটা কণ্ট্রাক্ট বণ্টনের অব্যবস্থা। ক্রেতাদের ঠকাইয়া কয়েকজন ঠিকাদার ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিতেছে। এই পাপ দূর করিতে হইবে। যেখানেই সম্ভব জনসাধারণকে লবণ তৈয়ারি শিখাইতে হইবে। লবণের উপর যখন আর কর নাই, তখন আমার বিশ্বাস এইরূপ করাই সব চেয়ে সহজ হইবে।" ৫০৭

বিরলা ভবন নয়া দিল্লী, ২৯-১২-৪৭

হাকিম আজমল খাঁ সাহেবের স্মৃতিবার্ষিকী

"ভারতবর্ষের হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান, পার্শি ও ইহুদী সকলের প্রিয় স্বর্গত হাকিম সাহেব আজমল খাঁর স্মৃতিবার্ষিকীর দিন গতকল্য গিয়াছে। খাঁটি মুসলমান হইয়াও তিনি সমভাবে এই সুন্দর দেশের সকলের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কর্মপ্রচেষ্টার শ্রেষ্ঠ স্মৃতিস্তম্ভ স্বরূপ তিনি প্রসিদ্ধ টিবিয়া কলেজ ও হাঁসপাতাল করিয়া গিয়াছেন। এখানে সকল শ্রেণীর ছাত্রকে য়ুনানী, আয়ুর্বেদীয় এবং পাশ্চাত্য চিকিৎসাপ্রণালী শিক্ষা দেওয়া হয়। এইরূপ অসাম্প্রদায়িক শিক্ষায়তনের কাজও সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার দরুণ অচল হইয়া পড়িয়াছে। বোধ হয় ইহার কারণ মাত্র এই যে, ইহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মুসলমান, তা তিনি যতই মহান্, সৎ ও সর্বমান্য থাকুন না কেন। এই স্বর্গগত দেশভক্তের স্মৃতি যদি বর্তমান হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্বের অবসান নাও ঘটাইতে পারে, তবু আমি একান্ত মনে আশা করিব, তাঁহার স্মৃতি যেন অন্তত এই শিক্ষায়তনকে নূতন জীবন দান করে। ৫০৮

উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে সভা

"জনসভা ও অনুষ্ঠানগুলি মুক্ত আকাশের তলে করিবার উপকারিতা সম্বন্ধে গতকল্য আমি একটু কিছু বলিয়াছিলাম। ইহাকে যদি প্রথায় পরিণত করিতে হয়, তবে সুচিন্তিত পরিকল্পনার প্রয়োজন। এই কাজের জন্য

ছোট বড় সকল সহরের মাঝে মাঝে সব খোলা মাঠ রাখিতে হইবে। এরূপ করিলে আমাদের অভ্যাস সম্পূর্ণ বদলাইয়া যাইবে। গোলমাল ও বিশৃঙ্খলার স্থানে শান্তি ও শৃঙ্খলা আসিবে। নূতন অভ্যাসের বশে আমরা কথা তখনই বলিব যখন কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন, আর কথা বলিব নিম্নস্বরে—যখন যতটুকু জোরে প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা অধিক জোরে নয়। আমরা আমাদের প্রতিবেশীর অধিকার স্বীকার করিব এবং ব্যক্তিগত ও দলগত আচরণ এরূপ করিব যাহাতে অন্যের অধিকারে হাত না পড়ে। ইহার জন্য মাঝে মাঝে খুব আত্মসংযমের প্রয়োজন হইবে। সামাজিক আচরণ এইরূপ করিতে পারিলে, দিল্লীর সবচেয়ে কর্মবহুল অঞ্চলেও লজ্জাকর গোলমাল ও আবর্জনা আর থাকিবে না। বৃহৎ জনতাও তখন গোলমাল বা ধাক্কাধাক্কি না করিয়া চলিতে পারিবে। আমরা যেন ইহাকে অসম্ভব বলিয়া মনে না করি। কিছু লোককে সমষ্টিগতভাবে আন্তরিকতার সহিত এই কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। জীবনযাত্রায় এই বিধান স্বীকার করিলে কত সময়, পরিশ্রম ও অর্থ-ব্যয় বাঁচিয়া যায়। ৫০৯

আবার কাশ্মীরের কথা

"কাশ্মীর ও কাশ্মীরের মহারাজা সাহেব সম্বন্ধে আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা বলিতে সাহস করিয়াছি বলিয়া আমাকে ভর্ৎসনা করা হইয়াছে। যাঁহারা আমাকে ভর্ৎসনা করিয়াছেন, আমার মনে হয় তাঁহারা আমার বিবৃতি মনোযোগের সহিত পাঠ করেন নাই। আমি শুধু পরামর্শ দিয়াছি। আমার মনে হয় অতি সামান্য ব্যক্তিও পরামর্শ দিতে পারে। এইরূপে পরামর্শ দেওয়া সময়ে সময়ে কর্তব্য হইয়া দাঁড়ায়, যেমন আমার পক্ষে হইয়াছে। কিসের জন্য এই পরামর্শ? পরামর্শ এই জন্য যে, মহারাজা সাহেব যদি তাহা গ্রহণ করেন তবে তাঁহার নিজের কাছে ও জগতের কাছে তাঁহার সম্মান বৃদ্ধি পাইবে। তিনি এবং তাঁহার রাজ্য আজ নিতান্ত অবাঞ্ছিত অবস্থায় পতিত হইয়াছে। তিনি হিন্দু রাজা, তাঁহার প্রজারা অধিকাংশই মুসলমান। হানাদারগণ এই আক্রমণকে ধর্মযুদ্ধ বলিয়াছে, উদ্দেশ্য মুসলমানদের রক্ষা করা—যে-সব মুসলমান হিন্দু-কু-শাসনের তলে নিষ্পেষিত হইতেছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। মহারাজা অতি সঙ্কট মুহূর্তে শেখ আবদুল্লা সাহেবকে কঠিন কাজের দায়িত্ব দিয়াছেন। শেখ সাহেব একাজে নূতন। যোগ্য বিবেচনা করিলে মহারাজার উচিত তাঁহাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা। যেমন আমার নিকট তেমনই বাহিরের অন্য লোকের নিকটও ইহা স্পষ্ট যে, মুসলমান ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে ঐক্য

বদ্ধ রাখিবার জন্য শেখ সাহেবের চেষ্টা যদি ব্যর্থ হয়, তবে কাশ্মীর হানাদারদের হাতে চলিয়া যাইবে। ভারত ইউনিয়নের সৈন্যগণ এই কাজ করিতে পারিবে মনে করা ভুল। মহারাজা সাহেব ও শেখ সাহেবের সমবেত সনির্বন্ধ অনুরোধে আক্রমণকারীদের হটাইয়া দিতে সাহায্য করিবার জন্য ইউনিয়ন হইতে সৈন্য প্রেরণ করা হয়। আমি যে মহারাজাকে ইংলণ্ডের রাজার মত হইতে পরামর্শ দিয়াছি এবং তাঁহার নিজ শাসনক্ষমতা ও ডোগ্‌রা পল্টনকে একবারে শেখ সাহেব ও তাঁর জরুরী অবস্থার মন্ত্রিমণ্ডলীর নির্দেশ মত পরিচালনা করিতে বলিয়াছি তাহাতে আশ্চর্য হইবার কি আছে ভারতের সহিত সংযুক্ত হইবার দলিল পূর্ববৎই আছে। তাহা দ্বারা রাজাকে কিছু অধিকার দেওয়া হইয়াছে কিম্বা তাঁহার কিছু অধিকার রক্ষা করা হইয়াছে। একজন সাধারণ লোক হিসাবে আমি তাঁহাকে পরামর্শ দিয়াছি যে, তিনি অধিকার ত্যাগ করুন কিম্বা হ্রাস করুন এবং হিন্দু রাজার মত আপন কর্তব্যে অবহিত হউন। তথ্য সম্বন্ধে আমি যদি কিছু ভুল করিয়া থাকি তবে তাহা দেখাইয়া সংশোধন করিয়া দেওয়া উচিত। হিন্দুধর্ম ও হিন্দুরাজার কর্তব্য সম্বন্ধে যদি আমার ধারণা ভ্রান্ত হয় তবে আমার কথায় কেহ কান দিবে না। যদি মন্ত্রিমণ্ডলীর নেতারূপে অথবা ভক্ত মুসলমানরূপে শেখ আবদুল্লা সাহেব আপন কর্ত্তব্য সম্পাদনে ভুল করেন, তবে যোগ্যতর ব্যক্তিকে স্থান ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার নিশ্চয়ই দূরে সরিয়া যাওয়া উচিত। কাশ্মীরের ভূমিতে মুসলমান ধর্ম ও হিন্দু ধর্মের পরীক্ষা চলিতেছে। ঠিক ঠিক পরীক্ষা দিয়া নিজ নিজ কর্তব্যের ভার লইয়া তাহারা যদি একই পথে মিলিতভাবে অগ্রসর হইতে পারে, তবে কাশ্মীরের শ্রেষ্ঠ নায়কগণ গৌরবমণ্ডিত হইবেন এবং তাঁহাদের মিলিত কৃতিত্ব হইতে কেহ তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না। আমার একমাত্র আশা ও প্রার্থনা এই যে, আমাদের তিমিরাচ্ছন্ন এই বিশাল দেশে কাশ্মীর যেন সেই আলোক-বর্তিকা স্বরূপ হইয়া উঠে। ৫১০

"মহারাজা সাহেব ও শেখ সাহেব সম্পর্কে এই পর্যন্ত বলিলাম। পাকিস্থান ও ইউনিয়ন গবর্মেণ্ট কি পরস্পরের ব্যবধান ঘুচাইয়া নিরপেক্ষ ভারতবাসীর সাহায্যে একটা আপোষ মীমাংসা করিয়া লইবে না? নিরপেক্ষতা কি ভারতবর্ষ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে? আমার বিশ্বাস, নিশ্চয়ই করে নাই। ৫১১

প্রাপ্তি-স্বীকার

"আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য কম্বল খরিদ করিতে মথুরা হইতে এক ভগিনী মনি-অর্ডার করিয়া পঞ্চাশ টাকা আমার নিকট পাঠাইয়াছেন। তিনি আমার

কাছেও তাঁহার নাম প্রকাশ করিতে চাহেন না। আমি যদি প্রার্থনা-সভায় প্রাপ্তি-স্বীকার করি তবে তিনি খুশী হইবেন। আমি ধন্যবাদের সহিত স্বীকার করিতেছি। ৫১২

অদ্ভুত প্রতিবাদ

"আশ্চর্যের বিষয় যে-সকল দেশীয় রাজ্যের নৃপতিরা ভারতে অন্তর্ভুক্তির ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই অনেক প্রজা আমার নিকট টেলিগ্রাম পাঠাইতেছেন। যদি কোন রাজা বা নামে মাত্র রাজা নিজেকে নিতান্ত একক ও বিচ্ছিন্ন ভাবিয়া ঠিকমত রাজ্য পরিচালন করিতে না পারেন, তবে কে তাঁহাকে ঐকার্য করিতে বাধ্য করিবে? এইভাবে টেলিগ্রাম করিয়া যাঁহারা অর্থ নষ্ট করিতেছেন, তাঁহারা যেন তাহা না করেন। এই প্রকার টেলিগ্রাম যাঁহারা পাঠাইতেছেন তাঁহাদের কিছু খুঁত আছে বলিয়া আমার মনে হইতেছে। তাঁহারা যেন আলোক ও পথের সন্ধানের জন্য স্বরাষ্ট্র সচিবের পরামর্শ গ্রহণ করেন। ৫১৩

ভারত ইউনিয়নের মুসলমানদের প্রতি

"বহু মুসলমান, প্রধানতঃ ডাক ও রেল বিভাগের কর্মচারীদের মধ্যে— বলিতেছেন যে, প্রচারের ঝোঁকেই তাঁহারা পাকিস্থানে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাই এখন তাঁহারা বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করিতে চাহেন। আমায় মনে হয়, হিন্দুবিরোধী মনোভাব আছে সন্দেহ করিয়া চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে এরূপ মুসলমানও আছেন। আমি তাঁহাদের সকলকে সমবেদনা জানাইতেছি। কিন্তু আমার মনে হয়, যে-পরিবেশে সহজেই সন্দেহের উদয় হয় তাহা লইয়া বিরক্তি প্রকাশ না করাই সমীচীন, যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে এরূপ সন্দেহ অমূলক হইয়া থাকিতে পারে। আমি শুধু আমার বহু পরীক্ষিত পুরাতন পন্থার কথাই বলিতে পারি। গবর্মেণ্টের বিভিন্ন দপ্তরে অতি অল্প লোকেরই স্থান হওয়া সম্ভব। গবর্মেণ্টের চাকুরী পাওয়া জীবনের আদর্শ হওয়া উচিত নয়, সৎভাবে জীবিকা অর্জনই প্রকৃত আদর্শ হওয়া উচিত। যখন যে-কাজ সম্মুখে আসে মানুষ যদি তাহা করিতে প্রস্তুত থাকে তবে সৎভাবে জীবিকা অর্জনের পথ সব সময়েই খোলা থাকে। আমার মনে হয়, ব্যাপক ও ক্ষয়কর সাম্প্রদায়িকতার বিষ যতদিন না দূর হয়, ততদিন সরকারী চাকুরীর সুযোগ-সুবিধার দিকে নজর না দেওয়াই মুসলমানদের পক্ষে ঠিক ও সম্মানজনক হইবে। আন্তরিক সেবা দ্বারাই শক্তিলাভ করা যায়। ক্ষমতা পাইয়া লোকে অনেক সময় খারাপ হইয়া যায়—ইহার জন্য ছট্‌ফট্‌ করা অশোভন। বেকার পুরুষ ও নারীগণ, তাহাদের সংখ্যা যতই হউক, যাহাতে পরিশ্রম করিয়া

আহারের সংস্থান করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা গবর্মেণ্টের অবশ্য কর্তব্য। বুদ্ধিপূর্বক এরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিলে রাষ্ট্রের ক্ষতি হয় না, বরং লাভই হয়, তবে বেকার লোকদের দৈহিক যোগ্যতা থাকা চাই, তাহারা কাজে ফাঁকি না দেয় এবং স্বেচ্ছায় যেন কাজ করে।" ৫১৪

বিরল ভবন, নয়া দিল্লী ৩০-১২-৪৭

গণ-শৃঙ্খলা অভ্যাস

প্রার্থনার শেষে যাহারা গান্ধীজীর চারিপাশে ভিড় করিয়া দাঁড়ায় এবং শান্তিতে তাঁহার সান্ধ্য ভ্রমণও অসম্ভব করিয়া তুলে, আজ সন্ধ্যায় প্রার্থনান্তিক ভাষণে তিনি তাহাদিগকে তিরস্কার করিলেন। তিনি বলিলেন, "যাহারা মহান্ জাতি হইবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, গণ-শৃঙ্খলা অভ্যাস তাহাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। জনতা যদি নিয়ম মানিয়া চলিতে শিখে তবে লক্ষ লক্ষ লোক একত্র হইলেও কোন গোলমাল বা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে না। আমি চাই সকলে 'সামরিক শৃঙ্খলা'র গুণ অভ্যাস করুক।" ৫১৫

বাহাওয়ালপুরের হিন্দু ও শিখ

তারপর তিনি বলিলেন, "আমি একখানা চিঠি পাইয়াছি। চিঠিতে আমাকে অনুরোধ করা হইয়াছে যে, আমি পূর্বে যে-কথা বলিয়াছি অর্থাৎ যে-সব হিন্দু, শিখ বা অন্য অমুসলমান বাহাওয়ালপুর রাজ্য হইতে চলিয়া যাইতে চায় তাহাদিগকে যেন বিনা বাধায় যাইতে দেওয়া হয়—সেই কথাই আবার যেন দৃঢ়তার সহিত বলি। নবাব সাহেব ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি হিন্দু ও মুসলমান প্রজাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করেন না, সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখেন। আমি এই ঘোষণায় আনন্দিত হইয়াছি। আশা করি, তিনি তাহাদের নিরাপদে চলিয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। জিনিষপত্র সঙ্গে লইবার অনুমতি যেন তাহাদের দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে ইহাদের জন্য রেলপথে যাইবার সুযোগ সুবিধা করিয়া দেওয়া স্টেটের উচিত। যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা ত আর ফিরিবে না। কিন্তু এখন এইটুকু যদি নবাব সাহেব করিয়া দেন তবে সকলের প্রশংসা অর্জন করিতে পারিবেন। ৫১৬

সিন্ধুর অমুসলমানগণ

"বাহাওয়ালপুর সম্বন্ধে আমি যাহা বলিয়াছি সিন্ধু সম্বন্ধেও সেই কথা সমভাবে প্রযোজ্য। যে সকল সংবাদ আমি পাইয়াছি তাহাতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, কোনও হিন্দু ও অমুসলমান আপনাকে নিরাপদ মনে করিয়া

আজ সিন্ধুতে বাস করিতেঁ পারে না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিও তলব করিয়া দখল করা হইতেছে এবং ভারত ইউনিয়ন হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের স্থান করিয়া দিবার জন্য তথাকার মর্যাদা ও সঙ্গতি-সম্পন্ন ব্যক্তিদের ঘরবাড়ি ছাড়িয়া দিতে বলা হইতেছে। তথাকথিত অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকজনকে সিন্ধু দেশ পরিত্যাগ করিবার অনুমতি দেওয়া হইতেছে না। এরূপ অবস্থার প্রতিকারের জন্য আমি কায়েদে আজম জিন্না, সিন্ধুর প্রধান মন্ত্রী এবং তাঁহার গবর্মেণ্টের নিকট আবেদন জানাইতেছি। যাহারা সিন্ধু ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে চায় তাহাদিগকে স্বাধীনভাবে চলিয়া যাইতে দেওয়া উচিত। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ফিরিয়া পাইবার ইহাই একমাত্র উপায়। সিন্ধুর অবস্থা আবার যখন স্বাভাবিক হইবে, তখন যাহারা চলিয়া আসিয়াছে তাহাদেরও হয়ত নিজের ঘরে ফিরিবার মত মন হইবে। পক্ষান্তরে, জবরদস্তি করিলে বিপরীত ফল ফলিবে এবং যে উদ্দেশ্যে জবরদস্তি করা তাহাও ব্যর্থ হইবে। পাকিস্থানে যদি অমুসলমানদের স্বাধীন নাগরিকের মত বসবাস অসম্ভব করিয়া তোলা হয় এবং সেখানে যদি তাহাদের শুধু গোলাম ও ক্রীতদাসের মত থাকিতে হয়, তবে তাহাতে পাকিস্থানের গৌরব বৃদ্ধি পাইবে না। ৫১৭

বিঠোবা মন্দির

"আমি এক টেলিগ্রাম পাইয়াছি। তাহাতে জানান হইয়াছে যে, যদিও মহারাষ্ট্র প্রদেশে পান্ধারপুরের বিঠোবা মন্দিরের অছিগণ হরিজনদিগকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দিবেন স্থির করিয়াছেন, তথাপি পুরোহিতশ্রেণীর—ইহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়—জনকয়েক ইহাতে আপত্তি তুলিয়াছেন এবং প্রতিবাদকল্পে অনশন আরম্ভ করিয়াছেন। আমি এই সকল বন্ধুদের বলিব যে, তাঁহাদের এই মনোভাব অত্যন্ত অশোভন, ইহা হিন্দুর অযোগ্য। মহারাষ্ট্র দেশে বিঠোবা মন্দির অতি পবিত্র স্থান। যথোচিত বিবেচনার পর অছিগণ সকলের জন্য মন্দিরের দ্বার খুলিয়া দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সেই সময় কেহ ইহাতে আপত্তি করে নাই। যাঁহারা অনশন করিতেছেন তাঁহাদের কাণে যদি আমার কথা পৌছায়, তবে অত্যন্ত বিনয়ের সহিত অথচ দৃঢ়ভাবে আমি তাঁহাদের বলি যে, তাঁহারা যাহা করিতেছেন তাহা দ্বারা হিন্দু ধর্মের ক্ষতি সাধিত হইতেছে। বিষ্ণুর বিশাল মন্দিরে সকলের স্থান আছে, অপবিত্রও তাঁহার সন্নিকটে আসিলে পবিত্র হইয়া যায়। হরিজনদের প্রবেশ করিতে দিলে মন্দির তবে অপবিত্র হইবে কি করিয়া? আমার বিবেচনায় হরিজনদের অপবিত্র মনে করা ভগবানেরই নিন্দা করা। সকল শ্রেণীর মধ্যেই ভালমন্দ আছে, হরিজনদের মধ্যেও তাই। যতদিন পর্যন্ত

একজন হিন্দুও—তাহার জাতি বা বর্ণ যাহাই হউক—বিঠোবা মন্দিরে প্রবেশের অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত ইহা প্রাণহীন জড় হইয়া থাকিবে। প্রকৃত প্রাণপ্রতিষ্ঠা তখনই হইবে যখন হরিজন এবং অপর সকলেরই জন্য মন্দির-দ্বার উন্মুক্ত হইবে। তাই আমি বলি পুরোহিতগণের এই অনশন ধর্মের কাজ নয়, অধর্মের কাজ—ইহা পাপ। আমি আশা করি তাঁহারা তাঁহাদের ভুল বুঝিতে পারিবেন এবং অনশন পরিত্যাগ করিবেন। ৫১৮

বোম্বাই সহরে খাদ্য-বরাদ্দ

"বোম্বাই সহরে কি একটা খাদ্যনিয়ন্ত্রণ আদেশ জারি রহিয়াছে—সেই সম্পর্কে আমার কাছে অভিযোগ আসিয়াছে। বলা হইতেছে যে, ঐ আদেশ অনুসারে একজন লোক প্রতি সপ্তাহে মাত্র আধ সের চাউল পাইবে। ইহার ফলে বোম্বাই-প্রবাসী মাদ্রাজী ও মহারাষ্ট্রীয়দের বিশেষ কষ্ট হইয়াছে। যদি মরিয়া হইয়া তাহারা বাহির হইতে প্রয়োজনীয় চাউল সংগ্রহ করে, তবে তাহাদের মোটা জরিমানা, এমন কি জেল হয়। আমার বিবেচনায় বড় বড় সহরে খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এখনই রহিত করা উচিত। আমার নিশ্চিত ধারণা যে, এরূপ করিলে খাদ্য-শস্য পাইবার অসুবিধা দূর হইবে এবং যে-সকল দ্রব্যের নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাদের যেমন মূল্য হ্রাস পাইয়াছে, খাদ্য-দ্রব্যেরও মূল্য সেইরূপ হ্রাস পাইবে। এইরূপে খাদ্যদ্রব্যের চোরাবাজার খতম হইয়া যাইবে এবং ইহা লইয়া গবর্মেণ্টের যে দুশ্চিন্তা তাহারও অবসান হইবে।" ৫১৯

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ৩১-১২-৪৭

হৃদয়ের পরিবর্তন না হইলে ফিরিয়া আসার কথা নাই

আজ সন্ধ্যায় গান্ধীজী প্রার্থনান্তিক ভাষণের আরম্ভে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিলেন। সিন্ধু দেশেও যখন হিন্দু ও শিখগণ মান বাঁচাইয়া শান্তিতে থাকিতে পারিতেছে না, তখন তিনি কি করিয়া পশ্চিম পাঞ্জাবের আশ্রয়-প্রার্থীদের স্বগৃহে ফিরিয়া যাইতে বলেন—এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলিলেন, "এরূপ প্রশ্ন হইতেই পারে না। সম্প্রতি এক প্রার্থনাসভায় আমি ত পরিষ্কার জানাইয়াছি যে, যদিও কয়েকজন মুসলমান বন্ধু সেকথা বলিয়াছেন, তথাপি আমি বর্তমানে আশ্রয়প্রার্থীগণকে পশ্চিম পাঞ্জাবে ফিরিয়া যাইতে বলিতে পারি না। আমি সংবাদ পাইয়াছি যে, পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হইতে চিত্রলে ২৫১ জন এবং সিন্ধুতে হাজার হাজার লোক নিজ নিজ স্থান ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবার

অপেক্ষায় আছে। চলিয়া যাইতে যাহারা চায় তাহাদের চলিয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়া না দেওয়া পর্যন্ত ভারত যুক্তরাষ্ট্রের গবর্মেণ্ট স্থির হইতে পারেন না। হৃদয়ের পরিবর্তন না হইলে স্বগৃহে ফিরিবার কথা উঠিতেই পারে না, এই বিষয়ে প্রশ্নকর্তার সহিত আমি একমত। ডমিনিয়ন দুইটি বিরোধ ছাড়িয়া পরস্পরের সম্পর্কে একটা নূতন অধ্যায় সুরু না করিলে উভয়েরই সর্বনাশ হইবে। পশ্চিম পাকিস্থান হইতেই বিরোধ সুরু হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ভারত ডমিনিয়নের কোন কোন অঞ্চল প্রতিহিংসা লইয়াছে। সুতরাং অন্যায় কে আগে করিয়াছে এবং কে বেশি করিয়াছে সে কথা এখন অবান্তর। দুই ডমিনিয়নের একটি যদি এখন ন্যায় আচরণ করে, তবে অপরটি তাহার অনুসরণ করিবে এবং উভয়েই রক্ষা পাইবে। ৫২০

আশ্রয়প্রার্থীরা গৃহে না ফিরিলে প্রকৃত শান্তি নাই

"স্থায়ী লোক-বিনিময়ের প্রস্তাব আমি কখনই স্বীকার করিতে পারি না। আশ্রয়প্রার্থীদের যদি ভালভাবে পুনর্বসতি হইয়াও যায়, তথাপি তাহাদের মন পড়িয়া থাকিবে পুরাতন ভিটার উপর। অতএব বিভিন্ন সম্প্রদায় নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া না আসিলে আমি ত প্রকৃত শান্তি দেখিতে পাই না। ৫২১

আশ্রয়প্রার্থীগণ এবং সাধু শ্রম

"ঐ প্রশ্নকর্তাই বলিয়াছেন যে, আশ্রয়প্রার্থীরা যাহাতে ভিখারী হইয়া না যায়, সেজন্য তাহাদিগকে কাজের ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। আশ্রয়-প্রার্থীরা সকলেই কাজ চাহিবেন আমি ত ইহাই চাই। তাঁহাদের খাওয়া-পরার জন্য যে ক্রোর ক্রোর টাকা খরচ হইতেছে, সুধু সেই টাকা বাঁচাইবার জন্যই যদি তাঁহাদের কাজের ব্যবস্থা করিতে হয় তবুও গবর্মেণ্টের তার চেয়ে আর কিছু কাম্য হইতে পারে না। আমি প্রশ্নকর্তাকে আহ্বান করিয়া বলিতেছি, তিনি তাঁহার এই মতের প্রচার করুন। আশ্রয়প্রার্থীরা যদি সাধু শ্রমের কাজ আরম্ভ করিয়া দেন, তবে দেশের বর্তমান অশান্ত অবস্থার নিশ্চিত উন্নতি হইবে। ৫২২

"একটি উদাহরণ দিই। এক বহিন্ অভিযোগ করিয়াছেন যে, দিনের বেলা তাঁহার অনুপস্থিতিতে কয়েকজন শিখ দরজা ভাঙ্গিয়া তাঁহার বাড়িতে ঢুকিয়া বাড়ি দখল করিয়া লইয়াছে। একজন ব্যতীত বাকি সকল অপরাধীদের হাজতে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। নিজের পরিশ্রমের জোরে জীবিকা অর্জন করিয়া মান্য নাগরিক হইয়া থাকিবার পরামর্শই আমি সকলকে দিব, তাহাতে যদি খানিকটা অসুবিধা হয় তবুও।" ৫২৩

প্রার্থনার সবটুকু বেতারে প্রচার

গান্ধীজী তারপর একখানি চিঠি হইতে একটু পড়িয়া শুনাইলেন—তাহাতে বলা হইয়াছে যে, শুধু তাঁহার ভাষণ নহে, বহুজনের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা-সঙ্গীতগুলিও বেতারে প্রচার করিবার ব্যবস্থা করা উচিত। তিনি বলিলেন, "লোকের সুবিধার জন্য বেতারের প্রচার-বিভাগ আমার বক্তৃতা যন্ত্রবদ্ধ করিবার প্রস্তাব করিয়াছে, কিন্তু তাহারা যদি প্রার্থনার শ্লোক ও সঙ্গীতগুলিও যন্ত্রে ধরিবার ব্যবস্থা করে তবে আমি খুশী হইব। অবশ্য গানগুলি সিনেমার গানের মত মিষ্ট না হইতে পারে। কিন্তু প্রার্থনায় আবৃত্তি ও গানের জন্য আমি মাত্র তাহাদেরই বাছিয়া লই যাহাদের মন প্রার্থনার ভাবে রঞ্জিত। আমি চাই, প্রার্থনার অঙ্গ হিসাবেই লোকে আমার ভাষণ গ্রহণ ও শ্রবণ করুক। ৫২৪

অতিরঞ্জনে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়

"পরিশেষে আমি বলি, আজমীর ও জুনাগড়ে যে সকল অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে আমার নিকট তাহার অতিরঞ্জিত বিবরণ পাঠান হইয়াছে। জুনাগড় সংক্রান্ত অতিরঞ্জনের বিষয় আমি আলোচনা করিয়াছি। সত্য বটে, আজমীরে হত্যা, লুণ্ঠন ও অগ্নিদাহ ঘটিয়াছে, কিন্তু দরগা শরীফ সম্পূর্ণ নিরাপদ আছে বলা হইয়াছে। দরগা শরীফের কোন ক্ষতি সাধিত হয় নাই। অতিরঞ্জনে কাজ পণ্ড হয়। ইহাতে মুসলমানদের কল্যাণ ব্যাহত হয় এবং সদ্ভাব-স্থাপন আগের চেয়েও কঠিন হইয়া উঠে।" ৫২৫

বিড়লা ভবন, নয়া দিল্লী ১-১-৪৮

আত্মার কল্যাণ

খৃষ্টান নববর্ষের দিনে প্রার্থনা-সভায় বহু লোক-সমাগম হইয়াছিল। গান্ধীজী ইহাতে আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তারপর বলিলেন, "মেয়েদের বসিবার ব্যবস্থা করিতেই সাত মিনিট সময় নষ্ট হইল, ইহা দুঃখের বিষয়। সভার এক মিনিট সময় নষ্ট হওয়ার অর্থ সভায় যত লোক, জাতির তত মিনিট নষ্ট হওয়া। পুরুষের উচিত মেয়েদের জন্য স্থান ছাড়িয়া দিতে শেখা। যে দেশে বা সম্প্রদায়ে নারী সম্মান পায় না তাহা সভ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। স্বাধীনতা লাভ করিবার পর আমাদের সকলের এখন হইতেই বরাবর স্বাধীন ও গৌরবময় দেশের নাগরিকের মত আচরণ করা উচিত। প্রার্থনা-সভায় যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহারা যদি মনে প্রার্থনার ভাব

লইয়া আসিয়া থাকেন—আর প্রার্থনায় ত মানুষের আত্মার কল্যাণ—তবে আমার আশা হয়, ভবিষ্যতে সভায় লোক-সমাগম আরও বেশি হইবে। আমি আরও আশা করি যে, প্রার্থনা-সভায় যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহারা যে স্থধু শান্তভাবে থাকিবেন তাহা নহে, নিজ নিজ গৃহে তাঁহারা শান্তি বহন করিয়া লইয়া যাইবেন।" ৫২৬

হরিজনগণ এবং মদ্য

গান্ধীজী তৎপরে যুক্ত প্রদেশে সম্প্রতি যে হরিজন-সম্মেলন হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিলেন। তিনি বলিলেন, "প্রকাশ যে, এই সম্মেলনে একজন মন্ত্রী হরিজনদিগকে ময়লা কাপড় ও মদ ছাড়িয়া দিতে পরামর্শ দিয়াছেন। জনৈক হরিজন চট্ করিয়া ইহার পাল্টা জবাব দিয়া বলিয়াছেন যে, গবর্মেণ্ট যদি তাল গাছ সব কাটিয়া উড়াইয়া দেয় এবং মদের দোকান সব বন্ধ করে, তবে ময়লা কাপড়ও ত সবই পুড়াইয়া দিতে পারে। আমি ঐ হরিজন ভাই-এর সাহসের প্রশংসা করি। কিন্তু হরিজন ও জনসাধারণকে আমি এই পরামর্শ দিই যে, প্রতিকার ত তাহাদের নিজের হাতেই রহিয়াছে। দোকানে মদ বিক্রয় হইলেও, তাহারা বিষবৎ উহা পরিত্যাগ করিবে। প্রকৃতপক্ষে মদ বিষের চেয়েও মন্দ। বিষে আমাদের দেহ নাশ হয়, কিন্তু মদ আমাদের আত্মচেতনা নষ্ট করে এবং আত্মসংযমরূপ মহদ্‌গুণ ও অন্য যাহা কিছু সদ্‌গুণ মানুষকে মর্যাদা দেয় ও উন্নত করে তাহার সকলই ধ্বংস করে। এই সঙ্গে গবর্মেণ্টকেও আমি পরামর্শ দিই, তাঁহারা যেন মদের দোকানের রূপান্তর ঘটাইয়া সেগুলিকে এমন বিশ্রাম-গৃহে পরিণত করেন, যেখানে পরিচ্ছন্ন ও পুষ্টিকর জলখাবার পাওয়া যাইবে, যেখানে শিক্ষাপ্রদ পুস্তকাদি এবং মেলামেশার অন্যান্য আনন্দকর ব্যবস্থাদি থাকিবে এবং তাহার ফলে মদের ফাঁদ হইতে নেশাখোররা মুক্তি পাইবে। এই বিষয়ে বহু দেশে যে অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে, ভারতবর্ষে ও তৎপূর্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার নিজ পর্যবেক্ষণের দ্বারা তাহা দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। তাহার উপর নির্ভর করিয়া আমি স্থনিশ্চয়ে বলিতেছি যে, মাদকদ্রব্য পরিহার করিলে মানুষের দৈহিক ও নৈতিক শক্তি এবং তাহার উপার্জনের ক্ষমতা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। সেইজন্য ১৯২০ সাল হইতে মাদকদ্রব্য বর্জন কংগ্রেসের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছে। স্বাধীনতা অর্জিত হইবার পর এখন ত গবর্মেণ্টের উচিত, সেই সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিবার ব্যবস্থা করা এবং মাদকদ্রব্যের বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিয়া ঐ কলঙ্কিত আয়টি ছাড়িয়া দিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া। প্রকৃতপক্ষে শেষ পর্যন্ত ইহার জন্য গবর্মেণ্টের রাজস্বের ক্ষতি হইবে না, আর ব্যক্তিগতভাবে

লোকের খুব বড় লাভই হইবে। আমাদের জাতির উন্নতির পথ এই দিকেই।" ৫২৭

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ২-১-৪৮

নোয়াখালি টোকা

শুক্রবার সন্ধ্যায় গান্ধীজী যখন প্রার্থনা-প্রাঙ্গণে আসিলেন তখন বৃষ্টি হইতেছিল। গান্ধীজীর মাথায় সেই বিখ্যাত নোয়াখালি টোকাটি ছিল। তাহা দেখিয়া লোকের মনে খুব মজা লাগিল। নিজের খড়ের টোকাটির উল্লেখ করিয়া তিনিও কৌতুক সহকারে প্রার্থনান্তিক ভাষণ আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, "রৌদ্রের সময় নোয়াখালিতে লোকে এই ধরণের টোকা মাথায় দেয়। এই টোকাটি আমার কাছে মূল্যবান্—কারণ একজন মুসলিম কৃষক ইহা আমাকে উপহার দিয়াছেন—ইহা ছাতির কাজ সস্তায় করে, জিনিষটি স্থানীয় উপাদানে তৈয়ারি এবং সস্তা।" ৫২৮

ভজন

প্রার্থনার সময় যে ভজন গানটি হয় তাহার সুখ্যাতি করিয়া গান্ধীজী বলিলেন, "গানটির সুর বড় মিষ্ট, তবে ইহা সকাল বেলাকার বেশি উপযুক্ত, কারণ গানে ভগবানের কাছে আবেদন রহিয়াছে—প্রভু জাগ, দর্শন দাও। ভগবান ত কখন নিদ্রিত থাকেন না, কিন্তু গানে ভক্তের অন্তরের কথাই আছে।" ৫২৯

অবিশ্বাস কাপুরুষতার লক্ষণ

তারপর গান্ধীজী এলাহাবাদ হইতে সম্প্রতি যে একখানি চিঠি পাইয়াছেন তাহার উল্লেখ করিলেন। তিনি বলিলেন, "পত্রলেখকের মতে, কয়েকজন মান্য ব্যক্তির কথা ছাড়িয়া দিলে, ভারত যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখিবে এমন বিশ্বাস কোন মুসলমান সম্পর্কে রাখা যায় না—বিশেষ করিয়া উভয় ডমিনিয়নের মধ্যে যদি যুদ্ধ বাধে। সুতরাং অল্পসংখ্যক জাতীয়তাবাদী মুসলমান ছাড়া বাকি অধিকাংশকেই ভারত ডমিনিয়ন হইতে তাড়াইয়া দেওয়া উচিত। কিন্তু আমার মত এই যে, বিরুদ্ধ প্রমাণ যদি না থাকে তবে মানুষের উচিত অন্য মানুষের কথায় বিশ্বাস করা। মাত্র গত সপ্তাহে লক্ষ্ণৌএ প্রায় এক লক্ষ মুসলমান সমবেত হইয়া নিরঙ্কুশভাবে তাহাদের জাতীয়তাবাদ ঘোষণা করিয়াছে। কোন লোক যদি স্পষ্টতঃ কপটাচারী বা বিদ্রোহী হয় তবে তাহাকে গুলি পর্যন্ত করা যাইতে পারে—যদিও সে পথ আমার নয়।

কিন্তু অযথা অবিশ্বাস ত অজ্ঞতা ও কাপুরুষতারই লক্ষণ এবং ইহারই কারণে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, রক্তপাত এবং বিপুল ও ব্যাপকভাবে দেশান্তর গমন প্রভৃতি ব্যাপার ঘটিয়াছে। এরূপ অবস্থা যদি চলে তবে তাহার ফলে ভারত-বিভাগ স্থায়ী হইবে এবং শেষ পর্যন্ত উভয় ডমিনিয়ন ধ্বংস হইয়া যাইবে। ভগবান না করুন, যদি উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ বাধে, তবে সে অবস্থা দেখিবার জন্য আমি বাঁচিতে চাই না। কিন্তু লোকে যদি আমার অহিংসার বিশ্বাসভাগী হয়, তবে যুদ্ধ বাধিবে না এবং সবই ভাল হইয়া উঠিবে।" ৫৩০

ওয়েভেল ক্যানটিন, নয়া দিল্লী, ৩-১-৪৮

সত্যকার শান্তি অন্তরে

শনিবার অপরাহ্নে গান্ধীজী ওয়েভেল ক্যানটিনে প্রার্থনা-সভার অনুষ্ঠান করেন। সেখানে তাঁহার প্রার্থনান্তিক ভাষণ শুনিবার জন্য বহু লোকসমাগম হইয়াছিল। গান্ধীজী বলিলেন, "এখানে আসিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি কারণ আমার একটা অনেক দিনের দেওয়া-কথা রাখা হইয়াছে এবং এই শিবিরের আশ্রয়প্রার্থীদের উদ্দেশ্যে আমি কিছু বলিতে পারিতেছি। সভায় পুরুষ যত মেয়েও তত আসিয়াছেন দেখিয়া আমি আনন্দিত। আমাদের দেশে এবং পৃথিবীতে যাহাতে শান্তি এবং সৌহার্দ্য ফিরিয়া আসে, সেইজন্য শ্রোতাদের সকলকে আমি প্রার্থনায় যোগ দিতে আহ্বান করিতেছি। বাহিরের ঐশ্বর্য অর্থাৎ ধনরত্ন বা অট্টালিকাদি থাকিলেই শান্তি আসে না, শান্তি অন্তরের জিনিস। সকল ধর্মই এই সত্যের প্রচার করিয়াছে। মানুষ যখন এই শান্তি লাভ করে, তখন তাহার মুখে চোখে, কথায় ও কার্যে তাহা ফুটিয়া উঠে। এমন মানুষ সন্তুষ্টচিত্তে কুটিরে বাস করে এবং ভবিষ্যতের জন্য উদ্বিগ্ন হয় না। কাল কি ঘটিবে সে কথা একমাত্র ভগবানই জানেন। আমাদের মত মানুষ বলিয়া শ্রীরামচন্দ্রও জানিতেন না যে, যখন তাঁহার রাজসিংহাসনে আরোহণ করিবার কথা, তখন তাঁহাকে বনবাসে যাইতে হইবে। কিন্তু একথা তিনি জানিতেন যে, প্রকৃত শান্তি বাহ্যবস্তুনিরপেক্ষ—সেইজন্যই আসন্ন বনবাসে তিনি একান্ত অবিচলিত ছিলেন। হিন্দু ও শিখগণ এই সত্যের সন্ধান যদি জানিতেন, তাহা হইলে উন্মত্ততার তরঙ্গে তাঁহারা ভাসিয়া যাইতেন না এবং মুসলমানরা যাহাই করিয়া থাকুন না কেন, তাঁহারা শান্তিতে থাকিতে পারিতেন। আমার এই কথাগুলি যদি হিন্দু ও শিখদের অন্তরে পৌঁছিয়া থাকে, তবে মুসলমানরা নিশ্চয় আপনা হইতেই সাড়া দিবেন।" ৫৩১

শিবির-জীবনের আদর্শ

গান্ধীজী বলিতে লাগিলেন, "আমি শুনিয়াছি এই শিবির সন্তোষজনক-ভাবে পরিচালিত করা হয়। কিন্তু আশ্রয়প্রার্থীরা নিজে যতক্ষণ না এই শিবিরের শৃঙ্খলা ও স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা দিল্লীর পথ ঘাটের অবস্থার চেয়ে ভাল করিয়া করিতে পারেন, ততক্ষণ তাঁহাদের ঐ দাবি আমি ঠিক স্বীকার করিতে পারিব না। আপনারা যে সব দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়াছেন তাহা আমি জানি। আপনাদের কেহ কেহ সমাজের উচ্চতর স্তরের লোক, কিন্তু শিবিরে তদনুরূপ সুবিধা ও আরামের আশা করা বৃথা হইবে। অপেনাদের সকলেরই উচিত নূতন অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া লওয়া এবং যথাসম্ভব তাহার উন্নতিসাধন করিবার চেষ্টা করা। ১৮৯৯ সালে বুয়োর যুদ্ধের প্রাক্কালে ইংরেজরা যখন ট্রান্সভাল হইতে নেটালে চলিয়া যান, তখনকার কথা আমার মনে পড়িতেছে। সেই অবস্থায় যতটুকু ভাল ব্যবস্থা করিয়া লওয়া চলে তাহা করিতে তাহারা জানিতেন এবং সকলেই সমানভাবে থাকিতেন। একজন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তিনি আমার সঙ্গে ছুতারের কাজ করিতেন ও ঐভাবেই থাকিতেন। বহু শতাব্দী ধরিয়া বৈদেশিক শাসনের অধীন থাকায় আমাদের এইরূপ শিক্ষাদীক্ষা হয় নাই। আমরা এখন স্বাধীন হইয়াছি—কি অমূল্য সম্পদ এই স্বাধীনতা! আমি আশা করি, এই বিপদকে এখন আপনারা সম্পদে পরিণত করিবেন এবং এই শিবিরের পরিবর্তন সাধন করিয়া তাহাকে এমন একটা আদর্শ অবস্থায় আনিবেন যে, সারা পৃথিবী হইতে না হইলেও, ভারতের সকল স্থান হইতে দর্শকগণ এখানে আসিয়া গর্ব অনুভব করিবে। প্রার্থনার সময় যে মন্ত্র আমরা পাঠ করি সেই মন্ত্র চায়, আমাদের যাহা কিছু আছে আমরা যেন ভগবানের নিকট নিবেদন করি এবং তারপর আমাদের যাহা সত্য প্রয়োজন মাত্র সেইমত গ্রহণ করি। এই মন্ত্র যদি আমরা নিজ জীবনে সত্য করিয়া তুলিতে পারি, তবে শুধু এই শিবির নহে, যে-দিল্লীর অধুনা খুব বদনাম হইয়াছে সেই দিল্লীও নবজীবন লাভ করিবে এবং অন্তঃসুখে আমাদের জীবন পূর্ণ হইবে।" ৫৩২

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ৪-১-৪৮

যুদ্ধের অর্থ

রবিবার সন্ধ্যায় প্রার্থনা-সভায় বেশ লোকসমাগম হইয়াছে দেখিয়া গান্ধীজী আনন্দপ্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি আশা করি আপনারা এত লোক প্রার্থনায় যোগ দিবার আন্তরিক ইচ্ছা লইয়াই আসিয়াছেন, বৃথা

কৌতূহলবশতঃ নহে। দুঃখের বিষয়, সর্বত্রই লোকে দুই ডমিনিয়নের মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনার কথা বলিতেছে। ভারত গবর্মেণ্ট সম্মিলিত জাতিসংঘের নিকট যে আবেদনপত্র পাঠাইয়াছে, পাকিস্থান গবর্মেণ্ট তাহার সত্যতা লইয়া বিরোধ করিতেছে এবং হানাদারগণের কাশ্মীর আক্রমণের পশ্চাতে পাকিস্থানের হাত আছে এই অভিযোগ অস্বীকার করিতেছে দেখিয়া আমি অবাক হইয়াছি। শুধু অস্বীকার করিলেই ত সত্য অপ্রমাণ হয় না। হানাদারগণকে তাড়াইবার জন্য কাশ্মীর যখন ভারত গবর্মেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা করিল, তখন কাশ্মীররক্ষায় অগ্রসর হইয়া যাওয়া ভারত গবর্মেণ্টের অবশ্য কর্তব্য হইয়া উঠিল। তখন পাকিস্থানের কর্তব্য ছিল ভারত গবর্মেণ্টের সহিত এই কার্যে সহযোগিতা করা। পাকিস্থান গবর্মেণ্ট সহযোগিতার ইচ্ছা প্রকাশ করিল বটে, কিন্তু কার্যত কিছুই করিল না। পাকিস্থানের নেতাদের আমি এই কথাই ভাল করিয়া বুঝাইতে চাই যে, দেশবিভাগ স্বীকার করিবার পর, শত্রুতার আর কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার কারণে দেশবিভাগ দাবি করা হইয়াছিল। সুতরাং নিজ নামের সার্থকতার জন্য পাকিস্থানের এখন উচিত অপরের সহিত ব্যবহারে সর্বত্র নির্দোষ থাকা। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই নিষ্ঠুর কার্য সকল করিয়াছে, সাংঘাতিক ভুল করিয়াছে, কিন্তু তাহার অর্থ এই নহে যে, পাগলামির এই প্রতিযোগিতা চলিতেই থাকিবে এবং শেষে যুদ্ধ বাঁধিয়া যাইবে। যুদ্ধ হইলে উভয় ডমিনিয়নই একটা তৃতীয় পক্ষের অধীন হইয়া পড়িবে—তাহার চেয়ে দুর্ভাগ্য আর হইতে পারে না। আমি সেইজন্য সদিচ্ছা ও বন্ধুত্বের আবেদন করিতেছি—তাহার ফলে ভারত যুক্তরাষ্ট্র সম্মিলিত জাতি-পুঞ্জের নিকট যে আবেদন করিয়াছে তাহা সম্মানের সহিত প্রত্যাহার করা যাইতে পারিবে। আর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জও সানন্দে তাহাই চাহিবেন। আমি সকলকেই আজ আমার এই প্রার্থনায় যোগ দিতে আহ্বান করিতেছি। কিন্তু নিজেদের মধ্যে এই বোঝাপড়া সত্য হওয়া চাই। অন্তরে ঘৃণা পোষণ করিলে যুদ্ধের চেয়েও খারাপ ফল হইতে পারে।" ৫৩৩

কাপুরুষতার চেয়েও খারাপ

গান্ধীজী গতরাত্রে দিল্লীতে যে একটি ঘটনা ঘটিয়াছে তাহার উল্লেখ করিলেন। তিনি বলিলেন, "মুসলমানদের খালি বাড়িগুলিতে একদল আশ্রয়প্রার্থী বেআইনী প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে। পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে এবং কাঁদুনে গ্যাস ছাড়িয়া ঐ জনতাকে তাড়াইতে হয়। আজ ত দেশে আমাদের নিজের গবর্মেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। লোকসাধারণ যদি বেআইনী

আচরণ করে, তবে গবর্মেণ্ট ভাল করিয়া চলে কিরূপে? তাহার চেয়েও যাহা অন্যায়, দলের সুমুখভাগে স্ত্রীলোক ও শিশুগণকে রাখা হয়, উদ্দেশ্য এই যে, পুলিশ তাহা হইলে প্রতিকারের উপায় অবলম্বন করিতে পারিবে না। ইহাতে ত নারীজাতির অপমান করা হইয়াছে, আর পুরুষেরা কাপুরুষতা প্রদর্শন করিয়াছে—এই কাপুরুষতা আগের যুগে হিন্দুদের সহিত যুদ্ধে মুসলমানগণ কর্তৃক সম্মুখভাগে গরু রাখার চেয়ে খারাপ। আমি আশ্রয়প্রার্থীদের পুনরায় শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য আবেদন করিতেছি—বিশেষ করিয়া এই সময়ে, কারণ এখন উভয় ডমিনিয়নের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হইয়া উঠিয়াছে। শান্তি ও শৃঙ্খলা দ্বারাই তাঁহারা আমাদের নবজাত স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে সহায় হইতে পারিবেন।" ৫৩৪

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ৫-১-৪৮

নিয়ন্ত্রণ-রদের ফল

"নিয়ন্ত্রণ-রদের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া ও অন্যান্য নিয়ন্ত্রণ-রদের সুপারিশ করিয়া বহু লোকে আমাকে পত্র ও তার প্রেরণ করিয়াছে। তাহা হইতে একখানি পত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। চিঠিখানি একজন সুপরিচিত ব্যবসায়ী কর্তৃক ইংরেজীতে লেখা। আমার অনুরোধে তিনি তাঁহার চিন্তাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠাইয়াছেন :

'আপনার নির্দেশমত নিম্নে চিনি, গুড়, সক্কর এবং অপর কতকগুলি খাদ্য দ্রব্যের নিয়ন্ত্রণ-রদের পরবর্তী ও পূর্ববর্তী দরের তালিকা দিতেছি :

	বর্তমান দর	আপনি চিনির নিয়ন্ত্রণরদের কথা তুলিবার পূর্বে নভেম্বর মাসে যে দর ছিল
চিনি	৩৭৷৷০ মণ প্রতি	৮০৲—৮৫৲ মণ প্রতি
গুড় পাঁচ সের	১৩৲—১৫৲,,	৩০৲—৩২৲ ,,
সক্কর	১৪৲—১৮৲,,	৩৭৲—৪৫৲ ,,
সুগার কিউব	৷৷৵০ এক প্যাকেট্	১৷৷০—১৸০ এক প্যাকেট
চিনি দেশী	৩০৲—৩৫৲মণ প্রতি	৭৫৲—৮০৲ মণপ্রতি

"সুতরাং চিনি ও চিনি হইতে প্রস্তুত পদার্থের দর শতকরা ৫০৲ কমিয়াছে।

খাদ্যশস্য

গম	১৮৲—২০৲ মণ প্রতি	৪০৲—৫০৲ মণ প্রতি
চাউল বস্থমতী	২৫৲ "	৪০৲—৪৫৲ "
ভুট্টা	১৫৲—১৭৲ "	৩০৲—৩২৲ "

মুগ কলাই ছোলা ইত্যাদি

ছোলা	১৬৲—১৮৲ মণ প্রতি	৩৮৲—৪০৲ "
মুগ	২৩৲ "	৩৫৲—৩৮৲ "
কলাই	২৩৲ "	৩৪৲—৩৭৲ "
অরহর	১৮৲—১৯৲ "	৩০৲—৩২৲ "

ডাল

ছোলা	২০৲ মণ প্রতি	৩০৲—৩২৲ "
মুগ	২৬৲ "	৩৯৲ "
কলাই	২৬৲ "	৩৭৲ "
অরহর	২২৲ "	৩২৲ "

তৈল

সরিষা	৬৫৲ মণ প্রতি	৭৫৲ "

রেশমি ও পশমি কাপড়

'রেশমি ও পশমি কাপড়ের নিয়ন্ত্রণ-রদের ফলে বাজার রেশমি ও পশমি কাপড়ে ছাইয়া গিয়াছে। রেশমি ও পশমি কাপড়ের দর শতকরা অন্ততঃ ৫০৲ কমিয়াছে, স্থল বিশেষে শতকরা ৬০৲।

সূতি কাপড় ও সূতা

'কাপড় ও স্থতা নিয়ন্ত্রণমুক্ত হইবার সম্ভাবনায় দর ধীরে ধীরে পড়িতেছে। চিনির নিয়ন্ত্রণমুক্তিতে যে পারিপার্শ্বিকের স্থষ্টি হইয়াছে তাহার ফলে কাপড়ের দরও কমিতেছে। কাপড়ের নিয়ন্ত্রণ পুরাপুরি তুলিয়া দিলে কাপড়ের দর শতকরা ৬০৲ টাকা কমিবে এবং কাপড়ের উৎকর্ষও বৃদ্ধি পাইবে। কলের মালিকদের তখন পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইবে। অনেক দিন আগে রেশমি এবং পশমি কাপড়ের নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দেওয়ায় তাহা যেমন এখন পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে, স্থতি কাপড়ও তেমনই পর্যাপ্ত পাওয়া যাইবে। কাপড়ের নিয়ন্ত্রণ উঠিলে বিদেশে কাপড়ের রপ্তানি অন্ততঃ

তিন বৎসরের জন্য সম্পূর্ণ বন্ধ রাখিতে হইবে। তাহা হইলে নিয়ন্ত্রণরদের আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইবে।

'যাবতীয় খাদ্যশস্য, কাপড় ও সূতার নিয়ন্ত্রণরদের ব্যাপারে বিভাগীয় সংখ্যাতথ্যের হিসাবনিকাশের কারসাজি যেন কাজের পথে বাধা না হয়।

পেট্রল নিয়ন্ত্রণ

'পেট্রলের নিয়ন্ত্রণ ছিল মাত্র যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা। এখন তাহা নিষ্প্রয়োজন। বস্তুত ইহাতে কতিপয় যানবাহনের কোম্পানী প্রচুর ধন আহরণ করিতেছে মাত্র। তাহারাই কেবল পেট্রলের নিয়ন্ত্রণ চাহে। ইহাতে লক্ষ লক্ষ লোকের কোন লাভই হয় নাই। বলা বাহুল্য একটিমাত্র রাস্তায় একখানি গাড়ি চালাইবার লাইসেন্স যাহার আছে, সে ঐ একখানি গাড়ি হইতে মাসে দশ হইতে পনর হাজার টাকা রোজগার করিতেছে। পেট্রলের নিয়ন্ত্রণ উঠিয়া গেলে এবং যাত্রীগাড়ি চালাইবার অধিকার কতিপয় লোকের একচেটিয়া না থাকিলে কোন একখানি গাড়ির মালিক মাসিক তিন শত টাকায় বেশি উপায় করিতে পারে না। ব্যাপার এতদূর গড়াইয়াছে যে, গাড়ির পেট্রল-পারমিট পাইবার জন্যই দস্তুরমত ব্যবসা চলিতেছে। যে-কোন যাত্রীবাহী লরি-কোম্পানীর কাছে, একখানি মালবাহী বা যাত্রীবাহী গাড়ির পেট্রল-পারমিট বিক্রয় করিলেই দশ হাজার টাকা রোজগার হইতে পারে। পেট্রলের নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিলে, দেশে আজ যানবাহন, খাদ্য, বস্ত্র, গৃহনির্মাণ ইত্যাদি যে সব সমস্যা দেখা দিয়াছে, তাহার সমাধান হইয়া যাইবে। পেট্রলের নিয়ন্ত্রণ এবং মাল ও যাত্রী-বাহী গাড়ি চালাইবার একচেটিয়া অধিকার থাকার দরুণ, যাত্রী বা মালবাহী গাড়ির কোম্পানীগুলি অশেষ ধন আহরণ করিতেছে, আর তাহার ফলে জনগণের জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হইয়াছে।

'নিয়ন্ত্রণ উঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া লোকের দুঃখের অবসান করুন। নিয়ন্ত্রণ দূর হইলে, কেবল কতিপয় সুবিধাভোগী লোকের পক্ষেই নহে, পরন্তু অগণিত উপেক্ষিত লোকের পক্ষেও দেশটা বাসযোগ্য হইবে। নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা যুদ্ধকালীন ব্যবস্থামাত্র ছিল। 'স্বাধীন ভারতে' নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার স্থান নাই।' ৫৩৫

"উপরে যে সব অঙ্ক দেওয়া হইয়াছে, আমি মনে করি কেহ তাহা ভুল বলিতে পারিবে না। আমার এই বিশ্বাস অজ্ঞতাপ্রসূত হইতে পারে। সেস্থলে বিজ্ঞব্যক্তিরা প্রমাণযোগ্য বিপরীত তথ্য দ্বারা আমার অজ্ঞতা দূর করিতে পারেন। এই সব বিষয়ের খোঁজ-খবর রাখেন এমন বহু লোকের সমর্থন পশ্চাতে আছে বলিয়া, আমি উপরোক্ত বিবরণ গ্রহণ করিতে সাহস করিয়াছি। ৫৩৬

"জনসাধারণ যদি কোন একটা জিনিষ ভাল মনে করে ও চাহে, তবে গণতন্ত্রের তাহা দিতে ভয় পাইলে চলে না। তাহারা যাহা চাহে তাহাকে রূপায়িত ও সম্ভবপর করিয়া তোলার দায় ত তাহাদের প্রতিনিধিদের। দেখা গিয়াছে, জনগণের অনুকূল মনোভাব যুদ্ধজয়ে বহু পরিমাণে সহায় হইয়াছে। ৫৩৭

"পৃথিবীতে যে পেট্রল তোলা হয় তাহার এক শতাংশ মাত্র নাকি ভারতে আসে। তাহাতে হতাশ বা বিষন্ন হইবার কিছু নাই। তাহা সত্ত্বেও ত আমাদের মোটর চলিতেছে। ইহাতে কি এই কথাই সূচিত হয় যে, সামরিক দেশ নয় বলিয়া অধিক পেট্রলে আমাদের দরকার নাই ? আর ইহার অতিরিক্ত পেট্রল যদি আমরা চাই, আর পেট্রলের উৎপাদন যাহা আছে তাহাই থাকে, তবে পৃথিবীতে পেট্রলের অভাব দেখা দিবে। আমার একান্ত অজ্ঞতা দেখিয়া সমালোচকরা অবজ্ঞা করিবেন না। আমি জিজ্ঞাসু। অজ্ঞতা চাপিয়া গেলে আমার শিখিবার উপায় থাকিবে না। একটি সঙ্গত প্রশ্ন আসিয়া পড়ে : আমরা যে পেট্রল পাই তাহা যদি এতই সামান্য হয়, তবে চোরা বাজারে অফুরন্ত পেট্রল আসে কোথা হইতে, আর অনাবশ্যক গাড়িই বা অবাধে চলে কি করিয়া ? ৫৩৮

"পত্রপ্রেরক যে-সব তথ্য উপস্থিত করিয়াছেন, ঠিক হইলে তাহা অতিশয় বিস্ময়কর। গরীবদের জন্যই নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা হইতেছে কিন্তু ইহাতে ধনীর বৈভব বাড়িতেছে, আর গরীবই মরিতেছে। একচেটিয়া ব্যবসায়ের কথা যদি সত্য হয় এবং উহার গতি যদি পত্রপ্রেরকের বর্ণনার অনুরূপই হয়, তবে আর ক্ষণমাত্র চিন্তা না করিয়াই উহাকে বিদায় করিতে হইবে। ৫৩৯

কাপড়ের নিয়ন্ত্রণ

"যে খদ্দরকে আমরা 'স্বাধীনতার অঙ্গবাস' বলিয়া সমাদর করিয়াছি, তাহার কথা যদি আমরা একবারে ভুলিয়া না গিয়া থাকি, তবে বস্ত্র-নিয়ন্ত্রণের পক্ষে কোন যুক্তিই থাকে না। আমাদের তুলা যথেষ্ট আছে। গ্রামে চরকা ও তাঁত চালাইবার জন্য যোগ্য লোকও যথেষ্ট আছে। এইরূপে অনায়াসে

বিনা আড়ম্বরে কাপড়ের সংস্থান আমরা করিয়া লইতে পারি। উহার জন্য মাল চলাচলের গাড়িরও দরকার নাই। অধুনালুপ্ত বিদেশী শাসনকালে রেলের সর্বপ্রথম কাজ ছিল সামরিক প্রয়োজন মিটান, তারপরে তাহা নিয়োজিত হইত রপ্তানি-বন্দরে তুলার গাইট বহনে এবং দেশের সর্বত্র বিদেশী বস্ত্র-বণ্টনে। খদ্দর যখন গ্রামে প্রস্তুত হইয়া মুখ্যতঃ গ্রামেই ব্যবহৃত হইবে তখন এই সব কেন্দ্রীকরণ নিষ্প্রয়োজন হইবে। আমাদের আলস্য বা অজ্ঞতা অথবা উভয়ই লুকাইবার জন্য আমরা যেন গ্রামবাসীদের উপর দোষ না চাপাই।" ৫৪০

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ৬-১-৪৮

পীড়ন বন্ধ করা চাই

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রার্থনান্তিক ভাষণে গান্ধীজী বলিলেন, "শুনিলাম কয়েকজন আশ্রয়প্রার্থী এখনও মুসলমানদের খালি বাড়ি দখল করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং তাহাদিগকে হটাইয়া দিবার জন্য পুলিশ কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার করিয়াছে। আশ্রয়-প্রার্থীদের ভয়ঙ্কর কষ্ট হইতেছে একথা সত্য। দিল্লীর ভয়ঙ্কর শীতে ফাঁকায় পড়িয়া থাকা অতিশয় কষ্টকর। বৃষ্টি হইলে তাঁবুর আশ্রয়ও যথেষ্ট নহে। আশ্রয়প্রার্থীরা যদি মুসলমানদের বাড়ির উপর নজর না দেন তাহা হইলে বাড়ি পাইবার জন্য তাঁহারা যে গোলমাল করিতেছেন তাহার অর্থ বুঝিতে পারি। যেমন, তাঁহারা বিরলা ভবনে আসিতে পারেন এবং আমাকে এবং একজন রুগ্না মহিলাসহ বাড়ির মালিকদিগকে বাহির করিয়া দিয়া ঐ বাড়ি দখল করিতে পারেন। ভদ্রয়ানী না হইলেও ব্যাপারটা কিন্তু এরূপে খোলাখুলি হয়। চাপ দিয়া মুসলমানদের বাহির করিয়া দেওয়া হইতেছে—কাজটা কুটিল ও অভদ্র। আগে হইতে যাহারা ভীত হইয়া আছে তাহাদের আরও ভয় দেখাইয়া তাড়াইয়া দিয়া তাহাদের বাড়ি দখল করিলে কাহারও ভাল হইবে না। আমি শুনিলাম কর্তৃপক্ষরা আজ আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য বাসস্থানের কিছু ব্যবস্থা অন্যত্র করিয়াছেন, কিন্তু তবু তাঁহারা মুসলমান-গৃহ দখল করিবার জন্য জিদ্ করিতেছেন। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, দায়ে পড়িয়া যে তাঁহারা এরূপ করিতেছেন তাহা নহে, দিল্লী হইতে সকল মুসলমানকে বাহির করিয়া দিবারই তাঁহাদের ইচ্ছা। সকলেরই যদি এই ইচ্ছা হয়, তবে এরূপ বাঁকাপথে তাড়াইবার চেষ্টা না করিয়া, তাহাদের চলিয়া যাইতে বলাই ভাল হইবে। ভারতীয় ইউনিয়নের রাজধানীতে এরূপ কার্যের ফল কি হইবে তাহা তাঁহাদের বুঝিয়া দেখা উচিত।" ৫৪১

ধর্মঘটের মড়ক

গান্ধীজী তারপর বোম্বাইএর একটি সংবাদের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "খবর আসিয়াছে যে, সেখানকার ডক ও অন্যান্য স্থানের মজুরগণ ধর্মঘট করিবার কথা ভাবিতেছেন। কংগ্রেসী হউন বা সমাজতন্ত্রী—অবশ্য তাঁহাদের যদি কংগ্রেস হইতে স্বতন্ত্র করিয়া ধরিতে হয়—অথবা কমিউনিষ্ট, আমি সকলকেই ধর্মঘট হইতে বিরত হইতে আবেদন করিতেছি। আজ ধর্মঘটের সময় নয়। সংশ্লিষ্ট সকলের এবং সারা দেশের এই ধর্মঘটে ক্ষতি হইবে।" ৫৪২

পঞ্চায়েত রাজই প্রকৃত গণতন্ত্র

গান্ধীজী তারপর বলিলেন, "আউন্ধের রাজা সাহেব কয়েক বৎসর আগে তাঁহার প্রজাদের দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা দিয়াছেন। তাঁহার পুত্র আপ্পা সাহেবও প্রজাদের কল্যাণসাধনে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন। রাজা সাহেব এবং আরও কয়েকজন প্রায় স্থির করিয়াছেন যে তাঁহারা অন্তর্ভুক্তি-পরিকল্পনা গ্রহণ করিবেন। সর্দার বলিয়াছেন যে, রাজারা একটা পেনসন পাইবেন। কিন্তু আমার ধারণা আউন্ধের রাজাসাহেব প্রজার উপর ভারস্বরূপ হইয়া থাকিতে চাহিবেন না। তিনি যাহা লইবেন, প্রজাগণের সেবা দ্বারা তাহা উপার্জন করিয়া লইতেই চাহিবেন। রাজা সাহেব আমাকে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার রাজ্যে যে-পঞ্চায়েত প্রথার প্রবর্তন তিনি করিয়াছেন, অন্তর্ভুক্তি-পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেও তাহা চলিতে পারে কি না। রাজা সাহেবকে এই কথা বলা হইয়াছে যে, অন্তর্ভুক্তির পর তাঁহার রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থাকে অবশিষ্ট ভারতের শাসনব্যবস্থার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ করিয়া লইতে হইবে। তবে আমার মতে লোকে যেখানে পঞ্চায়েত চাহিবে সেখানে কোন আইনই পঞ্চায়েতের কাজ বন্ধ করিতে পারিবে না। আউন্ধ আর স্বতন্ত্র রাজ্য না থাকিতে পারে, কিন্তু আউন্ধ বলিয়া কতকগুলি গ্রামের বিশেষ একটি সমষ্টি হিসাবে ইহার অস্তিত্ব থাকিবে। ভারতের অন্য অংশে পঞ্চায়েত থাকুক বা নাই থাকুক, এইরূপ প্রত্যেক গ্রাম-সমষ্টিতে অথবা গ্রামে ত পঞ্চায়েত থাকিতেই পারে। অধিকার জন্মলাভ করে কর্তব্য-সাধন হইতে। এইরূপ অধিকার কেহ কাড়িয়া লইতে পারে না। পঞ্চায়েত ত লোকের সেবার জন্যই। সত্যকার ভারতীয় গণতন্ত্র ব্যষ্টি হিসাবে গ্রামকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পাইবে। এমন কি একখানি গ্রামও যদি পঞ্চায়েত-রাজ চায়—এই পঞ্চায়েত-রাজকেই ইংরেজীতে রিপাবলিক বা প্রজাতন্ত্র বলা হয়—তবে কেহই তাহা ঠেকাইতে পারিবে না। কেন্দ্রে কুড়িজন লোক বসিয়া প্রকৃত গণতন্ত্র

চালাইতে পারে না। প্রত্যেক গ্রামের লোকদের দ্বারা নিম্নতল হইতে প্রকৃত গণতন্ত্র পরিচালিত করিতে হইবে।" ৫৪৩

আমদানি ও রপ্তানির সমতা চাই

উপসংহারে গান্ধীজী বলিলেন, "আমি একখানি চিঠি পাইয়াছি। এক বন্ধু লিখিয়াছেন, দেশে সুখ-সমৃদ্ধি রাখিতে হইলে, আমদানি ও রপ্তানির সমতা রক্ষা করা চাই। তিনি তাই বলিতেছেন যে, আমদানি যাহাতে রপ্তানির চেয়ে কিছু কম হয় সেইজন্য আমদানিকে সীমার মধ্যে রাখিতে হইবে। আজিকার অবস্থা যদি চলিতে থাকে তবে ভারতবর্ষের সংস্থান শীঘ্রই নিঃশেষ হইয়া যাইবে। তাই তিনি বলেন, খেলনা বা ঐ জাতীয় অনাবশ্যক দ্রব্যাদির আমদানি কমাইয়া দিতে হইবে। ভারত আজ পর্যন্ত কাঁচা মাল রপ্তানি ও তৈয়ারি মাল আমদানি করিয়া আসিতেছে, ইহার ফলে ঐ সমতা নষ্ট হইবেই আর দেশ একাধিকভাবে নির্ধন হইয়া পড়িবে। লেখকের সহিত আমি এই বিষয়ে একমত যে ভারতবর্ষকে যতটা সম্ভব স্বয়ংপূর্ণ হইতে হইবে। ভারত ও অন্যান্য দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক শোষণের উপর নহে, পারস্পরিক সহায়তার উপর গড়িয়া তুলিতে হইবে।" ৫৪৪

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ৭-১-৪৮

অন্যায় উপবাস

বুধবার সন্ধ্যায় প্রার্থনান্তিক ভাষণে গান্ধীজী বলিলেন, "জনৈক পত্রলেখকের নিকট হইতে আমি এক পত্র পাইয়াছি। পত্রলেখক জানাইয়াছেন যে তিনি উপবাস করিয়াছেন এবং এই উপবাস চালাইয়া যাইবেন। এইরূপ উপবাসকে আমি অন্যায় বলিয়া মনে করি। আমি মনে করি, আমার জীবদ্দশায় কেহ এইরূপ অনশন করিতে চাহিলে, তাহার উচিত এই বিষয়ে আমার সঙ্গে পরামর্শ করা। ৫৪৫

ছাত্র-ধর্মঘট

"খবরের কাগজে দেখিলাম, যে দিল্লীর ছাত্রসম্প্রদায় ৯ই জানুয়ারী ধর্মঘট করিতে চায়। কাল তাহাদের আমি বলিয়াছি যে, এখন ধর্মঘট করিবার সময় নয়। সাধারণতঃ ছাত্রদের ধর্মঘট আমি অসঙ্গত বলিয়া মনে করি। জীবনে আমি বহু ধর্মঘট পরিচালনা করিয়াছি, কমবেশি সফলও হইয়াছি। আমি ছাত্রদের বলিয়া দিতে পারি যে, সব ধর্মঘটই সঙ্গত নয় এবং

অহিংস ত নয়ই। ছাত্ররা যদি আমার কথা শোনে ত প্রস্তাবিত ধর্মঘট তাহাদের পরিহার করা উচিত। ৫৪৬

পাকিস্থানী শরণাগতদের অভাব-অভিযোগ

"পাকিস্থান হইতে আগত শরণাগতদের কয়েকজন প্রতিনিধি আমার সঙ্গে দেখা করিয়াছেন। তাঁহারা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহাদের অভাব-অভিযোগ দূর করার বিষয়ে আমি বেশি মন দিই না কেন? তাঁহারা ত জানেন না যে, ঠিক সেই উদ্দেশ্যেই আমি দিল্লীতে বসিয়া আছি। কিন্তু স্বাধীনতা আসিবার আগে আমার যে প্রভাব ছিল এখন আর তাহা নাই। আগে আমি ভারতের অহিংস বিপ্লবীদের নেতা ছিলাম। আমার নির্দেশ পালন সকলে না করিলেও, বহু লোকে করিত। আজ আমি অরণ্যে রোদন করিতেছি। মহান্ আচার্যেরা বলিয়া গিয়াছেন যে, কেহ না শুনিলেও, যাহা সত্য বলিয়া বুঝা যায়, তাহার ঘোষণা করিয়াই যাইতে হইবে। আমি গবর্মেণ্ট চালাই না। তবে ইহা ঠিক যে, রাষ্ট্রের যাহারা কর্তা তাঁহাদের অনেকেই আমার বন্ধু। কিন্তু বন্ধুত্ববশত অথবা আমাকে খাতির করে বলিয়া, কেহ আমার কথা মানিয়া লইবে ইহা আমি চাই না। আমার কথা যদি মনে লাগে তবেই তাহা শোনা উচিত। মন্ত্রীগণ, কর্মসচিবেরা, নিম্ন-কর্মচারীরা এবং পুলিশেরাও যদি আমার কথা শোনে তবে ব্যাপার অন্যরূপ হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু তাহা হইবার নয়। মন্ত্রীগণ ব্রিটিশ শাসকদের নিকট হইতে পুরান শাসনযন্ত্রটি পাইয়াছেন এবং ইহা হইতে যতদূর সম্ভব ভাল কাজ আদায় করার চেষ্টা করিতেছেন। ৫৪৭

শরণাগতদের কর্তব্য

"শরণাগতদের অবশ্য অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয় পাওয়া চাই। তাঁহারা আমাদেরই আত্মীয়স্বজন। তাহারা যদি অপরে অথবা আমি যাহা পাইতে পারি তাহা না পায় তবে ভয়ানক অন্যায় কথা। তাহারা তবে কি করিবে? আমি ত তাহাদের বলিয়াছি যে, যেটকু বাসের জায়গা পাওয়া যায় তাহাই তাহাদের কৃতজ্ঞচিত্তে লওয়া উচিত। তুলার তোষকের বদলে ঘাসের তোষকেই বেশ কাজ চলিতে পারে। তাহারা যে খাওয়া, পরা ও বাসস্থান পায় তাহার জন্য যে-কাজ তাহাদের করিতে দেওয়া হয় তাহা তাহাদের করা উচিত। একজন মজুর টেবিলে বসিয়া লেখার কাজ করিতে পারে না কিন্তু যে-লোক বরাবর টেবিলে বসিয়া কাজ করিয়াছে সে নিশ্চয়ই কায়িক শ্রম আরম্ভ করিতে পারে। যদি তাহাদের মধ্যে সঙ্গত মনোভাবের বিকাশ হয়, তবে যে কয়েক লক্ষ লোক আসিয়াছে তাহাদের ত ভারত সহজেই গ্রহণ করিতে পারে, আরও বেশি লোককেও পারে। ৫৪৮

করাচিতে যাহা ঘটিতেছে

"করাচিতে কি ঘটিতেছে সে কথা সকলেই জানে। যদিও অনেকে বলিয়াছে যে, সিন্ধুদেশ এখন ঠাণ্ডা হইয়াছে এবং লোকেরা এখন সেখানে থাকিয়া যাইতে পারে, তবুও আমার মনে আশঙ্কা ছিল। সেই আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইয়াছে। কেবল হিন্দু আর শিখরা নয়, অন্যান্য অ-মুসলমানেরাও আজ সিন্ধুদেশে নিরাপদ নয়। পাকিস্থান গবর্মেণ্ট বলিয়াছেন, তাঁহারা হাঙ্গামা নিবারণ করিতে অপারগ হইয়াছেন কিন্তু যতশীঘ্র সম্ভব উহা বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। পাকিস্থান গভর্মেণ্ট ও ইউনিয়ন-গভর্মেণ্টকে আমি বলি, মারামারি কাটাকাটি বন্ধ করিতে যদি তাঁহারা অক্ষমই হন তবে তাঁহাদের পদত্যাগ করা উচিত। তাহাতে অবস্থা কিছুকালের জন্য আরও খারাপ হইতে পারে কিন্তু শেষ পর্যন্ত অবস্থার উন্নতি হইবে। শাসন হাতে রাখিবার একমাত্র সর্ত হইল, অবস্থার উন্নতি স্বরু হওয়া চাই—তা সে যত ধীরেই হউক। ৫৪৯

"আমি শরণাগতদের এবং সাধারণভাবে হিন্দু ও শিখদের প্রতিশোধ-স্পৃহাকে সংযত করিতে বলি। করাচিতে যাহা ঘটিতেছে তাহার জন্য তাহাদের ভয় পাওয়া বা উত্তেজিত হওয়া উচিত নয়। এই সকল ঘটনার একমাত্র সঙ্গত উত্তর হইল, ভারত ইউনিয়নে শতকরা এক শ ভাগ সুসঙ্গত ব্যবহার করা।" ৫৫০

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ৮-১-৪৮

উপাসনা আরম্ভ হইবার আগে শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্য হইতে কয়েক টুকরা লেখা গান্ধীজীকে পাঠান হয়। উহার একটিতে এই অভিযোগ ছিল যে, লেখক আগের দিন একখানি চিঠি পাঠাইয়া উত্তর পান নাই। তাহার উল্লেখ করিয়া গান্ধীজী বলিলেন, "প্রতিদিন আমি এত চিঠি পাই যে তাহা পড়িয়া উঠা সম্ভব হয় না। কাহারও দরকারী প্রশ্ন থাকিলে তাহা পুনরায় করিয়া পাঠান উচিত।" ৫৫১

হরিজনেরা ও পানদোষ

আর এক বন্ধু হরিজনদের পানদোষ সম্পর্কে গান্ধীজী যাহা বলিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়া প্রশ্ন করেন, ধনীলোকেরা ও সৈনিকেরা যদি নেশা করিতে পারে তবে হরিজনদেরই বা মাদকদ্রব্য বর্জন করিতে বলা হইবে কেন? উত্তরে গান্ধীজী বলিলেন, "প্রশ্নটি অনাবশ্যক। ধনীরা যদি নেশা করিয়া পয়সা নষ্ট করে তবে গরিবদেরও সেইরূপ করিতে হইবে এমন কোন

যুক্তি নাই। একজনকে আর একজনের মন্দ অভ্যাসের অনুকরণ করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। আমার ত মনে হয়, গরিব লোকেদের যদিও বা নেশা করিবার হেতু থাকে, বড়লোকের ত নেশা করিবার কোন হেতু নাই। গরিব লোকে নেশায় ডুবিয়া দুঃখ-দারিদ্র্য ভুলিতে চেষ্টা করে। বড়লোকদের এরূপ কোন অজুহাত নাই। এ কথা বলা হইতে পারে যে, নেশা ছাড়া সৈন্যদের চলে না। আমি তাহা মানি না। আমি এমন অনেক ভারতীয় ও ইংরেজ সৈনিককে জানি যাহারা মদ স্পর্শও করে না। মাদকবর্জন-আইন ধনী ও দরিদ্র, হরিজন ও অন্যান্য সকলের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখিবে না। কিন্তু এই বদ্ অভ্যাসটি ছাড়িয়া দিবার জন্য আইন-পাশের অপেক্ষা রাখা উচিত নয়। নেশায় সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর চেয়ে হরিজনদের ও শ্রমিকদেরই ক্ষতি হয় বেশি। সেই কারণে হরিজনদের নেশা ছাড়িয়া দিবার জন্য আমি বিশেষ অনুরোধ জানাইতেছি। ৫৫২

সত্যাগ্রহ করা হইবে না কেন?

"আর একটি বন্ধু জানিতে চান আমি পাকিস্থানে যান নাই কেন? উত্তরে আমি বলি, আমি ত সকলকে বলিয়াছি, ভারতীয় ইউনিয়নের গোলমাল সম্পূর্ণ শান্ত না হইলে আমি পাকিস্থানে যাইতে পারি না। আরও একটি প্রশ্নের উত্তরে আমি বলি যে, আমাকে পাকিস্থানে পাঠাইবার শক্তি ত লোকেদের হাতেই আছে। দিল্লীর কলঙ্কচিহ্ন মুছিয়া নিশ্চিহ্ন হইলেই আমি পাকিস্থানে যাইতে পারিব। ঐ বন্ধুটি আরও জিজ্ঞাসা করেন যে, সত্যাগ্রহ যদি সকল রকম অন্যায়েরই অমোঘ ঔষধ হয় তবে পাকিস্থানেই বা তাহার প্রয়োগ চলিবে না কেন? আমি বলি, একথা ঠিক যে, পাকিস্থানের হিন্দু ও শিখরা যদি সত্যাগ্রহ করিতে পারিত তবে তাহাদের দুঃখকষ্ট সত্যই দূর হইত। কিন্তু আজিকার দিনে সে সত্যাগ্রহ কোথায়? ভারতের কোথায়ও আমি উল্লেখযোগ্য সত্যাগ্রহ দেখিতে পাইতেছি না। সর্বত্রই লোকে বাঁচিবার জন্য পুলিশ ও সৈন্যদলের সাহায্য চায়। আমরা যেন ভগবানকে বিদায় করিয়া দিয়াছি এবং সেনাদলকেই বেশি নির্ভরযোগ্য মনে করিতেছি। ৫৫৩

ইউনিয়নে সাম্প্রদায়িকতা থাকা উচিত নয়

"ঐ বন্ধুটি আরও লিখিয়াছেন যে, ক্রীতদাসের মত থাকিতে না চাহিলে পাকিস্থান ত সমস্ত হিন্দু ও শিখদের তাড়াইয়া দিতে দৃঢ়সংকল্প। কাজেই তিনি জানিতে চান সমস্ত মুসলমান অথবা অন্তত সমসংখ্যক মুসলমান যদি

ইউনিয়ন ছাড়িয়া চলিয়া না যায় তবে নবাগত অ-মুসলমানদের জায়গা হইবে কি করিয়া? আমি বলি, সম্ভবত ইহারই মধ্যে সমসংখ্যক মুসলমান ইউনিয়ন ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু এখনও বহু মুসলমান ইউনিয়নে রহিয়া গিয়াছে। মৌলানা সাহেব যে সম্মেলন আহ্বান করেন তাহাতে সত্তর হাজার মুসলমান একত্র হন। তাঁহারা ইউনিয়নের মুসলমানদের প্রতিনিধি। এই সকল মুসলমানদের কি তাড়াইয়া দিতে হইবে, না মারিয়া ফেলা হইবে? আমি কখনও ইহাতে সায় দিতে পারি না। এরূপ কাজে কোন বীরত্বের পরিচয় নাই। অন্যে যাহাই করুক না কেন, আমি ইউনিয়নের দৃষ্টিভঙ্গি সাম্প্রদায়িক হইয়া যাইতে দিতে চাই না। অপরের গুণের অনুকরণ ভাল, দোষের অনুকরণ কখনও ভাল নয়।" ৫৫৪

ছাত্রদের ভিতর দলাদলি

কয়েকটি ছাত্রের একখানি চিঠির উল্লেখ করিয়া গান্ধীজী বলিলেন, "চিঠিতে লেখা আছে ৯ই তারিখে প্রস্তাবিত ছাত্র-ধর্মঘটের উদ্‌যোগ করিয়াছে কমিউনিষ্ট ছাত্রেরা, কংগ্রেসী ছাত্রেরা নয়। প্রস্তাবিত ধর্মঘটে যোগ না রাখার জন্য কংগ্রেসী ছাত্রদের আমি ধন্যবাদ দিতেছি। তবুও এরূপ ধর্মঘট সম্বন্ধে আগে যাহা বলিয়াছি তাহারই পুনরুক্তি করিয়া বলিতে চাই যে, ছাত্রদের কোন রাজনৈতিক দলাদলি থাকা উচিত নয়। ছাত্রদের মধ্যে সোশ্যালিষ্ট, কমিউনিষ্ট বা কংগ্রেস এইরূপ দলভেদ থাকা উচিত নয়। তাহারা সকলে যেন প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত কেবলমাত্র ছাত্রই হয়। চাকরির জন্য নয়, জনগণের সেবার জন্য, যত বেশি সম্ভব জ্ঞান আহরণ করা যেন তাহাদের লক্ষ্যের বিষয় হয়।" ৫৫৫

বাহাওয়ালপুরের প্রতিনিধিদল

পরিশেষে গান্ধীজী বাহাওয়ালপুর আশ্রয়প্রার্থীদের এক প্রতিনিধিদলের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "মীরপুরেরও কিছু লোক সেই সঙ্গে ছিল। মীরপুরের স্ত্রীলোক ও পুরুষেরা যখন আমার কাছে ছিল তখন পণ্ডিত নেহরু সেখানে আসেন। পণ্ডিত নেহরু তাহাদের ভরসা দেন যে, মীরপুর হইতে হিন্দু ও শিখদের উদ্ধার করার সকল রকম চেষ্টাই হইতেছে কিন্তু তাহার পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা রহিয়াছে। তিনি অবশ্য যথাসাধ্য করিতেছেন। বাহাওয়ালপুরের প্রতিনিধিদল জানাইলেন যে, পশ্চিম পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের লোকেরা চাকরির জন্য দরখাস্ত করিতে পারিতেছে অথচ দেশীয় রাজ্যের প্রজা এই অছিলায় বাহাওয়ালপুরের লোকদের চাকরির দরখাস্ত করিতে দেওয়া

হইতেছে না। তাঁহারা বলিলেন, যদিও সর্দার পাটেল এরূপ তফাত করিতে নিষেধ করিয়া হুকুম জারি করিয়াছেন, তবু এই ভেদ চলিতেছে। আমি ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না। এরূপ কোন ঘটনা যদি ঘটিয়াও থাকে তবে তাহা নিশ্চয়ই কোন না কোন জায়গায় ভুল বোঝার ফলেই ঘটিয়াছে। আমি এ সম্বন্ধে খোঁজ লইব এবং কাল আপনাদের মুখপাত্র আসিলে তাঁহাকে সব জানাইয়া দিব। দুইটি প্রতিনিধিদলই সংযতভাবে বিবৃতি দেন।" ৫৫৬

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ৯-১-৪৮

সাহস ও ধৈর্যের দরকার

শুক্রবার সন্ধ্যায় প্রার্থনান্তিক ভাষণে গান্ধীজী বলিলেন, "আজ দিনমানে বাহাওয়ালপুরের মন্দিরের প্রধান পূজারীর সহিত আমার দেখা হইয়াছে। তিনি আমাকে বলিয়াছেন যে, হত্যাকাণ্ড যখন সুরু হয় তখন বহু হিন্দু মন্দিরে গিয়া আশ্রয় লয়। ইহাতেও তাহারা নিরাপদ হয় নাই বলিয়া পূজারীর সঙ্গে মন্দিরের খিড়কি দরজা দিয়া পালাইয়া যায়। পূজারী বলিয়াছেন যে, তিনি বহু স্ত্রী-পুরুষকে বাঁচাইবার চেষ্টা করেন কিন্তু সকলকে বাঁচাইতে পারেন নাই। যাহারা পড়িয়া রহিয়াছে তাহাদের জন্য কিছু করিতে তিনি আমার কাছে অনুরোধ করেন। আমি তাঁহাকে জানাই যে, একজন লোকের পক্ষে যাহা করা সম্ভব তাহা ত আমি করিতেছি। আমার হাতে কোন ক্ষমতা নাই। দেশ দুই ভাগে ভাগ হইয়া গিয়াছে। এখন এক ডমিনিয়নের কাজে আর এক ডমিনিয়ন হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। দিনকাল এমন পড়িয়াছে যে, এখন প্রত্যেককেই সাহস ও ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে হইবে। মান ও মর্যাদার জন্য যে সকল স্ত্রী-পুরুষ প্রাণ বিসর্জন দিতেও রাজি, কেহ তাহাদের মর্যাদাহানি করিতে পারে না। শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক মৃত্যু ত আসিবেই। আপনারা সকল রকমে ভয় পরিহার করুন ও ভগবানে ভরসা রাখুন। তিনি সর্বশক্তিমান। তাঁহার ইচ্ছা ব্যতিরেকে ঘাসের একটি শীষও নড়িতে পারে না। ৫৫৭

বাসস্থান-সমস্যা

"আজ কিছু কিছু আশ্রয়প্রার্থী আমার সঙ্গে দেখা করিয়াছেন। অনেকের চেয়ে তাঁহাদের অবস্থা ভাল এবং তাঁহারা কিছু টাকাপয়সা সঙ্গে আনিতে পারিয়াছেন। তাঁহাদের কোন মুসলমান বন্ধুর দিল্লীতে একটি বাড়ি আছে। মুসলমান বন্ধুরা দিল্লী ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার সময় তাঁহাদের দিল্লীর

বাড়িতে পাকিস্থান হইতে আগত হিন্দু বন্ধুদের বসবাস করিতে বলিয়া যান। এখন গবর্মেণ্ট হিন্দু বন্ধুদের ঐ বাড়ি খালি করিয়া দিতে বলিয়াছেন। যে কোন বাড়ি দখল করিয়া লইবার অধিকার গবর্মেণ্টের আছে। কিন্তু পরিবর্তে বাড়ির আইনসঙ্গত দখলকারীরা যাহাতে থাকিবার মত একটা জায়গা পায় তাহা দেখা গবর্মেণ্টের উচিত। গবর্মেণ্ট তাহাদের রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইতে বলিতে পারে না। যাহারা জোর করিয়া মুসলমানদের বাড়ি দখল করিয়াছে তাহাদের তাড়াইয়া দিতে গবর্মেণ্ট বাধ্য। কিন্তু যে ঘটনাটির আমি উল্লেখ করিলাম তাহা অন্য রকমের এবং তাহার আলাদা ব্যবস্থা হওয়া দরকার। ৫৫৮

রেশন বিষয়ে একটি ভুল

"আমি একখানি চিঠি পাইয়াছি। লেখক লিখিয়াছেন, আমি না কি সপ্তাহখানেক আগে বলিয়াছি যে, বোম্বাইএ লোকেরা দৈনিক এক সের করিয়া রেশনের বরাদ্দ চাল পাইতেছে। বন্ধুটি বলিয়াছেন চালের পরিমাণ এক সের নয়, দৈনিক এক পোয়া মাত্র। আমার মনে হয়, লেখক ভুল করিয়াছেন। আমার যদি ভুল না হইয়া থাকে তবে, মনে হয়, আমি সপ্তাহে এক সেরের কথা বলিয়াছিলাম। এই হিসাবে দৈনিক এক পোয়ারও কম হয়। এই রেশনের যুগে একজন কেমন করিয়া দিনে এক সের চাল পাইতে পারে? ৫৫৯

বিরলা ভবনে থাকি কেন?

"আর একটি বন্ধু লিখিয়াছেন যে, অনেক গরিব লোকে বিরলা ভবনের মাঠে প্রার্থনায় যোগ দিতে আসিতে পারে না এবং জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমি কেন আগের মতই ভাঙ্গি-নিবাসে থাকি না। দিল্লীতে আসিয়াই আমি তাহার কারণ বলিয়াছিলাম। আবার তাহা বলিতেছি। যখন আমি দিল্লীতে পৌছি তখন দিল্লী সহরের অবস্থা শ্মশানের মত। দাঙ্গা সেইমাত্র স্বরু হইয়াছে এবং ভাঙ্গি-নিবাস আশ্রয়প্রার্থীতে ভর্তি। সেইজন্য সর্দার ভাঙ্গি-নিবাসের বদলে বিরলা ভবনেই আমার থাকার ব্যবস্থা করেন। এখন ভাঙ্গি-নিবাস খালি আছে কি না আমি জানি না। যদি খালিও থাকে, তবু এখন সেখানে চলিয়া যাওয়া আমার পক্ষে সঙ্গত হইবে না। আমার দিল্লীতে থাকার প্রধান উদ্দেশ্য হইল মুসলমানদের যতটুকু সান্ত্বনা ও সাহায্য দিতে পারি তাহা দেওয়া। বিরলা-নিকেতনে থাকিয়া সেই কাজ ভাল করিয়া করা যায়। মুসলমান বন্ধুরা দিল্লীর গরিবদের মহল্লায় যাওয়া

অপেক্ষা এখানে আসা বেশি নিরাপদ মনে করেন। মন্ত্রীসভার সদস্যরাও কাছাকাছি থাকেন। তাঁহাদের বিরলা-নিকেতনে আসাই সহজ। তাঁহাদের অনেক কাজ এবং বিরলা-নিকেতনে না আসিয়া ভাঙ্গিনিবাসে যাইতে হইলে তাঁহাদের অনেক বেশি সময় লাগিত। ৫৬০

ভদ্রবেশী চোর

"ভারতের রাজধানীতে শান্তি রক্ষার জন্য আপনাদের কাছে আমি অনুরোধ জানাইতেছি। আমি শুনিয়াছি এখানে অনেক চোর ও ঠগ আছে। তাহারা ভদ্রবেশে দিল্লীর রাজপথে বিচরণ করে। কালবিলম্ব না করিয়া এরূপ অবস্থা প্রতিকার করা দরকার।" ৫৬১

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ১০-১-৪৮

সংযমের আবশ্যকতা

শনিবার সন্ধ্যায় প্রার্থনান্তিক ভাষণের আগে একজন সাধু দাঁড়াইয়া উঠিয়া গান্ধীজীর নিকটে তাঁহার লেখা একখানি চিঠি পড়িয়া শোনাইতে চাহিলেন। গান্ধীজী চিঠিখানি তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিতে বলিলেন। সাধু তখনই শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে উহা পড়িবার জন্য জেদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কথা কাটাকাটির পর তিনি বসিয়া পড়িলেন। ভাষণে গান্ধীজী বলিলেন, "যাঁহারা সাধু বলিয়া পরিচিত হইবার দাবি করেন, জীবনের সর্বক্ষেত্রে যাঁহারা সংযম অভ্যাস করেন, যাঁহারা ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, এখন তাঁহারাও যে এইরূপ আচরণ করিতে পারেন, ইহা হইতে বোঝা যায় আমাদের কতদূর অধঃপতন ঘটিয়াছে। বন্ধুটি যে শেষ পর্যন্ত বসিয়া পড়িয়াছেন ইহা ভাল কথা। কিন্তু সেজন্য তাঁহাকে এত বুঝাইবার প্রয়োজন হইল কেন?" ৫৬২

বাহাওয়ালপুরের বন্ধুদের প্রতি

গান্ধীজী যখন প্রার্থনা-সভায় আসিতেছিলেন তখন বাহাওয়ালপুরের আশ্রয়-প্রার্থীগণ বিক্ষোভ দেখাইয়া চীৎকার করে এবং ধ্বনি দিয়া বাহওয়ালপুরে পরিত্যক্ত ৭০,০০০ হিন্দু ও শিখদের জন্য সাহায্য দাবি করে। গান্ধীজী প্রার্থনার জন্য উপবিষ্ট হইলে তাহারা সম্পূর্ণ শান্ত হইয়া যায়। গান্ধীজী সকলের কাছে তাহাদের এই সৎ দৃষ্টান্তের প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "আমি শুনিয়াছিলাম, বাহাওয়ালপুরের লোকেরা আজ প্রার্থনা-সভায় গোলমাল করিবে। আমি ইহা বিশ্বাস করি নাই। আমার আশা অনুযায়ী প্রার্থনার সময় তাহারা সম্পূর্ণ শান্ত ছিল। আজকাল

প্রার্থনা-সভাগুলি কেমন শান্তভাবে হইতেছে! আমি ইহাতে আনন্দিত। বাহাওয়ালপুরের নির্যাতিতেরা সংযতভাবে তাহাদের মর্মবেদনা প্রকাশ করিয়াছে। তাহাদের দুঃখদুর্দশার কথা আমি জানি। বাহাওয়ালপুরের হিন্দু ও শিখদের জন্য যাহা কিছু করা সম্ভব তাহা সবই করা হইতেছে, এই কথা আমি তাহাদের বলিতে পারি। নবাব সাহেব আমাকে কথা দিয়াছেন যে, যাহারা মারা গিয়াছে তাহাদের তিনি বাঁচাইয়া দিতে পারেন না বটে কিন্তু যে সকল হিন্দু ও শিখ এখনও সেখানে আছে তাহারা নিরাপদে শান্তিতে সেখানে বসবাস করিতে পারিবে। কেহ তাহাদের ধর্মে হস্তক্ষেপ করিবে না। ইউনিয়ন গবর্মেণ্টও নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন আছেন এবং যাহা কিছু সম্ভব সবই করিতেছেন। আমি আপনাদের মনে রাখিতে বলি যে, সিন্ধুদেশে অনেক বেশি সংখ্যায় হিন্দু ও শিখ আছে। তথায় হিন্দুদের মধ্যে হরিজনের সংখ্যাও অনেক। তাহারা সেখানে নিরাপদ বোধ করিতেছে না। এইমাত্র সিন্ধু-দেশের একখানি টেলিগ্রাম পড়িলাম। তাহাতে বলা হইয়াছে, খবরের কাগজ হইতে করাচির ঘটনা সম্পর্কে আমরা যেরূপ ধারণা করিয়াছি আসল ঘটনা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি গুরুতর। আমি বলি, আপনারা যেন ধৈর্য এবং সাহস না হারান। আপনারা পরাজয় স্বীকার করিবেন না। পরাজয় কথাটিই আপনাদের অভিধান হইতে তুলিয়া দিতে হইবে। তার জন্য ক্রোধ সংযত করা দরকার এবং বর্তমান অবস্থায় কর্তব্য কি তাহা ধীরভাবে ভাবিয়া ঠিক করা দরকার। সেই কথাই আমি প্রতিদিন আপনাদের বুঝাইয়া বলিতেছি।" ৫৬৩

ইরান ও ভারতবর্ষ

তারপর শ্রোতৃমণ্ডলীকে উদ্দেশ করিয়া গান্ধীজী বলিলেন, "পারস্যদেশের প্রতিনিধি আজ আমার সঙ্গে দেখা করেন। রাজদূত বলেন যে, ভারত ও পারস্যের মধ্যে অনেক কালের বন্ধুত্ব এবং উভয়েই আর্যজাতি হইতে উদ্ভূত। তিনি আরও বলেন যে, ভারতবর্ষ এশিয়ার বৃহত্তম শক্তি এবং ভারতের গৌরবে সকলেই গৌরবান্বিত। রাজদূত পারস্য ও ভারতকে যথার্থ সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ দেখিতে চান। আমি আপনাদের স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, গুরুদেব (রবীন্দ্রনাথ) পারস্যবাসীদেরই আমন্ত্রণে পারস্য যান এবং সেখানকার অবস্থা দেখিয়া খুব খুশী হন। গুরুদেব বলেন, পারস্যবাসীরা আমাদের আপনার লোক। ভারত ও পারস্যের বন্ধুভাব যেন কোন রকমে ক্ষুণ্ণ না হয় পারস্যের রাজদূত সেজন্য ব্যগ্র ছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম এরূপ সম্ভাবনার কথা তাঁহার মনে হইল কেন? তাহাতে তিনি

বলিলেন যে, কিছু ইরানী বোম্বাইতে উপদ্রুত হইয়াছে। কেহ কেহ নিহতও হইয়াছে। সাময়িক উত্তেজনায় কেহ কেহ হয় ত মুসলমান হিসাবে ইরানীদের উপরও অত্যাচার করিয়া থাকিবে। তবে ইরানের রাজদূত আমাকে বলিয়াছেন যে, বোম্বাই গবর্মেণ্ট তৎপরতার সহিত হাঙ্গামা দমন করিয়াছেন। প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের মনোভাবে রাজদূত খুব খুশী হইয়াছেন। তাঁহার নিজের গবর্মেণ্টের পক্ষ হইতে ভারতকে আশ্বাস দিয়াছেন যে, যদিও ভারতের ঘটনাবলীর অতিরঞ্জিত বিবরণ পড়িয়া কোন কোন লোক গোলমাল করিতে চায়, তবুও পারস্য-গবর্মেণ্ট সতর্ক আছেন এবং তাঁহারা কোনক্রমেই ভারতের বন্ধুত্ব হারাইতে চান না। তিনি বলেন, পারস্যে হিন্দু, মুসলমান ও শিখ ব্যবসায়ীরা বন্ধুভাবে পূর্ণ শান্তিতে বসবাস করিতেছে।" ৫৬৪

নিজের বিচারবুদ্ধি খাটাও

জনৈক বন্ধু গান্ধীজীকে এক চিঠি লেখেন। তাহাতে তিনি জানান যে, যদিও কণ্ট্রোল তুলিয়া দিবার জন্য লোকে গান্ধীজীকে ধন্যবাদ দিতেছে তবুও ব্যাপারটি অবিমিশ্র আনন্দের নয়। এই কথার উল্লেখ করিয়া গান্ধীজী বলিলেন, "লেখক তাঁহার মনের কথা যেন জনসাধারণকে খুলিয়া বলেন। শেষ পর্যন্ত আমার চোখ, কান ও হাত ত জনসাধারণই। তাহারা আমাকে যাহা বলে তাহার উপরই আমাকে নির্ভর করিতে হয়। কাজেই, নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দেওয়াকে সমর্থন করিয়া যে অসংখ্য চিঠিপত্র ও টেলিগ্রাম আমার কাছে আসিয়াছে আমি তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারি না। আমি বিশ্বাস করি না যে, স্বার্থবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়াই লোকে সেগুলি পাঠাইয়াছেন। তবু অপর দিকটাও আমি জানিতে চাই। আমি সমর্থন করি বলিয়াই যে লোকে কোন কিছু নির্বিচারে মানিয়া লইবে, এই পরামর্শ আমি তাহাদের দিই না। নিজেদের অভিজ্ঞতা যদি তাহাদের অন্যরূপ হয় তবে বিশ জন মহাত্মার বিরুদ্ধেও তাহাদের আপন বিচারবুদ্ধিতে স্থির থাকা উচিত। তবেই কেবল তাহারা ভারতবর্ষে যে স্বাধীনতা আসিয়াছে, (যদি তাহার স্বাধীনতা নামই দেওয়া যায়) তাহাকে সার্থক করিতে পারিবে।" ৫৬৫

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ১১-১-৪৮

প্রার্থনাসভায় শান্তি

আজ রবিবার বলিয়া অনেক বেশি লোক প্রার্থনা-সভায় আসিয়াছে। মেয়েরা ও শিশুরা বড়ই গোলমাল করে। প্রার্থনান্তিক ভাষণে গান্ধীজী

বলেন, "মাত্র একদিন আগে প্রার্থনা-সভায় শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য আমি সকলের প্রশংসা করিয়াছি। মেয়েদের যদি কথা বলিতেই হয়, আর তাহারা যদি প্রার্থনার সময় শিশুদের চুপ করিয়া থাকিতে শিক্ষা না দিয়া থাকে, তবে অপর সকলের হইতে তাহাদের একটু দূরে থাকাই উচিত যাহাতে প্রার্থনারত জনগণের কোন ব্যাঘাত না হয়। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান এবং সর্বত্রই বিদ্যমান। তিনি পরম দয়ালু এবং চিরসহিষ্ণু। তাঁহার ঔদার্যের আশ্রয়ে প্রার্থনা-সভায় গোলমাল করা অশোভন কাজ। কেবলমাত্র এই বুড়ো মানুষটীকে দেখিতে বা তাহার কথা শুনিতে আসায় কৌতুকের কিছু নাই। আমি যাহা বলি তাহার যদি কোন সদর্থ তাহারা খুঁজিয়া পায় তবে জীবনে তাহা আচরণ করিতে চেষ্টা করাই উচিত।" ৫৬৬

অন্ধ্র হইতে একখানি চিঠি

গান্ধীজী অন্ধ্র হইতে একখানি চিঠি পান। সেই চিঠির উল্লেখ করিয়া তাহার কিছু কিছু অংশ সকলকে শোনান। তাহা নিম্নে দেওয়া হইল:

> "কোন লোকের দোষত্রুটির কথা বলা আমি পছন্দ করি না, কিন্তু কংগ্রেসের মত মহৎ ও কৃতকর্মা প্রতিষ্ঠানের সভ্যদের অধোগতির ফলে যে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার প্রতি চোখ বুজিয়া থাকা জঘন্য ব্যাপার। প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদে জন-প্রতিনিধিদের মধ্যে কংগ্রেসের এই অধোগতি সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট। প্রতিনিধিগণ সাধারণ কর্মীদের সঙ্গে একই ছাঁচে ঢালাই করা। দেশব্যাপী দুর্নীতি দমন করার কথা বলিবার সময় ইহারা পঞ্চমুখ, কিন্তু নিজেরাই বেশি দুর্নীতির কাজ করে। ইহারা যে-কোন ব্যাপারে লাইসেন্স দিবার সময়ে লোকের কাছে পয়সা নেয়, নিজেরা হীনতম চোরা কারবার চালায়, জনগণের অজ্ঞতার সুযোগ লইয়া পয়সা উপার্জন করে, ধর্মাধিকরণকে দুর্নীতিগ্রস্ত করিয়া তোলে এবং শাসন-বিভাগকে কর্মচারীদের স্থানান্তরিত করিতে বাধ্য করে। এই দুই শ্রেণীর লোকের মধ্যে জনগণ পিষ্ট হয়। প্রতিবাদ করিবার কোন দল নাই অথচ এই রকম আড়াই শ ব্যবস্থাপককে একটা প্রদেশের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। আমার মনে হয় ইহা একটা দুরন্ত মহামারী। সাদা ডাকাতের স্থলে কাল ডাকাত কায়েম করিবার জন্যই কি দেশের মহাপ্রাণ ব্যক্তিরা জীবনের সর্ব কাম্য ত্যাগ করিয়া এবং দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়া গিয়াছেন? এই পঙ্কিল জলা হইতে বাঁচিবার একটা পথ থাকা দরকার। এই ব্যবস্থাপকেরা যদি

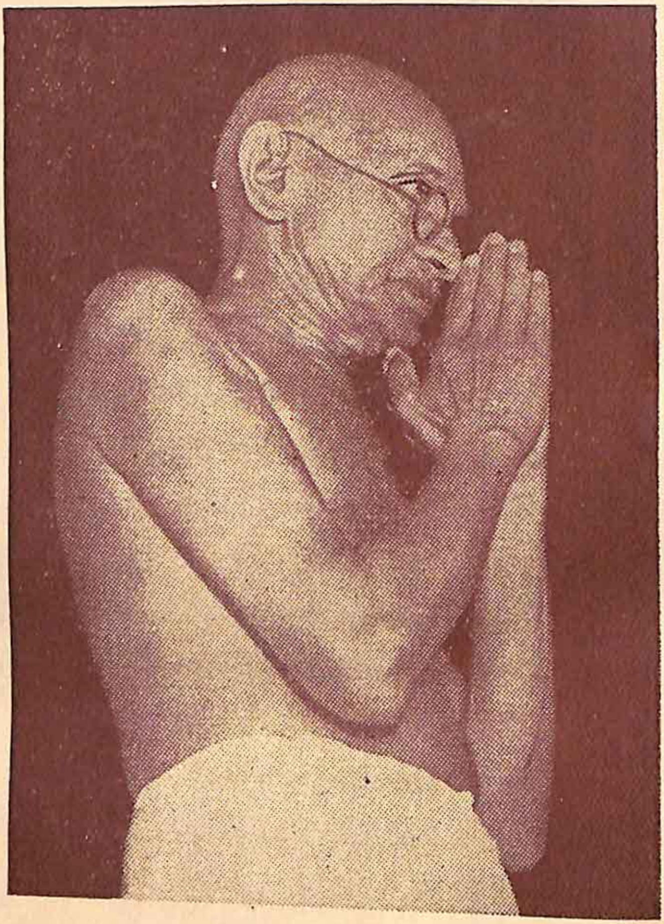
সংখ্যায় এত বেশি না হইতেন তাহা হইলে ক্ষতি কম হইত। ভাষাগত ভিত্তিতে পুনর্গঠিত হইলে প্রদেশগুলি ছোট ছোট হইবে এবং এইরূপ প্রত্যেক প্রদেশের জন্য ব্যবস্থাপক সভায় প্রথমটিতে (লোয়ার হাউস) পঞ্চাশ জন এবং দ্বিতীয়টিতে (আপার হাউস) তাহার অর্ধসংখ্যক প্রতিনিধি নির্দিষ্ট হইলে অন্যায়ের পরিমাণ কমিয়া যাইবে। দেশের শাসনযন্ত্র-গঠনের বিশেষজ্ঞরা কি প্রতিনিধি সংখ্যা যত কম হইবে শাসন-যন্ত্র তত ভাল হইবে এই নীতিকে কাজে প্রতিষ্ঠিত করিবেন এবং অর্থলোলুপ ব্যবস্থাপকদের হাত হইতে আমাদের বাঁচইয়া পরোক্ষভাবে মাথাভারি শাসনযন্ত্রের খরচ কমাইয়া দিবেন?" ৫৬৭

বিভিন্ন দলের প্রতি আহ্বান

"অন্ধ্রদেশ হইতে আর একজন প্রবীণ অন্ধ্র বন্ধু এই বিষয়ের সমর্থন করিয়া আমাকে আর একখানি চিঠি দিয়াছেন। সমাজতন্ত্রবাদী হউক, কমিউনিষ্ট হউক, আর কংগ্রেসীই হউক, সকলকেই ভারতের মঙ্গলের জন্য জীবন ধারণ করিতে ও কাজ করিতে আমি অনুরোধ জানাইতেছি। সকলেই যদি ক্ষমতার পিছনে ছোটে তবে ভারতের কি হইবে? নিজেদের বা বন্ধুবান্ধবদের সুখসুবিধার কথা না ভাবিয়া দেশের সুখসুবিধার কথাই ভাবা তাহাদের উচিত।" ৫৬৮

আত্মঘাতী মনোভাব

গান্ধীজী তারপর কয়েকজন মুসলমান বন্ধুর সাক্ষাৎকারের কথা বলেন: "তাঁহারা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আর কতদিন তাঁহাদের অসদ্ব্যবহার সহ্য করিয়া চলিতে হইবে? কংগ্রেস যদি তাঁহাদের রক্ষা করিতে না পারে তবে সে কথা সোজাসুজি বলিয়া দেওয়াই ত ভাল। তাহা হইলে প্রতিদিন অপমান ও নির্যাতনের সম্ভাবনার মধ্যে না থাকিয়া মুসলমানরা চলিয়া যাইতে পারে। এই বন্ধুরা সাধারণভাবে দিল্লীর মুসলমানদের কথা বলিতেছিলেন। আমি তাঁহাদের নিজের জায়গায় থাকিয়া যাইতে পরামর্শ দিই। আমি চাই, দেশপ্রেমিকেরা যেন রাজনীতির সহিত ধর্মকে মিশাইয়া না ফেলেন। পার্থিব সকল ব্যাপারে আমরা সর্বতোভাবেই ভারতীয়। ধর্ম প্রত্যেকের ব্যক্তিগত বিষয়। এখন দিনকাল খুব খারাপ। পাকিস্থানে মুসলমানরা পাগল হইয়া গিয়াছে এবং বেশির ভাগ হিন্দু ও শিখদের তাড়াইয়া দিয়াছে। ভারত ইউনিয়নে হিন্দুরাও যদি ঐরূপ করে



मत्कर्म्मकृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्ज्जितः ।
निर्व्वैरः सर्व्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥

गीता ११।५५

তবে তাহারা নিজেদের সর্বনাশই ডাকিয়া আনিবে। অপরকে দাবাইয়া রাখার চেষ্টা সর্বদাই আত্মঘাতী। প্রত্যেক বিবেচক লোকেরই এই মনোভাব দূর করিবার চেষ্টা করা উচিত।" ৫৬৯

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ১২-১-৪৮

ঈশ্বর পরম গুরু

"স্বাস্থ্যের কারণে কেহ স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী অনশন করে, কেহ বা অন্যায় করিয়া এবং তাহা বুঝিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্তরূপে অনশন করে। এই সকল অনশনে অনশনকারীর অহিংসায় বিশ্বাস করিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আর এক প্রকারের অনশন আছে, অহিংসার সাধককে কখন কখন বাধ্য হইয়া তাহা অবলম্বন করিতে হয়। সমাজের কৃত কোন অন্যায়ের প্রতিবাদকল্পে এই অনশন গৃহীত হয়। অহিংসার সাধক তখনই ইহা গ্রহণ করেন যখন প্রতিকারের আর অন্য কোন উপায় অবশিষ্ট থাকে না। আমার জীবনপথে এইরূপ একটি উপলক্ষ্য আসিয়া পড়িয়াছে। ৫৭০

"৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে আমি কলিকাতা হইতে দিল্লীতে ফিরিলাম পশ্চিম পাঞ্জাবে যাইবার জন্য। কিন্তু তাহা হইবার নহে। আনন্দমুখর দিল্লী মৃতবৎ বোধ হইল। রেলগাড়ী হইতে নামিয়া যাহাকে দেখিলাম তাহারই মুখ বিষাদপূর্ণ। এমন কি সর্দার, যিনি কৌতুক এবং কৌতুকজনিত আনন্দ ছাড়া থাকেন না, তিনিও বাদ যান নাই। আমি ইহার কারণ জানিতাম না। তিনি আমাকে লইয়া যাইবার জন্য প্লাটফরমে আসিয়াছিলেন। তিনি অবিলম্বে ভারত ইউনিয়নের রাজধানীতে যে দাঙ্গাহাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে তাহার দুঃখপূর্ণ সংবাদ আমাকে দিলেন। আমি তখনই বুঝিয়া লইলাম যে, আমাকে দিল্লীতে থাকিয়া 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' ব্রত পালন করিতে হইবে। পুলিস ও মিলিটারীর সাহায্যে তখন বাহিরের শান্তি ফিরিয়াছে। কিন্তু ভিতরে অশান্তির ঝড় বহিতেছে—যে কোন সময়ে তাহা ফাটিয়া পড়িবে। 'করেঙ্গে' ব্রতের পূর্ণতা ত ইহা নহে অথচ ব্রতের সেই পূর্ণতাই আমাকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে পারে—মৃত্যু আমার সেই বন্ধু অনুপম! হিন্দু, মুসলমান ও শিখের সৌহার্দ্য আমি একান্তভাবে কামনা করিতেছি। সেদিনও তাহাদের মধ্যে এই সৌহার্দ্য বর্তমান ছিল, আজ কিন্তু তাহা লুপ্ত হইয়াছে। ভারতপ্রেমিক নামের যোগ্য কোন ব্যক্তিই আজ এই অবস্থার কথা নিরুদ্বেগে চিন্তা করিতে পারে না। অন্তরের বাণী অনেকদিন ধরিয়াই আমাকে ইঙ্গিত করিতেছে, কিন্তু তাহাতে আমি কাণ দিই নাই—মনে ভয়

ছিল পাছে তাহা শয়তানের অর্থাৎ আমারই দুর্বলতার বাণী হয়। আমি নিজেকে কখনও নিরুপায় ভাবিতে চাই না—সত্যাগ্রহীর তাহা কখনও উচিত হয় না। তাই আমার বা অপর সত্যাগ্রহীর শেষ অস্ত্র হইল তরবারির পরিবর্তে অনশন। ৫৭১

যে সকল মুসলমান বন্ধু দিনের পর দিন আমার নিকট আসিতেছেন তাঁহারা কি করিবেন এই প্রশ্নের কোন উত্তর আমি দিতে পারিতেছি না। নিরুপায় নিঃসহায় বলিয়া আমার অন্তর সম্প্রতি ক্ষতবিক্ষত হইতেছে। অনশন গ্রহণ করিলেই এই অসহায়তা চলিয়া যাইবে। গত তিন দিন ধরিয়া আমি এই চিন্তাই করিতেছি। তারপর হঠাৎ আলোর চমকের মত শেষ সিদ্ধান্তটি আমার মনে ভাসিয়া উঠিল—ইহাতে আমি সুখী হইয়াছি। মানুষ যদি পবিত্র হয়, তবে নিজ জীবন অপেক্ষা আর কি মূল্যবান্ বস্তু তাহার আছে যাহা সে উৎসর্গ করিয়া দিতে পারে? আমি আশা করি এবং প্রার্থনা করি যে, সেই পবিত্রতা আমার আছে—সেই পবিত্রতাই আমার অনশন-গ্রহণকে সঙ্গত প্রমাণ করিবে। ৫৭২

আশীর্বাদের যোগ্য

আপনাদের সকলের প্রতি আমার অনুরোধ, আপনারা আমার এই প্রয়াসকে আশীর্বাদ করুন এবং আমার জন্য ও আমার সঙ্গে প্রার্থনা করুন। আগামী কল্য প্রথম আহার গ্রহণের পর হইতে এই অনশন আরম্ভ হইবে। অনশনকাল অনিশ্চিত। আর লবণ এবং পাতি লেবুর সহিত অথবা উহা বাদ দিয়া আমি জল পান করিতে পারি। আমি যদি পরিষ্কার বুঝি এবং যখন সেইরূপ বুঝিব যে, বাহিরের চাপে নহে, পরন্তু জাগ্রত কর্তব্য-বোধের কারণে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের হৃদয়ের পুনর্মিলন ঘটিয়াছে, তখন এই অনশন শেষ হইবে। অনশনের ফলে ভারতের ক্ষীয়মাণ সম্ভ্রম এবং এশিয়া তথা পৃথিবীর লোকের হৃদয়ের উপর তাহার দ্রুত বিলীয়মান প্রভাব ফিরিয়া আসিবে। ভারত যদি তাহার আত্মাকে হারায়, তবে দুঃখঝঞ্ঝাপীড়িত, বুভুক্ষিত পৃথিবীরও সকল আশা নষ্ট হইবে—পৃথিবীতে ভারতের স্থান সম্বন্ধে এই বিশ্বাস পোষণ করিয়া আমি গৌরববোধ করি। ৫৭৩

আমার বন্ধুগণ অথবা শত্রু কেহ যদি থাকেন, আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না। অনেক বন্ধু আছেন—তাঁহারা অনশনের পদ্ধতিতে অন্যায় হইতে মানুষের মন ফিরাইবার কথায় বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা আমার সম্পর্কে ধৈর্য ধারণ করুন এবং নিজেদের জন্য যে কর্ম-স্বাধীনতার দাবি করেন সেই স্বাধীনতা আমাকে দিন। ভগবানই আমার সর্বপ্রধান এবং একমাত্র উপদেষ্টা।

আমি বুঝিয়াছি, তিনি ব্যতীত আর কাহারও অপেক্ষা না করিয়াই আমাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। আমি যদি ভুল করিয়া থাকি এবং সেই ভুল আবিষ্কার করিতে পারি, তবে তাহা সকলের নিকট ঘোষণা করিয়া দিয়া, ভ্রান্ত পথ হইতে ফিরিয়া আসিতে একটুও দ্বিধা করিব না। কিন্তু এরূপ আবিষ্কারের সম্ভাবনা নাই বলিলেই হয়। অন্তর-বাণীর নির্দেশ যদি সুস্পষ্ট হয়—আর আমি দাবি করিতেছি যে তাহা সুস্পষ্ট হইয়াছে—তবে ত তাহা অস্বীকার করা চলিবে না। এখন সকল তর্কের অবসান হউক, আমার অবলম্বিত পন্থায় সমর্থন অনিবার্য হউক। সারা ভারতবর্ষ অথবা অন্ততঃ দিল্লী যদি সাড়া দেয়, তবে শীঘ্রই এই অনশনের শেষ হইতে পারে। ৫৭৪

দুর্বলতা নহে

কিন্তু এই অনশন অবিলম্বে বা বিলম্বে শেষ হউক, অথবা শেষ না হউক, সঙ্কট ভাবিয়া এই সম্পর্কে কেহ যেন দুর্বলতা প্রদর্শন না করেন। আমার পূর্বেকার কয়টি অনশনকে সমালোচকগণ জবরদস্তিমূলক বলিয়াছেন এবং এই মত দিয়াছেন যে, অনশনের চাপে না পড়িয়া, গুণাগুণ বিচার করিয়া দেখিতে পারিলে লোকে উহার বিরুদ্ধেই রায় দিত। কিন্তু উদ্দেশ্য যখন সুস্পষ্টরূপে সাধু, তখন বিরুদ্ধ রায়ের মূল্য কতটুকু? বিশুদ্ধ অনশন, ধর্মপালনের মত ফলনিরপেক্ষ—ইহার সুফল ইহারই মধ্যে নিহিত। ইহার সুফল ফলিবে এরূপ মনে করিয়া আমি এই অনশন গ্রহণ করিতেছি না। আমি অনশন গ্রহণ করিতেছি, কারণ গ্রহণ না করিয়া আমি পারিতেছি না। সেইজন্য সকলের প্রতি আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, নিরাগ্রহ বুদ্ধিতে তাহারা অনশনের উদ্দেশ্য বিচার করুক এবং মরিতেই যদি হয় তবে আমাকে শান্তিতে মরিতে দিক। আমি জানি, সেই শান্তি আমার ধ্রুব সম্পদ। ভারতবর্ষের এবং হিন্দু, শিখ ও মুসলমান ধর্মের বিনষ্টির নিরুপায় সাক্ষীস্বরূপ হইয়া থাকা অপেক্ষা আমার মৃত্যু ভাল—মৃত্যুই আমাকে গৌরবময় মুক্তি দান করিবে। এই বিনষ্টি সুনিশ্চিত, যদি পাকিস্থান তথাকার বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সকলকে নাগরিক মর্যাদার সমানতা এবং তাহাদের ধনপ্রাণের নিরাপত্তা প্রদান না করে এবং ভারতবর্ষ যদি পাকিস্থানের অনুকরণ করে। সেক্ষেত্রে ইসলামের মৃত্যু ঘটিবে দুই খণ্ড ভারতে—সারা পৃথিবীতে নয়। কিন্তু হিন্দু ও শিখধর্মের ভারতের বাহিরে স্থান নাই। আমা হইতে যাঁহারা ভিন্নমত, বিরোধিতায় তাঁহারা যত কঠিনই হউন, আমি তাঁহাদিগকে সম্মান করিব। আমার অনশনে দেশে ধর্মবুদ্ধি যেন জাগ্রত হয়, মোহাচ্ছন্ন হইয়া যেন না পড়ে। আমাদের প্রিয়-ভূমি ভারতে যে কি দুষ্ট ক্ষত দেখা দিয়াছে তাহা যদি ভাবিয়া দেখেন, তবে

এই মনে করিয়া আনন্দলাভ করিবেন যে, ভারতের এমন একজন দীন সন্তান আছে, যাহার এই সুযোগ্য পন্থা অবলম্বনের উপযুক্ত সাহস ও সম্ভবতঃ শুচিতাও আছে। এই দুইএর কোনটিই যদি তাহার না থাকে, তবে সে পৃথিবীর ভারস্বরূপ। যত শীঘ্র সে অন্তর্হিত হয় এবং ভারতের পরিমণ্ডলকে ভারমুক্ত করিয়া পরিষ্কার করিয়া দেয়, ভারতের পক্ষে এবং সকলের পক্ষে ততই মঙ্গল। ৫৭৫

"বন্ধুগণকে আমি এই অনুরোধ করিব যে, তাঁহারা যেন বিরলা ভবনের দিকে ছুটাছুটি না করেন, আমাকে অনশন হইতে বিরত করিবার চেষ্টা না করেন অথবা আমার জন্য উদ্বিগ্ন না হন। তাঁহারা বরং আপন অন্তর্দেশ অনুসন্ধান করিয়া দেখুন, কারণ আমাদের সকলেরই এখন রীতিমত পরীক্ষার সময় চলিতেছে। যাঁহারা আপনাপন কর্তব্যস্থলে থাকিবেন এবং আগের চেয়ে আরও শ্রমসহকারে ও সুষ্ঠুরূপে কর্তব্য পালন করিবেন তাঁহারাই সর্বপ্রকারে আমার এবং আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের সহায় হইবেন। এই অনশন আত্মশুদ্ধির উপায়স্বরূপ। ৫৭৬

আত্মশুদ্ধির আহ্বান

"কাল আমি অন্ধ্রদেশের দুখানি চিঠির কথা বলিয়াছি। তাহার একটি আমাদের প্রবীণ বন্ধু দেশভক্ত কোণ্ডা ভেঙ্কটাপ্পাইয়া গারুর নিকট হইতে। তাহার কিছু কিছু নীচে তুলিয়া দেওয়া হইল। ৫৭৭

'রাজনৈতিক ও আর্থিক সকল রকম জটিল প্রশ্নের কথা বাদ দিয়াও একটি বড় সমস্যা হইল কংগ্রেসী মহলের নৈতিক অবনতি। অন্যান্য প্রদেশের কথা আমি বলিতে পারি না, কিন্তু আমাদের প্রদেশের অবস্থা খুবই শোচনীয়। রাষ্ট্র-ক্ষমতার স্বাদ পাইয়া তাহাদের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে। ব্যবস্থা পরিষদ ও ব্যবস্থাপক সভার কয়েকজন সদস্যের নীতি হইল, সুযোগ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ নিজের কাজ গুছাইয়া লওয়া। রাজনৈতিক প্রভাবটুকু কাজে লাগাইয়া টাকা করা, এমন কি ম্যাজিষ্ট্রেটের ফৌজদারি আদালতে পর্যন্ত বিচার ব্যবস্থায় বাধা দেওয়া, ইহা ত অহরহ ঘটিতেছে। নিজের নিজের লোকের পক্ষ লইয়া এম্, এল, এ, এবং এম্, এল, সি-দের অহরহ হস্তক্ষেপের ফলে, জেলার কলেক্টর ও অন্যান্য রাজস্ব-কর্মচারীরা পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে কর্তব্য পালন করিতে পারিতেছে না। কড়া ও সাধু কর্মচারীর পদ-মর্যাদা থাকে না, কারণ তাহার বিরুদ্ধে মন্ত্রীদের নিকট মিথ্যা অভিযোগ

করা হয় এবং মন্ত্রীরাও সহজেই এই সকল নীতিহীন স্বার্থান্বেষীদের কথা শোনেন। ৫৭৮

'স্বরাজই ছিল সত্যাগ্রহীর একমাত্র কামনার বস্তু, তাহারই আগ্রহে নরনারী আপনার নেতৃত্বের অনুসরণ করিয়াছিল। ৫৭৯

'কিন্তু এখন ত লক্ষ্যে পৌছান গিয়াছে। এই মহাযুদ্ধের রথীদের অনেকের উপর হইতে এখন সকল রকম নীতির বাঁধনই খসিয়া পড়িয়াছে। যাহারা এতদিন জাতীয় আন্দোলনের নিদারুণ বিরোধী ছিল এবং ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য এখন কংগ্রেসের সভ্য হইয়াছে, তাহাদের সহিত হাত মিলাইতেও ইহারা ইতঃস্তত করেন না। অবস্থা দিনদিনই অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। ফলে লোকের কাছে কংগ্রেস ও কংগ্রেস গভর্মেণ্টের দুর্নাম হইতেছে। অন্ধ্রে সম্প্রতি যে ম্যুনিসিপ্যাল-নির্বাচন হইয়া গেল, তাহাতেই প্রমাণ হইয়াছে যে, লোকের উপর হইতে কংগ্রেসের প্রভাব কতদূর এবং কত দ্রুত কমিয়া যাইতেছে। গুণ্টুর সহরে মিউনিসিপ্যাল-নির্বাচনের সকল রকম আয়োজন হইবার পরও মাদ্রাজের স্থানীয় প্রতিষ্ঠান-বিভাগের (লোকাল বডিস) মন্ত্রী হঠাৎ জরুরি হুকুম জারি করিয়া তাহা বন্ধ করিয়া দেন। আমার মনে হয়, গুণ্টুরে গত দশ বৎসর, কি তাহারও বেশিদিন ধরিয়া, মাত্র একটি মনোনীত কাউন্সিল ম্যুনিসিপ্যালিটির কাজ চালাইয়াছে এবং এখন প্রায় এক বৎসর ধরিয়া একজন কমিশনারের হাতে ঐ কাজের ভার রহিয়াছে। উপস্থিত গুজব এই যে, গবর্মেণ্ট এই সহরে ম্যুনিসিপ্যালিটির কাজের ভার লইবার জন্য শীঘ্রই কাউন্সিলের সভ্যদের মনোনয়ন করিবেন। আমি বৃদ্ধ ও অশক্ত। আমার পা ভাঙ্গা। লাঠি ধরিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ধীরে ধীরে বাড়ির চতুঃসীমার মধ্যে ঘোরাফেরা করি। আমার স্বার্থসিদ্ধির ব্যাপার কিছু নাই। আমি নিঃসন্দেহে এখন-কার অনৈক্যজর্জর জেলা কংগ্রেস কমিটিগুলির ও প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির বিরুদ্ধে তীব্র মত পোষণ করি। আমার সেই মতামত আমি গোপন করি নাই। ৫৮০

'কংগ্রেসী মহলের দলাদলি, কতকগুলি এম্. এল. এ, এবং এম্. এল্. সি-র অর্থোপার্জনের অপচেষ্টা এবং মন্ত্রীদের দুর্বলতা, এই সকল মিলিয়া সাধারণ লোকের মনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহী মনোভাবের সৃষ্টি করিতেছে। লোকেরা কংগ্রেসের নিন্দা করিতে

আরম্ভ করিয়াছে এবং বলিতেছে ইংরেজ গবর্মেণ্ট অনেক ভাল ছিল।' ৫৮১

"অন্ধ্র এবং অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা এই স্বার্থত্যাগী ভারত-সেবকের কথার গুরুত্ব উপলব্ধি করুন। তিনি ঠিকই বলিয়াছেন যে, তাঁহার বর্ণিত দুর্নীতি অন্ধ্র দেশেরই একচেটিয়া নহে। তিনি কেবল অন্ধ্র সম্পর্কে প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য দিতে পারেন। আমরা যেন সতর্ক হই। ৫৮২

"আমার বাহাওয়ালপুরের বন্ধুদের আমি ধৈর্য ধরিতে বলিয়াছি। সর্দার সাহেব আমার সঙ্গে আজ দুপুরেই দেখা করেন। মৌনী ও কর্মরত ছিলাম বলিয়া তাঁহাকে কিছু বলিতে বা লিখিয়া জানাইতে পারি নাই। তাঁহার আফিসের শ্রীশঙ্কর কাজে অতিশয় ব্যস্ত থাকায় আসিতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহার নিকটও আপনাদের ব্যাপারটি বলিতে পারি নাই। তাহা পারিলে সর্দারের মূল্যবান সময় হয়ত বাঁচাইতে পারা যাইত।" ৫৮৩

বিরলা ভবন নয়া দিল্লী, ১৩-১-৪৮

আজ সন্ধ্যাতেও গান্ধীজী যথানিয়মে প্রার্থনা-সভায় আসেন। তিনি মণ্ডলীকে বলেন, "আগের মতই প্রার্থনা-সভায় আমি হাঁটিয়া আসিয়াছি বলিয়া কেহ বিস্মিত হইবেন না। আহারের পর অনশন সুরু করিলে প্রথম চব্বিশ ঘণ্টায় কেহই দুর্বল হয় না। মাঝে মাঝে চব্বিশ ঘণ্টা উপবাস করিলে সাধারণত সকল লোকেরই উপকার হয়। ৫৮৪

"কাল হয়ত আমার পক্ষে প্রার্থনা-সভায় হাঁটিয়া আসা কঠিন হইতে পারে, কিন্তু তবুও প্রার্থনায় যোগ দিতে যদি আপনাদের আগ্রহ হয় তবে আপনারা আসিতে পারেন। আমি উপস্থিত না থাকিলেও মেয়েরা আপনাদের সঙ্গে প্রার্থনার স্তোত্রগুলি আবৃত্তি করিবেন।" ৫৮৫

বাহাওয়ালপুরের আশ্রয়প্রার্থীগণ

গান্ধীজী অতঃপর তাঁহার সোমবারের লিখিত বাণীর উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "তাহাতে আমি বলিয়াছিলাম যে সর্দার পাটেলের দপ্তরের শ্রীশঙ্কর আমার সহিত দেখা করিতে আসিবেন না, কেন না শ্রীমতী মণিবেন আমাকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে শ্রীশঙ্কর খুব ব্যস্ত আছেন। শ্রীমতী মণিবেন আমাকে জানাইয়াছেন যে, খবরটি বুঝিতে ভুল হইয়াছে। তিনি কেবল বলিয়াছিলেন যে, শ্রীশঙ্কর অপরাহ্ণ দুইটায় আসিতে পারিবেন না, অন্য সময়ে আসিতে পারেন। আমি খবরটি ঠিকমত ধরিতে পারি নাই অথবা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সেজন্য আমি দুঃখিত। শ্রীশঙ্কর সমস্ত দিন ব্যস্ত থাকায় আমি কিছু

মনে করি নাই। সরকারী কর্মচারীগণ বেসরকারী লোকের নিকট যাইবে ইহা আমি প্রত্যাশা করি না। তবুও শ্রীশঙ্কর অন্য সময়ে আমার নিকট আসিতে রাজি আছেন। আমি ঘটনাটির উল্লেখ করিলাম শুধু বাহাওয়ালপুরের আশ্রয়-প্রার্থীদের সান্ত্বনা দিবার জন্য। ৫৮৬

কাহার দোষে এই অনশন?

"প্রশ্ন করা হইয়াছে, আমার অনশনের জন্য দোষী কে? কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে আমি দোষ দিই না। তবে আমি বিশ্বাস করি যে হিন্দু ও শিখেরা যদি মুসলমানদের দিল্লী হইতে তাড়াইয়া দিতেই চায়, তবে তাহারা ভারতের প্রতি ও নিজেদের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবে। এই আশঙ্কাই আমাকে পীড়িত করে। ৫৮৭

"কেহ কেহ আমাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছেন যে, কেবল মুসলমানদের উপরই আমার সহানুভূতি এবং তাহাদের জন্যই আমি অনশন করিতেছি। তাঁহারা ঠিকই বলেন। কিন্তু সারাজীবন ধরিয়া ত আমি সংখ্যালঘু অথবা বিপন্নদের পক্ষেই দাঁড়াইয়াছি। সকলেরই তাহাই করা উচিত। পাকিস্থান হইবার ফলে ভারত ইউনিয়নের মুসলমানেরা তাহাদের আত্মবিশ্বাস এবং সম্ভ্রমবোধ হারাইয়াছে। এইরূপ যে ঘটিয়াছে তাহা মনে করিতেও আমি বেদনা বোধ করি। আত্মবিশ্বাস হারাইয়াছে বা হারাইতে বসিয়াছে এমন কোন শ্রেণীর লোক কোনও রাষ্ট্রে যদি থাকে, তবে তাহাতে সেই রাষ্ট্রই দুর্বল হইয়া পড়ে। আমার অনশনকে মুসলমানদের বিরুদ্ধেও বলা যায়, কেন না, মুসলমানদের ত হিন্দু ও শিখ ভাইদের সমান হইয়া দাঁড়াইতে সমর্থ করিয়া তোলা চাই। উপবাস সম্পর্কে হিন্দু ও শিখদের মত মুসলমান বন্ধুদেরও করিবার মত কাজ কম নহে। তাঁহারা পণ্ডিত নেহেরু ও আমার স্বতন্ত্রভাবে প্রশংসা করেন এবং তুলনায় পাটেলের নিন্দা করেন। সর্দার যে বলিয়াছিলেন, মুসলীম লীগের লোকেরা রাতারাতি বন্ধু হইয়া উঠিতে পারে না, তাহা লইয়া কেহ কেহ সর্দারকে তিরস্কার করেন। ঐ মন্তব্যের জন্য আমি পাটেলের দোষ দিই না। আপনাদেরও তাঁহাকে দোষ দেওয়া উচিত নয়। বেশির ভাগ হিন্দুই ঐ মত পোষণ করে। আমি চাই মুসলিম লীগের বন্ধুরা, মুখের কথায় নয়, আচরণের দ্বারা প্রমাণ করুন যে সর্দারের এই কথা ঠিক নহে। মনে রাখা চাই পণ্ডিতজীর ধাঁজধরণ সর্দারের মত নয়, তবুও তিনিও সর্দারকে সুযোগ্য সহকর্মী বলিয়া দাবি করেন। সর্দার যদি মুসলমানদের শত্রু হইতেন তবে পণ্ডিতজী ত তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে বলিতে পারিতেন। সর্দারকে লোকে এক সময়ে ভাল-

বাসিয়া আমার 'প্রতিধ্বনি' ('ইয়েস্ ম্যান') বলিয়া ডাকিত! যদিও এখন আর তিনি তাহা নহেন, তবুও তিনি আমার বিশিষ্ট বন্ধুই আছেন। মন্ত্রীসভার প্রকৃতিটা কি তাহাও আমার বন্ধুদের জানা দরকার। মন্ত্রীসভার প্রত্যেকটি মন্ত্রীর প্রতিটি সরকারী কাজের জন্য সমগ্র মন্ত্রীসভাই দায়ী। সকলের অন্তর যাহাতে সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হয় আমি তাই চাই। তাহা যদি হয়, তবে পরস্পরের মধ্যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের ভাব আসিবে। সকলেই ভারত ইউনিয়নের লোক এবং নিজ অধিকার বলেই ভারত-ইউনিয়ন সকলেরই। ইহার কমে আমি অনশন ভঙ্গ করিতে পারি না। সকলেরই হৃদয় হইতে সয়তানকে দূর করিতে হইবে ও সেখানে ঈশ্বরকে বসাইতে হইবে। ৫৮৮

হিন্দু ও শিখদের কর্তব্য

"হিন্দু এবং শিখদের কর্তব্য কি? সকলে ত এই মাত্র গুরুদেবের প্রিয় গানটি শুনিলেন:

'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চল রে।
একলা চল, একলা চল, একলা চল রে ॥ ৫৮৯

আমি এই গানটী খুব পছন্দ করি। নোয়াখালিতে আমার পদব্রজে তীর্থপরিক্রমার সময়ে এই গানটি প্রায় প্রত্যহই গাওয়া হইত। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আমি এই কথা বলিতে থাকিব যে, হিন্দু ও শিখেরা যেন সাহসী হইয়া বলিতে পারে যে, পাকিস্থানে যাহাই ঘটুক না কেন, ভারত ইউনিয়নে একটি মুসলমানের বিরুদ্ধে তাহারা একটি আঙুলও তুলিবে না। উত্তেজনার কারণ যতই প্রবল হউক না কেন, আর কখনও তাহারা কাপুরুষের মত কাজ করিবে না।" ৫৯০

দিল্লীর পরীক্ষা

গান্ধীজী বলিয়া চলিলেন, "দিল্লী যদি যথার্থই শান্তিপূর্ণ হয় তবেই আমি অনশন ভঙ্গ করিব। দিল্লী ভারতের রাজধানী। দিল্লীর পতন বা ধ্বংসকে আমি ভারত এবং পাকিস্থানের ধ্বংস বলিয়া মনে করি। আমি চাই, দিল্লী যেন সকল মুসলমানের পক্ষেই নিরাপদ হয়, এমন কি সহিদ সুরাবর্দির পক্ষেও, যাহাকে লোকে গুণ্ডার সর্দার বলিয়া মনে করে। যাহারা গুণ্ডা বলিয়া প্রমাণ হইয়াছে তাহাদের সকলকে গ্রেপ্তার করা হউক। কিন্তু আমি দেখিয়াছি, সহিদ সাহেব কলিকাতায় কি রকম আন্তরিকভাবে

শান্তির জন্য কাজ করিয়াছেন। যে সকল মুসলমান জোর করিয়া হিন্দুদের বাড়ি দখল করিয়াছিল তিনি তাহাদের বাহির করিয়া দিয়াছেন। তিনি আমার সঙ্গে বাস করিয়াছেন। তিনি স্বেচ্ছায় প্রার্থনায় যোগ দিতে রাজি, কিন্তু যেখানে তাঁহার অপমানিত হওয়ার সম্ভাবনা সেখানে আমি তাঁহাকে টানিয়া আনিতে পারি না। আমাদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য লোক দিল্লীতে যতখানি নিরাপদ, তাঁহাকে এবং প্রত্যেক মুসলমানকেই আমি ততখানি নিরাপদ দেখিতে চাই। ৫৯১

"সত্যকার শান্তিপ্রতিষ্ঠা হইতে যত সময়ই লাগুক না কেন তাহাতে আমার কিছু আসে যায় না। এক দিন লাগিবে কি এক মাস, তাহা লইয়া ভাবি না। আমাকে ভুলাইয়া অকালে অনশন ভঙ্গ করাইবার জন্য কেহ যেন কিছু না বলেন বা করেন। আমার জীবন রক্ষা করা যেন উদ্দেশ্য না হয়। ভারত এবং ভারতের মর্যাদা রক্ষা করাই সকলের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। আমি সুখী হইব ও মনে গৌরব অনুভব করিব, যখন দেখিব স্থান সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর কারণে ভারত যে পরিমাণ নীচে নামিয়াছে সে অবস্থা আর ভারতের নাই। ঐসব ঘটনার উল্লেখ করিতে আর আমি চাই না।" ৫৯২

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ১৪-১-৪৮

আজ সন্ধ্যায় প্রার্থনা সভায় পঠিত হইবার জন্য গান্ধীজী একটি লিখিত ভাষণ তৈয়ারি করান, কিন্তু পরে তিনি সভায় গিয়া ভাষণ দিবেন বলিয়া স্থির করেন। তিনি বলেন, "ডাক্তারের আপত্তি সত্ত্বেও আমি আজ আসিয়াছি। কাল হয়ত আমি প্রার্থনার ময়দান পর্যন্ত হাঁটিতে পারিব না। আজও আমার শক্তি আছে। ডাক্তারেরা আমাকে এই শক্তি রক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন। তাহা সত্ত্বেও আমি ইহা ব্যয় করিলাম। আমি ভগবানের হাতে। যদি তিনি চান যে, আমি বাঁচিয়া থাকি তবে আমি মরিব না। আমার ভগবানে বিশ্বাস ক্ষীণ হয় ইহা আমি চাই না।" ৫৯৩

তারবার্তার প্লাবন

লিখিত ভাষণের উল্লেখ না করিয়া গান্ধীজী বলিতে লাগিলেন, দূর ও নিকট হইতে অজস্র তারবার্তা আসিতেছে। কতকগুলি, আমার মতে, বেশ গুরুত্বপূর্ণ। আমার সঙ্কল্পের কারণে সেগুলি আমাকে অভিনন্দন জানাইয়াছে ও আমাকে ঈশ্বরের হাতে সঁপিয়া দিয়াছে। আর কতকগুলি খুব বন্ধুভাবে লেখা। সেগুলিতে প্রেরকগণ আমাকে অনশন ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন এবং ভরসা দিতেছেন যে, তাঁহারা জাতিধর্ম-

নির্বিশেষে প্রতিবেশীর সহিত সৌহার্দ্য স্থাপন করিবেন এবং অনশনের সময় আমি যে বাণী দিয়াছি তাহার মর্ম অনুযায়ী কাজ করিবার চেষ্টা করিবেন। ঘণ্টায় ঘণ্টায় টেলিগ্রামের সংখ্যা বাড়িয়া চলিতেছে, তাহার কিছু নির্বাচন করিয়া প্রেসে দিবার জন্য শ্রীপ্যারেলালজীকে বলিতেছি। হিন্দু, মুসলমান, শিখ ও অন্যান্য অনেকে সেগুলি পাঠাইয়াছে। যাহারা আমাকে ভরসা দিয়াছে —তাহাদের মধ্যে কতকগুলি সমিতি ও সংঘও আছে—তাহারা যদি আপন কথামত ঠিক ঠিক কাজ করে তাহা হইলে অনশন ত্যাগের দিনকে নিকট করিয়া আনিতে তাহারা নিশ্চয়ই সাহায্য করিবে। শ্রীমতী মৃদুলাবেন লাহোরে পাকিস্থান কর্তৃপক্ষ ও সাধারণ মুসলমানদের সংস্পর্শে আছেন। তিনি প্রশ্ন করিয়া পাঠাইয়াছেন, 'এখানে অনেক বন্ধু গান্ধীজীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ উদ্বিগ্ন। গান্ধীজী তাঁহাদের এখান হইতে কি করিতে বলেন, পাকিস্থানের মুসলমানদের নিকট হইতে, এমন কি যাঁহারা রাজনৈতিক দলে অথবা গবর্মেণ্টের চাকরিতে আছেন তাঁহাদের নিকট হইতে গান্ধীজী কি কাজ প্রত্যাশা করেন, তাহা জানিতে সকলেই উৎসুক।' মুসলমান বন্ধুরা আছেন—আমার স্বাস্থ্যের জন্য তাঁহারা উদ্বিগ্ন, ইহা মনে করিলে আনন্দ হয়। শ্রীমতী মৃদুলাবেন যে কথা জানিতে চাহিয়াছেন তাহা জানিবার জন্য মুসলমান বন্ধুরাও যে উদ্‌গ্রীব, ইহা শুনিয়া আরও বেশি আনন্দ হয়। যাঁহারা তারবার্তা পাঠাইয়াছেন এবং লাহোরের যাঁহারা জিজ্ঞাসু, তাঁহাদের সকলকে আমি জানাইতে চাই যে, অনশন আত্মশোধনের অঙ্গ— যাঁহারা অনশনের উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন, তাঁহারা পাকিস্থান গবর্মেণ্টের চাকরিই করুন অথবা রাজনৈতিক বা অন্য কোন দলের সভ্যই হউন, তাঁহাদের সকলকেই, আজ আমার এই অনশন আত্মশোধনের কাজে অংশ গ্রহণ করিতে আমন্ত্রণ জানাইতেছে। ৫৯৪

পাকিস্থানের প্রতি একটি কথা

"করাচিতে শিখদের উপর কাপুরুষের মত যে আক্রমণ হইয়াছে তাহার কথা আপনারা শুনিয়াছেন। নিরপরাধ স্ত্রী, পুরুষ এবং শিশুদের হত্যা করা হইয়াছে, লুঠতরাজ করা হইয়াছে এবং অন্য অনেককে পালাইয়া আসিতে হইয়াছে। এখন আবার গুজরাট ষ্টেশনে আশ্রয়-প্রার্থীদের একটি ট্রেণ আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেল। এই ট্রেণে সীমান্ত-প্রদেশের অমুসলমান আশ্রয়প্রার্থীরা আসিতেছিল। অনেক লোক নিহত হইয়াছে এবং অনেক স্ত্রীলোক অপহৃত হইয়াছে। এই ঘটনা আমাকে দুঃখ দিয়াছে। ভারত ইউনিয়ন কত কাল এরূপ ঘটনা সহ্য করিতে

পারে? আমার অনশন সত্ত্বেও আর কত কাল আমি হিন্দু ও শিখদের ধৈর্যের উপর নির্ভর করিতে পারি? পাকিস্থানকে এরূপ ব্যাপার বন্ধ করিতে হইবে। তাঁহাদের আপন অন্তর পরিশুদ্ধ করিতে হইবে এবং সঙ্কল্প করিতে হইবে যে, যতদিন পর্যন্ত হিন্দু ও শিখেরা ফিরিয়া গিয়া নিরাপদে পাকিস্থানে বাস করিতে না পারে ততদিন তাহারা নিশ্চিন্ত হইবে না। ৫৯৫

"সমগ্র ভারতবর্ষে যদি আত্মশোধনের একটা ঢেউ উঠে তবে পাকিস্থান পাক অর্থাৎ পবিত্র হইয়া উঠিবে। তাহা এমন একটি রাষ্ট্র হইবে যেখানে অতীত অপরাধ ভুলিয়া যাওয়া হইবে, অতীতের ভেদাভেদ আর থাকিবে না, যেখানে নগণ্য ও ক্ষুদ্রতম ব্যক্তিও কায়েদে-আজম্-এর মতই সম্মান লাভ এবং ধনপ্রাণের নিরাপত্তা ভোগ করিতে পারিবে। এরূপ পাকিস্থানের কখনই ধ্বংস হইতে পারে না। তখন এবং কেবলমাত্র তখনই, পাকিস্থানকে আমি এক দিন পাপ বলিয়াছিলাম বলিয়া— এখনও আমি তাহাকে পাপ বলিয়াই গণ্য করি—অনুতাপ করিব। আমি বাঁচিয়া থাকিয়া এই পাকিস্থান দেখিতে চাই—কাগজে লেখায় নয়, পাকিস্থানী বক্তাদের বক্তৃতার মধ্যে নয়, কিন্তু প্রত্যেক পাকিস্থানী মুসলমানের দৈনন্দিন চালচলনের মধ্যে। ভারত ইউনিয়নের অধিবাসীরা তখন ভুলিয়া যাইবে যে, তাহাদের মধ্যে কোনকালে কোন শত্রুতা ছিল এবং আমার যদি ভুল না হয়, ভারত ইউনিয়ন তখন পাকিস্থানের অনুকরণ করিয়া গৌরব অনুভব করিবে এবং আমি যদি বাঁচিয়া থাকি, তবে কল্যাণ-কর্মে পাকিস্থানকে অতিক্রম করিয়া যাইবার জন্য আমি ভারতকে অনুরোধ করিব। ইহার চেয়ে কম কিছু আমার অনশনের লক্ষ্য নয়। এত সহজে যে আমরা পাকিস্থানের অসৎ আচরণের অনুকরণ করিয়াছি ইহা আমাদের ভারত ইউনিয়নের লোকেদের পক্ষে লজ্জার কথা। ৫৯৬

আমার স্বপ্ন

"কিশোর বয়সে, যখন আমি রাজনীতির কিছুই জানিতাম না, তখন সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে আন্তরিক মিলনের স্বপ্ন দেখিতাম। এই জীবনে সেই স্বপ্ন সফল হইয়াছে বুঝিতে পারিলে, জীবন-সায়াহ্নে শিশুর মতই আমি নৃত্য করিয়া উঠিব। তখন প্রাচীন ঋষিগণ-কল্পিত পূর্ণ-জীবনকাল—যাহা ১২৫ বৎসর কাল ধার্য করা হয়—সেই ১২৫ বৎসর পর্যন্ত বাঁচিবার ইচ্ছা আমার আবার ফিরিয়া আসিবে। এরূপ স্বপ্ন সফল করিবার জন্য কে না জীবন বিসর্জন দিবে? তখন আমরা প্রকৃত স্বরাজ লাভ করিব। তখন যদি আমরা আইনত ও ভৌগোলিক

হিসাবে দুইটি আলাদা রাষ্ট্রও থাকি, তবুও দৈনন্দিন জীবনে একথা কেহই মনে করিবে না যে, আমাদের রাষ্ট্র দুইটি আলাদা। মহিমময় দৃশ্য আমার সম্মুখে প্রসারিত, আপনাদের সম্মুখেও তাই, এত মহিমা যেন বাস্তবে ধরা দিবে না মনে হয়। তবুও খ্যাতনামা শিল্পীর একখানি বিখ্যাত ছবির সেই শিশুর মত যতক্ষণ পর্যন্ত আমি উহা না পাই ততক্ষণ আমার স্বস্তি হইবে না। আমি যে লক্ষ্যের জন্য বাঁচিয়া আছি ও বাঁচিতে চাই, তাহা ইহার চেয়ে ক্ষুদ্র নহে। মানুষের পক্ষে এই লক্ষ্যের যত নিকটে যাওয়া সম্ভব তত নিকটে পৌছিতে পাকিস্থানের জিজ্ঞাসুরা আমাকে সাহায্য করুন। লক্ষ্যে পৌছিলে তাহা আর লক্ষ্য থাকে না। লক্ষ্যের কাছাকাছি যাওয়া সকল সময়ই সম্ভব। অন্যে করুক আর নাই করুক, আমি যাহা বলিয়াছি সকল সময় তাহাই ঠিক পথ—আপনাকে বিশুদ্ধ করিয়া সেই স্বর্গরাজ্যের যোগ্য করিয়া তুলিবার পথ প্রত্যেকের কাছেই খোলা। ১৮৯৬ সালে যখন আমি দিল্লী ও আগ্রার দুর্গ দেখি তখন একটি দুর্গের—কোনটির তাহা আমার মনে নাই—কোন একটি দরজায় একটি কবিতা লেখা আছে পড়িয়াছিলাম। তাহার অনুবাদ এইরূপ: 'পৃথিবীতে যদি কোথাও স্বর্গ থাকে তবে সে এখানে, সে এখানে, এইখানে। সেই দুর্গ, তাহার সব চেয়ে গৌরবের সময়ে, তাহার সমস্ত ঐশ্বর্যসম্ভার লইয়াও কোন দিনই আমার কল্পনার স্বর্গ ছিল না। কিন্তু কবিতাটি সার্থক হইয়া পাকিস্থানের সকল দিকের দরজায় লেখা আছে দেখিলে আমি খুশী হইব। এরূপ স্বর্গে, তাহা ভারত ইউনিয়নেই হউক আর পাকিস্থানেই হউক, গরিব লোক বা ভিখারী থাকিবে না, উচ্চনীচ ভেদ থাকিবে না, লক্ষপতি মনিব ও অর্ধ-উপবাসী ভৃত্য থাকিবে না, মাদক দ্রব্য থাকিবে না। সেখানে পুরুষের মত স্ত্রীও সমমর্যাদা-সম্পন্ন হইবে এবং স্ত্রী-পুরুষের সংযম ও পবিত্রতা আগ্রহের সহিত রক্ষিত হইবে। সেখানে স্ত্রী ব্যতীত অপর স্ত্রীলোককে সকল ধর্মের লোকেরাই বয়স অনুসারে মা, বোন বা মেয়ের মত দেখিবে। সেখানে অস্পৃশ্যতা থাকিবে না এবং সকল ধর্মে সমান শ্রদ্ধা করা হইবে। সেখানে সকলেই সগৌরবে, সানন্দে এবং স্বেচ্ছায় কায়িক শ্রমের দ্বারা জীবিকা অর্জন করিবে। বিছানায় হাত-পা ছড়াইয়া দিয়া, রোদ পোহাইতে পোহাইতে এবং সূর্যালোকে সঞ্জীবিত হইতে হইতে আমি আনন্দের কল্পলোক সৃষ্টি করিতেছি—আমার এই কথা যাহারা শুনিবে অথবা এই লেখা যাহারা পড়িবে তাহারা যেন আমাকে মার্জনা করে। সংশয়ী এবং অবিশ্বাসীরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন, আমার ক্ষীণতম ইচ্ছাও নাই যে, অনশন যত শীঘ্র

সম্ভব শেষ হইয়া যাক। আমার মত নির্বোধের নিবিড় আনন্দময় আকাঙ্ক্ষা যদি কখনও পূর্ণ না হয় এবং এই অনশনও কখন যদি ভঙ্গ না হয়, তাহা হইলেও কিছুই আসে যায় না। যতদিন প্রয়োজন আমি সন্তুষ্ট চিত্তে অপেক্ষা করিতে রাজি আছি, কিন্তু লোকে শুধু আমাকে বাঁচাইবার জন্যই কোন কিছু করিয়াছে ইহা ভাবিতে আমার দুঃখ হইবে। আমি ত জানি, ঈশ্বরই এই অনশনের প্রেরণা দিয়াছেন এবং তিনি যদি ইচ্ছা করেন তবে তিনি যখন চাহিবেন কেবল তখনই ইহা ভঙ্গ হইতে পারে। (ভাগবত ইচ্ছাকে মানুষ কখন প্রতিহত করিয়াছে বলিয়া জানা নাই, কখনও করিতে পারিবেও না।") ৫৯৭

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ১৫-১-৪৮

মৃত্যুই মুক্তি

গান্ধীজী খুব দুর্বল ছিলেন, আজ সন্ধ্যায় প্রার্থনা-ময়দানে হাঁটিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু শয্যা হইতে শ্রোতৃমণ্ডলীকে তিনি কয়েকটি কথা বলিতে চান। তাঁহার বিছানার নিকটে রেডিও-মাইক্রোফোন যন্ত্র লাগান হইল কিন্তু লাউড-স্পিকার না থাকায় তাঁহার স্বর প্রার্থনা-সভার শ্রোতৃমণ্ডলী পর্যন্ত পৌঁছিল না। তিনি যে ভাষণ লিখাইয়া দেন, প্রার্থনার পরে তাহার হিন্দী অনুবাদ পড়িয়া শোনান হইল। ৫৯৮

তাঁহার বেতার-বক্তৃতায়, তাঁহার গলা যে প্রার্থনাসভার শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট পৌঁছিতেছে না সেজন্য গান্ধীজী দুঃখ প্রকাশ করেন। তবুও তাঁহার যে-অদৃশ্য শ্রোতৃমণ্ডলী নিজ নিজ ঘরে বসিয়া আছেন তাহাদের নিকট তিনি কয়েকটি কথা বলিতে চান। কেন না তিনি জানেন তাঁহার গলার স্বর শুনিতে পাইলে তাঁহারা সান্ত্বনা পাইবেন, যদিও তাঁহার গলা প্রার্থনা-সভার শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট পৌঁছিবে না আগে জানিলে তিনি কিছু বলিতেন না। আজিকার প্রার্থনা-সভার জন্য তিনি একটি বাণী লিখাইয়া দিয়াছেন। পরের দিন তাঁহার সে সামর্থ্য থাকিবে কি না তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না। ৫৯৯

গান্ধীজী বলেন, "অপরে কি করিতেছে তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই, "প্রত্যেকে যেন সন্ধানী আলোটাকে নিজের ভিতরই ফেলে এবং যতদূর সম্ভব নিজের অন্তরকে শুদ্ধ করিয়া নেয়। আমার দৃঢ় ধারণা যে, লোকে যদি নিজেদের যথেষ্ট শুদ্ধ করিতে পারে তবে তদ্দ্বারা ভারতের সাহায্য করিবে, নিজেদের সাহায্য করিবে এবং আমার উপবাসের মেয়াদও কমাইয়া দিবে। কেহ যেন আমার জন্য ব্যস্ত না হয়। তাহারা যেন ভাবিয়া দেখে, কেমন করিয়া তাহারা নিজেদের উন্নত করিতে

পারে এবং কেমন করিয়া দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ করিতে পারে। সকলকে ত একদিন মরিতে হইবে। মৃত্যুকে কেহ এড়াইতে পারিবে না। তবে মৃত্যুকে ভয় করা কেন? বস্তুত মৃত্যু ত বন্ধু, দুঃখভোগ হইতে সে নিষ্কৃতি দেয়।" ৬০০

তিলে তিলে হত্যা করা

লিখিত ভাষণে গান্ধীজী বলেন:

"সাংবাদিকদের কিছু সন্দেহ নিরসন করার দরকার ছিল। তাই তাঁহারা গত সন্ধ্যায়, আমার প্রার্থনান্তিক ভাষণের দুই ঘণ্টা পরে, খবর পাঠান যে, তাঁহারা আমার সঙ্গে দেখা করিতে চান। দিনমানে গুরুতর কাজের পর অবসন্ন বোধ করিতেছিলাম। তাই আলোচনার জন্য তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করিতে অনিচ্ছা হইতেছিল। শ্রীপ্যারেলালজীকে তাঁহাদের জানাইয়া দিতে বলিলাম যে, তাঁহারা যেন আমাকে মার্জনা করেন এবং প্রশ্নগুলি লিখিয়া পরদিন সকালে যেন আমার কাছে পাঠাইয়া দেন। তাঁহারা তাই করিলেন। ৬০১

"প্রথম প্রশ্নটি এইরূপ:

'ভারত ডমিনিয়নের কোন জায়গায় যখন কোন রকম গোলমাল নাই তখন আপনি অনশন করিলেন কেন?' ৬০২

"একটি জনতা যদি দলবদ্ধ হইয়া জবরদস্তি করিয়া মুসলমানদের বাড়িগুলি দখল করিবার দৃঢ় চেষ্টা করে তবে তাহা শান্তিভঙ্গকারী হাঙ্গামা ছাড়া আর কি? হাঙ্গামাটি এরূপ হইয়াছিল যে, পুলিশকে অনিচ্ছার সহিত কাঁদুনে গ্যাস ছাড়িতে হয় এবং উপরদিকে হইলেও কিছু গুলি ছুঁড়িতে হয়; তবে জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। ধরাছোঁয়া যায় না এইরূপ চোরা উপায়ে দিল্লী হইতে শেষ মুসলমানটি বিতাড়িত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা আমার পক্ষে বোকামি হইত। এইরূপ বিতাড়নকেই আমি বলি তিলে তিলে হত্যা করা। ৬০৩

সর্দার

"দ্বিতীয় প্রশ্নটি এই:

'যে সকল মুসলমান তাহাদের ভয় ও বিপন্নতার কাহিনী লইয়া আপনার কাছে আসিয়াছিল এবং যাহারা স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সর্দার প্যাটেলের নামে অভিযোগ করিয়াছে যে, তিনি মুসলিমবিরোধী, আপনি বলিয়াছেন তাহাদের আপনি কোন উত্তর দিতে পারেন নাই; আপনি আরও বলিয়াছেন যে, সর্দার প্যাটেল আগে যেমন ছিলেন এখন আর তেমন আপনার 'জো হুকুম'

লোক নাই। এই সকল কারণে এই ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে যে, সর্দারের হৃদয়ের পরিবর্তন করাই অনশনের বড় উদ্দেশ্য। তাহা হইলে ত অনশনের দ্বারা স্বরাষ্ট্র-সচিবের নিন্দাই সূচিত হয়। আপনি যদি বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া দেন তবে ভাল হয়।' ৬০৪

"এই সম্পর্কে আমার মনে হয়, আমার উত্তর ত বেশ স্পষ্ট ছিল। তাহার একাধিক অর্থ ত হইতে পারে না। যে অর্থ করা হইয়াছে আমার মনে তাহা কখন আসেও নাই। যদি আমি জানিতাম যে, আমার কথার এরূপ মানে হইতে পারে তবে গোড়াতেই আমি এই সন্দেহের নিরসন করিতাম। বহু মুসলমান বন্ধু সর্দারের তথাকথিত মুসলিম-বিরোধী মনোভাব সম্পর্কে অভিযোগ করিয়াছেন। রুদ্ধ বেদনার সহিত আমি তাঁহাদের কথা শুনিয়াছি, কোন উত্তর দিই নাই। এ বিষয়ে নিজের উপর যে সংযম আরোপ করিয়াছিলাম, অনশন তাহা হইতে আমাকে মুক্তি দিয়াছে এবং আমি সমালোচকদের বলিতে পারিয়াছি যে, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও আমা হইতে সর্দারকে আলাদা করিয়া ও অযাচিত ভাবে আমাদের দুজনকে আকাশে তুলিয়া দিয়া তাঁহারা অন্যায় করিয়াছেন। এই আলাদা করায় তাঁহাদের ভাল হয় নাই। সর্দারের সোজাসুজি খাড়া কথা বলিবার একটা ধরণ আছে যাহা কখনও কখনও অনিচ্ছা সত্ত্বেও আঘাত দেয়, কিন্তু সকলকে স্থান দিবার মত প্রশস্ত হৃদয় তাঁহার আছে। তাই সারাজীবনের এক বিশ্বস্ত সঙ্গীকে অযথা নিন্দা হইতে মুক্ত করিবার জন্য ইচ্ছা করিয়াই আমি বিবৃতি দিয়াছিলাম। পাছে আমার শ্রোতারা এই ধারণা করিয়া যায় যে, আমার প্রশংসার অর্থ হইল, লোকে যেমন ভালবাসিয়া সর্দারকে আমার 'জো-হুকুম' লোক বলিয়া থাকে আমিও তেমনই তাঁহার সহিত 'জো-হুকুম'-এর মতই ব্যবহার করিতে পারি, সেইজন্য আমি আমার প্রশংসাকে সংযত করিয়া বলিয়াছিলাম যে, সর্দারের প্রকৃতি এত তেজোদৃপ্ত যে তিনি কাহারও 'জো-হুকুম' লোক হইতে পারেন না। যখন তিনি আমার 'জো-হুকুম' ছিলেন তখন তিনি সেই নামে নিজেকে অভিহিত হইতে দিতেন, কারণ আমি যাহাই বলিতাম তাঁহার সহজবুদ্ধি তাহাতেই সায় দিত। নিজের কর্মক্ষেত্রে তিনি মহান্, আর তিনি সুদক্ষ কার্যপরিচালক। তবুও সবিনয়ে আমার অধীনে তিনি শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন, কারণ তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, ভারতে আমি যখন রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ করি তখনকার চল্‌তি রাজনীতি তিনি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ক্ষমতা যখন তাঁহার উপর আসিয়া পড়িল তখন তিনি দেখিলেন, যে-অহিংসার পদ্ধতিতে তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের সহিত কাজ করিতেন তাহা আর সফলতার সহিত প্রয়োগ করিতে পারিতেছেন না। আমি এখন ধরিতে পারিয়াছি যে,

আমি ও আমার সঙ্গের অন্যান্য লোকেরা যাহাকে অহিংসা বলিয়াছি তাহা খাঁটি অহিংসা নয়,নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নামে অহিংসার একটি ক্ষীণ অনুকরণমাত্র। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ গবর্মেণ্টের কোন কাজে আসে না। ধর, কোন বলহীন গবর্মেণ্ট একটা জাতির প্রতিনিধিত্ব করিতে পাইয়াছে। যে জনগণ সাময়িকভাবে সেই গবর্মেণ্টের হাতে নিজেদের ন্যস্ত করিয়া দিয়াছে, গবর্মেণ্ট তাহার সেই প্রভুদিগকে কেবলই নীচে টানিয়া আনিবে। আমি জানি সর্দার কখনও তাঁহার উপর ন্যস্ত ব্যাপারকে নীচে টানিবেন না বা তাহার প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করিবেন না। ৬০৫

অনশনের উদ্দেশ্য

"আমার কথার এই পটভূমিকা জানিয়াও, আমার অনশনকে স্বরাষ্ট্র বিভাগের কর্মনীতির নিন্দা বলিয়া অভিহিত করিতে আর কাহারও সাহস হইবে কি না আমি জানি না। যদি এরূপ কেহ থাকে তবে তাহাকে আমি শুধু বলিতে পারি যে, সে নিজেকেই অবনত করিবে, নিজেকেই আঘাত করিবে, সর্দারকে বা আমাকে নয়। আমি কি ইহার আগে জোর করিয়াই বলি নাই যে, বাহিরের কোন শক্তি কোন লোককে বাস্তবিক অবনত করিতে পারে না? মানুষ নিজের অবনতি শুধু নিজেই ঘটাইতে পারে। আমি জানি এখানে এই কথাটির কোন উপযোগিতা নাই,কিন্তু ইহা এরূপ একটি সত্য যে, সব সময়ই ইহার পুনরাবৃত্তি চলিতে পারে। আমি সরল ভাষাতেই বলিয়াছি যে, আমার অনশন ভারত ইউনিয়নের মুসলমান সংখ্যালঘুদের জন্য, তাই অপরিহার্যরূপে ইহা ভারত ইউনিয়নের হিন্দু ও শিখদের বিরুদ্ধে, আর পাকিস্থানের মুসলমানদের বিরুদ্ধে। ভারত ইউনিয়নের মুসলমান সংখ্যালঘুদের মত ইহা পাকিস্থানের সংখ্যালঘুদের জন্যও বটে। যে কথার ব্যাখ্যা আমি আগেই করিয়াছি, ইহা দ্বারা সেই কথাই অনিপুণভাবে সংক্ষেপে প্রকাশ করা হইল। আমি সত্যই বলিতেছি যে, আমি নানা দোষযুক্ত দুর্বল মানুষ। আমার মত মানুষের অনশনের এত শক্তি হইবে যে, ইহার আশ্রয়ে লোকেরা সর্ববিধ বিপদ হইতে রক্ষা পাইবে, এমন আশা আমি করিতে পারি না। অনশন সকলের পক্ষেই আত্মশোধনের উপায়। ইহার বিশুদ্ধতা লইয়া বক্রোক্তি করা অন্যায় হইবে। ৬০৬

বিকৃতির স্থান নাই

"তৃতীয় প্রশ্নটি হইতেছে:

'গুজরাত হত্যাকাণ্ড ও করাচি দাঙ্গার অল্প পরে এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনের ঠিক আগেই আপনি

অনশন সুরু করিয়াছেন। বিদেশের খবরের কাগজে ঘটনা দুইটির কি রকম প্রচার হইয়াছে তাহা জানা নাই। কিন্তু আপনার অনশন নিঃসন্দেহে অপর সকল ঘটনাকে এখন ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। আর পাকিস্থানের প্রতিনিধিরা যেরূপ খ্যাতিমান হইয়াছেন তাহাতে তাঁহারা এই সুযোগ লইয়া নিশ্চয়ই ঘোষণা করিবেন যে, ভারতে মুসলমানদের বাঁচিয়া থাকা হিন্দুরা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে এবং হিন্দু অনুগামীদের প্রকৃতিস্থ করিবার জন্যই আপনি অনশন অবলম্বন করিয়াছেন। পৃথিবীর চার দিকে সত্য কথা পৌছিতে অনেক সময় লাগে। ইতিমধ্যে দুর্ভাগ্যক্রমে আপনার অনশনের এই খারাপ ফল হইতে পারে যে আমাদের আবেদন সম্পর্কে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মন বিরূপ হইয়া উঠিবে।' ৬০৭

"এই প্রশ্নটির বিস্তৃত উত্তর দিবার প্রয়োজন নাই। ভারতের বাহিরের শক্তি ও জাতিদের সম্বন্ধে আমি যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহাতে আমি জোর করিয়া বলিতে পারি যে, অনশনের ফলে হিতকর ধারণাই সৃষ্টি হইয়াছে। এই অনশনের উদ্দেশ্য হইল, ভারত ইউনিয়নের ও পাকিস্থানের অধিবাসীদের মধ্যে প্রকৃতিস্থ ভাব ফিরাইয়া আনা। বিদেশের যে সব লোক ভারতবর্ষের ঘটনাবলী সম্বন্ধে নিরাগ্রহ ও নিরপেক্ষ ধারণা করিতে-সমর্থ তাঁহারা অনশনের এই উদ্দেশ্যের বিকৃতি ঘটাইতে পারেন না। পাকিস্থানের মুসলমান সংখ্যাগুরুগণ যদি ভদ্র নরনারীর ন্যায় আচরণ না করে তবে ভারত ইউনিয়নের মুসলমানদের বাঁচান অসম্ভব। আনন্দের বিষয় শ্রীমতী মৃদুলাবেনের প্রেরিত গতকল্যকার প্রশ্ন হইতে বোঝা গেল, যে, আমাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পাকিস্থানের মুসলমানদের কর্তব্য বুদ্ধি সজাগ হইয়া উঠিয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ জানেন, আমার অনশন তাঁহাদিগকে যথার্থ সিদ্ধান্তে পৌছিতে এবং নূতন ডমিনিয়ন দুইটিকে ঠিক পথ প্রদর্শন করিতে সাহায্য করিবে।" ৬০৮

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ১৬-১-৪৮

ঈশ্বরের কৃপা

গান্ধীজী যে বাণী লিখাইয়া দিয়াছিলেন, প্রার্থনা-সভায় উপস্থিত জনতার নিকট তাহা পঠিত হইবার পূর্বে তিনি শয্যা হইতে মাইক্রোফোনের সাহায্যে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আজ যে আপনাদিগকে কিছু বলিতে পারিব এ আশা আমি করি নাই। কিন্তু শুনিয়া সকলে খুশী হইবেন যে,

গতকাল আমার কণ্ঠস্বর যেরূপ দুর্বল ছিল তাহার তুলনায় আজ কম দুর্বল। ঈশ্বরের করুণা ছাড়া ইহা আর কি হইতে পারে? ইহার পূর্বে অনশনের চতুর্থ দিবসে আমি কখনও এতটা সুস্থ বোধ করি নাই। সকলে যদি এই আত্মশুদ্ধির সাধনায় যুক্ত হইয়া থাকেন, তবে বোধ হয় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সকলের সহিত কথা বলিবার শক্তিও আমার থাকিবে। অনশন ভঙ্গ করিবার জন্য কোন ব্যস্ততা নাই। ব্যস্ততায় উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। আমি চাই না যে, কাজ সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে কেহ আসিয়া বলে সব ঠিক হইয়া গিয়াছে। দিল্লীতে যদি প্রকৃতই শান্তি ফিরিয়া আসে তবে তাহার প্রভাব দেশের সর্বত্র পড়িবে। যদি উভয় ডমিনিয়নে শান্তি প্রতিষ্ঠা না হয় তবে আমার বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা নাই।" ৬০৯

অবিমিশ্র শুভেচ্ছা

প্রার্থনা-সভায় উপস্থিত জনতার নিকট গান্ধীজী বাণী পাঠাইয়াছেন:

"কোন দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভার পক্ষে সুচিন্তিত সুনির্দিষ্ট কর্মনীতি পরিত্যাগ করা সহজ ব্যাপার নয়। তথাপি আমাদের মন্ত্রিসভা সর্বতোভাবে দায়িত্বশীল হইয়াও অনুরূপ বিবেচনা ও তৎপরতার সহিত তাঁহাদের নির্ধারিত পন্থার পরিবর্তন করিলেন। কাশ্মীর হইতে কুমারিকা এবং করাচি হইতে আসাম সীমান্ত পর্যন্ত সমগ্র দেশের তাঁহারা ধন্যবাদের পাত্র। আর আমি জানি, পৃথিবীর সব জাতিই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবে যে, আমাদের মন্ত্রিসভার মত উদার মন্ত্রিসভা দ্বারাই এরূপ সমুন্নত ইঙ্গিত সম্ভব। ইহা মুসলমান-তোষণ নীতি নয়, ইচ্ছা হয় ইহাকে আত্মতোষণ নীতি বলিতে পার। বহুলোকের প্রতিনিধিত্ব করিবার যোগ্যতা যে মন্ত্রীসভার আছে, তাহার পক্ষে শুধু চিন্তা-শূন্য জনতার অস্থির করতালির লোভে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছান উচিত নয়। উন্মত্ততার পরিবেশের মধ্যে আমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিগণ স্থৈর্য ও বিচার-বুদ্ধি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, যে-রাষ্ট্রের পরিচালনার ভার তাঁহাদের উপর ন্যস্ত তাহাকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা না করিবেন কেন? কে তবে এই কাজে তাঁহাদের প্রেরণা দিল? প্রেরণা দিল আমার অনশন। অনশনের দ্বারা সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। আমি অনশন না করিলে তাঁহারা কর্তব্য বিচারকালে আইনের গণ্ডীর বাহিরে যাইতে পারিতেন না। কিন্তু ভারত সরকারের বর্তমান ইঙ্গিত অবিমিশ্র শুভেচ্ছার ইঙ্গিত। ইহা দ্বারা পাকিস্থান গবর্মেণ্টকে মানের দায়ে ফেলা হইয়াছে। ইহার ফলে এখন উচিত হইবে, শুধু কাশ্মীরের ব্যাপার নয়, উভয় ডমিনিয়নের মধ্যে সমস্ত বিরোধ সম্মানজনকভাবে নিষ্পত্তি করিয়া ফেলা। বর্তমান শত্রুভাবের স্থানে এখন মৈত্রীভাব আসুক। অক্ষরশঃ

আইনরক্ষা অপেক্ষা ন্যায়রক্ষার দাবি আগে। আইনের একটা সাদাসিধা প্রবচন আছে। ইংলণ্ডে বহু শতাব্দী ধরিয়া তদনুযায়ী কাজ হইয়া আসিতেছে। প্রবচনটি এই যে, প্রচলিত আইনে যখন কাজ হয় না তখন সাধারণ হিতবুদ্ধি উদ্ধারের পথ দেখায়। কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত সেখানে আইনের আদালত আর হিতবুদ্ধির আদালত ভিন্ন ছিল। এই পটভূমিতে বিচার করিলে ভারত ইউনিয়ন গবর্মেণ্টের এই কার্যের পূর্ণ যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে আর প্রশ্ন উঠিতে পারে না। আর যদি নজিরের দরকার হয়, তবে আমাদের হাতের কাছে ম্যাকডোনাল্ড-মীমাংসা রহিয়াছে। এই রোয়েদাদ শুধু বৃটিশ মন্ত্রিসভার সকলেরই নহে, দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের বেশির ভাগ সদস্যেরও সমর্থন লাভ করিয়াছিল। যারবেদা কারাকক্ষে অনশন আরম্ভ করার ফলে রাতারাতি তাহা পরিত্যক্ত হইল। ৩১০

অনশনের সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তর

"ভারত ইউনিয়ন গবর্মেণ্টের এই মহৎ কাজ করায় আমাকে অনশন পরিত্যাগ করিবার অনুরোধ করা হইয়াছে। আমি যদি তাহা করিতে পারিতাম তবে খুশী হইতাম। আমি জানি, আমার যে সব চিকিৎসক বন্ধু স্বেচ্ছায় যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করিয়া আমাকে প্রতিদিন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিতেছেন, তাঁহারা অনশনের কাল যতই বাড়িয়া চলিয়াছে ততই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িতেছেন। আমার মূত্রগ্রন্থি দুর্বল বলিয়া তাঁহারা এই ভয় করিতেছেন যে, অনশন আরও অধিক কাল চলিলে জীবনের ভয় এখনই না থাক, ইহার ফল পরে চিরদিনের জন্য মন্দ হইবে। চিকিৎসকগণ যতই বিচক্ষণ হউন না কেন, আমি তাঁহাদের পরামর্শ লইয়া অনশন আরম্ভ করি নাই। সেই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ভগবানই আমার পরিচালক, আমার নিয়ন্তা। আমার ভঙ্গুর দেহের দ্বারা যদি তাঁহার আরও কোন কাজ করাইয়া লইতে হয় তবে চিকিৎসকদের ভবিষ্যৎ আশঙ্কা সত্ত্বেও তিনি এই দেহকে রক্ষা করিবেন। আমি তাঁহারই হাতে। সুতরাং যদি বলি যে, আমি মৃত্যুভয় করি না, আর বাঁচিয়া থাকিলে চিরদিনের মত যদি শরীরের ক্ষতি রহিয়া যায় তাহারও ভয় করি না, তবে আশা করি আপনারা আমাকে বিশ্বাস করিবেন। কিন্তু আমার সত্যই এই অনুভব হয় যে, দেশবাসী যদি মনে করে দেশের জন্য আমার বাঁচিবার প্রয়োজন আছে তবে চিকিৎসকদের এই সাবধানবাণী শুনিয়া তাহারা তৎপর হইয়া নিজেদের মধ্যে বিভেদ ঘুচাইয়া ফেলিবে। অতএব সাহসী পুরুষ ও নারীর মত—কষ্টার্জিত স্বাধীনতা ত চায় আমরা ঐরূপই হই—

আমাদের এমন লোককেও বিশ্বাস করা উচিত হইবে যাহাদের শত্রু বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে। অবিশ্বাস বা সন্দেহ ত সাহসীর অবজ্ঞার বস্তু। দিল্লীর হিন্দু, মুসলমান, শিখ যদি এমন ঐক্য স্থাপন করে, যাহা ভারত ও পাকিস্থানে তাহাদের চতুর্দিকের জলদগ্নিও নষ্ট করিতে পারিবে না, তবে আমার প্রতিজ্ঞার যতটুকু শুধু ভাষায় প্রকাশ পাইয়াছে তাহা রক্ষা হইবে। সুখের বিষয় উভয় ডমিনিয়নের জনসাধারণ আপনা হইতে যেন অনুভব করিয়াছে যে, অনশনের শ্রেষ্ঠ উত্তর হইল উভয় ডমিনিয়নের মধ্যে পূর্ণ মৈত্রী স্থাপন করা—সে মৈত্রী এরূপ হইবে যে সকল সম্প্রদায়ের লোক উৎপীড়নের বিন্দুমাত্র ভয় না করিয়া উভয় ডমিনিয়নে যাইতে পারিবে। ইহার কমে আত্মশুদ্ধি সম্ভব নয়। দিল্লীর উপর খুব ভারি বোঝা চাপাইয়া দেওয়া উভয় ডমিনিয়নের অন্যান্য অংশের পক্ষে অন্যায় হইবে। ইউনিয়নের লোকেরা ত আর অতিমানব নয়। আমাদের গবর্মেণ্ট ক্ষতির হিসাব না করিয়া, জনসাধারণের নামে উদার পন্থা গ্রহণ করিয়াছে। পাকিস্থান ইহার জবাবে কি পন্থা অবলম্বন করিবে? ইচ্ছা যদি থাকে তবে পন্থার অভাব নাই। ইচ্ছা আছে কি?" ৬১১

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ১৭-১-৪৮

অন্তঃশুদ্ধি

"পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহারই পুনরাবৃত্তি করি—অনশনের চাপে পড়িয়া যেন কিছু করা না হয়। পূর্বেই বলিয়াছি, অনশনের চাপে পড়িয়া যাহা করা হইবে, অনশন শেষ হইলে তাহার সুফল আর থাকিবে না। চাপে পড়িয়া যদি কিছু করা হয় তবে তাহার ব্যর্থতা সব চেয়ে দুঃখের হইবে। কোন সময়েই সেরূপ করা চলিবে না। আধ্যাত্মিক অনশনের সম্ভাবিত ফল হইল চিত্তশুদ্ধি। এই শুদ্ধি যদি যথার্থ হয়, তবে যে-কারণে শুদ্ধি ঘটিয়াছে তাহা বর্তমান না থাকিলেও শুদ্ধি থাকিয়া যাইবে। একটা দেওয়াল চুণকাম করিবার পর ঘরের প্রিয়জন চলিয়া যাইলেও তাহা থাকিয়া যায়। তবে দেওয়ালটা স্থূল বলিয়া কিছুকাল পরে আবার চুণকাম করিয়া পরিচ্ছন্ন করিতে হয়। অন্তঃশুদ্ধি একবার সম্পন্ন হইলে আমৃত্যু থাকিয়া যায়। আমার অনশন এই সঙ্গত প্রশংসার্হ চাপটুকুই দেয়, ইহা ছাড়া উচিত বলিয়া বর্ণিত হইতে পারে এমন আর কোন কিছু এই অনশনের করণীয় নহে। ৬১২

পাকিস্থানের প্রতি

"রাজা, মহারাজা এবং জনসাধারণের নিকট হইতে আরও তার আসিতেছে। পাকিস্থান হইতেও তার আসিতেছে। এই সকলের যতটুকু দৌড় ততটুকু অবশ্য ভাল। কিন্তু যাঁহারা পাকিস্থানে আছেন এবং তাহার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন, বন্ধু ও শুভার্থী হিসাবে তাঁহাদের আমি এই কথা বলি যে, তাঁহাদের ধর্মবুদ্ধি যদি না জাগে এবং পাকিস্থান যে-সকল অন্যায় করিয়াছে তাহা যদি তাঁহারা স্বীকার না করেন, তবে পাকিস্থানকে তাঁহারা পাকা করিতে পারিবেন না। ৬১৩

"আমার কথায় এরূপ বুঝায় না যে, পাকিস্থানের সহিত স্বেচ্ছায় পুনর্মিলন আমার কাম্য নয়। সেই পুনর্মিলন অস্ত্রবলে ঘটাইতে হইবে, এই ধারণাটি আমি দূর করিতে এবং রোধ করিতে চাই। আমি যখন প্রকৃতই মৃত্যুশয্যায় শুইয়া আছি, তখন আশা করি, আমার এই কথাকে বেসুর বলিয়া কেহ ভুল বুঝিবেন না। আশা করি, পাকিস্থানীরা সকলে এই কথাটি উপলব্ধি করিবেন যে, দুর্বলতাবশতঃ এবং পাছে তাঁহাদের মনে আঘাত দিই এই ভয়ে, আমি সত্যই যাহা অনুভব করি তাহা যদি তাঁহাদের বলিতে না পারি, তবে তাঁহাদের প্রতি এবং আমার নিজের প্রতিও অসত্যাচরণ করা হইবে। আমার বিচার-বিবেচনা যদি ভুল মনে হয় তবে আমাকে সেকথা বলা উচিত, আর তাঁহাদের সেই কথা ঠিক বলিয়া বুঝিলে, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি আমি যাহা বলিয়াছি তাহা প্রত্যাহার করিব। আমি যতদূর জানি, ইহা লইয়া আর কথা বলা চলিবে না। ৬১৪

অনশনে সুখী

"আমার অনশনকে কোন অর্থেই রাজনৈতিক চাল বলিয়া মনে করা উচিত হইবে না। ধর্মবুদ্ধি ও কর্তব্যের অনিবার্য আহ্বানে আমি এই অনশন গ্রহণ করিয়াছি। গভীর মর্মবেদনা হইতে এই অনশন জন্মলাভ করিয়াছে। দিল্লীর সমস্ত মুসলমান বন্ধুকে আমি ইহার সাক্ষ্য দিতে আহ্বান করিতেছি। দিনের ঘটনাবলীর সংবাদ দিবার জন্য তাঁহাদের প্রতিনিধিগণ প্রতিদিন আমার সঙ্গে দেখা করিতেছেন। রাজা এবং মহারাজারা, হিন্দু অথবা শিখগণ অথবা অপর কেহ যদি এই সুপবিত্র সন্ধিক্ষণে অনশন শেষ করিবার জন্য আমাকে ভুলপথে চালিত করেন, তবে তাহাতে তাঁহাদের নিজের অথবা সমগ্র ভারতের কোন কল্যাণ হইবে না। এই কথাটি তাঁহারা জানিয়া রাখুন যে, আত্মিক অনশন গ্রহণ করিয়া আমি যত সুখী হই এমন আর কখন হই না। এই অনশন আমাকে যে সুখ দিয়াছে সে সুখ পূর্বে আমি অনুভব করি নাই।

নিজ জীবনপথে বুঝিয়া বিচার করিয়া সয়তানকে ছাড়িয়া ভগবানের দিকে ফিরিয়াছেন, এই দাবি সাধুভাবে করিতে না পারিলে কেহ যেন আমার এই সুখে বিঘ্ন উৎপাদন না করেন।" ৬১৫

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ১৮-১-৪৮

সুমুখের কাজ

রবিবার অপরাহ্ণ ৫টা ২০ মিনিটের সময় গান্ধীজী শয্যা হইতে মাইক্রফোনযোগে বলেন, "আমি ইতিপূর্বে প্রার্থনা-সভার শ্রোতৃবর্গের জন্য কিছু বলিয়াছি। উহা লিখিয়া লওয়া হইয়াছে—প্রার্থনা-সভায় উহা পাঠ করা হইবে। ৬১৬

"আজ আমার ও আপনাদের সকলের সুখের দিন। আজ গুরু গোবিন্দ সিংহের শুভ জন্মদিনে আপনাদের কৃপায় আমি অনশন ভঙ্গ করিতে পারিয়াছি। অনশন আরম্ভ হইবার পর হইতে দিল্লীর অধিবাসীগণ, পাকিস্থান হইতে আগত দুঃখীরা, গবর্মেণ্ট ও শাসনকর্তৃবর্গ সকলেই প্রতিদিন আমার প্রতি যে করুণা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমি কখন ভুলিতে পারিব না। কলিকাতাতেও আমি ভালবাসা পাইয়াছি। কলিকাতায় শান্তি পুনঃস্থাপিত করিতে সহিদ সাহেব আমাকে যে সাহায্য করিয়াছেন তাহাও আমি কখন ভুলিতে পারিব না। তিনি না বলিলে আমি কলিকাতায় থাকিতাম না। আজও সহিদ সাহেবের উদ্দেশ্যের সাধুতা সম্বন্ধে লোকে সন্দেহ পোষণ করে। কিন্তু অতীতে যাহা ঘটিয়াছে তাহা ভুলিয়া যাওয়া উচিত এবং কাহারও সহিত শত্রুতা নহে, সকলের সহিত মিত্রতা রক্ষা করিতেই শিক্ষা করা কর্তব্য। কয়েক কোটি মুসলমান সকলেই দেবতা নয়। সকল সম্প্রদায়েরই মধ্যে ভালমন্দের নমুনা আছে। আমাদের মধ্যে যে সকল তথাকথিত অপরাধপ্রবণ জাতি আছে আমরা কি তাহাদের প্রতি কম বন্ধু-ভাবাপন্ন হইব? ৬১৭

"মুসলিম সম্প্রদায় বহু—পৃথিবীর সর্বত্র তাঁহারা ছড়াইয়া আছেন। আপনারা যদি পৃথিবীর সকলের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে চান, তবে মুসলমানদের সহিত বন্ধুত্ব না করিবার কোন কারণ ত পাওয়া যায় না। আমি দৈবজ্ঞ নহি, কিন্তু ভগবান আমাকে জ্ঞানবুদ্ধি দিয়াছেন। আমি বুঝিতে পারি যে, যদি কোন কারণে আপনারা ভারতীয় মুসলমানগণের সহিত বন্ধুত্ব করিতে না পারেন, তবে পৃথিবীর মুসলমানগণ আপনাদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হইবে। তাহা হইলে উভয় ডমিনিয়নসহ ভারতবর্ষ পুনরায় বৈদেশিক শক্তির অধীন হইয়া পড়িবে। ৬১৮

"অসংখ্য নরনারীর শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ আমি পাইয়াছি। আমাকে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে যে, দিল্লীবাসী হিন্দু, মুসলমান, শিখ, পার্শি, ইহুদী, খৃষ্টান এবং অপর সকলে পরস্পর ভ্রাতৃভাবে থাকিবে। তাহারা আর কখন নিজেদের মধ্যে বিবাদ করিবে না—ইহা বড় সামান্য ব্যাপার নহে। এই শুভ আরম্ভ যদি অব্যাহত থাকে তবে ভারতে শান্তি স্থাপিত হইবেই এবং সেই শান্তি পাকিস্থানে যাইবে। ইহা কোন একজন মানুষের কাজ নহে, এই প্রচেষ্টায় নরনারী, যুবকবৃদ্ধ সকলেরই অকপট সহযোগিতা চাই। অনশন-ভঙ্গের যদি এই অর্থই না হয়, তবে অনশন ভাঙ্গিয়া আমি ভাল কাজ করি নাই। কারণ অন্য অর্থে অনশনের বাহিরের উদ্দেশ্য মিটিলেও অন্তরের ধর্ম বিনষ্ট হয়। দিল্লীতে যাহা সম্ভব হইয়াছে, ভারত ইউনিয়নের অবশিষ্ট সকল স্থানেই তাহা সম্ভব এবং ভারত ইউনিয়নের সর্বত্র যদি শান্তি বিরাজ করে, তবে ফলস্বরূপ পাকিস্থানেও তাহা করিবে। আপনা-দিগকে সর্ব ভয় বর্জন করিতে হইবে। হিন্দু ও শিখদের মাঝে প্রত্যেক মুসলিম শিশুটি নিজেকে যেন নিরাপদ মনে করিতে পারে। আমাদের দৃষ্টি এখন পর্যন্ত শয়তানের দিকে ছিল, আশা করি এইবার ভগবানের দিকে ফিরিবে। তাহা যদি হয়, তবে ভারত যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বশান্তির পথনির্দেশ করিবে। এ-ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যেই আমি বাঁচিয়া থাকিতে চাই না। শুধু মুখের কথায় কোন কাজ হইবে না। ভগবানকে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত করিতে হইবে। যে নামেই তাঁকে ডাকা হউক, ভগবান এক অদ্বিতীয়। এই সত্যের উপলব্ধি করিতে পারিলেই সকল বৈর ও অমর্ষের অবসান হইবে। ৬১৯

"হিন্দুরা চূড়ান্তভাবে স্থির করুন যে বিরোধ আর করিবেন না। হিন্দু ও শিখগণ যেরূপ গীতা ও গ্রন্থসাহেব পাঠ করিয়া থাকেন, সেইরূপ কোরাণপাঠ করিতেও আমি তাঁহাদিগকে পরামর্শ দিই। মুসলমানগণকে আমি বলি, যে-শ্রদ্ধা লইয়া তাঁহারা কোরাণ পাঠ করেন, সেই শ্রদ্ধার সহিতই যেন তাঁহারা গীতা ও গ্রন্থসাহেব পাঠ করেন। আপনারা যাহা পড়িবেন তাহার অর্থবোধ হওয়া চাই এবং সকল ধর্মের প্রতি আপনাদের সমান শ্রদ্ধা রাখা চাই। জীবন ভরিয়া ইহাই আমার আদর্শ, ইহাই আমার সাধনা। আমি নিজেকে সনাতনী হিন্দু বলি, যদিও পৌত্তলিক কথাটির যে চলিত অর্থ আছে আমি সেই পৌত্তলিক নহি। কিন্তু মূর্তি পূজা যাঁহারা করেন আমি তাঁহাদের অবজ্ঞা করিতে পারি না। মূর্তি পূজা যিনি করেন, পাথরের মূর্তির ভিতর তিনি ভগবানকে দেখেন। ভগবান্ ত সর্বত্র বিদ্যমান্। প্রতীকের মধ্যে ভগবানকে অনুসন্ধান করা যদি ভুল হয়, তবে গীতা, গ্রন্থসাহেব অথবা কোরাণের ভিতর ভগবানের অনুসন্ধান করা ঠিক কি? উহাও কি প্রতীকপূজা নহে?

শ্রদ্ধা ও উদারতার অনুশীলন করিলে সকলের নিকট হইতেই আপনারা শিক্ষালাভ করিতে পারিবেন। তাহার ফলে সাম্প্রদায়িক ভেদ ভুলিয়া গিয়া শান্তি ও সৌহার্দ্যে সকলে একত্র বাস করিতে পারিবেন। তখন চলন্ত রেল-গাড়ী হইতে নরনারীকে বাহিরে ফেলিয়া দিবার মত লজ্জাকর ঘটনা আর ঘটিবে না, ভারত যুক্তরাষ্ট্রে লোকজন স্বচ্ছন্দে নির্ভয়ে ঘুরিয়া বেড়াইবে। পাকিস্থান যতদিন না হিন্দু ও শিখদের পক্ষেও সমান নিরাপদ হয়, আর ভারত যুক্তরাষ্ট্রের মুসলিম বা পাকিস্থানের দুঃখীরাও যতদিন না মানমর্যাদার সহিত নিজ নিজ ঘরে ফিরিতে পারে ততদিন আমি অন্তরে শান্তি পাইব না।" ৬২০

অনশন ভঙ্গ

গান্ধীজীর লিখিত বাণীটি এইরূপ :

"সত্যের নামে আমি অনশন গ্রহণ করিয়াছিলাম—সত্যেরই প্রচলিত নাম ভগবান্। জীবন্ত সত্য ছাড়া ভগবান আর কোথাও নাই। ভগবানের নামে আমরা মিথ্যাচরণ করিয়াছি, নরহত্যা করিয়াছি—পুরুষ নারী, বালক শিশু কাহাকেও বাদ দিই নাই, দোষী-নির্দোষ বিচারও করি নাই। আমরা নারীহরণে মাতিয়াছি, মানুষকে জবরদস্তি পরধর্মে আনিয়াছি এবং নির্লজ্জের মতই এই সকল কাজ করিয়াছি। সত্যের নামে কেহ এই সকল কাজ করিয়াছে বলিয়া ত আমি জানি না। সেই সত্যের নাম মুখে লইয়া আমি অনশন ভঙ্গ করিয়াছি। দেশবাসীর দুঃখদাহ অসহ্য হইয়াছে। রাষ্ট্র-পতি ডক্টর রাজেন্দ্র বাবু একশতের অধিক বন্ধুকে এখানে আনিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান ও শিখদের প্রতিনিধি আছেন, হিন্দু মহাসভা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিনিধিগণ আছেন এবং পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধুর দুঃখীগণের প্রতিনিধিগণও আছেন। সর্বজন-প্রতিনিধির এই দলে পাকিস্থানের হাই কমিশনর জাহিদ হুসেন সাহেব, দিল্লীর চিফ্ কমিশনর এবং ডেপুটি কমিশনর, আজাদ হিন্দ্ ফৌজের প্রতিনিধি জেনারেল শা নওয়াজ খাঁ ছিলেন। পণ্ডিত নেহেরু প্রস্তর-মূর্তিবৎ ছিলেন—আর ছিলেন মৌলানা সাহেব। ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ হিন্দুস্থানী ভাষায় লিখিত একটি দলিল পাঠ করিলেন—প্রতিনিধিগণ ঐ দলিলে স্বাক্ষর করিয়া আমাকে অনু-রোধ করিলেন যে, আমি যেন তাঁহাদের উপর আর ভার না চাপাই এবং অনশন ভঙ্গ করিয়া তাঁহাদের গভীর উদ্বেগযন্ত্রণার অবসান করি। পাকিস্থান ও ভারত যুক্তরাষ্ট্র হইতে টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম আসিয়াছে—উহাতে আমাকে অনশন ভঙ্গ করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। এই সকল বন্ধুজনের

পরামর্শ ও উপদেশ আমি ঠেলিতে পারি না। তাঁহাদের সঙ্কল্পে আমি অবিশ্বাস করিতে পারি না—সে সঙ্কল্প হইল এই যে, যাহাই ঘটুক না কেন, হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান, পার্শি ও ইহুদীগণের মধ্যে পূর্ণ বন্ধুত্ব থাকিবে—সে বন্ধুত্ব ভাঙ্গিবার নহে। সে বন্ধুত্ব ভাঙ্গিলে জাতিও ভাঙ্গিয়া যাইবে। ৬২১

অনশনের মর্মকথা

"আমি এই কথাগুলি লিখিতেছি, আর বন্যার মত টেলিগ্রাম আসিতেছে। এখন সম্মুখে যে মানবসেবার কার্য রহিয়াছে তাহার জন্য ভগবান আমার দেহ ও মন কর্মক্ষম এবং সুস্থির রাখুন এই আমার কামনা। আজ যে পূত সঙ্কল্প গ্রহণ করা হইল, তাহা যদি পূর্ণরূপে রক্ষা করা হয়, তবে আমি আপনাদের নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে, তাহার ফলে ভগবানের নিকট আমার এই প্রার্থনা ও কামনাই দ্বিগুণিত হইয়া পুনরুদ্দীপ্ত হইবে যে, তিনি যেন আমাকে পূর্ণ পরমায়ুঃ দান করেন, আর আমি যেন জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মানবসেবা করিয়া যাইতে পারি। পণ্ডিতগণের মতে মানুষের সেই পূর্ণায়ুঃ অন্ততঃ একশত পঁচিশ বৎসর কাল, কাহারও বা মতে একশত তেত্রিশ বৎসর। অনশনব্রতের সর্ত শীঘ্র এবং আশাতীত সুন্দররূপে পালিত হইয়াছে—দিল্লীবাসীগণের মহতী শুভেচ্ছা; ইহার কারণ—ইহাদের মধ্যে হিন্দু মহাসভা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নেতৃবর্গও আছেন। ইহার ফল ত অন্যরূপ হইতে পারে না—কারণ, দেখিতেছি গতকল্য হইতে সহস্র সহস্র আশ্রয়প্রার্থী ও অপর লোক উপবাস করিয়া আছে। হাজার হাজার লোকের নিকট হইতে বন্ধুত্বের আশ্বাসবাণী স্বাক্ষরিত হইয়া অজস্রভাবে আমার নিকট আসিতেছে। পৃথিবীর সকল স্থান হইতে তারযোগে শুভেচ্ছা প্রেরিত হইতেছে। আমার এই অনশনে যে ভগবানের হাত আছে, ইহার চেয়ে ভাল প্রমাণ তাহার আর কি হইতে পারে? কিন্তু এই পুণ্য ব্রতের বাহ্য পূর্ণতার পশ্চাতে অন্তরের একটা দিক রহিয়াছে—সেই অন্তরের সাধনার অভাব ঘটিলে ব্রতের বিনাশ ঘটে। ব্রতের অন্তরের কথা হইল, ভারত ইউনিয়নে হিন্দু, মুসলমান ও শিখগণের মধ্যে সত্যকার বন্ধুত্ব স্থাপন—পাকিস্থান সম্বন্ধেও সেই কথা। ভারত ইউনিয়নে ইহা যদি সিদ্ধ হয়, তবে পাকিস্থানও তাহার অনুগামী হইবে—দিন যেমন রাতের অনুগামী। ভারত যুক্তরাষ্ট্রে যদি অন্ধকার থাকে, তবে পাকিস্থানে আলোকের আশা করা আহম্মকী। কিন্তু ভারত রাষ্ট্রের অন্ধকার যদি নিঃসংশয়ে দূরীভূত হয় তবে পাকিস্থানেও অন্যরূপ হইবে না। তাহার লক্ষণেরও অভাব দেখিতেছি না। পাকিস্থান হইতে আমি বহুসংখ্যক বাণী পাইয়াছি—তাহার একটিতেও ভিন্ন মত নাই। বিগত ছয় দিনে যিনি স্পষ্টতঃ

আমাকে বলিল, মুসলিম বহিনরা বিরলা ভবনে বসিয়া আছেন—আমার নিকট আসিতে পারিবেন কিনা বুঝিতে পারিতেছেন না। তাঁহাদের অনেকেরই অবগুণ্ঠন ছিল। আমি তাঁহাদিগকে আনিতে বলিলাম। তাঁহারা আসিলেন। আমি বলিলাম—আপনাদের বাপ-দাদার সামনে ঘোমটা দিলে চলিবে না। আমাকে আপনারা পিতা বা ভ্রাতা অপেক্ষা কম ভাবেন কেন? এই কথা বলিবামাত্র সকলের ঘোমটা উঠিয়া গেল—কেহ বাদ গেল না। এরূপ অবগুণ্ঠন-মোচন আমার সম্মুখে এই যে প্রথম হইল তাহা নহে। আমার ভালবাসা সত্য—আর সত্যকার ভালবাসায় কি হয় তাহার উদাহরণ দিবার জন্য আমি এই ঘটনার উল্লেখ করিলাম। হিন্দু ও শিখ নারীগণের মুসলিম ভগিনীদের নিকট গিয়া বন্ধুত্ব স্থাপন করা উচিত। উৎসবাদিতে তাঁহাদের পরস্পরকে নিমন্ত্রণ করা উচিত। সাম্প্রদায়িক নহে, সর্বসাধারণের বিদ্যালয়ে যাহাতে মুসলমান ছেলেমেয়েরা পড়িতে আসিতে চায় তাহার চেষ্টা করা দরকার। খেলাধূলায় তাহাদের পরস্পরের সহিত মেশামেশা করা উচিত। মুসলমানদের বয়কট করা ত হইতেই পারে না, যাহাতে তাঁহারা আগেকার বৃত্তি অবলম্বন করেন তাহার জন্য বলিতে ও ব্যবস্থা করিতে হইবে। মুসলমানদের হাতের অপূর্ব কারুকার্য-বিলোপের ফলে দিল্লীর দৈন্য ঘটিয়াছে। হিন্দু ও শিখগণ মুসলমানদের বৃত্তি কাড়িয়া লইতে চাহিতেছেন। অপরের জীবিকা হরণের এই চেষ্টা হৃদয়ের কার্পণ্য ও হীনতাব্যঞ্জক। কোন বৃত্তি কাহারও একচেটিয়া হওয়া যেমন উচিত নয় তেমনি কাহারও বৃত্তি কাড়িয়া লওয়াও অনুচিত। আমাদের এই মহান্ দেশে সকলেরই স্থান আছে। যে সকল শান্তি-সমিতি গঠিত হইয়াছে তাহারা যেন নিষ্কর্মা হইয়া না যায়—দুর্ভাগ্যের বিষয় সকল দেশেই এইরূপ সমিতির অধিকাংশেরই এই দশা ঘটে। আমাকে আপনাদের মাঝে রাখিবার সর্ত হইল এই যে, ভারতের সকল সম্প্রদায় পরস্পরের সহিত শান্তিতে বাস করিবে —সে শান্তি অস্ত্রবলে নহে, প্রেমের বলে স্থাপিত হইবে। মানুষে মানুষে যোগস্থাপনের জন্য প্রেমের চেয়ে বড় শক্তি আর নাই।" ৬২৭

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ২০-১-৪৮

সুবুদ্ধির জন্য আবেদন

বিদ্যুতের ব্যবস্থায় গোলযোগ ঘটায় লাউড-স্পীকার অচল হইয়া যায়। গান্ধীজী ক্ষীণকণ্ঠে ভাষণ দেন। শেষে ডাক্তার সুশীলা নয়্যার তাঁহার স্মারকলিপি হইতে ভাষণটির মর্মকথা পড়িয়া শোনান। ৬২৮

গান্ধীজী বলেন, "দিল্লী মহৎ কাজ করিয়াছে। যাঁহারা শান্তি-প্রতিশ্রুতিপত্র' দিয়াছেন, আশা করি তাঁহারা সত্যরূপী ঈশ্বরকে সাক্ষী রাখিয়া তাহাতে নামসহি করিয়াছেন। শুনিলাম হিন্দু মহাসভার কোন কর্মকর্তার পক্ষ হইতে প্রতিশ্রুতি-পত্রটি অস্বীকার করা হইয়াছে। ইহার জন্য আমি দুঃখিত। দিল্লীর অধিবাসীরা এবং সমাগত শরণার্থীরা যদি দৃঢ় থাকেন এবং বাহিরের কোন ঘটনায় যদি বিচলিত না হন তবে তাঁহারা ভারতকে এবং পাকিস্থানকেও রক্ষা করিবেন। দিল্লী প্রাচীন সহর। দিল্লী যদি সত্যপরায়ণ ও অহিংস হইয়া কাজ করে তবে সেই কাজের ফল সমগ্র পৃথিবীতে অনুভূত হইবে। আপনারা যদি সর্দারজীর বোম্বাই-এর ভাষণ পড়েন তবে দেখিতে পাইবেন সর্দার, পণ্ডিতজী ও আমার মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির কোন তফাৎ নাই। বিভিন্নভাবে প্রকাশ করিলেও আমরা একই উদ্দেশ্যে কাজ করিতেছি। আমরা কেহই মুসলমানদের শত্রু নই। মুসলমানদের সঙ্গে শত্রুতার অর্থ ভারতের সঙ্গে শত্রুতা। আপনাদের কাছে অন্তত এইটুকু চাই যে, আপনারা আইন নিজের হাতে না লন এবং অমানুষিক আচরণ না করেন। তাহাতে সমাজ ধ্বংস হয়। ভদ্র নাগরিক হিসাবে ন্যায়বিচারের ভার আপনাদেরই নির্বাচিত গবর্মেণ্টের উপর ছাড়িয়া দিতে আপনারা বাধ্য। যে সব আমেরিকান বিনা বিচারে নিগ্রোহত্যা করে, আমরা এবং আমাদের খবরের কাগজগুলি অহরহ কঠোর ভাষায় তাহাদের বর্বরোচিত কাজের নিন্দা করিয়া থাকি। আর আমাদের পক্ষে সেইরূপ কাজ কি কম বর্বরতার পরিচায়ক? ৬২৯

"আমি পাকিস্থান যাইতে পারি বলিয়াছি। পাকিস্থান গবর্মেণ্ট যদি আমাকে শান্তিকামী লোক ও মুসলিমদের বন্ধু বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন এবং সেইজন্য আমার পাকিস্থানে যাওয়া পছন্দ করেন তবেই আমি পাকিস্থানে যাইতে পারি। অবশ্য সেরূপ ক্ষেত্রে ডাক্তারেরা যতদিন না আমাকে পথযাত্রায় সমর্থ বলিবেন ততদিন আমাকে অপেক্ষা করিতে হইবে। তাঁহারা বলিয়াছেন গায়ে বল পাইতে আমার অন্তত এক পক্ষকাল সময় লাগিবে এবং কিছু সময় না গেলে আমি কোন চর্ব্য খাদ্য খাইতে পারিব না। আমি এখনও তরল জিনিসই খাই, যেমন ফলের রস, আনাজের ঝোল আর ছাগলের দুধ। এখন ইহাই যথেষ্ট।" ৬৩০

প্রধান মন্ত্রীর উদার ইঙ্গিত

হিন্দু ও শিখ শরণার্থীদের দুঃখকষ্টের বিষয় উল্লেখ করিয়া গান্ধীজী বলিলেন, "আপনাদের দুঃখকষ্টের দ্রুত প্রশমনের জন্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। আপনাদের দুঃখে তাঁহার বুক

ফাটিয়া যাইতেছে। তিনি এমন লোক যে দুঃখীকে নিজের বিছানা ছাড়িয়া দিয়া নিজের শরীর গরম রাখিবার জন্য সারা রাত পায়চারি করিয়া কাটাইতে পারেন। তাঁর বাড়ি লোকজনে ভর্তি। তিনি ভারতের প্রধান মন্ত্রী, কাজেই তাঁহাকে আপন ঘরে ভারতীয় ও বিদেশী অতিথি-অভ্যাগতের স্থান করিতেই হয়। তবু তিনি শরণার্থীদের জন্য একটি কি দুইটি কুঠুরি ছাড়িয়া দিতে চাহিয়াছেন। আশা করি অন্যান্য মন্ত্রীরা, বড় কর্মচারীরা ও যাঁহাদের দুপয়সা আছে তাঁহারাও অনুরূপ আচরণ করিবেন। আমার নিশ্চয় মনে হয়, সমগ্র পৃথিবীর লোক ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতার এই ত্যাগস্বীকারের মূল্য বুঝিবে এবং ইহাতে গৃহহীন শরণার্থীদের দুর্গতির শীঘ্র অবসান হইবে। আমাদের এই সুন্দর দেশ এরূপ আশ্চর্য আত্মত্যাগ ও সেবাগুণসম্পন্ন মহান্ নেতাদের সৃষ্টি করিয়াছে, এ জন্য আমাদের অন্তর উল্লসিত হওয়া উচিত। জওহর আসল জওহর (হীরা)। আরও অনেকে আছেন, হয় ত এতটা উজ্জল নয়, এই মাত্র। নেতারা যখন দেশবাসীর জন্য এত করিতেছেন তখন মুসলিম ভাইদের আঘাত করা আমাদের উচিত হইবে না। মুসলিমদের আঘাত করিলে আমাদের নেতাদেরই আঘাত করা হইবে। ৬৩১

"ভারতে সুবিধাবাদী লোকেরও অভাব নাই। শুনিলাম আমার অনশনের সূত্রে কোন কোন লোক দুপয়সা কামাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছে। তাহারা নোট তৈয়ারি করিয়া সরল প্রকৃতির গরিবদের নিকট বিক্রয় করিয়াছে। এই ব্যাপারটা ঘোর অন্যায়। এই নীচ কাজ যাহারা করিয়াছে তাহাদের ঐ পথ ছাড়িয়া সৎপথে থাকিয়া অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করা উচিত। জনসাধারণকে সাবধান করিয়া দিতেছি, তাহারা যেন এরূপ নীতিহীন লোকের কারসাজিতে না ভোলে। ৬৩২

কাশ্মীর-সমস্যা

"লাহোর হইতে আমি এক টেলিগ্রাম পাইয়াছি। কাশ্মীর ফ্রিডম-লীগের সভাপতি হিসাবে নামসহি করিয়া একজন টেলিগ্রামটি পাঠাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :

> 'হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্য আপনার মহৎ দৃষ্টান্তের উচ্চ প্রশংসা করি। বর্তমান গোলযোগের মূল কারণ কাশ্মীর। তাহাই পুনর্মিলনের পথে নিদারুণ বাধা। শান্তি যদি যথার্থই কাম্য হয় তবে কাশ্মীর-সমস্যা মীমাংসার সর্বাগ্রে প্রয়োজন। আক্রমণকারী ভারতীয় বাহিনীকে সরাইয়া লওয়া এবং কাশ্মীর ন্যায়ত যাহাদের

প্রাপ্য তাহাদের হাতে উহা ফিরাইয়া দেওয়াই এই সমস্যার একমাত্র সন্তোষজনক সমাধান।' ৬৩৩

"এই টেলিগ্রামে আমি ব্যথিত হইয়াছি। কাশ্মীর-সমস্যার যদি মীমাংসা না হয় তবে কি মুসলিমরা হিন্দু ও শিখদের এবং হিন্দু ও শিখেরা মুসলিমদের শত্রু বলিয়া মনে করিবে? ভারতীয় ইউনিয়নের সেনাবাহিনী নিজেই আগাইয়া গিয়া কাশ্মীরে প্রবেশ করে নাই। আমি যতদূর জানি, কাশ্মীরের রাজা এবং কাশ্মীরী মুসলিমদের নেতা সেখ আবদুল্লার আমন্ত্রণে তাহারা কাশ্মীরে গিয়াছে। হানাদাররা, উপজাতীয়গণ ও অন্যান্যেরা যদি সরিয়া দাঁড়ায় এবং বিষয়টির নিষ্পত্তির ভার যদি পুঞ্চের বিদ্রোহীদের ও কাশ্মীরের বাকি সকলের হাতে যায়, আর বাহির হইতে কোন সাহায্য না আসে, তবেই ভারতীয় ইউনিয়নকে সেনাবাহিনী সরাইয়া লইবার কথা বলা যাইতে পারে। কাশ্মীরের যাহারা ন্যায্য দাবিদার কাশ্মীর যে তাহাদেরই হাতে যাওয়া উচিত এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু এই ন্যায্য অধিকারী কাহারা? কাশ্মীরের মহারাজা আছেন, তাঁহাকে ভারতীয় ইউনিয়ন অস্বীকার করিতে পারেন না। শেষ পর্যন্ত কাশ্মীরের অধিবাসীদেরই আপন ভাগ্যনির্ধারণ করিতে হইবে। সেইজন্যই গণভোটের কথা।" ৬৩৪

গোয়ালিয়র, ভবনগর এবং কাথিওয়াড় রাজ্যসমূহ

রাটলাম হইতে একজন গোয়ালিয়রবাসী মুসলমান একটি টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছেন। গান্ধীজী তাহা পড়িয়া শুনাইলেন। তাহাতে লেখা আছে:

'গোয়ালিয়রের উজ্জয়িনী জেলার জাহাঙ্গীপুর নিবাসী মুসলিমগণের নিবেদন: ১৫ই ও ১৬ই জানুয়ারী তারিখে একদল হিন্দু আমাদের গ্রাম ঘেরাও করিয়া সাংঘাতিকভাবে আমাদের মারপিট করিয়াছে। কয়েকজন আহত হইয়াছে, একজন মারা গিয়াছে। আমাদের বাড়ীঘর ও ফসল নষ্ট করা হইয়াছে। রাজ্যের কর্মচারী কিছুই প্রতিকার করিতেছে না। আমরা বিপন্ন। শীঘ্র কিছু করুন।' ৬৩৫

"সংবাদটি নির্ভুল হইলে সকলের পক্ষেই দুঃখের বিষয়। ভারতবর্ষের যে কোন জায়গায় সাম্প্রদায়িক শান্তি ভঙ্গ হইলে আমাদের গবর্মেণ্টের লজ্জায় মাথা হেঁট হওয়া উচিত। ৬৩৬

"খবরের কাগজে খবর বাহির হইয়াছে যে, কাথিওয়াড়ের রাজারা বিভিন্ন রাজ্যগুলি লইয়া কার্যত একটি রাজ্য গঠন করা ঠিক করিয়াছেন। এই

বিচক্ষণ সিদ্ধান্তের জন্য আমি তাঁহাদের অভিনন্দন জানাইতেছি। ভবনগরের রাজাকেও অভিনন্দন জানাইতেছি। তিনি অগ্রণী হইয়া নিজ রাজ্যে দায়িত্বশীল গবর্মেণ্টের প্রবর্তন করিয়াছেন এবং নিজেকে অধিবাসীদের প্রধান সেবকরূপে রাখিয়াছেন।" ৬৩৭

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ২১-১-৪৮

প্রার্থনা-সভায় বোমা

বুধবার সন্ধ্যায় প্রার্থনান্তিক ভাষণে আগের দিন বিরলা ভবনের সীমানার ভিতর বোমা পড়ার উল্লেখ করিয়া গান্ধীজী বলিলেন, "অনেকে ব্যস্ত হইয়া আমার কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছেন। এই দুর্ঘটনায় অবিচল ছিলাম বলিয়া কেহ কেহ আমার প্রশংসাও করিয়াছেন। আমি মনে করিয়াছিলাম, সৈন্যরা বোমা ছোঁড়া অভ্যাস করিতেছে, ইহাতে উদ্বেগের কোন কারণই নাই। প্রার্থনা শেষ হওয়ার পূর্বে আমি বুঝিতেই পারি নাই যে, উহা বোমা-বিস্ফোরণ এবং বোমাটি আমার উপরেই ছোঁড়া হইয়াছে। আমাকে লক্ষ্য করিয়া বোমা ছুঁড়িলে সেই বোমা আমার সামনে ফাটিবার সময় আমি কিরূপ আচরণ করিতাম একমাত্র ঈশ্বরই তাহা জানেন। কাজেই কোন প্রশংসাই আমরা প্রাপ্য নয়। এরূপ বিস্ফোরণের ফলে আমি যদি পড়িয়া যাইতাম, আর সে সময় আমার মুখে যদি হাসি লাগিয়া থাকিত এবং অন্তরে আততায়ীর প্রতি বিদ্বেষ না থাকিত, তবেই আমি মাত্র-একটা প্রমান-পত্র পাইবার যোগ্য হইতে পারিতাম। আমি যাহা বলিতে চাই তাহা এই যে, যে-বিভ্রান্ত যুবক বোমাটি ছুঁড়িয়াছে তাহাকে যেন কেহ ঘৃণা না করে। সে হয়ত আমাকে হিন্দুধর্মের শত্রু বলিয়া মনে করে। গীতায় কি একথা বলা হয় নাই যে, যখন দুষ্ট লোকে ধর্মের গ্লানি করে, ঈশ্বর তখন তাহার নাশের জন্য কাহাকেও পাঠাইয়া দেন। সেই বিখ্যাত শ্লোকটির একটি বিশেষ অর্থ আছে। যুবকটির বোঝা উচিত যে, তাহার সহিত যাহারা ভিন্নমত তাহারা যে দুষ্কৃতকারী হইবেই এমন কোন কথা নাই। সৎ লোকেরা বরদাস্ত না করিলে পাপ কখনও টিকিতে পারে না। যুবকটি হয়ত ভাবিয়াছে যে, দুষ্কৃতকারীর নাশের জন্য সে ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছে। কিন্তু নরনারী কাহারও নিজেকে এত বিশুদ্ধ মনে করা উচিত নয় যে, সে ভাবিবে ঈশ্বর তাহাকে দুষ্কৃতকারীর বিনাশের জন্য পাঠাইয়াছেন। ৬৩৮

"শুনিলাম যুবকটি থাকিবার জায়গা না পাইয়া বিনানুমতিতে একটি মসজিদ দখল করে। এখন পুলিশ সব মসজিদ হইতে লোক বাহির করিয়া দিতেছে। ইহাতে লোকটি চটিয়া গিয়াছে। প্রথমত মসজিদ দখল করাই উহার

অন্যায় হইয়াছে। দ্বিতীয়ত কর্তৃপক্ষ যখন মসজিদ খালি করিয়া দিতে বলেন তখন তাঁহাদের আদেশ না মানিয়া আরও বেশি অপরাধ হইয়াছে। ৬৩৯

হিন্দুধর্মের অপসেবা

"পিছনে থাকিয়া যাহারা এই যুবককে প্ররোচনা দিয়াছে, আমি তাহাদের এরূপ কাজ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। ইহা ত হিন্দুধর্মকে বাঁচাইবার পথ নয়। আমি যে পথ দেখাইতেছি কেবল সেই পথেই হিন্দুধর্ম বাঁচিতে পারে। অতি শিশুকাল হইতে আমি হিন্দুধর্ম আচরণ করিয়া আসিতেছি। ছেলেবেলায় ভূতের ভয় পাইলে আমার ধাত্রী-মা আমাকে রামনাম করিতে শিখাইয়াছিলেন। পরে আমি খৃষ্টান মুসলমান ও অন্যান্য অনেক ভিন্নধর্মাবলম্বী লোকের সংস্পর্শে আসি। অন্যান্য ধর্মের যথোচিত পর্যালোচনা করিয়া হিন্দুধর্মেই আমার অনুরাগ দৃঢ় হয়। শিশুকালে আমার বিশ্বাসের যে দৃঢ়তা ছিল আজও তাহা অটুট আছে। আমি জানি যে-ধর্মকে আমি ভালবাসিয়া আসিয়াছি ও জীবনে যে-ধর্ম আচরণ করিয়া আসিয়াছি, তাহার রক্ষার জন্য ঈশ্বর আমাকে তাঁহার যন্ত্র করিবেন। সে যাহা হউক, ভগবানের হাতের যন্ত্র হইবার যোগ্যতা অর্জন করিতে হইলে, আগে ধর্মের মূলনীতিগুলির সম্যক পরিচয় ও অবিরাম অভ্যাস থাকা একান্ত প্রয়োজন।"৬৪০

বোমানিক্ষেপকারী করুণার পাত্র

গান্ধীজী বলিতে লাগিলেন,"কয়েকজন শিখ বন্ধু আসিয়া বলিয়াছেন, এই ঘটনার সহিত শিখদের কোন সংশ্রব নাই। আমি জানি যুবকটি শিখ নয়। কিন্তু শিখই হউক, হিন্দুই হউক, আর মুসলমানই হউক, তাহাতে কি আসে যায়? যে-ই এরূপ করিয়া থাক আমি তাহার মঙ্গল কামনা করি। পুলিশের ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেলকে আমি বলিয়াছি, যুবকটিকে যেন কোন রকমে পীড়ন না করা হয়। তাহাকে বুঝাইয়া সৎপথে আনার চেষ্টা করা উচিত। আমি আশা রাখি যে, যুবকটি এবং তাহার উপদেষ্টারা নিজের ভুল বুঝিতে পারিবেন। কেন না, এই অন্যায় ত হিন্দুধর্ম ও দেশের বিরুদ্ধে করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা দরকার যে, যুবকটির উপর রাগ করা উচিত নয়। সে কোন অন্যায় কাজ করিতেছে বলিয়া মনে করে নাই। সকলের তাহাকে করুণা করা উচিত। আমার উপবাস লইয়া আপনাদের মনে যদি ক্রোধের সঞ্চার হইয়া থাকে, অথচ দেশের একজন পুরাতন সেবককে বাঁচাইবার জন্য আপনারা শান্তি রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকেন, তবে ত দোষ আপনাদের, যে যুবক বোমা ছুঁড়িয়াছে তাহার ত নয়। কিন্তু আপনারা যদি

সম্পূর্ণ আন্তরিকতার সহিত 'শান্তি-প্রতিশ্রুতি' দিয়া থাকেন, তবে ঐ যুবকের পথাবলম্বী সকলেই শেষ পর্যন্ত আপনাদের চিন্তাধারাই গ্রহণ করিবে। ৬৪১

"আমি আশা করি যে, বোমা বা গুলি যাই ছোঁড়া হউক না কেন, শ্রোতারা প্রার্থনার কাজ চালাইয়া যাইবেন। একটি নিরক্ষর স্ত্রীলোকের জন্যই দুর্বৃত্ত যুবকটি ধরা পড়িয়াছে জনিয়া আমি সুখী হইলাম।' অন্তর যদি সবল থাকে, চিন্তাধারা যদি পরিশুদ্ধ হয় তবে লেখাপড়া না জানিলেও কিছু আসে যায় না। নিরক্ষর ভগিনীর সরল সাহসিকতার জন্য তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইতেছি। ৬৪২

বাহাওয়ালপুর ও সিন্ধু

"বাহাওয়ালপুরের নির্যাতিতদের নিকট হইতে একখানি চিঠি পাইয়াছি। আমি তাঁহাদের ভুলি নাই। আজই আমি বাহাওয়ালপুরের নবাব সাহেবের নিকট হইতে এক টেলিগ্রাম পাইয়াছি। তিনি জানাইয়াছেন, তাঁহার রাজ্যে অমুসলমানদের মঙ্গলের জন্য যাহা করা সম্ভব তিনি তাহা করিতেছেন। আমি আমার নিজ পদ্ধতিতে এ বিষয়ে কিছু করিবার চেষ্টা করিতেছি। ৬৪৩

"সিন্ধুর শিখ শরণার্থীরা বোম্বাই হইতে টেলিগ্রাম করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, ১৫০০০ শিখ সিন্ধু প্রদেশের এখানে সেখানে বিপজ্জনক অবস্থায় ধ্বংসের মুখে ছড়াইয়া রহিয়াছে। তাহাদের জীবন, ধর্ম ও সংস্কৃতি সবই বিপন্ন। তাহাদের শীঘ্রই সরাইয়া আনার ব্যবস্থা করা দরকার। ৬৪৪

"শিখেরা ধ্বংস হইয়া যাইবে এ চিন্তা আমার পক্ষে অসহ্য। একজন লোকের পক্ষে যাহা করা সম্ভব তাহাদের জন্য আমি তাহার সবই করিব। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর গবর্মেণ্টও তাঁহাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। সিন্ধু গবর্মেণ্ট ও পাকিস্থান গবর্মেণ্টকে আমি অনুরোধ জানাইতেছি, তাঁহারা যেন শিখ অধিবাসীদের ভরসা দেন যে, নিজেদের জীবন দিয়াও তাঁহারা তাহাদের রক্ষা করিবেন। যদি শিখদের রক্ষাবিষয়ে তাঁহারা নিশ্চয়তা দিতে না পারেন তবে তাঁহারা উহাদের এক জায়গায় একত্র করুন এবং শীঘ্র নিরাপদে অন্যত্র পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করুন। শিখেরা সাহসী সম্প্রদায়। তাহাদের জানা উচিত যে, প্রত্যেকেরই মান ও ধর্ম তাহার নিজের হাতে। অন্য কেহই ইহা কাড়িয়া লইতে পারে না। আমার পার্শি বন্ধুরা আজ সিন্ধু যাত্রা করিয়াছেন। ৬৪৫

ভ্রমাত্মক তুলনা

"আমার অনশনকালে এই চিঠিখানি আসে। লেখক লিখিয়াছেন, ১৯৪২

সালে আমি জেলে থাকার সময়ে দেশ কতকটা হিংসার পথ লইয়াছিল। আমি অনশন করিয়া মারা গেলে দেশে এমন একটা হিংসার আলোড়ন হইত যাহাতে সমগ্র মানবসমাজ স্তম্ভিত হইয়া যাইত। লেখকের অনুরোধ এই যে, সমগ্র মানব সমাজের মুখ চাহিয়া আমি যেন অনশন ত্যাগ করি। আমি যখন জেলে ছিলাম তখন দেশবাসী হিংসার আশ্রয় লইয়াছিল সে কথা ঠিক, কিন্তু অনশনে আমার মৃত্যু হইলে সেরূপ কোন বিপদ ঘটিত বলিয়া আমি মনে করি না। তবুও অনশন আরম্ভ করার আগে ব্যাপক ভ্রাতৃবিরোধের সম্ভাবনার কথা আমি বিবেচনা করিয়াছিলাম। ভগবান কৃষ্ণের মৃত্যুর আগে যাদবেরা পরস্পরের ধ্বংস সাধন করিয়াছিল। কিন্তু আমি অতি সামান্য মানুষ। আমার মৃত্যুতে এরূপ কিছু হইতে পারে না। তবে দেশবাসী যদি যাদবদের মত অলস ও পাপপরায়ণ হইয়াই থাকে এবং ঈশ্বর যদি দেখেন যে, ইহাদের ধ্বংস করা ছাড়া আর কোন পথ নাই, তবে তিনি আমার মত সামান্য লোককেও সেই বিরাট ধ্বংসের যন্ত্রহিসাবে ব্যবহার করিতে পারেন। ভগবানের হাতে নিজেকে সঁপিয়া দিয়া ফলাফল লইয়া আমি আর মাথা ঘামাই নাই। কিন্তু অনশনের সময়ে যাহা দেখিলাম তাহাতে আশায় উদ্দীপ্ত হইয়াছি—ভারতের অদৃষ্টে এমন আত্মবিনাশ লেখা নাই। ৬৪৬

"মুসলিমরা যেরূপ স্বচ্ছন্দভাবে দিল্লীতে চলাফেরা করিয়া বেড়াইতেছে তাহাতে আমি খুশী হইয়াছি। আমি চাই আপনারা আত্মশুদ্ধির এই পথে অগ্রসর হইয়া চলুন এবং আপনাদের হৃদয়কে সত্যরূপী ভগবানের মন্দিরে পরিণত করুন।" ৬৪৭

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ২২-১-৪৮

অনশনের পর আজ সন্ধ্যায় গান্ধীজী প্রথম হাঁটিয়া প্রার্থনা-সভায় আসেন। প্রর্থেনান্তিক ভাষণে তিনি বলেন: "আস্তে আস্তে পুনরায় বল ফিরিয়া পাইতেছি, ভগবান ইচ্ছা করিলে শীঘ্রই পূর্বেকার স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইব। ৬৪৮

পণ্ডিত নেহেরুর দৃষ্টান্ত

"এক বন্ধু আমাকে লিখিয়াছেন যে, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, অপর মন্ত্রিগণ ও কর্মচারীরা শরণার্থীদের কতক লোককে নিজ নিজ আবাসস্থলে স্থান দিতে পারেন বটে, কিন্তু তাহাতে শরণার্থী-সমস্যার এতটুকু সমাধানও হয় না। আমি স্বীকার করি যে, মন্ত্রিগণ ও কর্মচারীরা বড় জোর হাজার

কয়েক লোককে আশ্রয় দিতে পারেন। কিন্তু কত লোক এইরূপে আশ্রয় পাইল তাহার হিসাব করিয়া ঐ কার্যের গুণ বিচার হয় না। নেতৃগণের এই সৎ দৃষ্টান্ত লোকে সর্বত্র অনুসরণ করিতে পারে—ঐ কার্যের উৎকর্ষ এইখানেই। ৬৪৯

"ইংলণ্ডের রাজা বৃটিশ প্রজাবৃন্দের হিতার্থে ক্ষুদ্রতম আত্মত্যাগের কাজ করিলেও তাহা বৃটিশ জাতির মর্ম স্পর্শ করিয়া থাকে। জননেতাদের এরূপ কাজ সভ্য দেশ মাত্রেই সমাদৃত ও প্রশংসিত হইবে। সমস্ত দেশের সম্মুখে পণ্ডিত জওহরলাল এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। দিল্লীতে আরও বেশি শরণার্থী আকৃষ্ট হইয়া আসিতেছে, ইহা হইতেই তাঁহার দৃষ্টান্তের প্রভাব বুঝা যাইতেছে। শরণার্থীদের মনে ধারণা জন্মিয়াছে যে, দিল্লীই তাহাদের পক্ষে প্রশস্ত আশ্রয়স্থান। জনমনের উপর পণ্ডিতজীর দৃষ্টান্তের যে প্রভাব ইহা তাহার নিদর্শন বটে, তবে আত্মসংযমের শিক্ষা যে আমাদের হয় নাই, ইহা তাহারও নিদর্শন। ৬৫০

দারিদ্র্য লজ্জার নহে

"অপর যে অসুবিধার প্রতি আমাকে মনোযোগ দিতে বলা হইয়াছে তাহা এই ঃ ক্ষমতালাভের পূর্বে কংগ্রেস দেশবাসীর কাছে সেবার, আত্মত্যাগের ও অনাড়ম্বর জীবনের আদর্শ ধরিয়াছে। তখন এক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করাও কঠিন ব্যাপার ছিল। এখন কংগ্রেস-গবর্মেণ্টের হাতে কোটি কোটি টাকা। আর যত ইচ্ছা তত টাকা এখন কংগ্রেস সরকার সংগ্রহ করিতে পারে। বিদেশী শাসনকালে যেরূপ অর্থ ব্যয় হইত, দেশীয় শাসনের আমলেও রদবদল না করিয়া কি তেমনই ব্যয় করা হইবে? কাহারও কাহারও ধারণা এই যে, আমাদের নেতাদের ও রাজদূতদের স্বাধীন দেশের মর্যাদার অনুরূপ জীবন-যাত্রা-প্রণালী গ্রহণ করিতে ও সেই মত অর্থ ব্যয় করিতে হইবে এবং স্বাধীন আমেরিকা ও ইংলণ্ডের সহিত বড়মানুষীর পাল্লা দিতে হইবে। তাহারা মনে করে, বিদেশে ভারতের মর্যাদা বজায় রাখিতে হইলে এরূপ ব্যয়বাহুল্য প্রয়োজন। আমি তাহা মনে করি না। স্বাধীনতার অর্থ সাজসজ্জা বা আড়ম্বর নহে। আয় বুঝিয়া আমরা ব্যয় করি নাই। দারিদ্র্য ঢাকিতে চেষ্টা করা কিছু গুণের কাজ নহে। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের কারণে ভারতবর্ষ যে নৈতিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, তাহার জন্যই জগতের কাছে তাহার সম্মান। এই ক্ষেত্রে ভারত অদ্বিতীয়, কারণ ছোট বড় অপর সকল জাতিই অস্ত্র এবং সামরিক বীর্যের গর্বে গর্বিত। তাহাই তাহাদের মূলধন। ভারতের আছে কেবল নৈতিক মূলধন—সে মূলধন যত খরচ করা

হইবে তত বাড়িবে। নৈতিক মূলধন ছাড়িয়া অন্য পুঁজি সহায় করিলে, কংগ্রেস রাজশক্তি পাইবার পর জীবনাদর্শের আমূল পরিবর্তন করিবার যে দাবি করে তাহা টিকিবে না। মন্ত্রীরা উচ্চহারে বেতন লইতেছেন এবং অস্বাভাবিক বৃটিশ মানের পরিবর্তে ভারতীয় স্বাভাবিক মানের প্রবর্তন করেন নাই বলিয়া, লোকে তাঁহাদের সমালোচনা করিতেছে। এই সব সমালোচকেরা মন্ত্রীদের ব্যক্তিগত জীবনের কথা জানে না। কিন্তু ক্ষমতা হস্তগত হওয়ার পূর্বে তাহাদের যে আয় ছিল তাহার চেয়ে ঢের বেশি বেতন প্রত্যাশা করা কংগ্রেসীদের ও অপর লোকদের রেওয়াজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যিনি ১৫০৲ টাকায় চালাইতেন তাঁহার ৫০০৲ টাকা চাহিতে ও আশা করিতে আজ বাধে না। তাঁহারা মনে করেন, বেশি মাহিয়ানা না চাহিলে এবং পুরাতন সিভিল সার্ভিসের চালে না চলিলে ও তাহাদের মত ধড়া-চূড়া না পরিলে লোকে তাহাদের মানিবে না। আমি বলি ইহা ভারত-সেবার পথ নহে। একথা তাহাদের ভুলিলে চলিবে না যে, উপার্জনের মাপে মানুষের মূল্য নিরূপণ হয় না। তাহাদের সবাইকে আত্মশুদ্ধির প্রয়াস করিতে হইবে। তাহার জন্য চাই সত্য চিন্তা ও সত্য কার্য।" ৬৫১

আবার গোয়ালিয়রের কথা

শেষে গোয়ালিয়রের কথা উত্থাপন করিয়া গান্ধীজী বলিলেন, "একটা তারের কথা আমি ইতিপূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে এই রাজ্যের কোনও গ্রামের মুসলমানদের দুঃখের বর্ণনা আছে। গতকাল প্রার্থনার পরে উক্ত রাজ্যের প্রজা-মণ্ডলের একজন প্রতিনিধি আমার সঙ্গে দেখা করেন এবং মহারাজা প্রজার হাতে পূর্ণ শাসনক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন এই সংবাদ দিয়া আমার আশীর্বাদ চাহেন। আমি বলিলাম, তথায় যদি জাতিগত ও সম্প্রদায়গত বৈষম্যই থাকে, তবে তথাকার রাজনৈতিক সংস্কারের কোন মূল্যই আমার কাছে নাই। সর্ব-প্রকার বৈষম্যের অবসান যখন হইবে, মুসলমানদের প্রতি লোকের মনে বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ ভাব আর যখন থাকিবে না, ভাঙ্গি ব্রাহ্মণ, ধনী দরিদ্র আইনতঃ ও কার্যতঃ যখন সমান ব্যবহার পাইবে তখনই কেবল গোয়ালিয়রের মহারাজা ও গোয়ালিয়রবাসীরা আমার ধন্যবাদ ও আশীর্বাদ-ভাজন হইবেন। মহারাজা সাহেব যদি তাঁহার প্রজাদের প্রধান সেবক হন তবে তিনি ও তাঁহার উত্তরাধি-কারীগণ রাজপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া লোকসেবা করিতে থাকিলে আমি আনন্দিত হইব। শাসক ও শাসিত উভয়কেই আত্মশুদ্ধি করিতে হইবে। মাত্র এই ভাবেই ভারত জগতের সম্মুখে উন্নতশির হইয়া দাঁড়াইতে পারিবে এবং জগতের নৈতিক উৎকর্ষ রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে।" ৬৫২

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ২৩-১-৪৮

নেতাজীর জন্মদিবস

আজ সুভাষবাবুর জন্মদিন। গান্ধীজী প্রার্থনান্তিক ভাষণে তাহার উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "এই সব তারিখ-তিথি সাধারণতঃ আমার মনে থাকে না। আর জন্মমৃত্যুর তিথির মূল্যও আমার কাছে বিশেষ নাই। আমার এই ঔদাসীন্য সঙ্গত কি অসঙ্গত তাহা আমি বলিতে পারি না। কিন্তু এই মাত্র সুভাষবাবুর জন্মদিনের কথা আমাকে বলা হইয়াছে। ঐ কথা যে মনে করাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাতে আমি খুশী হইয়াছি। কারণ, তিনি হিংসার পন্থায় বিশ্বাসী আর আমি অহিংসায় বিশ্বাসী হইলেও, দেশপ্রেমিক সুভাষবাবুর জন্মদিনের উল্লেখ করিবার বিশেষ তাৎপর্য আছে। এই কথাটি আজ আমরা ভুলিব না যে, প্রাদেশিকতার ও সাম্প্রদায়িকতার নামগন্ধও সুভাষবাবুর ভিতর ছিল না। তাঁহার নির্ভীক সেনাবাহিনীতে বৈষম্যের স্থান ছিল না। ভারতের সকল স্থানের নরনারী দ্বারা সেই বাহিনী গঠিত হইয়াছিল। আর তাহাদের ভিতর তিনি যে ভালবাসা ও আনুগত্যের উদ্রেক করিয়াছিলেন, তাহা আর বড় কেহ পারেন নাই। কোন উকিল বন্ধু আমার কাছে হিন্দুধর্মের একটি উত্তম সংজ্ঞা চাহিয়াছেন। বন্ধুটি সনাতনী হিন্দু বটে, কিন্তু তাহা হইলেও হিন্দুধর্মের যে কি সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে তাহা তিনি ঠিক করিতে পারেন নাই। আমি তাঁহাকে লিখিয়াছি যে, অনেকদিন হইল আমি আইন ভুলিয়া গিয়াছি। একথাও বলিয়াছি যে, ধর্ম-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞান নাই। তবে সাধারণ লোক হিসাবে বলিতে পারি যে, হিন্দুধর্ম সকল ধর্মের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রাখে। আমি মনে করি, সুভাষ বাবু এইরূপ হিন্দু ছিলেন। এই মহান দেশপ্রেমিকের কথা স্মরণ করিয়া আমাদের মন হইতে সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দূর করিতে হইবে।" ৬৫৩

সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন

গোয়ালিয়রের কোন গ্রামের সাম্প্রদায়িক অশান্তি সম্বন্ধে পূর্বে যাহা বলিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়া গান্ধীজী বলিলেন, "আমি ঐ বিষয়ে তদন্ত করিতেছিলাম। নিজে ঐ গ্রামে গিয়াছেন এমন এক ব্যক্তির কাছ হইতে আমি এই মাত্র একখানা তার পাইয়াছি। তিনি জানাইয়াছেন যে, জাহাঙ্গীরপুরের মুসলমানদের বাড়িতে লুণ্ঠন ও অগ্নিদানের এবং তাহাদের হত্যার খবর একেবারেই ভুল। ব্যক্তিগত একটা ঝগড়া নিশ্চয়ই হইয়াছে সন্দেহ নাই,

তবে তাহাকে কোন মতেই সাম্প্রদায়িক বলা চলে না। গৃহদাহ বা জীবননাশ ত হয়ই নাই। এই তার পাইয়া আমি খুশী হইয়াছি। মুসলমান বন্ধুদের কাছে আমার অনুরোধ, একান্ত নিঃসন্দেহ না হইয়া কোন সংবাদ যেন তাঁহারা প্রেরণ না করেন। সর্বতোভাবে অতিরঞ্জন পরিহার করা চাই-ই। নিজের দোষ বড় করিয়া দেখা ও অপরের দোষ ছোট করিয়া দেখাই হইল সর্বোত্তম পথ। আত্মশুদ্ধির উহাই একমাত্র উপায়। অতিরঞ্জনে প্রশ্রয় দিলে তাঁহারা তাঁহাদের সম্প্রদায়কে কলঙ্কিত করিবেন মাত্র।" ৬৫৪

মহীশূর, জুনাগড় ও মীরাট

তারপর মহীশূর হইতে প্রাপ্ত একখানি তারের কথা উল্লেখ করিয়া গান্ধীজী বলিলেন, "মহীশূরে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ঘটিয়াছে। আমার অনশনের প্রভাব মহীশূরে পড়ে নাই। এই সংবাদে আমি দুঃখিত। বাস্তবিক যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাহার যথাযথ বিবরণ মহীশূর সরকারকে প্রকাশ করিতে বলি। ৬৫৫

"জুনাগড়ের জন কয়েক প্রভাবশালী মুসলমানের কাছ হইতে একখানি তার পাইয়াছি। তাঁহারা জানাইয়াছেন যে, সর্দার পাটেল কর্তৃক একজন আঞ্চলিক কমিশনার নিযুক্ত হওয়ার পর হইতে তাঁহারা সম্পূর্ণ নির্ভয়ে আছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ আর বিভেদ সৃষ্টি করিতে পারিবে না এবং গণ-ভোটে সপ্রমাণ হইবে যে, জুনাগড়ের মুসলমানেরা তথাকার অন্য সব লোকের সহিত একমত। ৬৫৬

"আমি মীরাট হইতেও একখানি তার পাইয়াছি। দেশে পূর্ণ শান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে যে চেষ্টা হইতেছে, ঐ তারে তাহার প্রশংসা করা হইয়াছে। একথাও বলা হইয়াছে যে, জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাহাদের মনে কোন বিদ্বেষভাব নাই, কিন্তু যে-সব লীগপন্থী মুসলমান সেদিনও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিতেছিল এবং আজও পাকিস্থানকে সহায়তা করিতে চায়, তাহারা কখনও ইউনিয়নের অনুগত হইতে পারে একথা তাহারা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহে। ঐ সব মুসলমানদের বিশ্বাস করিলে আমাকে ঠকিতে হইবে। তাহারা বলিয়াছে যে, ধর্ম ও রাজনীতি সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস এবং রাজনীতিতে অহিংসার স্থান নাই। তাহারা আরও বলিয়াছে, বর্তমান গবর্মেণ্টের কাজে তাহারা সন্তুষ্ট এবং উহার কোন পরিবর্তন চাহে না। আমি বুঝিতেছি না, গবর্মেণ্টের পরিবর্তনের কথা কোথা হইতে আসিল। আমি মনে করি না, কেহ এই গবর্মেণ্টকে স্থানচ্যুত বা ইহার পরিবর্তে অন্য গবর্মেণ্ট গঠিত করিতে পারে। ৬৫৭

বিশ্বাসঘাতকদের সম্পর্কে ব্যবস্থা

"রাজনীতিতে অহিংসায় কাজ হয় না, এ কথাটা খুবই বিলম্বে বলা হইল না কি? অবিশ্বাস দিয়া রাজনীতি আরম্ভ করা যায় না। গবর্মেণ্ট যাহাদের হাতে তাঁহারা অতীব সাহসী ও আত্মত্যাগী লোক। প্রয়োজন যখন হইবে, বিশ্বাসঘাতকদের ব্যবস্থা তাঁহারা করিবেন। কেবল মুসলমানদের মধ্যেই নহে, যে কোন সম্প্রদায়েই বিশ্বাসঘাতক আছে। আমরা পূর্বেই স্থির করিয়া লইয়াছি যে, মুসলমানদের সহিত ভাইয়ের মত থাকিব। আমি চাই, সকলে সেই সংকল্পে দৃঢ় হইয়া থাকে। লীগের সব লোকই খারাপ নহে। সন্দেহজনক কার্যে লিপ্ত লোকদের কথা গবর্মেণ্টের গোচরে আনা এবং তাহাদের সম্বন্ধে প্রয়োজন মত কঠোর ব্যবস্থা করার ভারও গবর্মেণ্টের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। দণ্ডমুণ্ডের বিচার-ভার লোকে নিজ হস্তে কিছুতেই লইতে পারে না। তাহা বর্বরতা। ৬৫৮

"আজও শুভেচ্ছা-জ্ঞাপক তার পাইতেছি। শুভেচ্ছা যাঁহারা জ্ঞাপন করিয়াছেন তাঁহাদিগকে পুনরায় ধন্যবাদ জানাইতেছি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তাঁহাদের শান্তিস্থাপনের ইচ্ছা পূর্ণ হউক। তাঁহাদের প্রত্যেককে পৃথকভাবে উত্তর দিবার শক্তি আমার নাই। এজন্য তাঁহাদের কাছে মার্জনা চাহিতেছি।" ৬৫৯

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ২৪-১-৪৮

প্রার্থনা-সভায় গান্ধীজী বহুলোক কর্তৃক অভ্যর্থিত হন। আজ অপর দিন অপেক্ষা অনেক বেশি লোকসমাগম হইয়াছিল। স্ত্রীলোকদের কোলে শিশুরা কাঁদিতেছিল, আর তাহারা নিজেরা পরস্পর কথাবার্তা কহিতেছিল। সেইজন্য গান্ধীজী জনতাকে প্রার্থনার সময় পূর্ণ শান্তিতে থাকিতে বলেন। তাহারা চুপ করিল বটে, তবে সে কিছুক্ষণের জন্য! প্রার্থনার পর গান্ধীজীকে পুনরায় স্ত্রীলোক ও শিশুদের গোলমাল না করিতে বলিতে হয়। তাঁহার আবেদনে কিছু কাজ হয়। ৬৬০

অপহৃতা বন্দিনী-বিনিময়

তারপরে তাঁহাকে লিখিত একখানি পত্র হইতে গান্ধীজী কিয়দংশ পড়িয়া শুনান। পত্রে এই অভিযোগ করা হইয়াছে যে, অপহৃতা বন্দিনীদের প্রত্যর্পণ সম্পর্কে দুই ডমিনিয়নের মধ্যে যে চুক্তি হইয়াছে, প্রথম অবস্থায় তদনুসারে কাজ হইয়াছে, এখন হইতেছে না। পত্রে বলা হইয়াছে, পশ্চিম পাঞ্জাব

গবর্মেণ্ট এই সর্ত চাহিতেছে যে, আগে দেশীয় রাজ্যগুলিও ঐ চুক্তি অনুসারে চলুক, নহিলে চুক্তিমত কাজ আর হইবে না। এই সম্পর্কে গান্ধীজী বলিলেন, "পশ্চিম পাঞ্জাব গবর্মেণ্টের এই ইচ্ছায় আমার আপত্তি কিছু নাই। তবে যদি ইহা নূতন একটি সর্ত হয়, তাহা হইলে ঠিক হয় নাই। বন্ধুভাবে চলিতে গেলে, সংখ্যার হিসাব না করিয়া, বন্দীদের ও অপহৃতা নারীদের নিজ নিজ ডমিনিয়নে ফিরত পাঠান চাই। হইতে পারে যে, পশ্চিম পাঞ্জাবে অধিক সংখ্যক অপহৃতা নারী আছে। কিন্তু পূর্ব পাঞ্জাবে একটি অপহৃতা নারী যদি থাকে তবে তাহাকে তাহার আত্মীয়স্বজনের কাছে না পাঠাইলে ঘোরতর অন্যায় হইবে। পাপ কর্মে প্রতিযোগিতা কেন? আমি বলি, মনকে পরিশুদ্ধ করিতে হইলে অতীত একেবারেই ভুলিয়া যাইতে হইবে। এক ডমিনিউন অপর ডমিনিয়নকে প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গের দোষে দোষী করিতেছে দেখিয়া আমি অতীব দুঃখিত। নিজেদের কাজের পরিচয় যদি ভাল করিয়া দিতে হয় তবে উহা বন্ধ করিতে হইবে।" ৬৬১

এই সময়ে কলরব এত বেশি হইতে থাকে যে, গান্ধীজী বলেন, "আমার যাহা বলিবার ছিল গোলমালের জন্য বলিতে পারিতেছি না। অতএব সভার কার্য শেষ করিয়া দিতেছি। সভাভঙ্গের সময় জোর করিয়া এই কথাটি বলিতে চাই যে, প্রার্থনার সময় স্ত্রীলোকদের সম্পূর্ণ নীরবে থাকা উচিত। আর যাহাদের কোলে শিশু সন্তান আছে, তাহাদের সভার এক প্রান্তে থাকা কর্তব্য, যাহাতে সভার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ না হয়।" ৬৬২

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ২৫-১-৪৮

গান্ধীজীর প্রার্থনা-সভায় গত দুই দিন উত্তরোত্তর লোক বৃদ্ধি হইতেছিল। আজ রবিবার বলিয়া লোকের অসম্ভব ভিড় হইয়াছিল। প্রার্থনান্তিক ভাষণের আরম্ভে গান্ধীজী বলিলেন, "প্রার্থনায় যাঁহারা আসেন, তাঁহারা সঙ্গে কুশাসন বা খুব মোটা খদ্দরের আসন আনিলে ভাল হয়। কারণ অনাবৃত স্যাঁতসেঁতে মাটিতে বসা ভাল নহে। ৬৬৩

দিল্লী সম্পূর্ণ শান্ত

"প্রতিদিন আমি অজস্র আশ্বাস পাইতেছি যে, দিল্লীর অবস্থা সম্পূর্ণ শান্ত এবং সাম্প্রদায়িক ব্যাপারের দিক হইতে আশঙ্কার কোন কারণই নাই। হিন্দু ও মুসলমান বন্ধুরা বলিতেছেন যে, হৃদয়ের মিলনের সূত্রপাত হইয়াছে এবং লোকে আস্তে আস্তে বুঝিতেছে যে, ঝগড়া করিতে থাকিলে কাহারও পক্ষে আর নিজের স্বাভাবিক বৃত্তি ও কাজকর্ম অনুসরণ করা চলিবে না। ইহা জানিয়া

আমি আনন্দিত হইয়াছি। অবস্থার উন্নতি হইয়াছে দেখিয়া আমি আপনাদের আরও একপদ অগ্রসর হইতে বলিতেছি। প্রত্যেক হিন্দু ও শিখ ঠিক করুন যে, প্রত্যেকে আপনারা অন্ততঃ একজন মুসলমানকে প্রার্থনা-সভায় লইয়া আসিবেন।" ৬৬৪

মেহ্‌রৌলিতে উর্স উৎসব

আগামী কাল মেহ্‌রৌলিতে বক্তিয়ার চিস্তির দরগায় বাৎসরিক উর্স উৎসব আরম্ভ হইবে। উহার উল্লেখ করিয়া গান্ধীজী বলিলেন, "দাঙ্গার সময়ে দুর্বৃত্তেরা এই দরগার ক্ষতি করিয়াছে এবং কতকগুলি পাথরের জাফরি সরাইয়া লইয়া গিয়াছে। গত কয়েকদিনের মধ্যে যতটা সম্ভব মেরামত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। পূর্ব পূর্ব বৎসরে মুসলমান ও হিন্দু উভয়েই এই দরগায় যাইত এবং উর্স উৎসবে যোগ দিত। পূর্বের সেই শান্তি ও ভক্তির ভাব লইয়া এবারও যদি হিন্দুরা তথায় যায় ত একটি বড় কাজ হইবে। আমি আশা করি, যে-সব মুসলমান তথায় যাইতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে আপনারা আশ্বাস দিয়া বলিবেন যে, তাহাদের অপমানের বা মারপিটের কোন ভয়ই নাই, আর তাহাদের রক্ষার নিমিত্ত পুলিশ-সাহায্যেরও বিশেষ দরকার নাই। আমি বরং চাই যে, এই ব্যাপারে আপনারা নিজেরাই পুলিশের কাজ করুন। পৃথিবীর লোকের দৃষ্টি আপনাদের উপর নিবদ্ধ। দিল্লীতে আপনারা যাহা করিয়াছেন তাহাতে মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়া চারিদিক হইতে—চীন, আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে—লোকে অসংখ্য তার প্রেরণ করিতেছে। যে আশা আপনারা জাগাইয়া তুলিয়াছেন তাহার মাপে আপনাদের সকলকে কাজ করিতে হইবে। আপনাদের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের ফলে ভারতে ১৫ই আগস্ট শাসন-ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইয়াছে। পৃথিবীর ইতিহাসে ইহা অভিনব ব্যাপার। কিন্তু তার পরে শুভ পথ হইতে আমাদের পতন ঘটিয়াছে, আর হিন্দু, মুসলমান ও শিখ পরস্পর আমরা বর্বরের ন্যায় আচরণ করিয়াছি। তবে আশা করি এই উন্মত্ততা সাময়িক বিকারমাত্র। অন্তর আমাদের ঠিকই আছে। মনে হয়, আমার অনশনের ফলে উন্মত্ততা দূর হইয়াছে। আশা করি আরোগ্য স্থায়ী হইবে—ব্যাধি পুনরায় দেখা দিবে না।" ৬৬৫

আমাকে ছুটি দিন

তারপরে গান্ধীজী বলিলেন, "আশা করি এবার আপনারা আমাকে ওয়ার্ধায় যাইতে ছুটি দিবেন। আপনাদের কাজের জন্যই ত তথায় যাইব। ডাক্তার রাজেন্দ্রপ্রসাদও তথায় যাইবেন। কিন্তু আপনাদের আশীর্বাদের সহিত

এই পবিত্র আশ্বাসবাণী যদি পাই যে আমার অনুপস্থিতিকালে কোন গোল বাঁধিবে না তবেই কেবল আমি যাইতে পারি। আমি পাকিস্থানেও যাইতে চাই। কিন্তু আইনতঃ পাকিস্থান এখন ভিন্ন রাষ্ট্র, অতএব পাকিস্থান গবর্মেণ্টের নিমন্ত্রণ যদি বা না পাই, তাহাদের অনুমতি বা সম্মতি ছাড়া তথায় আমি যাইতে পারি না।" ৬৬৬

ভাষানুযায়ী প্রদেশ ভাগ

গত দুই দিন হইতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন চলিতেছে। উহার উল্লেখ করিয়া গান্ধীজী বলিলেন, "ভাষানুযায়ী প্রদেশ বিভাগের কথা আমরা বিবেচনা করিতেছি। আজকার সভায় পণ্ডিত জওহরলাল ও সর্দার পাটেল উভয়েই উপস্থিত ছিলেন। ভাষানুসারে প্রদেশ-বিভাগের নীতি স্বীকার করিয়া কংগ্রেস পূর্বেই ঘোষণা করিয়াছিল যে, যেহেতু এবংবিধ পুনর্গঠনের ফলে দেশের সংস্কৃতিগত উন্নতির পথ সুগম হইবে, সেইহেতু ক্ষমতা হস্তগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস এই নীতিকে কার্যে রূপ দিবে। কিন্তু দেখিতে হইবে যে, এইরূপ পুনর্গঠন ভারতবর্ষের প্রাণময় অখণ্ডতার পরিপন্থী না হয়। প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের অধিকার অর্থে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া নহে, আর উহার ঐরূপ অর্থ করাও উচিত নহে। অথবা ঐরূপ স্বায়ত্তশাসন বলিতে ইহাও বুঝায় না যে, পরস্পরের ও কেন্দ্রের কোন অপেক্ষা না রাখিয়া প্রদেশগুলি যাহার যেমন ইচ্ছা চলিতে পারে। যদি প্রত্যেক প্রদেশ নিজেকে স্বতন্ত্র, স্বয়ং-স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া মনে করিতে আরম্ভ করে, তবে ভারতের স্বাধীনতা অর্থহীন হইয়া যাইবে, আর সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন অঙ্গের স্বাধীনতাও লোপ পাইবে। ৬৬৭

"কংগ্রেস ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পল্লী-পঞ্চায়েতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে। কিন্তু গ্রামসমূহকে জীবনী শক্তি আহরণ করিতে হইবে কেন্দ্র হইতে। তেমনই কেন্দ্রকে উহার শক্তি ও কর্তৃত্বের অধিকার আহরণ করিতে হইবে গ্রামসমূহ হইতে। কিন্তু ইহাতে যদি প্রাদেশিক সংকীর্ণতার ভাব জাগ্রত হয়, পরস্পর ঝগড়া বিবাদ ও রেশারেশি চলে, উদাহরণার্থ ধরুন, তামিলনাদ ও অন্ধ্রে, বোম্বাই ও কর্ণাটক ইত্যাদিতে যদি ঝগড়া হয়, তবে পরিণাম অতিশয় মারাত্মক হইবে। প্রাদেশিক ভাষাগুলিকে যদি পূর্ণ উৎকর্ষ লাভ করিতে হয় তবে ভাষা অনুসারে প্রদেশ পুনর্বিভাগ করা প্রয়োজন। হিন্দুস্থানী হইবে ভারতের সর্বপ্রাদেশিক বা রাষ্ট্রভাষা। কিন্তু হিন্দুস্থানী কখনই প্রাদেশিক ভাষার স্থান গ্রহণ করিতে পারে না। ইহা প্রাদেশিক শিক্ষারও বাহন হইতে পারে না—ইংরেজী ত নহেই। বিভিন্ন

প্রদেশ যে ভারতের সহিত অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে যুক্ত, এই বোধ জাগ্রত করাই রাষ্ট্রভাষার কাজ। ভারতের বাহিরের দুনিয়া আমাদিগকে গুজরাটী, মারাঠী, তামিলী ইত্যাদি বলিয়া জানে না—জানে কেবল ভারতবাসী বলিয়া। অতএব বিভেদাত্মক ভাব যাহাতে মাথা তুলিতে না পায় সেদিকে আমাদিগকে দৃঢ়প্রচেষ্ট হইতে হইবে এবং আমরা সকলে যে ভারতবাসী সতত এই কথা আমাদের উপলব্ধি করিতে ও তদনুযায়ী চলিতে হইবে। এই সার্বভৌম সর্ত স্বীকার করিলে ভাষানুযায়ী প্রদেশ বিভাগের দ্বারা শিক্ষা ও বাণিজ্যের পথে অগ্রগতি হইবে। ৬৬৮

সীমানির্ধারণ-কমিশনের দরকার নাই

"নূতন সীমা-নির্ধারণের জন্য সীমা-নির্ধারণ-কমিশন নিশ্চয়ই আমাদের দরকার হইবে না। উহা ত বিদেশী পন্থা। ঐ পন্থা ত আমরা পরিহারই করিয়াছি। পরস্পর বোঝাপড়া করিয়া পরস্পরের সম্মতিক্রমে নূতন ধারাতে নিজেরাই সীমা নির্ধারণ করিয়া, চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য তাহা প্রধান মন্ত্রীর কাছে উপস্থিত করাই সর্বোত্তম পন্থা। তাহাই হইবে প্রকৃত স্বাধীনতা। মীমাংসার জন্য সীমানির্ধারণ-কমিশনরূপী কোন তৃতীয় পক্ষের কাছে যাইলে স্বাধীনতার বিপরীত কাজ করা হইবে। পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সহায়তার উন্মেষ আমাদের করিতে হইবে।" ৬৬৯

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ২৬-১-৪৮

স্বাধীনতা দিবস

"আজ ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস। যে স্বাধীনতা দেখি নাই বা যাহা লইয়া কারবার করি নাই তাহার জন্য যখন সংগ্রাম করিতেছিলাম তখন এই দিবস পালন করা ঠিক উপযুক্তই হইয়াছিল। আর এখন? এখন আমরা স্বাধীনতা হাতে পাইয়াছি, আর মনে হইতেছে যেন আমাদের ভুল ভাঙ্গিয়াছে। আপনাদের যদি নাও ভাঙ্গিয়া থাকে, আমার ভাঙ্গিয়াছে। ৬৭০

"আজ আমরা কিসের উৎসব করিতেছি? নিশ্চয়ই আমাদের ভুল-ভাঙ্গার উৎসব নয়। এই আশাটুকু লইয়া আমরা উৎসব করিতে পারি যে, সব চেয়ে যাহা মন্দ তাহা ঘটিয়া চুকিয়া গিয়াছে, আর এখন গ্রামের অতি সামান্য ব্যক্তিকেও আমরা বুঝাইয়া দিতে যাইতেছি যে—স্বাধীনতার অর্থ গোলামি হইতে তাহার মুক্তি, ভারতের ছোট বড় সহরগুলির জন্য খাটিয়া মরিতেই যাহার জন্ম, আজ সে আর সেই গোলাম নহে, সুপ্রযুক্ত পরিশ্রমের ফলে সে যে শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন করিবে,

সহরবাসীরা আজ তাহার ব্যবহারে প্রশংসামুখর হইবে, তাহারাই ত ভারতের মাটির শ্রেষ্ঠধন। স্বাধীনতার অর্থ সকল শ্রেণীর, সকল সম্প্রদায়ের সমান অধিকার, সংখ্যালঘিষ্ঠের উপর—তাহারা সংখ্যায় যত অল্পই হউক বা তাহাদের প্রভাব যত কমই হউক—সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রভুত্ব কখনও নহে। এই আশাকে ঠেকাইয়া দূরে রাখিয়া আমরা অন্তর যেন তিক্ত করিয়া না বসি। অথচ ধর্মঘট ও নানা আইনবিরোধী কার্যকলাপ এই আশাকে দূরে ঠেলিয়া দেওয়া ছাড়া আর কি? ইহা আমাদের অন্তরের দুঃখ-দুর্বলতারই লক্ষণ। শ্রমিকরা নিজেদের শক্তি ও মর্যাদা সম্বন্ধে সজাগ হউক। শ্রমিকের তুলনায় ধনিকের না আছে মর্যাদা না আছে শক্তি। খুব সাধারণ লোকেরও কিন্তু এসব আছে। সুগঠিত গণ-তান্ত্রিক সমাজে আইন ভঙ্গ করা বা ধর্মঘট করার প্রয়োজন বা উপলক্ষ্য হয় না। এরূপ সমাজে ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করিবার অনেক আইনসম্মত পন্থা আছে, কিন্তু গোপন বা প্রকাশ্য হিংসাত্মক কার্য নিষিদ্ধ। কানপুরে, কয়লার খনিতে বা অন্যান্য স্থানে ধর্মঘটের দ্বারা সমগ্র সমাজের আর্থিক ক্ষতি হইতেছে, ধর্মঘটীরাও বাদ যাইতেছে না। আমাকে একথা স্মরণ করাইয়া দিয়া লাভ নাই যে, আমি যখন অনেকগুলি ধর্মঘট সফলতার সহিত পরিচালনা করিয়াছি তখন আর আমার মুখে একথা শোভা পায় না। এরূপ সমালোচক যদি থাকে তবে তাহার একথা ভুলিলে চলিবে না যে, তখন স্বাধীনতাও ছিল না আর এখনকার মত আইনকানুনও ছিল না। ক্ষমতাসন্ধানী রাজনীতির উত্তেজনা অথবা প্রাধান্যলাভের যে প্রচেষ্টা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য রাজনৈতিক জগৎকে ক্লিষ্ট করিতেছে তাহার হাত হইতে আমরা মুক্ত থাকিতে পারিব কি না জানি না। আজিকার এই আলোচ্য বিষয় শেষ করিবার পূর্বে, আসুন, আমরা এই আশার কথা বলি যে, যদিও ভৌগোলিক ও রাজনীতিক দিক হইতে আমরা দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছি তথাপি অন্তরে আমরা চিরকাল বন্ধু ও ভ্রাতার ন্যায় থাকিব, পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য ও শ্রদ্ধা করিব এবং বহির্জগতের কাছে আমরা একই থাকিব। ৬৭১

নিয়ন্ত্রণ-রদ ও যানবাহন

"বস্ত্রনিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দেওয়াতে সর্বত্রই আনন্দের ভাব দেখা যাইতেছে। দেশে বস্ত্রের অভাব কখনও ছিল না। দেশে যখন যথেষ্ট তূলা এবং সূতা কাটিবার ও বস্ত্র বুনিবার যথেষ্ট লোক রহিয়াছে তখন অভাব হইবে কিরূপে? জ্বালানি কাঠ ও কয়লার উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ আদেশ তুলিয়া লওয়ায় লোকে সমান খুশী হইয়াছে। গরীবের দেহে উত্তাপ-উৎপাদক খাদ্য কম পড়িলে গুড় তাহা পূরণ করে। বাজারে এখন গুড়ের অতিরিক্ত আমদানি লক্ষ্য করিবার মত। শীঘ্র

মাল চলাচলের ব্যবস্থা না হইলে এইভাবে বাজারে গুড় জমিয়া উঠিবার প্রতিকার হইবে না, আর গুড় যেখানে উৎপন্ন হইতেছে তাহার সীমানা ছাড়াইয়া অন্যত্র যাইতে পারিবে না। এই সম্পর্কে অভিজ্ঞ এক ব্যক্তি লিখিতেছেন ঃ

'নিয়ন্ত্রণ-রদ নীতির সফলতার জন্য রেল ও রাস্তায় যানবাহন চলাচলের খুব ভাল ব্যবস্থা করা প্রধান প্রয়োজন, একথা বলা বাহুল্য। যদি রেলপথে মাল চলাচল-ব্যবস্থার উন্নতি না করা হয়, তবে দেশের সর্বত্র দুর্ভিক্ষ দেখা দিবার এবং নিয়ন্ত্রণ-রদ ব্যবস্থা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িবার আশঙ্কা আছে। বর্তমানে রেলযোগে মাল চলাচলের যে ব্যবস্থা তাহা নিয়ন্ত্রণ ও নিয়ন্ত্রণ-রদ উভয় দিকেই খুব বিপজ্জনক। যানবাহন-ব্যবস্থায় যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে একই দ্রব্যের মূল্যে ভয়ঙ্কর তারতম্য দেখা দিয়াছে। রোটকে গুড় যদি প্রতি মণ ৮৲ আট টাকায় বিক্রয় হয়, এবং বোম্বাই-এ ৫০৲ পঞ্চাশ টাকায়, তবে বলিতে হইবে যে, রেলে মাল চলাচল-ব্যবস্থায় নিশ্চয়ই কিছু ত্রুটি আছে। দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত হাজার হাজার ওয়াগন অচল অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। বোঝাই ওয়াগন হইতে মাসের পর মাস ধরিয়া মাল খালাস হইতেছে না। 'ওয়াগন ও কয়লার অভাব' আর 'প্রথম সুবিধা পাইবার যোগ্য বিভিন্ন জিনিষ' এই দুই ছদ্মরূপে ওয়াগন ভাড়ার ব্যাপারে ভীষণ দুর্নীতি চলিতেছে। এক ওয়াগন মাল চালানের ব্যবস্থা করিতে শত শত টাকা ঘুষ দিতে হয়, আর বহু দিন ধরিয়া রেলওয়ে অফিসে ছুটাছুটি করিতে হয়। সুযোগ্য যানবাহন-মন্ত্রী বহু চেষ্টা করিয়াও ওয়াগন সরবরাহ ও চলাচলের কোনই সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। যানবাহন-মন্ত্রী রেল ও রাস্তায় সমগ্র মাল চলাচল ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করিলে তবেই নিয়ন্ত্রণ-রদ নীতি সফল হইবে। এরূপ করিলে নিয়ন্ত্রণ-রদে গরীবদের মঙ্গল হইবে। গরীবদের মঙ্গলের জন্যই ত নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দেওয়া। রেল ও রাস্তায় যানবাহন চলাচলের বে-বন্দোবস্তের জন্য লক্ষ লক্ষ চাষী ও শ্রমিকের বিষম অসুবিধা হইতেছে, তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে পৌছিতে পারিতেছে না।

'আমি পূর্বের চিঠিতে বলিয়াছি যে, পেট্রল রেশনিং এবং রোড্ ট্রান্সপোর্টের ছাড়পত্র দিবার কিম্বা একচেটিয়া অধিকার দিবার নিয়ম তুলিয়া দেওয়া দরকার। এই একচেটিয়া অধিকারের দ্বারা

কেবলমাত্র কয়েকটি ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি লাভবান হইতেছে, আর আমাদের দেশের কোটি কোটি লোকের অসুবিধা হইতেছে।

'নিয়ন্ত্রণরদ নীতির সাফল্য শতকরা ৯৫ ভাগ নির্ভর করে রেল ও অন্যান্য মালবাহী গাড়ীর সুব্যবস্থার উপর অর্থাৎ ইহার জন্য ওয়াগন-সমূহ চালু রাখিতে হইবে, পেট্রলের কণ্ট্রোল তুলিয়া দিতে হইবে, আর মোটর লরীর একচেটিয়া ছাড়পত্র দেওয়ার প্রথা রদ করিতে হইবে। এরূপ করিলে দূর দূর গ্রাম হইতে লক্ষ লক্ষ টন খাদ্যশস্য ও অন্যান্য দ্রব্য দেশের বিভিন্ন বাজারে প্রচুর পরিমাণে ছড়াইয়া পড়িবে।' ৬৭২

দুর্নীতি-দানব

"পত্রলেখক যে দুর্নীতির কথা বলিয়াছেন তাহা নূতন নয়, শুধু পূর্বাপেক্ষা তাহা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই দুর্নীতিতে বাহিরের বাধা কার্যত কোথাও নাই। এই দুর্নীতি তখনই যাইবে যখন এই সকল দুনীতিপরায়ণ কর্মচারী বুঝিতে পারিবে যে, জাতিটা তাহাদের জন্য নয়, তাহারাই জাতির জন্য। ইহার জন্য প্রয়োজন উচ্চ নীতিজ্ঞান, যাহারা এই কুকার্য করে না এবং দুর্নীতি-পরায়ণ কর্মচারীদের উপর যাহাদের প্রভাব আছে তাহাদের একান্ত সজাগ দৃষ্টি। এই বিষয়ে উদাসীন থাকা পাপ। আমাদের সান্ধ্য প্রার্থনা যদি ঠিক আন্তরিক হয় তবে এই দুর্নীতি-দানবকে তাড়াইবার জন্য তাহা বড় কম কাজ করিবে না।" ৬৭৩

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ২৭-১-৪৮

মুসলমান ও প্রার্থনা-সভা

মঙ্গলবার প্রার্থনা-ভাষণের প্রারম্ভে গান্ধীজী জিজ্ঞাসা করেন, সভায় কয়জন মুসলমান উপস্থিত আছেন। মাত্র একখানা হাত উঠিতে দেখিয়া তিনি নিরাশা প্রকাশ করেন। সেদিন তিনি প্রত্যেক হিন্দু ও শিখকে এক একজন করিয়া মুসলমান বন্ধু সঙ্গে আনিবার জন্য বলিয়াছিলেন এবং আশা করিয়াছিলেন যে অন্তত এইটুকু তাহারা করিবে। ৬৭৪

মেহ্‌রৌলিতে মেলা

ইহার পর গান্ধীজী সকালে মেহ্‌রৌলির দরগা শরীফ পরিদর্শনের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "বহু মুসলমান উর্স মেলা দেখিতে আসিয়াছিল।

সুখের বিষয় হিন্দু ও শিখের সংখ্যা মুসলমানদের সমান ছিল। কতকগুলা আজগুবি মিথ্যা খবর রটিয়া যাওয়ার ফলে পূর্ব পূর্ব বৎসর অপেক্ষা এবার মুসলমানের সংখ্যা কম হইয়াছিল। মানুষ মানুষকে ভয় করিবে ইহা অত্যন্ত লজ্জার কথা। দরজার মূল্যবান শ্বেতপাথরের জাফরিগুলি নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে দেখিয়া আমি বড় দুঃখিত হইয়াছি। এই রকম বা ইহার চেয়ে আরও খারাপ কাজ পাকিস্থানে করা হইয়াছে একথা বলা ইহার কোনও সদুত্তর নয়। আমাদের কি এতই অধঃপতন হইয়াছে যে, আমরা এরূপ বর্বরের মত কাজ করিব? যদি স্বীকার করিয়া লওয়া হয় যে, এইরূপ ঘটনা পাকিস্থানে আরও অধিক ঘটিয়াছে, তাহা হইলেও মন্দকার্যের এইরূপ তুলনা অন্যায়। সমগ্র পৃথিবী যদি অন্যায় করে তবে কি আমাদের অন্যায় করিতে হইবে? আজ যদি আমি অসৎ পথে চলিতে আরম্ভ করি তবে কি সকলে দুঃখিত হইবে না? আমার কাছে তাহা ত মৃত্যুরও অধিক হইবে। সেইরূপে দরগার যে ক্ষতি করা হইয়াছে তাহার জন্য তাহাদের লজ্জিত হওয়া উচিত। দরগার রক্ষণাবেক্ষণ যাঁহার হাতে ন্যস্ত, তিনি দরগার ইতিহাস উপস্থিত সকলকে শুনাইয়াছেন। আমি মনে করি এরূপ পবিত্র স্থানের যে সম্মান প্রাপ্য তাহা সকলের দেওয়া উচিত।" ৬৭৫

উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে আরও হত্যা

উপজাতি-অঞ্চল হইতে আসিয়া হানাদাররা পেশওয়ারে পারাচীনার আশ্রয়কেন্দ্রে ১৩০ জন নিরপরাধ হিন্দু ও শিখকে হত্যা করিয়াছে। সেই কথার উল্লেখ করিয়া গান্ধীজী বলিলেন, "এরূপ ঘটনায় ক্রোধের উদ্রেক হইলে অবশ্য তাহা বুঝা যায়, কিন্তু তবুও তাহা অন্যায়। আমি মেলায় উপস্থিত জনতাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছি যে, তাহাদের যদি প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার কোন গোপন ইচ্ছা থাকে তবে তাহাদের নামে যে চুক্তি করা হইয়াছে তাহা ভঙ্গ করা হইবে। এরূপ ব্যাপারে ভারত ডমিনিয়ন গবর্মেণ্টই যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন, কিন্তু জনসাধারণের কথা বলিতে হইলে, তাহাদের শান্ত-ভাবেই থাকিতে হইবে। ৬৭৬

আজমীরের হরিজন সম্প্রদায়

"রাজকুমারী অমৃত কওর আজমীর হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে শুনিয়াছি যে, সেখানে হরিজনরা অত্যন্ত কদর্য নোংরা স্থানে বাস করে। এই বিষয়ে হিন্দুদের ও কর্তৃপক্ষের উদাসীন নিশ্চেষ্টতা দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া যাই। দিল্লীর হরিজন-বস্তিও খুব নোংরা, কিন্তু রাজকুমারী আজমীরে

যাহা দেখিয়া আসিয়াছেন তাহা সব হরিজন-বস্তিকে ছাড়াইয়া যায়। হরিজনরা নোংরা কাজ করে এই অজুহাতে তাহাদিগকে উপেক্ষা করা চলে না। অনতিবিলম্বে এই কলঙ্ক দূর করা উচিত।" ৬৭৭

মীরপুরের আক্রান্ত ব্যক্তিগণ

কাশ্মীরের মীরপুর জেলার যে সকল পুরুষ ও নারীকে হানাদারিরা বলপূর্বক লইয়া গিয়াছে, গান্ধীজী সর্বশেষে তাহাদের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "এই সব বন্দীদের মধ্যে অনেক যুবতী আছে। হানাদাররা তাহাদের উৎপীড়ন করিয়াছে, তাহাদের অনেককে পাকিস্থানে সরাইয়া দিয়াছে এরূপ সংবাদও পাওয়া গিয়াছে। হানাদারদের মধ্যেও কিছু ভদ্রয়ানীর নিয়ম থাকা বাঞ্ছনীয়। সেই নিয়মে নারীহরণের স্থান থাকিবে না। আমাকে যে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে তাহা ঠিক ধরিয়া লইয়া, আমি পাকিস্থান কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানাইতেছি যে, তাঁহারা এই অন্যায়ের প্রতিকার করুন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর অন্তর বিক্ষত হইয়া উঠিয়াছে এবং ভারত ইউনিয়ন গবর্মেণ্ট এই বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। মুসলমান শাস্ত্র পাঠ করিয়া আমি জানি যে এরূপ কাজ শাস্ত্র সমর্থন করে না। গবর্মেণ্টের শাসনযন্ত্র আস্তে চলে, কিন্তু মানবতার দাবি ত বিলম্ব সহ্য করিতে পারে না।" ৬৭৮

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী ২৮-১-৪৮

বাহাওয়ালপুরী বন্ধুদের প্রতি

বুধবার সন্ধ্যায় প্রার্থনান্তিক ভাষণে গান্ধীজী বলিলেন, "কয়েকজন বাহাওয়ালপুরী বন্ধুর নিকট হইতে আমি এই অভিযোগ পাইয়াছি যে, তাঁহারা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ চাহিয়াও পান নাই। আমি তাঁহাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা জানি। আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে যদি তাঁহারা সান্ত্বনা পান তবে আমি সময় করিয়া লইব। তবে আমি তাঁহাদিগকে এই নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, তাহাদের জন্য যতটা করা সম্ভব তাহা করা হইতেছে। নবাব সাহেবের নিকট হইতে একখানা টেলিগ্রামে খবর আসিয়াছে যে, ডাক্তার সুশীলা নয়্যর ও মিষ্টার লেস্লী ক্রশ বাহাওয়ালপুরে পৌছিয়াছেন। অবস্থা কোন দিকে যায় ধৈর্য ধরিয়া আমাদের লক্ষ্য করিতে হইবে। ৬৭৯

রাজধানীতে শান্তি

"ঈশ্বরের অনুগ্রহে রাজধানীতে তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা দেশের অবস্থার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হইবে।" ৬৮০

দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ

দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়গণ অন্য প্রকারের সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিয়াছে। গান্ধীজী তাহার কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন প্রদেশগুলিতে ভারতীয়দের স্বাধীনভাবে অবাধ প্রবেশের অধিকার দেওয়া হয় নাই। পুরুষ ও নারী হিসাবে নিজেদের মর্যাদা বজায় রাখিবার জন্য সত্যাগ্রহীরা পায়ে হাঁটিয়া ভোলকার্স্ট'এ পৌছায়, তথা হইতে মোটরযোগে জোহানেসবার্গএ উপস্থিত হইয়া সেখানে এক সভা করে। এই কাজ অত্যন্ত সাহসের। যদি সকল লোক এক হইয়া ঠিকভাবে সত্যাগ্রহী হয় তবে তাহাদের চেষ্টা জয়যুক্ত হইবে। এই হাঁটিয়া যাওয়ার ব্যাপারে গবর্মেণ্ট বেশ কতকটা সহিষ্ণুতা দেখাইয়াছেন, কাহাকেও গ্রেপ্তার করেন নাই। কিন্তু আন্দোলন অগ্রসর হইতে থাকিলেই গ্রেপ্তার আরম্ভ হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। আন্দোলন যতদিন শান্তিপূর্ণভাবে চলিবে ততদিন গবর্মেণ্টের পক্ষে উৎপীড়ন করিবার কোন যুক্তি নাই। মীমাংসার জন্য অশ্বেতকায়দের সহিত খোলাখুলি আলোচনা করা শ্বেতকায়গণ মর্যাদাহানিকর মনে করিবেন কেন? আমার বক্তব্য এই যে, দক্ষিণ আফ্রিকার কর্তৃপক্ষগণ সত্যাগ্রহী নেতাদের সহিত যোগাযোগ করুন এবং তাঁহাদের সঙ্গত দাবি মিটাইয়া দিন। আজ ভারতবর্ষ ও পাকিস্থান এই দুইটি নূতন ডমিনিয়ন বৃটিশ কমনওয়েলথ-এর অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য ডমিনিয়নের নিকট বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার আশা করিতে পারে। কিন্তু এখনও যদি দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্মেণ্ট বর্ণের কারণে ভারতীয়দের নিকৃষ্ট মনে করেন, তবে আমি বিনা সঙ্কোচে বলিব যে তাঁহারা অন্যায় করিতেছেন। ডমিনিয়নসমূহ নিজের মধ্যে কলহ করিবে একথা ভাবিতে পারা যায় না। ৬৮১

মহীশূরের মুসলমান সম্প্রদায়

"কিছুদিন পূর্বে মহীশূরের মুসলমানদের নিকট হইতে এই মর্মে এক তার পাইয়াছিলাম যে, আমার অনশনের প্রভাব মহীশূরের উপর মোটেই পড়ে নাই। ষ্টেটের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর নিকট হইতে আর একটি তার পাইয়াছি। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, আমাকে ভুল সংবাদ দেওয়া হইয়াছে—প্রকৃতপক্ষে আমার অনশন গভীর রেখাপাত করিয়াছে এবং বিদ্বেষভাব শান্ত করিতে সাহায্য করিয়াছে। কিছু গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইয়াছিল বটে, তবে তাহা বাঙ্গালোর সহরের কয়েকটি অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং পুলিশের বন্দুক বা লাঠির সাহায্য না লইয়াই অবস্থা তৎক্ষণাৎ আয়ত্তে আসে। রাষ্ট্রের অন্য সকল স্থান সাম্প্রদায়িক গোলমাল হইতে মুক্ত ছিল এবং এখনও আছে। ৬৮২

"আমি প্রার্থনা-সভায় মুসলমানদের দুঃখকষ্টের কথা উল্লেখ করিয়াছি বলিয়া

তাঁহাদের পক্ষ হইতে একজন মুসলমান আমাকে তার করিয়া ধন্যবাদ দিয়াছেন, আর বলিয়াছেন যে, গবর্মেণ্ট সচেতন হইয়া উঠিয়াছেন ও স্পষ্ট ভাষায় ঘটনাসহ বিবৃতি প্রকাশ করিয়া মুসলমানদের নির্দোষিতা স্বীকার করিয়াছেন। তারে আরও বলা হইয়াছে যে, মুসলমানরা চিরদিনই রাষ্ট্রের ও দেশের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিয়া আসিয়াছে। মরিয়া হইয়া তাহাদের দেশ ছাড়িয়া যাওয়া এখনই বন্ধ করা উচিত। মুসলমান বন্ধুদিগকে এবং অন্যান্য সকলকে আমি বলিতেছি যে, তাঁহারা ঘটনা অতিরঞ্জিত না করেন, বরং তাঁহারা যেন কম করিয়া বলেন। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা হইতে আমি বলিতে পারি যে, ইহাই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের একত্রে সদ্ভাবে বাস করিবার প্রকৃষ্ট পন্থা। ৬৮৩

দাতাদের প্রতি একটি কথা

"যাঁহারা আমার নিকট রেজেষ্ট্রি-না-করা ডাকে হরিজনদের ও অন্যান্য কাজের জন্য অর্থ প্রেরণ করেন, সর্বশেষে আমি তাঁহাদের একটি কথা বলিতে চাই। আমার মনে পড়ে, আমার পিতা এক সময় আমার নিকট একটি দামী পাথর সাধারণ ডাকে পাঠাইয়াছিলেন। পরে ভাবনায় পড়িয়া তাঁহাকে টেলিগ্রাম করিয়া জানিতে হয়, পাথরখানি আমার কাছে ঠিক ঠিক পৌছিয়াছে কি না। সেইভাবে সম্প্রতি এক বন্ধু মামুলি খামের মধ্যে আমার নিকট হাজার টাকা পাঠাইয়াছেন। পথে অপর কেহ যদি চিঠিখানি গোপনে খুলিত তবে হরিজনদের কাজে খুব ক্ষতি হইত, দাতারও ক্ষতি হইত। এরূপ দানের টাকা যে নিরাপদে আসিয়া পৌছায়, ইহাতে ডাকবিভাগের কর্মচারীদের সততার প্রমাণ পাওয়া যায়। এজন্য আমি তাঁহাদের সাতিশয় প্রশংসা করিতেছি এবং সকল বিভাগকে অনুরোধ জানাইতেছি যে, জনসাধারণের কাজে তাঁহারা যেন এই সততা বজায় রাখিয়া চলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যৎ দাতাদের আমি সতর্ক করিয়া দিতেছি, তাঁহারা যেন অনর্থক বিপদের মধ্যে না যান এবং বিভাগীয় লোকদের সম্মুখে প্রলোভনের বস্তু না ধরেন। তাঁহারা যেন মনি-অর্ডার বা ইন্‌সিওর করিয়া টাকা পাঠান এবং প্রয়োজন হইলে পাঠাইবার খরচা দানের টাকা হইতে বাদ দিয়া দেন।" ৬৮৪

বিরলা ভবন, নয়া দিল্লী, ২৯-১-৪৮

বাহাওয়ালপুরে প্রতিনিধি প্রেরণ

ডক্টর সুশীলা নয়্যর কি করিয়া 'ফেণ্ড্‌স ইউনিট'-এর মিষ্টার লেসলি ক্রশের সঙ্গে বাহাওয়ালপুর গিয়া পড়িলেন, 'বৃহস্পতিবার প্রার্থনান্তিক ভাষণে গান্ধীজী

সেই কথা প্রথমে বুঝাইয়া বলেন। তিনি বলিলেন, "মিষ্টার ক্রশ সাধু ব্যক্তি, সকলের বন্ধু, স্বেচ্ছায় তিনি এই কার্য গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীমতী সুশীলা বেন যখন এই কথা শুনিলেন, তখন তিনিও তাঁহার সহিত যাইতে পারেন কি না জানিতে চাহিলেন। নোয়াখালিতে কাজ করিবার সময় সুশীলা 'ফেণ্ড্‌স ইউনিট'-এর সহিত যোগ রাখিয়াছিলেন। সুশীলা পাঞ্জাবের অন্তর্গত গুজরাতের লোক, মুসলিমগণের সহিত তাঁহাদের পরিবারের বন্ধুত্বের কথা লোকে জানিত। সেই পরিবার বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে কিন্তু তাহার জন্য সুশীলার মন বিষাক্ত হইয়া উঠে নাই। ঐ দিকের স্থানীয় ভাষাগুলি সুশীলা জানেন এবং সেখানে যাইতেও তাঁহার ভয় নাই। আমি মিষ্টার ক্রশের সহিত পরামর্শ করিলাম। তিনি খুশী হইয়া এই প্রস্তাবে রাজি হইলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করা হইতেছে, এই যাত্রায় ঐ দুইজনের মধ্যে প্রধান কে? মিষ্টার ক্রশ আমার মান্য বন্ধু, আর সুশীলাকে আমি কন্যারূপে পাইয়াছি—তাঁদের দুজনকে লইয়াই আমি গৌরব বোধ করি। তাঁদের উভয়ের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা আছে, উভয়েই সেবাপরায়ণ হইয়া সেখানে গিয়াছেন—উদ্দেশ্য, সেখানকার অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া ফিরিয়া আসিয়া আমাকে জানান। নিঃস্বার্থ সেবায় যাঁহারা ব্রতী তাঁহাদের মধ্যে প্রধান অপ্রধান ভেদ নাই। আর কিছু ভেদ যদি বা থাকে, তবে মিষ্টার ক্রশই তাঁহাদের মধ্যে প্রধান।" ৬৮৫

তাঁহাদের সেবক

গান্ধীজী তারপর বলিলেন, "বান্নু হইতে যে সকল দুঃখী আসিয়াছেন তাঁহাদের চল্লিশ জন প্রতিনিধি আজ বৈকালে আমার সঙ্গে দেখা করেন। গরীব বেচারীরা, তাঁহাদের অত্যন্ত দুঃখের অবস্থা, তাঁহাদের দর্শন পাইয়া আমি ধন্য হইয়াছি। আগে হইতে আমার অন্য সব কাজ ছিল, তাই আমার অনুরোধ ক্রমে তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া নিজেদের কথা শ্রীব্রিজকৃষ্ণকে দিয়া লিখাইয়া দিলেন। তবে তাঁহাদের একজন বলিয়া উঠিলেন যে, তাঁহাদের দুঃখকষ্টের জন্য আমিই দায়ী এবং ক্রোধভরে জানাইলেন যে. তাঁহারা নিজের বোঝা নিজে বহিবেন, আমি যেন হিমালয়ে চলিয়া যাই। আমি তাঁহাকে বলিলাম কাহার হুকুমে আমি হিমালয় যাইব? কেহ আমার উপর ক্রুদ্ধ হইতেছেন, কেহ গালাগালি পর্যন্ত দিতেছেন, আবার অনেকে আমার কাজের সুখ্যাতিও করিতেছেন। এই অবস্থায় একটিমাত্র পথ আমার খোলা আছে—আমি ভগবানের আদেশ অনুসরণ করিব—মানুষ তার অন্তরের মণিকোঠায় ভগবানের বাণী শুনিতে পায়। তাঁহাদের দলে মেয়েরাও ছিলেন। আমি তাঁহাদের আমার ভাইবোনের মত মনে করি। ভগবানই আমাদের একমাত্র প্রকৃত

বন্ধু, আমরা একান্তভাবে তাঁহারই হাতে। হিমালয়ে গিয়া সেখানকার শান্তি উপভোগ করিতে আমি চাই না—চারিপার্শ্বের বিপর্যয়ের মধ্য হইতেই যেটুকু শান্তি পাইতে পারিব তাহাতেই আমি খুশী হইব। সেইজন্য আপনাদের মাঝে থাকাই আমি পছন্দ করি, আর এই কথাটি বলি যে, আপনারা সকলে যদি হিমালয়ে চলিয়া যান তবে আমিও সেবকরূপে আপনাদের অনুসরণ করিতে পারি।" ৬৮৬

অন্নশ্রম

তৎপরে গান্ধীজী বলিলেন, "আশ্রয়প্রার্থিগণের অন্ন বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তথাপি তাঁহারা কাজ করিতে চান না—আমার কাছে এই সব অভিযোগ আসিতেছে। বিপন্ন অবস্থায় মানুষকে শ্রমের ভিতর দিয়াই সুখের সন্ধান করিতে হয়। খাইয়া পরিয়া নাচিয়া বেড়াইবে, ভগবান্ শুধু এইজন্য মানুষকে সৃষ্টি করেন নাই। গীতার শিক্ষা এই যে, মানুষকে যজ্ঞ করিতে হইবে—শ্রমযজ্ঞ এবং সেই শ্রমযজ্ঞের ফল সে গ্রহণ করিবে। কোটিপতি যাঁহারা বিনা পরিশ্রমে অন্ন গ্রহণ করেন, তাঁহারা পরগাছা। তাঁহাদেরও মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া পরিশ্রম করিয়া তাহার ফলস্বরূপ অন্নগ্রহণ করা উচিত, নহিলে অন্নগ্রহণ উচিত নহে। যাহারা অসমর্থ বা পঙ্গু, একমাত্র তাহারাই শ্রমযজ্ঞ হইতে রেহাই পাইতে পারে—তাহাদের ব্যবস্থা সমাজ করিবে। আশ্রয়প্রার্থিগণের অনেক রকম কাজ করিবার আছে—যেমন স্বাস্থ্যবিধানের ব্যবস্থা, তাহার ভিতর পায়খানা সাফ করাও আছে, তাহা ছাড়া সূতাকাটা এবং অন্যান্য শিল্পকর্ম। তাহারা যে অবস্থায় পড়িয়াছে তাহারই ভিতর যতটা ভাল করা যায় তাহা করিতে শেখা উচিত।" ৬৮৭

কিষাণ

গান্ধীজী তারপর কিষাণদের সম্বন্ধে বলিলেন। তিনি বলিলেন, "আমার কথা যদি চলে, তবে বলি আমাদের বড়লাট এবং প্রধান মন্ত্রী আসিবেন কিষাণদের মধ্য হইতে। বাল্যকালে পাঠ্য পুস্তকে পড়িয়াছিলাম যে, কিষাণরাই পৃথিবীরাজ্যের উত্তরাধিকারী। যাহারা কৃষিক্ষেত্রে পরিশ্রম করে এবং নিজ হাতে উৎপন্ন ফসল হইতে অন্ন করিয়া লয়, এই কথা তাহাদের সম্বন্ধেই খাটে। ঐরূপ উচ্চ পদের যোগ্য হইতে হইলে, নিরক্ষর থাকিলেও কৃষকের সাধারণ বুদ্ধি বলিষ্ঠ হওয়া চাই, ব্যক্তিগত জীবনে শ্রেষ্ঠ সাহসিকতা থাকা চাই, চারিত্রিক শক্তি অখণ্ড ও নির্দোষ হওয়া চাই এবং স্বাদেশিকতায় তাহাদের সন্দেহের অতীত হওয়া

চাই। ধনের প্রকৃত উৎপাদক বলিয়া তাহারাই হইল আসল মালিক বা প্রভু, অথচ আমরা তাহাদেরই চাকর করিয়া রাখিয়াছি। আমাকে একথাও বলা হইয়াছে যে, সরকারী দপ্তর খানায় বড় বড় কাজের ব্যবস্থা তাহাদেরই দ্বারা হওয়া উচিত। আমি এই কথার সমর্থন করি এই সর্তে যে, যে-কাজ করিতে হইবে তাহার যোগ্যতা ও জ্ঞান তাহাদের থাকা চাই। এই ধরণের কিষাণ যখন পাওয়া যাইবে, তখন আমি মন্ত্রী ও অন্যান্য রাজকর্মচারীদের খোলাখুলি বলিব যে, তাঁহারা তাহাদের জন্য স্থান ছাড়িয়া দিন।" ৬৮৮

মাদ্রাজে খাদ্যের অনটন

পরিশেষে গান্ধীজী মাদ্রাজ প্রদেশের খাদ্যের অবস্থা সম্বন্ধে উল্লেখ করিলেন। তিনি বলিলেন, "মাদ্রাজে খাদ্যশস্য সরবরাহের ব্যবস্থা করিবার জন্য শ্রীজয়রাম-দাসের নিকট মাদ্রাজ সরকারের দূত আসিয়াছেন। তাঁহাদের এইরূপ মনের ভাব দেখিয়া আমি দুঃখিত হইয়াছি। মাদ্রাজের লোকদের আমি এই কথাটি বুঝাইয়া বলিতে চাই যে, চীনাবাদাম, নারিকেল ও এইরূপ নানা রকম জিনিস খাদ্যরূপে গ্রহণ করিলে, নিজেদের দেশের মধ্যেই তাঁহারা যথেষ্ট খাবার পাইতে পারেন। তাঁহাদের যথেষ্ট মাছ আছে, আর অধিকাংশ লোকেই সেখানে মাছ খায়। তবে কেন তাঁহারা ভিক্ষাপাত্র লইয়া অপরের নিকট যাইবেন? চাউলের জন্য—তাহাও আবার মাজা চাউল, যাহার পুষ্টিগুণ নষ্ট হইয়াছে—জিদ করা অথবা অনুগ্রহ করিয়া গম খাইতে স্বীকার করা তাঁহাদের সাজে না। তাঁহারা চালের গুঁড়ায় চীনাবাদাম বা নারিকেল চূর্ণ মিশাইয়া লইতে পারেন এবং এই উপায়ে খাদ্যাভাব এড়াইতে পারেন। এজন্য তাঁহাদের বিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতা চাই। মাদ্রাজীদের আমি ভালই জানি। দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার দলে মাদ্রাজের বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলের লোক সব ছিলেন। কুচ করিয়া অগ্রসর হইবার কালে তাঁহাদের প্রাত্যহিক রেশন ছিল মাত্র ১২ ছটাক রুটি এবং অর্দ্ধ ছটাক চিনি। কিন্তু রাত্রিযাপনের জন্য যেখানেই তাহারা তাঁবু ফেলিত, সেখানে সেই বিস্তীর্ণ শষ্পাচ্ছাদিত ক্ষেত্রসমূহ হইতে তাহারা খাইবার জিনিস সংগ্রহ করিত এবং উহা রন্ধন করিয়া আর গান গাহিয়া, আমার বিস্ময় উৎপাদন করিত। যাহারা এরূপ উপায়কুশল তাহারা কখন এরূপ অসহায় বোধ করিবে কেন? এ কথা ত সত্য যে, আমরা সকলেই শ্রমিক। সাধুশ্রমেই আমাদের মুক্তি নিহিত আছে, আমাদের প্রধান প্রয়োজনগুলি সেই পথেই মিটিবে।" ৬৮৯